বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক

অগ্রগতির চার বছর (২০০৯–১২)

বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক

অগ্রগতির চার বছর (২০০৯-২০১২)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক

অগ্রগতির চার বছর (২০০৯-২০১২)

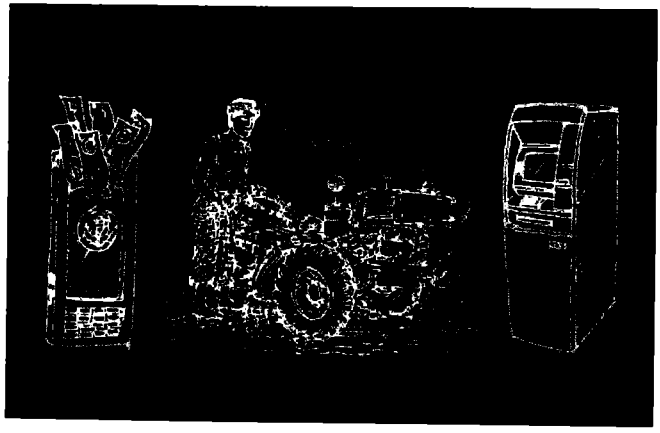

বাংলাদেশ ব্যাংক

www.pathagar.com

বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক

অগ্রগতির চার বছর (২০০৯-২০১২)

সম্পাদক
শুভঙ্কর সাহা

©
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১৩
চৈত্র ১৪১৯

প্রচ্ছদ
সৈয়দ লুৎফুল হক

প্রকাশক
এফ. এম. মোকাম্মেল হক
মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক

মুদ্রণ
স্রোত এ্যাডভার্টাইজিং, মগবাজার, ঢাকা

মূল্য ঃ ৪০০.০০ টাকা

Bodle Jaoa Bangladesh Bank

Ogrogotir Char Bochhar (2009-12)

Editor
Subhankar Saha

Published By
F. M. Mokammel Huq
General Manager
Department of Communications and Publications
Bangladesh Bank

Price : Tk. 400.00

www.pathagar.com

সম্পাদক
শুভঙ্কর সাহা

সহযোগী সম্পাদক
এস, এম, রবিউল হাসান
এফ. এম. মোকাম্মেল হক
এ. এফ. এম. আসাদুজ্জামান

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও সম্পাদনা সহযোগী
জী, এম, আবুল কালাম আজাদ
মোঃ নাজিম উদ্দিন
শাকিল এজাজ
নুরুন্নাহার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ব্যাংকের চার বছরের কর্মকাণ্ড নিয়ে রচিত 'বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক, অগ্রগতির চার বছর (২০০৯-১২)' শীর্ষক বইটির পাণ্ডুলিপি আমি পড়েছি দাবি করতে পারবো না তবে চোখ বুলিয়েছি বলতে পারবো। বর্তমান সরকারের চার বছর অতিক্রমের শুভলগ্নে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগে এমন একটি বই প্রকাশ খুবই তাৎপর্যবহ। আমি এই সুন্দর প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। বইটিকে সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত করতে এর সম্পাদক ও প্রণেতাদের অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বইটির মুখবন্ধ লিখতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

এই চার বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকে আমি যে বিপ্লব দেখেছি তার মূল বিষয় ক'টি এখানে উল্লেখ করতে চাই। প্রথমতঃ ডিজিটাইজেশন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে এবং সারা ব্যাংকিং খাতে এই উদ্যোগ জোরদার হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মোবাইল ব্যাংকিং শুরু এবং প্রসারিত হয়েছে। 'পে-পাল' ব্যবস্থা চালু হলে ষোলকলা পূর্ণ হবে। তৃতীয়তঃ সিএসআরের ক্ষেত্রে রীতিমত বিপ্লব সাধিত হয়েছে। চতুর্থতঃ আর্থিক সেবাভুক্তিকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণকে অন্তর্ভুক্তিকরণে ব্যাংকের ভূমিকা একেবারেই বিনিশ্চায়ক। সর্বশেষে কারেন্সি মিউজিয়াম স্থাপন তাদের একটি বিশেষ কৃতিত্ব।

এবারে আমি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ থেকে ৪২ বছর আগে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে দিন বদলের সনদ 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই রূপকল্পে তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে। সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে। ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা। তথ্যপ্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহারে দেশ হয়ে উঠবে সম্ভাবনাময় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। এভাবে উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির নবযাত্রায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পরিণত হবে এক মধ্যম আয়ের দেশে।

অনেক চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়ে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি বর্তমান সরকার যাত্রা শুরু করে। তখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চলছিল অর্থনৈতিক সঙ্কট ও মন্দা। খাদ্যপণ্য ও জ্বালানিসহ সব

www.pathagar.com

ধরনের পণ্যের দাম বাড়ছিল। এই সঙ্কট মোকাবেলার জন্য বর্তমান সরকার গঠনের পরপরই শুরু হয় এক মহা কর্মযজ্ঞ। এই কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই চার বছরে দিন বদলের সনদ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সব বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখে সরকারের নীতি-নির্ধারক মহল তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেছেন। আর এই প্রয়াস থেকে প্রাপ্তির পরিমাণও কম নয়। রূপকল্পে ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শতভাগ সফলতা অর্জিত না হলেও সাফল্যের পথে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানা অভিঘাত সত্ত্বেও রূপকল্পের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্য থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিচ্যুত হয়নি। তবে, স্বপ্নপূরণের এ পথ মসৃণ নয়। মাত্র চার বছরের মধ্যে সব সমস্যা দূর করাও সম্ভব নয়। সে প্রেক্ষিতে সরকার সমস্যাগুলোর অগ্রাধিকার বিবেচনায় উপযুক্ত নীতি ও কৌশল গ্রহণ করছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং উচ্চতর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির সোপানে আরোহণ করার জন্য সরকারের ব্যাপক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিচ্ছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা বিষয়ে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদের সংশয় ছিল। দেশটি তখন 'তলাবিহীন ঝুড়ি' এবং 'উন্নয়নের পরীক্ষাগার' হিসেবে কৃপার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৪২ বছর পর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশংসিত হচ্ছে। পৃথিবীতে বাংলাদেশের সম্মান অনেক বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতির এই অগ্রযাত্রাকে বিরাট অর্জন বলে আখ্যায়িত করেছে। সংস্থাগুলো সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করছে। বাংলাদেশকে একটি অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি আজ দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচক ইতিবাচক ধারায় আছে। অন্যান্য বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি অব্যাহত রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ দেশ। গত চার বছরে আমরা গড়ে ৬.২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটের পরিমাণ ছিল ৮৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের মূল বাজেট সেখানে দ্বিগুণের বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯১ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা। সত্তর ও আশির দশকে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের প্রায় শতভাগ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নয়ন বাজেটে এ নির্ভরতা এক-তৃতীয়াংশের নিচে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ তার লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত অর্জন করে চলেছে। এর মানে, বাংলাদেশ এখন তার রপ্তানি আয় আর আমদানি ব্যয়ের ব্যবধানটা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। গত চার বছরে রপ্তানি খাতে গড় আয় হয়েছে ১৯.৮ বিলিয়ন ডলার। মোট অঙ্কে রপ্তানি আগের সরকারের একই সময়ের চেয়ে ২.৮ গুণ বেড়েছে। রপ্তানির পাশাপাশি আমদানি ব্যয়ও হয়েছে গড়ে ২৮.৮ বিলিয়ন ডলার।

www.pathagar.com

২০০৭-০৮ সালে রপ্তানি আয় ছিল ১৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর আমদানি ব্যয় ছিল ১৯.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১১-১২ সালে তুলনামূলক অবস্থান হলো রপ্তানি আয় ২৪.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি ব্যয় ৩৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি-আমদানির এই বিশাল ভলিউমই প্রমাণ করে বাংলাদেশের অর্থনীতির সক্ষমতা। চার বছরে ২০ লক্ষ ৪০ হাজার জনশক্তির বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে, যা আগের সরকারের একই সময়ের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। এই চার বছরে রেমিট্যান্স এসেছে গড়ে ১১.৩ বিলিয়ন ডলার। ২০১২ সালে রেমিট্যান্স আয়ে নতুন রেকর্ড করেছে বাংলাদেশ। ঐ বছর রেমিট্যান্স এসেছে ১৪.২ বিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এ বছরের মার্চের শুরুতেই ১৪ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে ২০০৮ সালে রিজার্ভ ছিল ৫.৭ বিলিয়ন ডলার। মূল্যস্ফীতিও এক অঙ্কের সহনীয় মাত্রায় বিরাজ করছে। খাদ্য-বস্ত্রে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ২০০৭-০৮ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৩.১১ কোটি মেট্রিক টন এবং ২০১১-১২ তে তা বেড়ে হয় ৩.৫২ কোটি মেট্রিক টন। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে আমাদের খাদ্য মজুদ পরিস্থিতিও ভালো রয়েছে। সামগ্রিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক সংযত মুদ্রানীতি প্রণয়ন করছে এবং সরকারও বাজেট বাস্তবায়নে তাতে সমর্থন দিয়েছে। উৎপাদনশীল খাতে, বিশেষ করে মেয়াদি শিল্প ঋণ ও এসএমই ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করায় দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব পদক্ষেপ মূল্যস্ফীতি প্রশমন ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করছি।

টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। তাই বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই চার বছরে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ব্যাংকিং খাতসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ডিজিটাইজেশনে বাংলাদেশ ব্যাংক যে অনেক দূর এগিয়েছে, তা এই বইটিতে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকিং কার্যক্রম, নিয়োগ, টেন্ডার প্রক্রিয়া-সবই হচ্ছে অনলাইনে। ই-ব্যাংকিং এর পর এসেছে ই-কমার্স। চালু করা হয়েছে অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ। প্রায় ৫০ লাখ মানুষ মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করছে। এভাবে এগুতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সত্যিই আমাদের দেশ সামগ্রিকভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হবে।

এক কথায়, দেশে বিনিয়োগ, উৎপাদন, রপ্তানি আয়, জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয় বেড়েছে। ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমান সরকার শুরু থেকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে গ্রামীণ ও কৃষি খাতকে। কৃষি উৎপাদনে শুধু শস্য খাতে নয় অন্যত্রও ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গ্রামীণ জীবনে কৃষি খাতের বাইরে সব ধরনের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা সারা দেশে এক বৃহৎ বাজার ও শক্তিশালী চাহিদা সৃষ্টি করেছে। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাওয়াসহ ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমাগত কমছে। শিক্ষার হার বেড়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে। আর্থ-সামাজিক

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে এসব অগ্রগতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরকার ও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। আর এ প্রাপ্তির পেছনে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক যে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে, তার একটি দালিলিক প্রমাণ এই বইটি। বইটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের যেসব কর্মকাণ্ড বর্ণিত হয়েছে, তা বাংলাদেশ ব্যাংক তথা সরকারের সাফল্য। অভিনন্দন বাংলাদেশ ব্যাংককে।

পরিশেষে বলতে চাই, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে হবে। আশা করছি, সামনের দিনগুলোতেও আমরা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির গতিধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবো। অর্থনীতির এই অবস্থাকে আরো উন্নত করতে হলে এবং দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্তভাবে কাম্য। আর সেজন্য সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। আমাদের অর্থনীতি এখন যে গতিশীলতা আহরণ করেছে সেখানে আমাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম সাজাতে দেখতে হবে যে তাতে যেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত বা ব্যাহত না হয়। বিশ্বায়নের বর্তমান যুগে প্রতিযোগিতা বড় কঠিন এবং গতিশীলতায় কোন ধরনের নেতিবাচক প্রভাব এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। দেশের মানুষ 'রূপকল্প ২০২১' এর সফল বাস্তবায়ন দেখতে চায়।

বইটির বহুল ব্যবহার ও প্রচার এ ধরনের উদ্যোগকে আরো উৎসাহিত করবে বলে আমি মনে করি। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার শুভকামনা।

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

প্রাককথন

বর্তমান সরকার তার উন্নয়ন রূপকল্পে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধিকে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে তৈরি সেই রূপকল্পের প্রক্ষেপণে দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক উন্নয়নের যে অভূতপূর্ব স্বপ্নের অবতারণা করা হয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি পরিমিত রাখা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা এবং বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অভিঘাত মোকাবেলায় অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশল বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি প্রণয়ন করার এক নয়া কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষক, শিল্পপতি, সাবেক গভর্নর ও অন্যান্য নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে আলাপ আলোচনা করে এই নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে কেবল উচ্চ প্রবৃদ্ধিই যথেষ্ট নয় বরং প্রবৃদ্ধি যেন দরিদ্রবান্ধব ও টেকসই হয় এবং এর সুফল যেন পিরামিডের নিচের অংশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারে সে লক্ষ্যে গত চার বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক তার বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের দারিদ্র্য নিরসনের জন্যে ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকা দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার কৌশল বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্যে কৃষি, এসএমইসহ উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পরিবেশবান্ধব খাতগুলোতে পর্যাপ্ত ও দৃশ্যমান ঋণের যোগান নিশ্চিত করেছে। কৃষি ও এসএমই খাতে ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোসহ ইতোমধ্যে সময়োপযোগী কৃষি ও এসএমই ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এসএমই খাতের সম্প্রসারণ ও তদারকির জন্যে আলাদা বিভাগ খোলা হয়েছে। আর্থিক সেবাভুক্তিকরণের অংশ হিসেবে দশ টাকায় এক কোটি ৩১ লক্ষেরও বেশি ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৯৬ লক্ষাধিক কৃষকের জন্যে দশ টাকার একাউন্ট এবং সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের জন্যে আরো ৩৫ লক্ষ একাউন্ট রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির পরিধিও বিস্তৃত করা হয়েছে। উপেক্ষিত বর্গাচাষিদের জন্যে প্রথমবারের মতো ৫০০ কোটি টাকার একটি উদ্ভাবনীমূলক পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী হওয়ায় অর্থনীতির মূল স্রোতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো ও তাদের উদ্যোক্তা হওয়ার অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে 'সুযোগের বাতায়ন' খুলে দিতে কৃষি ও এসএমই খাতে স্বল্প সুদে নারীদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশের গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাংকিং

www.pathagar.com

সেবা পৌঁছাতে ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ শাখা খোলার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। এমনকি যেসব ব্যাংক নতুন লাইসেন্স পাচ্ছে তাদেরকেও এই নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এসব উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাব এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে। যেমন-কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রামীণ দারিদ্র্য লাঘব এবং সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনমানে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। বলা চলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক ধরনের পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির এক শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

দেশে তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গত চার বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেকে একটি অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছে। ইতোমধ্যে সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্যাংক গড়ার লক্ষ্যে নেটওয়ার্কিং, ইআরপি, ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন, এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ, ওপেন ডাটা ইনিশিয়েটিভ, ওয়েবসাইট ও ইন্ট্রানেট উন্নয়ন, ই-টেন্ডারিং, ই-রিক্রুটমেন্টসহ অনেকগুলো সফট্ওয়্যার বাস্তবায়িত হয়েছে। মানি লন্ডারিং ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস প্রতিরোধ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্যে সম্প্রতি 'goAML' সফট্ওয়্যার সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাও দ্রুতই প্রযুক্তিকে বরণ করে নিচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইন সিআইবি সেবা, অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে, ই-কমার্স ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের পেমেন্ট সিস্টেমের আধুনিকায়নে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ ও বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। সব ব্যাংকের বিভিন্ন লেনদেনের একক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচও ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়াই এক ব্যাংকের কার্ডধারী অন্য ব্যাংকের বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। এসব তথ্যপ্রযুক্তিগত পদক্ষেপের কল্যাণে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সেবা, গতি ও দক্ষতাকে একসূত্রে গাঁথা সম্ভব হয়েছে। তদুপরি, ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা বাড়ছে। তদারকিতেও নয়া মাত্রা যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। আর দুর্নীতি কমানোর সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে। অনলাইন আর্থিক সেবা নিশ্চিত করার ফলে গ্রাহক সেবা দ্রুত, স্বচ্ছ ও গুণমানের হচ্ছে।

দেশের প্রত্যন্ত জনপদে আর্থিক সেবা পৌঁছানোর জন্যে ব্যাংকের পরিচালনায় মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করা হয়েছে। এ সৃজনশীল সেবার সহায়তায় বিদেশ থেকে পাঠানো ও দেশের ভেতরের রেমিট্যান্স পাঠানো সহজতর হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে এবং এ সংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ছে। একমাত্র ব্র্যাক ব্যাংকের বিকাশই ৩৫ লক্ষেরও বেশি হিসাব খুলেছে। তাছাড়া, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের রয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ হিসাব। মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শহরের টাকা গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংককে বিশ্বমানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা তথা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাতের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা

www.pathagar.com

বাড়াতে কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ফি-বছর এক্সিকিউটিভ রিট্রিট আয়োজনের মাধ্যমে এই কৌশলগত পরিকল্পনা ও তার রূপায়ন চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। তাতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন কয়েকদিন ধরে মতবিনিময় করছেন। বাইরের বিশেষজ্ঞদেরও যুক্ত করা হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনে বদলে যাবার এক নয়া তাগিদ সৃষ্টির সূত্র খুঁজে পাওয়া সহজতর হচ্ছে।

কল-কারখানায় কার্বন নিঃসরণ সম্ভাব্য ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে 'গ্রীন ব্যাংকিং অ্যাপ্রোচ' গ্রহণের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোর পরিপালনের জন্যে দিক-নির্দেশনামূলক পরিপত্র জারি করেছে এবং এ নির্দেশনা পরিপালনের বিষয়টি তদারকি করা হচ্ছে। গ্রীন ব্যাংকিং এর আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে স্বল্প সুদে ২০০ কোটি টাকার একটি মডেল পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইতোমধ্যে ১১২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে। সৌর প্যানেল স্থাপনসহ পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়নে কেবল ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদানই নয় বরং বাংলাদেশ ব্যাংকের ছাদেও ২০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুরোনো ভবনগুলোতেও সবুজায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, বৃষ্টির পানি ব্যবহার, ব্যবহৃত পানির পুনর্ব্যবহারসহ নানা উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। একটি বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোগে বরগুনা জেলার ফুলতলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশের প্রথম সৌরশক্তিচালিত সেচ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উক্ত এলাকার প্রায় এক হাজার বিঘা জমির সেচ কাজ চলছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে এ প্রকল্পের সাফল্যজনক সম্প্রসারণ ঘটলে সেখানে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক হারে বাড়বে বলে আশা করা যায়। একটি বেসরকারি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন নিয়ে এক হাজারেরও বেশি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের বিপরীতে ঋণ দিয়েছে।

দরিদ্র-বান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্থিতিশীল আর্থিক খাত গড়ে তুলতে সৃজনশীল আর্থিক সেবা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্যে ব্যাংকিং সেবায় মানবিক ধারণার প্রসারে বিভিন্ন ব্যাংককে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধ (সিএসআর) কর্মকাণ্ড প্রসারের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুরস্কারও রয়েছে। তাছাড়া, শিক্ষাবৃত্তি, অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে বৃত্তি, শীতার্ত অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র প্রদানসহ নানাবিধ সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্যে ব্যাংকগুলোর লভ্যাংশের একটি অংশ বিতরণে উৎসাহ দিয়ে চলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ইতোমধ্যে ব্যাংকগুলো এ ব্যাপারে তাদের কর্মসূচি জোরদার করেছে। সম্প্রতি গ্রীন ব্যাংকিং এবং ব্যাংকসমূহের সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মকাণ্ড প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'গ্রীন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে।

প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স আয় বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত চার অর্থবছরের গড় রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে ১১ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের পুরো অর্থনীতিকে সচল ও ভারসাম্যপূর্ণ করে রেখেছে এ

www.pathagar.com

প্রবাসী-আয়। সারাবিশ্বে বাংলাদেশ এখন প্রবাসী আয়ের সপ্তম বৃহত্তম দেশ। রেমিট্যান্স আয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ায় নতুন বছরের (২০১৩) শুরুতেই দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মার্চ মাসের শুরুতেই রিজার্ভ ১৪ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড ভেঙ্গেছে। রেমিট্যান্স আয় দেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও বড় ভূমিকা রাখছে।

মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্যে প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশনগুলোকে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি-পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান, আইনগত কাঠামোকে আরো শক্তিশালী করা, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ও স্ট্রেস টেস্টিং গাইডলাইন্স ইস্যু, বাংলাদেশ ব্যাংকে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট গঠন, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশ, ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ, ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট স্থাপন এবং পদ্ধতিগত ঝুঁকি মোকাবিলায় সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং খাতের নজরদারিতে কৌশলগত পরিবর্তন আনা শুরু হয়েছে। তাছাড়া, ব্যাংকিং সেবা সম্পর্কে গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্যে প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও সকল শাখা অফিসে 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন এবং পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সমস্ত নীতি-পদক্ষেপের কারণে গত চার বছরে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা যেমন বজায় রয়েছে, তেমনি ব্যাংকিং খাতও বেশ ভাল অবস্থানেই রয়েছে। মুডি'স এবং স্ট্যান্ডার্ড এণ্ড পুওর'স এর স্বতন্ত্র মূল্যায়নে বাংলাদেশের পর পর তিন বছর (২০১০-১২) সন্তোষজনক ও স্থিতিশীল সার্বভৌম ঋণমান যথাক্রমে Ba3 এবং BB- অর্জনই তা প্রমাণ করে।

কৃষি ঋণ, এসএমই অর্থায়ন ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে জনসচেতনতা এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈদেশিক রেমিট্যান্স পাঠানোতে জনসাধারণকে উৎসাহিতকরণের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত রোড-শো'র আয়োজন করে। বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রবাহ ও প্রবাসীদের জন্যে প্রবর্তিত বিভিন্ন বন্ডে বিনিয়োগ বাড়াতে বিদেশেও রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে ১৯৯৯ সালে প্রবর্তিত 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার' আবার চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১০ ও ২০১১ সালের জন্যে দু'জন বিশিষ্ট বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সর্বজনাব এ. কে. এন. আহমেদ ও লুৎফর রহমান সরকারকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। দেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদদের পুরস্কৃত করে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেও যেমন গর্বিত হচ্ছে তেমনি মেধা ও মননের বিকাশে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গত চার বছরের অন্যতম অর্জনের মধ্যে বৃহদায়তনের কারেন্সি মিউজিয়াম ও ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংকে বিদ্যমান স্বল্প পরিসরের কারেন্সি মিউজিয়ামটিকে পূর্ণাঙ্গ, আধুনিক, ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর এবং সমৃদ্ধ করে একটি আন্তর্জাতিক মানের কারেন্সি মিউজিয়ামে পরিণত করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। দেশবরেণ্য শিল্পী, স্থপতি ও ইতিহাসবিদ এ প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে একযোগে কাজ করছেন। এটি ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে 'টাকা জাদুঘর' নামে বড় পরিসরে স্থাপন করা হচ্ছে। অন্যদিকে, দীর্ঘ বাইশ বছর পর বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহে স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের দশম শাখা অফিস।

দেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে এগিয়ে নেয়া, দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর উদ্ভাবনী শক্তির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণসহ বাংলাদেশ ব্যাংক গত চার বছরে যেসব সংস্কার ও উন্নয়নমুখী কাজ করেছে সে-সব কর্মযজ্ঞের একটা বিষয়ভিত্তিক নির্যাস হচ্ছে 'বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক, অগ্রগতির চার বছর (২০০৯-১২)' শীর্ষক এ প্রকাশনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতে পাঠকরা গত চার বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংস্কারমূলক নীতি-পদক্ষেপ ও দেশের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

পুস্তকটির সুন্দর একটি মুখবন্ধ লেখার জন্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত-কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পুস্তকটি প্রণয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা ও তাঁর কমিটির সদস্যবৃন্দের জন্যে রইল আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন।

(ড. আতিউর রহমান)
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেকে একটি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর, অংশগ্রহণমূলক, মানবিক এবং জনহিতৈষী কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রূপান্তরের জন্য গত চার বছরে (২০০৯-১২) হাতে নিয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম। দেশে একটি আধুনিক, দক্ষ ও গতিশীল ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য গ্রহণ করা হয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা 'স্ট্রাটেজিক প্ল্যান ২০১০-২০১৪'। গত চার বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেকে একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেও ডিজিটাইজড করতে হাতে নেয়া হয়েছে নানান কার্যক্রম। অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ ও ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি দ্রুত, নিরাপদ ও আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম গড়ে তুলেছে।

গত চার বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক তার মূল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসতে 'ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন' কর্মসূচির ওপর বিশেষ নজর দেয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি, এসএমই ও পরিবেশবান্ধব ঋণের পর্যাপ্ত যোগান বাড়িয়েছে। কৃষকের জন্য দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ দেয়া, বর্গাচাষিদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পর্যাপ্ত পুনঃঅর্থায়নের ব্যবস্থা, বিশেষ বিশেষ ফসল চাষে কৃষক পর্যায়ে রেয়াতি সুদহারে ঋণের ব্যবস্থা, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছানোর জন্য মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারিত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসব উদ্যোগের কারণে গ্রামে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কৃষির বাইরে ছোট-মাঝারি শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা রকমের উদ্যোগ বিস্তার লাভ করেছে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বহুমুখিতা সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের হার বেড়েছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন কৌশলেও আনা হয় পরিবর্তন। বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাত তদারকি কাঠামোর বিভিন্নমুখী সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের কাজ হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে-ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংক সুপারভিশন টাস্কফোর্স। সুপারভিশনকে জোরদার করতে কাজ করছে দেশী-বিদেশী অভিজ্ঞ পরামর্শকবৃন্দ। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকই প্রথম গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ব্যাংকের গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে স্থাপন করেছে 'গ্রাহক

www.pathagar.com

স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' (সিআইপিসি)। ব্যাংকিং সেবায় মানবিক ধারণা প্রবর্তনে ব্যাংকগুলোর সিএসআর কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এনেছে।

আর গত চার বছরের এসব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রকাশিত হলো 'বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক, অগ্রগতির চার বছর' (২০০৯-১২) শীর্ষক এই পুস্তক। এর ষোলোটি অধ্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গত চার বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের একটি সম্মিলিত চিত্র ফুটে উঠেছে। পুস্তকটির বিশেষত্ব হলো যতটুকু সম্ভব সহজ, সরল ভাষায় এটি লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এর প্রতিটি অধ্যায়ে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটিকে সহজবোধ্য করে তোলার প্রয়াসেই এতে কিছু দুর্বলতা রয়ে গেল। অনুবাদের ফলে শব্দের স্বকীয়তা ও সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় কিছু কিছু শব্দ মূলভাষা ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে। তাছাড়া, বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে কয়েকটি বিষয় একাধিক অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে। বইটির পরিশিষ্টগুলো তথ্যের সম্পূর্ণতার স্বাদ মেটাবে বলে আমার বিশ্বাস।

পুস্তকটিকে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আমরা নিয়েছি। বইটি সুধী পাঠক সমাজের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করতে পারলেই আমাদের শ্রম ও প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। ভুল-ত্রুটি দূর করার জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াস নেয়া সত্ত্বেও স্বল্প সময়ের মধ্যে এর সম্পাদনা ও মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে বলে কিছুটা ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি সুধী পাঠকজন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন- এ অনুরোধ রইলো।

এ পুস্তক রচনাকালে যারা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পুস্তকটি প্রণয়ন ও সম্পাদনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব ম. মাহফুজুর রহমান-এর আন্তরিক সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী। বইটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন যারা তাদেরকেও জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

পুস্তকটি প্রকাশের প্রবল আগ্রহ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমান এর কাছ থেকে পাওয়া। এজন্য গভর্নর মহোদয়ের প্রতি জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। পুস্তকটি প্রকাশনার জন্য এর প্রণয়ন কমিটির সকল সদস্য আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করেছেন, তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থনার যাবতীয় কাজ করেছেন; তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইলো।

(শুভঙ্কর সাহা)
নির্বাহী পরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১	অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি	২৩-৩২
২	বাংলাদেশ ব্যাংকের কৌশলগত পরিকল্পনা ও ব্যাংকিং খাতের মানব সম্পদ উন্নয়ন	৩৩-৩৯
৩	আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ	৪০-৭৭
	৩.১ কৃষি ঋণ কার্যক্রম	৪০
	৩.২ বর্গাচাষিদের জন্যে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি	৪৩
	৩.৩ কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত নারীদের জন্যে কৃষি ঋণ	৪৭
	৩.৪ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম	৪৮
	৩.৫ রেয়াতি সুদহারে কৃষি ঋণ বিতরণ	৪৮
	৩.৬ আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রম	৫৪
	৩.৭ স্কুল ব্যাংকিং	৫৮
	৩.৮ আর্থিক সেবাভুক্তির জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর বিশ্ব রেকর্ডে ভূষিত	৫৯
	৩.৯ পরিবেশবান্ধব পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৬০
	৩.১০ কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি	৬৪
	৩.১১ এসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক	৬৫
	৩.১২ সম-মূলধন উন্নয়ন তহবিল	৭৫
	৩.১৩ ব্যাংক শাখা সম্প্রসারণ	৭৭
৪	কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাইজেশন	৭৮-৮৭
	৪.১ নেটওয়ার্কিং	৭৮
	৪.২ এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং	৭৯
	৪.৩ ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন	৭৯
	৪.৪ এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ	৮০
	৪.৫ ওয়েবসাইট উন্নয়ন	৮০
	৪.৬ ইন্ট্রানেট উন্নয়ন	৮০
	৪.৭ goAML সফট্ওয়্যার বাস্তবায়ন	৮১
	৪.৮ ওপেন ডাটা ইনিশিয়েটিভ	৮১
	৪.৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সফট্ওয়্যার	৮২
	৪.১০ আইটি ল্যাব স্থাপন	৮৭
	৪.১১ তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়নে স্বীকৃতি	৮৭

www.pathagar.com

৫ ব্যাংকিং খাত ডিজিটাইজেশন ৮৮-৯৫
৫.১ অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা ৮৮
৫.২ অনলাইন সিআইবি সেবা ৮৮
৫.৩ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ ৯০
৫.৪ ই-কমার্স ও এম-কমার্স ৯১
৫.৫ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ৯২
৫.৬ অনলাইন পেমেন্ট গেইটওয়ে ৯৩
৫.৭ বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং সেবা ৯৪
৫.৮ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, বাংলাদেশ (NPSB) ৯৪
৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন কৌশলে পরিবর্তন ৯৬-১০৯
৬.১ অফসাইট ও অনসাইট সুপারভিশন ৯৬
৬.২ সুপারভিশনে কৌশলগত পরিবর্তন ৯৭
৬.৩ সুপারভিশন সংক্রান্ত টাউন হল সভা ১০৫
৬.৪ মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন এর সুপারিশ বাস্তবায়ন ১০৭
৬.৫ ব্যাংক সুপারভিশন 'টাস্কফোর্স' গঠন ১০৮
৬.৬ উপদেষ্টা নিয়োগ ১০৯
৭ পেমেন্ট সিস্টেমের আধুনিকায়ন ১১০-১১৮
৭.১ বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম ১১১
৭.২ বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক ১১২
৭.৩ পেমেন্ট সিস্টেমস এর আইনগত ও নীতিগত অবকাঠামো ১১৩
৭.৪ অন্যান্য পদক্ষেপ ১১৩
৭.৫ দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ লিঃ এর পঁচিশ বছর ১১৪
৮ মোবাইল ব্যাংকিং ১১৯-১২৩
৯ গ্রীন ব্যাংকিং ও পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ১২৪-১৩১
৯.১ গ্রীন ব্যাংকিং ১২৪
৯.২ গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা ১২৫
৯.৩ পরিবেশবান্ধব সিএসআর ১২৬
৯.৪ নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ১২৭
৯.৫ পরিবেশবান্ধব কৃষি ঋণ নীতিমালা ১২৯
৯.৬ পেপারলেস ব্যাংকিং ব্যবস্থা ১২৯
৯.৭ পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স ১৩০
৯.৮ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিংয়ে প্রণোদনা ১৩০
৯.৯ গ্রীন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট নামে নতুন বিভাগ গঠন ১৩১
১০ বৈদেশিক রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ১৩২-১৩৮
১০.১ বৈদেশিক রেমিট্যান্স ১৩২
১০.২ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ১৩৬

www.pathagar.com

১১ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) ১৩৯-১৪৫

১২ গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র ১৪৬-১৫১
১২.১ 'হেল্পডেস্ক' থেকে 'সিআইপিসি' ১৪৬
১২.২ সিআইপিসি'র উদ্দেশ্য ১৪৭
১২.৩ অভিযোগ গ্রহণের মাধ্যম ও হটলাইন '১৬২৩৬' ১৪৭
১২.৪ কর্মপদ্ধতি ১৪৮
১২.৫ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ১৪৯
১২.৬ 'সিআইপিসি' থেকে 'এফআইসিএসডি' ১৫০
১২.৭ গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে অন্যান্য পদক্ষেপ ১৫১

১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার ও গুণীজন সংবর্ধনা ১৫২-১৫৭
১৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার ১৫২
১৩.২ প্রথম 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার' বিজয়ী প্রফেসর রেহমান সোবহান ১৫২
১৩.৩ দ্বিতীয় 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার' বিজয়ী প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম ১৫৩
১৩.৪ প্রফেসর ড. মুশররফ হোসেন পেলেন তৃতীয় 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার' ১৫৫
১৩.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর জনাব এ. কে. এন. আহমেদ-কে সংবর্ধনা ১৫৫
১৩.৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর জনাব লুৎফর রহমান সরকার-কে সংবর্ধনা ১৫৭

১৪ আর্থিক খাত উন্নয়নে রোড-শো এবং বিদেশে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা ১৫৮-১৭৩
১৪.১ রোড-শো এর উদ্দেশ্য ১৫৯
১৪.২ টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া রোড-শো ১৬০
১৪.৩ রোড-শো থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ১৬২
১৪.৪ বিদেশে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা ১৬৩

১৫ কারেন্সি মিউজিয়াম ১৭৪-১৭৬

১৬ ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন অফিস ১৭৭-১৮১
১৬.১ ব্যাংক শাখা মনিটরিং ১৭৮
১৬.২ বাণিজ্যিক গুরুত্ব ১৭৮
১৬.৩ যোগাযোগ ১৭৯
১৬.৪ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ১৭৯
১৬.৫ ক্যাশ ব্যবস্থাপনা ১৮০
১৬.৬ অন্যান্য সুবিধা ১৮০

১৭ পরিশিষ্ট ১৮৩-২৪৭
১৭.১ বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান এর উল্লেখযোগ্য কিছু ভাষণ ১৮৫
১৭.২ বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও পরিবর্তনের তুলনামূলক চিত্র ও গ্রাফ ২৩৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ অনুসারে দেশের মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখ্য দায়িত্ব। মূলত মুদ্রানীতি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা মুদ্রা কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এটা হল পূর্ব নির্ধারিত কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ/পরিচালন করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত নীতিমালার একটি সমন্বিত রূপকল্প।

১.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছরই মূল্যস্ফীতি সহনশীল রেখে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সংকুলানধর্মী মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। ২০০৬ সালের আগে বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে একবারই মুদ্রানীতি প্রণয়ন করতো এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে তা প্রকাশিত হতো। তাছাড়া, মুদ্রানীতি প্রণয়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি এবং রিজার্ভ মুদ্রা কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে যথার্থ পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করে। সে লক্ষ্যে গভর্নরের নেতৃত্বে একটি অভ্যন্তরীণ মুদ্রানীতি কমিটি কাজ করে চলেছে। পর্যবেক্ষণকালে কখনো কখনো উদ্ভূত পরিস্থিতির তাগিদে এ সকল কর্মসূচি পরিমার্জন করা হয়ে থাকে। মুদ্রা বিষয়ক ম্যাক্রো-ইকোনমিক নির্দেশকগুলো (variables) প্রণীত কর্মসূচি পর্যায়ে ধরে রাখার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে এ বিষয়ক বিভিন্ন হাতিয়ার (tools) ব্যবহার করে। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং মুদ্রানীতি ভঙ্গি (stance) ঘোষণা করে আসছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও তা প্রদর্শিত হচ্ছে।

১.২ অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি

মুদ্রা সরবরাহ (কারেন্সি সার্কুলেশন ও ব্যাংক আমানতের সমষ্টি) প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা এবং নিয়োগ ও উৎপাদন প্রবৃদ্ধির কাম্য অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্য অর্জনে মুদ্রা বাজার কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের নেয়া কতিপয় নীতিমালাই হলো মুদ্রানীতি। তবে, অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি প্রচলিত অর্থের মুদ্রানীতির চাইতে বেশি গতিশীল, প্রাণবন্ত এবং বাস্তবতাপূর্ণ; কেননা, মুদ্রানীতি প্রণয়নের সাধারণ পদ্ধতি ও কৌশল ছাড়াও এতে মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত ও পরামর্শের প্রতিফলন ঘটে। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই ড. আতিউর রহমান মুদ্রানীতি প্রণয়নে এ ধরনের একটি নতুন পদ্ধতি ও কৌশল প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন। জানুয়ারি ২০১০ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে আসছে, যা মুদ্রানীতিকে আরো বিচক্ষণ, বাস্তবানুগ ও কার্যকর করে তুলেছে। অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি প্রণয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ ও মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে বাস্তবতাপূর্ণ ফিডব্যাকও গ্রহণ করছে। এর ফলে মুদ্রানীতিতে অনেক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে।

মুদ্রানীতি ঘোষণার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের সাথে মতবিনিময় করছেন

অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে এরই মধ্যে যেসব পরিবর্তন এসেছে তা নিম্নরূপ :

- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ;
- পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ কৌশল গ্রহণ;
- নীতিগত পরিবর্তন বিশেষ করে সংকোচনমূলক, সম্প্রসারণমূলক বা সংযত মুদ্রানীতি প্রনয়নের কৌশল গ্রহণ;
- ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনকে সম্প্রসারণ করা;
- অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ দেয়া নিরুৎসাহিত করা;
- আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করা;
- বিশ্বমন্দা মোকাবেলার যৌক্তিক কৌশল খুঁজে বের করা;
- টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা;
- মূল্যস্ফীতি সহনীয় রাখা;
- প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখা।

১.৩ মুদ্রানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মুদ্রানীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা;
- টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন অর্জন;
- উচ্চ নিয়োগ স্তর সৃষ্টি বা বজায় রাখা;
- সম্পদের অর্থনৈতিক ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- আর্থিক ও পরিশোধ পদ্ধতির স্থিতিশীলতা আনয়ন।

www.pathagar.com

দেশের চলমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রার আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণতঃ সম্প্রসারণমূলক অথবা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করে থাকে। সম্প্রসারণমূলক নীতিতে অর্থনীতির মুদ্রা সরবরাহ স্বাভাবিকের তুলনায় দ্রুততর গতিতে বাড়ে এবং সংকোচনমূলক নীতিতে মুদ্রা সরবরাহ স্বাভাবিকের তুলনায় ধীর গতিতে বাড়ে অথবা কখনো এর প্রবৃদ্ধি সঙ্কুচিতও হতে পারে। তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবৃদ্ধির হারকে উৎসাহিত করার জন্যে সংকুলানমূলক মুদ্রানীতির ওপরই বেশি জোর দেয়া হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতিতে প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মতামতের প্রতিফলন ঘটে। এটা অবশ্যই বলা যেতে পারে মুদ্রানীতি প্রণয়নে এই অংশগ্রহণমূলক ভাবনা মুদ্রানীতিতে একটি নতুন সংযোজন। অংশগ্রহণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত, প্রজ্ঞা এবং অংশগ্রহণ, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, নীতি প্রস্তুতকরণ, সম্পদের বন্টন এবং সরকারি পণ্য ও সেবা পাবার অধিকারকে বুঝায়। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় মুদ্রানীতি প্রণয়ন জনসাধারণের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের জবাবদিহিতার উন্নয়ন ঘটায়, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দক্ষতা এবং সুশাসন বৃদ্ধি পায়।

১.৪ মুদ্রানীতির গুরুত্ব

একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর মুদ্রানীতি দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। মুদ্রানীতি দেশের অর্থনীতিতে নিম্নোক্ত অবদান রাখে :

- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে উৎপাদনকে প্রভাবিত করে;
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা নিয়ে আসে;
- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে মূল্যস্তরকে প্রভাবিত করে;
- উৎপাদনের উপকরণে ইতিবাচক অবদান রাখে;
- মূল্যস্ফীতিকে নিম্নগামী ও স্থিতিশীল রাখে;
- বিভিন্ন নীতি/ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে সহজলভ্য মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদনশীল শ্রমঘন প্রকল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে;
- পরিকল্পনাবিদ ও বিনিয়োগকারীদের চাহিদামত তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করে।

১.৫ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময়

বাংলাদেশ ব্যাংক তার আবশ্যকীয় কার্যাবলীর অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের মতামত ও পরামর্শের নিরিখে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করছে। মুদ্রানীতি প্রণয়নের সময় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সাবেক গভর্নরবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়িক প্রতিনিধি এবং ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিবেদকদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়। সাবেক গভর্নর, অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিবেদক, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বাণিজ্য প্রতিনিধি, আর্থিক বিশ্লেষক এবং ব্যাংকিং সমাজ আর্থিক কর্তৃপক্ষকে কতিপয় প্রয়োজনীয় ও যৌক্তিক নির্দেশনা

www.pathagar.com

দিয়েছেন, যা এ ধরনের মুদ্রানীতি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করছে। অধিকন্তু, অর্থনীতিবিদ এবং গবেষকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এমন একটা মুদ্রানীতি প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হয়েছে যেখানে সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশকসমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থনীতির মূল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

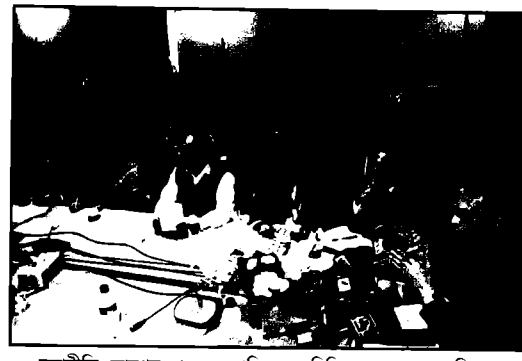

মুদ্রানীতি ঘোষণার পরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

১.৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক সময়ের মুদ্রানীতি ভঙ্গি

১.৬.১ অর্থবছর ১৩ এর প্রথমার্ধ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২)

- মূল্যস্ফীতির হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতির সংযত অবস্থান বজায় রাখা;
- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বর্ধিত বিনিয়োগে আস্থা বাড়ানোর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়ক মুদ্রানীতি গ্রহণ;
- বেসরকারি উৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান উৎসাহিতকরণ এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান নিরুৎসাহিতকরণ;
- কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগে পর্যাপ্ত ঋণ যোগান আগের মতো সক্রিয় রাখা;
- আমানত ও ঋণের সুদহারের মধ্যে বিস্তার বা স্প্রেড কমানোর চাপ অব্যাহত রাখা;
- বৈদেশিক মুদ্রার একটা টেকসই স্বস্তিকর মজুদ সৃষ্টি এবং বছরান্তে সামগ্রিক লেনদেনের একটা স্বস্তিকর ভারসাম্য আনয়নে নীতি গ্রহণ;
- বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে টাকার বিনিময় হার বাজারভিত্তিক ও নমনীয় রাখা এবং অস্বাভাবিক অস্থিতিশীলতা এড়ানোর জন্যে বিনিময় হার প্রয়োজনীয় মাত্রায় রাখা।

১.৬.২ অর্থবছর ১২ এর দ্বিতীয়ার্ধ (জানুয়ারি-জুন ২০১২)

- মূল্যস্ফীতি একক অঙ্কের ঘরে নামিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;
- মুদ্রা ও ঋণ যোগান প্রবৃদ্ধি সংযত রাখা;
- মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে প্রতিকূল চাপ মোকাবেলার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ যোগান নিশ্চিত করা;
- কৃষি খাত এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা শিল্প খাতে পর্যাপ্ত ঋণের যোগান অব্যাহত রাখা;
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ টেকসই করা;

www.pathagar.com

- বেসরকারি খাতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে ঋণ যোগান পর্যাপ্ত রাখার লক্ষ্যে অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি ভোক্তা ঋণসহ অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ নিরুৎসাহিত করা;
- ধনাত্মক প্রকৃত ঋণ সুদহার প্রবর্তন করা, যা সঞ্চয় প্রবণতাকে উৎসাহিত করে এবং অপরিহার্য নয় এমন আমদানি পরিমিত করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল করে।

১.৬.৩ অর্থবছর ১২ এর প্রথমার্ধ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১)

- বাস্তবানুগ, সংযত ও সংহত মুদ্রানীতি গ্রহণ;
- কিছু অনুৎপাদনশীল ও অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায়ে ঋণের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা;
- উৎপাদনশীল খাত যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি, ব্যবসা ও অন্যান্য সেবা খাতে ঋণের পর্যাপ্ত প্রবাহ নিশ্চিত করা;
- অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর চাহিদার চাপ কমানোর লক্ষ্যে টাকার অবমূল্যায়ন, লেনদেন ভারসাম্যের প্রতিকূলতা এবং সম্পদ-দায় মেয়াদপূর্তির সামঞ্জস্যহীনতাজনিত সৃষ্ট তারল্য চাপ দূর করা;
- সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পসমূহে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও ইক্যুইটি আকারে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মূলধনের প্রবাহ নিশ্চিত ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা নেয়া।

১.৬.৪ অর্থবছর ১১ এর দ্বিতীয়ার্ধ (জানুয়ারি-জুন ২০১১)

- অবহেলিত খাত হিসেবে বিবেচিত কৃষি, এসএমই, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং অন্যান্য পরিবেশবান্ধব প্রকল্পসমূহে পর্যাপ্ত ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহায়ক ঋণনীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- মুদ্রানীতির অধীনে সঠিক মুদ্রা সরবরাহ প্রবৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরে রাখতে পুঁজিবাজারের মতো অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের যোগান বৃদ্ধি থেকে বিরত থাকা;
- ঋণনীতির পুনঃসংস্কার করা যাতে করে ঋণের সরবরাহ ঝুঁকিপূর্ণ ও অপচয়মূলক খাত থেকে উৎপাদনশীল নিয়োগ ও আয় বৃদ্ধিমূলক খাতে পুনঃধাবিত হয়;
- অর্থনীতিকে একটি উচ্চ প্রবৃদ্ধি স্তরে টেকসই রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার স্থিতিশীল রাখা;
- খাদ্য বহির্ভূত সিপিআই মূল্যস্ফীতি নিম্ন ও স্থিতিশীল রাখতে প্রকৃত অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মুদ্রা সরবরাহ বাড়ানো।

১.৬.৫ অর্থবছর ১১ এর প্রথমার্ধ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০)

- দ্রুত অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সরকারের নীতি ও কর্মসূচিতে সমর্থন;
- দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা;
- মুদ্রানীতি প্রণয়নে বিভিন্ন বিশিষ্ট, উচ্চপদস্থ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা;

www.pathagar.com

- অর্থনীতির এজেন্টসমূহ এবং সাধারণ মানুষের মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশার লাগাম টেনে ধরা;
- অপচয়মূলক ভোগ ও অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে উৎপাদনশীল খাতে ঋণের যোগান নির্ধারণ করা;
- দেশের উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক তারল্য ব্যবস্থাপনা এবং নীতি সুদহার নির্ধারণে সজাগ দৃষ্টি রাখা;
- শক্তিশালী বিনিয়োগ কর্মসূচির মাধ্যমে টাকার ওপর তারল্য বৃদ্ধিজনিত ও অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধিজনিত চাপ হ্রাস করা।

১.৬.৬ অর্থবছর ১০ এর দ্বিতীয়ার্ধ (জানুয়ারি-জুন ২০১০)

- অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় উচ্চ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা, যেখানে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে থাকবে;
- মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মুদ্রানীতি ঘোষণা প্রস্তুতের আগে আরো বিশদ মতবিনিময় করা;
- সাবেক অর্থমন্ত্রী, সরকারের পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ বাণিজ্যিক গোষ্ঠীসহ ব্যাংক ও আর্থিক খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা;
- কৃষি ও এসএমই'র সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্যে তৃণমূল পর্যায়ে পরিদর্শন করা।

১.৬.৭ অর্থবছর ১০ এর প্রথমার্ধ (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯)

- বাজারে অংশগ্রহণকারী ও সাধারণ জনগণের মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা ধরে রাখা;
- মুদ্রাস্ফীতিকে প্রভাবিত না করে উচ্চ ও টেকসই উৎপাদন প্রবৃদ্ধির সমর্থন;
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অন্তর্ভুক্তিতার ব্যাপ্তি প্রসারিতকরণ;
- অবহেলিত খাতসমূহে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ানোর লক্ষ্যে তাদের ঋণের চাহিদা যোগানে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা।

১.৭ অর্থবছর ২০১২-১৩ এর মুদ্রানীতি

বিশ্বের অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিরও প্রথম লক্ষ্য মূল্যস্ফীতি পরিমিত রাখা যাতে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। এর পাশাপাশি জাতীয় বাজেটে ঘোষিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির অর্জনকে সমর্থন দানও বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই দ্বৈতদায়িত্ব এবং চলমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২) প্রবৃদ্ধি সহায়ক আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সংযত মুদ্রানীতি গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন ২০১৩) মুদ্রানীতি ভঙ্গি ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থবছর ১৩ এর মুদ্রানীতি কার্যক্রম অনুযায়ী আর্থিক খাত সংহতকরণের প্রয়োজনে ঋণ শ্রেণীকরণ এবং প্রভিশনিং এর নতুন নীতিমালা প্রবর্তিত হয়েছে। ব্যাংকগুলোকে ডিসেম্বর ২০১২ এর মধ্যে নতুন ব্যবস্থায় ঋণ

www.pathagar.com

শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সম্পন্ন করতে হবে। এ পদক্ষেপ ব্যাংকগুলোর মুনাফায় সাময়িক প্রভাব ফেললেও তা সামগ্রিক তারল্য ও ঋণ যোগানে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। সরকারি সিকিউরিটিজের নিলামগুলোয় প্রাইমারি ডিলারদের ওপর ডেভলভ্‌মেন্টজনিত তারল্য চাপ কমাতে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রেজারি বিল/বন্ডের নিলামে ঘোষিত পরিমাণের unsubscribed অংশের ৬০ শতাংশ প্রাইমারি ডিলার (পিডি) এবং অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ নন-পিডি ২৫টি ব্যাংকের মধ্যে বন্টনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাময়িক এবং স্বল্প মেয়াদি তারল্য অসুবিধা দূর করার জন্যে প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর কল মানি মার্কেট এর আদলে ইসলামী আন্তঃব্যাংক ফান্ড মার্কেট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমানত ও ঋণের সুদহারের মধ্যে ব্যবধান বা স্প্রেড সাড়ে ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এই স্প্রেড আরো কমানোর চাপ অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে যেসব ব্যাংকে এ মাত্রা অশোভনীয়, তাদেরকে কঠোর নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

অর্থবছর ১৩-এর জন্যে জুলাই ২০১২-তে ঘোষিত মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্যগুলো ছিল অভ্যন্তরীণ ঋণ যোগানের প্রবৃদ্ধি এক অঙ্কের ভোক্তা মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মাত্রায় পরিমিত রাখা, প্রবৃদ্ধি সহায়ক উৎপাদনমুখী খাতগুলোয় পর্যাপ্ত ঋণ যোগান নির্বিঘ্ন রাখা এবং বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভকে আরও স্বস্তিকর পর্যায়ে উন্নীত করা।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারি ২০১২ এর ১০.৯৬ শতাংশ মাত্রা থেকে ডিসেম্বর ২০১২ তে ৮.৭৪ শতাংশে নেমেছে এবং চলতি অর্থবছরের মধ্যেই ৭.৫০ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথেই রয়েছে। খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত উভয়খাতেই ভোক্তা মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী ধারায় চলে এসেছে; খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ ২০১২ এর ১৩.৯৬ শতাংশ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ তে ৮.৪৩ শতাংশে নেমে এসেছে। খাদ্য ও জ্বালানি ছাড়া অন্যান্য খাতভুক্ত মৌল মূল্যস্ফীতিও নিম্নগামী ধারায় রয়েছে।

২০১৩ সালের জন্যে বৈশ্বিক উৎপাদন প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপিত মাত্রা ৩.৬ শতাংশ, যার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপিত অংশ ৫.৬ শতাংশ এবং উচ্চ আয়ের উন্নত অর্থনীতিগুলোর অংশ ১.৫ শতাংশ। মুদ্রানীতিতে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি সরকারের বাজেটে ঘোষিত ৭.২ শতাংশ দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট। তবে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মন্দার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মহলের পূর্বাভাসে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বিদ্যমান বহুবিধ ঝুঁকির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের

www.pathagar.com

পূর্বাভাস অনুসারে অর্থবছর ১৩-তে প্রবৃদ্ধি বিগত দশ বছরের গড় অঙ্কের (৬.২ শতাংশ) কম হবে না বরং অনুকূল পরিস্থিতিতে তা বেশির দিকেই থাকতে পারে।

বৈদেশিক খাতে ডিসেম্বর ২০১২ এর শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ছিল ১২.৮ বিলিয়ন ডলার এবং জানুয়ারি ২০১৩ এর শেষের দিকে তা দাঁড়ায় ১৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা চার মাসেরও বেশি সময়ের আমদানি ব্যয়ের সমপরিমাণ। ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার জন্যে আন্তঃব্যাংক বাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অব্যাহত মার্কিন ডলার কেনা সত্ত্বেও এই মূল্যমানে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জুলাই ২০১২ থেকে ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক প্রায় ২.৬ বিলিয়ন ডলার বাজার থেকে ক্রয় করেছে।

অর্থবছর ২০১২-১৩ এর প্রথমার্ধের মুদ্রানীতির ইপ্সিত লক্ষ্যগুলো অর্জনে তিনটি দিকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত: রেমিট্যান্স প্রবাহের ২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং নিম্নগামী আমদানি চাহিদা নীট বৈদেশিক সম্পদের জোরালো বৃদ্ধি ঘটায়। এই বৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপক মুদ্রার যোগানে সীমাতিরিক্ত বৃদ্ধি এনেছে। ডিসেম্বর ২০১২-এর ১৬.২ শতাংশ ঊর্ধ্বসীমার বিপরীতে নভেম্বর শেষেই প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৮.৬ শতাংশ। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল আন্তঃব্যাংক ওভারনাইট সুদহার, জানুয়ারি ২০১২ এর উচ্চ ২০ শতাংশ মাত্রা থেকে এক বছরে ১২ শতাংশে নেমে আসা। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল সরকারি খাতে ঋণ যোগানে প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে বেসরকারি খাতে ঋণ যোগানে বেগবান প্রবৃদ্ধি। নভেম্বর ১২ পর্যন্ত সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে তা ছিল ১৭.৪ শতাংশ।

৩১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে অর্থবছর ১৩ এর দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি ভঙ্গি ঘোষণা করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এ সময় উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এডভাইজার, ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ ও চীফ ইকোনোমিস্ট

অর্থবছর ১৩-এর দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি ভঙ্গির লক্ষ্য হচ্ছে, মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দেশজ উৎপাদনে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঙ্গে পর্যাপ্ততার পাশাপাশি গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার জন্যে সঙ্গতিপূর্ণ মাত্রায় সীমিত রাখা; বাংলাদেশ ব্যাংকের সব মুখ্য নীতি সুদহার অর্থাৎ রেপো ও বিশেষ রেপো সুদহার ০.৫ শতাংশ বা পঞ্চাশ বেসিস পয়েন্ট অবিলম্বে কমিয়ে আনা; অর্থবছরের মুদ্রানীতি প্রোগ্রামে সংশোধনী এনে বেসরকারি খাতে ঋণ যোগানের ঊর্ধ্বমুখী আগেকার ১৮.৫ শতাংশে বৃদ্ধি করা এবং ব্যাপক মুদ্রার যোগানে প্রবৃদ্ধি সীমা ১৭.৭ শতাংশে উন্নীত করা।

www.pathagar.com

মুদ্রানীতি যোগানে আনা এই বর্ধিত পরিসর প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগে ঋণ যোগানের পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণে ব্যবহার করা হবে। একইসঙ্গে সম্পদ মূল্য বুদবুদ (asset price bubble) সৃষ্টিকারী ঝুঁকিপ্রবণ অনুৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে ঋণ যোগান নিরুৎসাহিত রেখে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি নিম্নগামী রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সজাগ ও সক্রিয় থাকবে।

অর্থবছর ২০১২-১৩ এর মুদ্রানীতি অর্থনীতির বহিঃখাতের সামর্থ্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকবে। ফলে মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে প্রতিকূল চাপ মোকাবেলার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্যে বেসরকারি খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ যোগান নিশ্চিত রাখা সম্ভব হবে। বিশেষ করে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসহ শিল্পখাতে পর্যাপ্ত ঋণের যোগান অব্যাহত রাখা হবে। বৈদেশিক মুদ্রার একটা স্বস্তিজনক রিজার্ভ এবং বছর শেষে সামগ্রিক লেনদেনের একটি স্বস্তিকর ভারসাম্যের প্রতি মুদ্রানীতির সার্বক্ষণিক দৃষ্টি নিয়োজিত থাকবে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপ টাকার বিনিময় হারে বাজারভিত্তিক নমনীয়তা বজায় রাখা ও অস্বাভাবিক অস্থিতিশীলতা এড়াবার জন্যে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সীমিত থাকবে। উল্লেখ্য, এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্যে সংযত মুদ্রানীতির পাশাপাশি সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুবিবেচিত নীতি-ভঙ্গি অবশ্যই দরকার হবে। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের মাত্রা যাতে ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্য যোগানের ওপর বেশি চাপ সৃষ্টি না করে সে বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা জরুরি।

১.৮ মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি, শ্লথ গতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্কট উত্তরণ এবং ইউরোপের তীব্র ঋণ সঙ্কটের অভিঘাতের ছোঁয়াচ মোকাবেলা আমাদের অর্থনীতির জন্যে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। তথাপি, সার্বিক গবেষণায় মুদ্রানীতির জন্যে কতিপয় চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা যায়। যেমন :

- বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মূল্যস্ফীতিকে ৭.৫ ভাগে নামিয়ে আনা;
- প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বমুখী ধারাবাহিকতা টিকিয়ে রাখার জন্যে পর্যাপ্ত ঋণের যোগান দেয়া;
- আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও বিদেশী সাহায্যের স্বল্পতার ফলে লেনদেনের ভারসাম্যে প্রতিকূল চাপ মোকাবেলা;
- বহির্বিশ্ব থেকে বিকল্প অর্থায়নের উৎসের সন্ধান;
- বহিঃখাতের অবদান বাড়াতে বৈদেশিক মুদ্রার নিরাপদ মজুদ টিকিয়ে রাখা;
- অভ্যন্তরীণ ঋণের বৃদ্ধি প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা;
- তারল্য চাহিদার টেকসই উপশম;
- বেসরকারি খাতে ঋণ যোগানে অনুৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করার ধারা অব্যাহত রাখা;
- উৎপাদনমুখী কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগে পর্যাপ্ত ঋণ যোগান অব্যাহত রাখা;
- আমানত ও ঋণের সুদহারের মধ্যে বিস্তার বা স্প্রেড কমিয়ে আনা।

www.pathagar.com

অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি প্রণয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে একটি যথাযথ ও দক্ষ মুদ্রানীতি প্রণীত হয়। অংশগ্রহণমূলক মুদ্রানীতি প্রণয়নের এ চর্চা মুদ্রানীতির সঠিক লক্ষ্যার্জনের উদ্দেশেই করা হচ্ছে যাতে মূল্যস্ফীতি নিম্ন ও স্থিতিশীল রেখে টেকসই ও উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির এই বিচক্ষণ কৌশল এরই মধ্যে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ধারা সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির হারকেও এক অঙ্কে নামিয়ে আনা গেছে। এই ধারা আগামীতেও অব্যাহত রাখার জন্যে নিরন্তর মুদ্রানীতি সম্পর্কিত গবেষণা ও অবলোকনে বাংলাদেশ ব্যাংক অঙ্গীকারাবদ্ধ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৌশলগত পরিকল্পনা ও ব্যাংকিং খাতের মানব সম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশে ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে অর্জিত সাম্প্রতিক পরিবর্তন ও সাফল্যের গতিধারা অক্ষুন্ন রাখতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বোচ্চ মানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে মানব সম্পদ উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সিবিএসপি), বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (আইবিবি) তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গতানুগতিক কাজের বাইরে গত চার বছরে বিভিন্ন সৃজনশীল ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা ও পেশাদারীত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

২.১ কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে ব্যবসায় প্রশাসন (আইবিএ) এর কারিগরি সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭৫ জন কর্মকর্তাকে অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স অন এইচআরএমএস এর ওপর প্রশিক্ষণ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ এর অধীনে ২৫০ জন এবং বৃটিশ কাউন্সিল এর অধীনে ২০০ জন কর্মকর্তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি) এবং ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সাইন্সেস নর্থওয়েস্টার্ন এর যৌথ সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ৩৭ জন কর্মকর্তার ব্যাংকিং এন্ড ফিন্যান্স এর ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রফেশনাল কোর্স (দ্বিতীয় ব্যাচ) ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে দক্ষ জনবল তৈরির জন্যে দেশে-বিদেশে ট্রেনিং এর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। গত চার বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রায় ১৫০০ জন কর্মকর্তা বিদেশী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। শুধু ২০১২ সালেই ৩২৫০ জন কর্মকর্তা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং ৬৭১ জন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক কর্মকর্তাই বিদেশে মাস্টার্স, পিএইচডি করছেন। সকল কর্মকর্তাকে ল্যাপটপ দেয়া হচ্ছে, সঙ্গে ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট সংযোগ তো আছেই। দাপ্তরিক কর্মপরিবেশের সৌন্দর্য বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সব বিভাগে কিউবিক্যাল চেম্বার স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে শাখা অফিসগুলোতেও পর্যায়ক্রমে কিউবিক্যাল চেম্বার স্থাপন করা হবে। আধুনিক কিউবিক্যাল চেম্বারে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছে দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাংকাররা-এটা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বলে মানতে হবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ভেতরেও ই-লার্নিং শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। এর অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ৫০৮ জন কর্মকর্তা Professional Foundation Knowledge Centre এর মাধ্যমে অনলাইনে এক বছরব্যাপী একটি কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সহায়তায় উক্ত কোর্সে যোগাযোগ ও উপস্থাপন কলাকৌশল, ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব গুণাবলী, হিসাববিজ্ঞান, আইটি বিষয়ে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা উপকরণ আদান-প্রদানের সুবিধা পাবেন। কোর্সটি ব্যবহারিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

তাছাড়া, জ্ঞানভিত্তিক কর্মপরিবেশ উৎসাহিত করতে বিআইবিএম-এ মাস্টার্স ইন ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (এমবিএম) এর মতো আইবিএর সান্ধ্যকালীন এমবিএ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের আরো সুযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংক অব থাইল্যান্ড এর মধ্যে Twinning Arrangement শিরোনামে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে যার আওতায় উভয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক উন্নয়ন সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীকে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একাডেমী এবং উৎকর্ষতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০-২০১৪

সর্বোচ্চ দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে সেবা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে ১৩-১৪ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত

১২-১৪ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে সাভারের ব্র্যাক-সিডিএম সেন্টারে আয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ রিট্রিট অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

১২-১৪ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত এক্সিকিউটিভ রিট্রিট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ রিট্রিট এর সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১০-১৪) কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক উন্নয়ন ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সেগুলো পরিপালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশোধিত ভিশন ও মিশনসহ সর্বমোট ১৭টি কৌশল, ৫৪টি উদ্দেশ্য এবং ১৫৭টি কর্মপরিকল্পনা বা Key Performance Area চিহ্নিত করা হয়। এর পাশাপাশি ব্যাংকের কর্মবলের মধ্যে নৈতিকতা প্রোথিতকরণের উদ্দেশ্যে পাঁচটি Core Value গৃহীত হয়। যেহেতু কৌশলগত পরিকল্পনা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নের জন্যে একটি চলমান প্রক্রিয়া সেহেতু এটি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে Strategic Planning Unit (SPU) নামে একটি ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি দূরদর্শী এবং আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ১৭টি কৌশলগত পরিকল্পনা চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

- মুদ্রানীতির চলমান কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে বর্তমান মুদ্রানীতি পর্যালোচনা;
- আর্থিক খাতের সক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবিধি ও পরিদর্শন কাঠামো শক্তিশালীকরণ;
- বাংলাদেশের আর্থিক বাজারকে অধিকতর গভীর করা;
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং আর্থিক প্রবেশগম্যতা প্রসারিত করা;
- রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বাড়ানো;
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে প্রবিধি ও পরিদর্শনগত কাঠামোর উন্নয়ন;
- ইসলামিক ব্যাংকগুলোর জন্য পৃথক এবং সমন্বিত নির্দেশনা এবং পরিদর্শন ব্যবস্থার প্রচলন;
- সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ ব্যবস্থাপনা অধিকতর কার্যকর করা;
- উপাত্তের রিপোর্টিং, কাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে অধিকতর বেগবান করা;
- ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) সম্পূর্ণ অটোমেশন করা;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রায়োগিক কর্মক্ষেত্রে আইনী সক্ষমতা বাড়ানো;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকুরিকে আকর্ষণীয় করা, বিদ্যমান জনবল ধরে রাখা এবং এর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিভিত্তিক ইন্টারনাল অডিট প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ;
- সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রস্তুতির জন্যে সহায়ক নীতি সমর্থনের মাধ্যমে উৎসাহ দেয়া;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি ও পদক্ষেপসমূহের ফলপ্রসু প্রয়োগের জন্যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের কার্যকর উপায়সমূহের উন্নয়ন ঘটানো; এবং
- বাংলাদেশ ব্যাংকের কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট গঠন।

www.pathagar.com

প্রতি বছর রিট্রিট আয়োজনের মাধ্যমে এই কৌশলগত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। রিট্রিটে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কয়েকদিন ধরে মতবিনিময় করার সুযোগ পাচ্ছেন। বাইরের বিশেষজ্ঞদেরও যুক্ত করা হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনে বদলে যাবার এক নতুন তাগিদ সৃষ্টির সূত্র খুঁজে পাওয়া সহজতর হচ্ছে।

২.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী (বিবিটিএ)

আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা এবং সুপরিসর ভবন সম্বলিত বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী বাংলাদেশ ব্যাংক ও সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্যে সমসাময়িক বিষয়ের ওপর নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়ে আসছে। ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাপটপ, আধুনিক আইটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীকক্ষ, সিলিং মাউন্টেড প্রজেক্টর, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি আধুনিক সুবিধায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিমাণ ও গুণগতমানে অনেক বেড়েছে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনায় এখন ভিডিও কনফারেন্স-এর প্রচলন করা হয়েছে। নতুন যোগদানকারী সহকারী পরিচালকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণকালে 'কৃষকের জন্যে যাত্রা' শিরোনামে মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে এক নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও কৃষি ঋণ এর ওপর একটি আন্তর্জাতিক ট্রেনিং ফর ট্রেইনার্স আয়োজন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এর যৌথ সহায়তায় কমিউনিকেটিভ ইংলিশ এর ওপর দুই সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণসহ ইনফরমেশন টেকনোলজি বিষয়ে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। আইএফসি-এর কারিগরি সহায়তায় ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের জন্য ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়াতে শিক্ষা সফর সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ নেভী, পিএটিসি, বিআইবিএম, ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্যেও ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজন করছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) এর অর্থায়নে Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development (INSPIRED) কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী সক্ষমতা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। খুব শিগগিরই বিবিটিএ একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এছাড়া, ষান্মাসিক ভিত্তিতে 'Thought on Banking and Finance' শিরোনামে একটি জার্নাল প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

২.৪ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট মধ্যম ও জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ব্যাংকিং এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কার্যক্রম পরিচালনা এবং ব্যাংকিং ও আর্থিক সেক্টরের জন্যে গবেষণা ও পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে জাতীয় পর্যায়ের

www.pathagar.com

একটি প্রতিষ্ঠান। একটি পরিচালনা বোর্ডের মাধ্যমে বিআইবিএম বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ও পরিচালিত হয়, যার প্রধান হচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর।

বিগত চার বছরে বিআইবিএম এর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ইতোমধ্যে বিআইবিএম ব্যাংকিং সেক্টরের একটি গতানুগতিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে গতিশীল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ, স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা, নীতি গবেষণা এবং পরামর্শ দানের ওপর আলোকপাত করার জন্যে সার্বিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে নিকট ভবিষ্যতে বিআইবিএম দেশ ও দেশের বাইরেও আর্থিক খাতের উৎকর্ষতার একটি কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হবে।

বিআইবিএম ২০১০ সালের একাডেমিক ক্যালেন্ডারে প্রথমবারের মতো 'গবেষণা কর্মশালা' চালু করে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ কাঠামোয় প্রথমত: প্রতিষ্ঠানের একদল গবেষক, ব্যাংক এর কোনো জটিল ইস্যুতে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিস্তারিত ফলাফল একটি ব্রেইন স্টর্মিং সেশনে আলোচনার জন্যে প্রায়োগিক বিষয় ব্যাংকারদের সামনে উপস্থাপন করে। পরবর্তীতে গবেষক ও অভিজ্ঞ ব্যাংকারদের আলোচনার ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল চূড়ান্ত করা হয়। এটি আবশ্যিকভাবেই ব্যাংকারদের সমস্যা সমাধানের একটি হাতিয়ার। বিআইবিএম ২০১২ সাল পর্যন্ত মোট ১৮টি গবেষণা কর্মশালা পরিচালনা করেছে। বিআইবিএম ২০১২ থেকে এর একাডেমিক ক্যালেন্ডারে 'রিভিউ কর্মশালা' চালু করেছে। এ প্রশিক্ষণ কাঠামোয় প্রতিষ্ঠানের একদল গবেষক ও প্রায়োগিক ব্যাংকাররা যৌথভাবে বাংলাদেশের ব্যাংকিং এর মোট ৬টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে। ২০১১ সাল থেকে 'ব্যাংকিং রিসার্চ সিরিজ' শিরোনামে করা হয়েছে কর্মশালার গবেষণা পেপারগুলোর সংকলন। ২০১২ সাল থেকে 'ব্যাংকিং রিভিউ সিরিজ' শিরোনামে বার্ষিক প্রকাশনা চালু করা হয়। এটি বিআইবিএম দ্বারা পরিচালিত রিভিউ কর্মশালার গবেষণা পেপারগুলোর সংকলন। বিআইবিএম এর শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণা প্রজেক্টের রিপোর্টসমূহ রিসার্চ মনোগ্রাম হিসেবে ২০১০ সাল থেকে প্রকাশ করা শুরু করেছে। ব্যাংক পরিক্রমা বিআইবিএম এর double blind peer review জার্নাল এর প্রকাশনা নিয়মিতকরণ এবং কেবল্ ডিরেক্টরিতে অন্তর্ভুক্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

বিআইবিএম ২০১০ সালে এর পরামর্শ সেবার পরিধি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিআইবিএম এবং আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী এআইবিএফ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বিআইবিএম দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে কাবুলে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং ২০১১ সালে বিআইবিএম ক্যাম্পাসে আফগান ব্যাংকারদের জন্যে তিন সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

বিআইবিএম ব্যাংকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অনুষদ সদস্যদের মধ্যে বৃহত্তর গবেষণা ও একাডেমিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০১২ সালে বার্ষিক ব্যাংকিং কনফারেন্স

www.pathagar.com

শুরু করেছে। ফ্যাকাল্টি উন্নয়ন ফান্ড তৈরি করা হয়েছে যার আওতায় ফ্যাকাল্টিদের প্রতি বছর উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্যে বিদেশে প্রেরণ করা হচ্ছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) এর অর্থায়নে Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development (INSPIRED) কার্যক্রমের আওতায় বিআইবিএম এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করা হচ্ছে। আধুনিক ক্লাস রুম স্থাপন, অনলাইন লাইব্রেরি সুবিধার সংযুক্তিকরণ, স্বাস্থ্যকর আবাসিক সুবিধা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করা হয়েছে। বিদেশী অংশগ্রহণকারী এবং ছাত্রদের আকর্ষণ করার জন্যে বিআইবিএম খুব শীঘ্রই একটি আন্তর্জাতিক মানের হোস্টেল এবং অত্যাধুনিক মিলনায়তন স্থাপন করতে যাচ্ছে। বিআইবিএম গত চার বছরে তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। এগুলো হচ্ছে-1st and 3rd Asia's Best B-School Leadership Award presented by CMO council (Singapore); Education Leadership 2012 Award presented by Knowledge Resources Development and Welfare Group (KRDWG) of IIT Delhi, India.

বিভিন্ন জটিল ইস্যুতে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে বিআইবিএম অর্ধদিবসব্যাপী কর্মশালা চালু করেছে যেখানে বিআইবিএম এর সদস্য ব্যাংকগুলোর আঞ্চলিক প্রধানরা অংশ নিয়ে থাকেন। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণা কর্মশালা, রিভিউ কর্মশালা, পলিসিভিত্তিক গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোকে আরো প্রায়োগিক, বাস্তবধর্মী এবং প্রয়োজনভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ মডিউলের উপাদান হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর গত চল্লিশ বছরে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের অর্জন ও উন্নতিকে কেন্দ্র করে প্রখ্যাত নীতি-নির্ধারক, গবেষক, পেশাজীবীর গবেষণাভিত্তিক লেখালেখি সমন্বয়ে ব্যাংক পরিক্রমার বিশেষ সংখ্যা খুব শীঘ্রই প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

১৯৯৭ সাল থেকে বিআইবিএম-এর এমবিএম এবং ইএমবিএম সনদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সেন্টার ফর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ (CPGS)-এর মাধ্যমে দেয়া হতো। বর্তমানে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হয়েছে এবং কেন্দ্রটিকে ঢাকা স্কুল অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (DSBM) নামে নতুনভাবে নামকরণ করে পূর্বোক্ত ডিগ্রীগুলো দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক ড. মোজাফ্ফর আহমদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর প্রয়াত এ. কে. গঙ্গোপাধ্যায় এর নামে বিআইবিএম-এ দু'টি চেয়ার প্রফেসর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের স্বনামধন্য ব্যাংকার জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এবং জনাব এস. এ. চৌধুরী যথাক্রমে এ দু'টি পদে যোগ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

২.৫ দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (আইবিবি)

আইবিবি ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষা JAIBB এবং DAIBB এর সিলেবাস সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছে এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নসহ বিষয়বস্তু হালনাগাদ রাখার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইনস্টিটিউটের গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষা পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে অটোমেটেড করা হয়েছে যেখানে পরীক্ষা পদ্ধতিতে বার কোডিং সিস্টেমসহ সফট্ওয়্যার প্রস্তুতের কাজ চলছে। ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষা পদ্ধতিতে গতানুগতিক ফরম পূরণ পদ্ধতির পরিবর্তে অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইনস্টিটিউটের অরগানোগ্রাম পরিবর্তন করে পদোন্নতির পুরাতন নীতিমালাকে নতুনভাবে আধুনিক ও বাস্তবসম্মতভাবে তৈরি করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের জার্নাল প্রকাশনাকে নিয়মিত করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের নিজস্ব জমি/অফিস স্পেস ক্রয় করার জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল সদস্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩০ কোটি টাকার ফান্ড গঠন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখ্য দায়িত্ব হলো মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এবং সর্বোপরি আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থে উৎপাদনশীল সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা। কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে দেশকে এগিয়ে নেয়ার পথে গণমানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গত চার বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রথাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনে নানামুখী উদ্যোগগুলোতে সমর্থন যোগাতে/দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসা তথা আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ কর্মসূচির ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার পাশাপাশি কৃষি, এসএমই ও পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়নের ওপর জোর দিয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সাধারণত শহরের উচ্চবিত্ত গ্রাহকদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় গরিব ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণ তাদের সেবা থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত থেকে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক সমাজের পিছিয়ে পড়া অবহেলিত এই জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে একটি নতুন ধারণা প্রবর্তন করেছে। এ নতুন ধারণাটি দিন দিন প্রশংসিত হচ্ছে এবং আর্থিক সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছে। যারা আগে ব্যাংক থেকে ঋণ পেতেন না, যেমন-বর্গাচাষি, নারী উদ্যোক্তা, প্রান্তিক কৃষক তাদের হাতে এখন ঋণ যাচ্ছে; গণমানুষের মধ্যে ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম প্রসারিত হচ্ছে।

আর এসব পদক্ষেপের কারণে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সূচকে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি তথ্যভাণ্ডার বা 'গ্লোবাল ফিনডেক্স' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে রয়েছে শ্রীলংকা। ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে ভালো অবস্থানে বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ব্যাংক হিসাব রয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং এবং কৃষক ও অন্যান্যদের জন্যে দশ টাকার হিসাব খোলার সুবিধাটি বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের অর্জন ৫০ শতাংশের বেশি বৈ কম হবে না। শ্রীলংকায় এই হার ৬৯ শতাংশ। ভারত ও পাকিস্তানে এই হার যথাক্রমে ৩৫ ও ১০ শতাংশ।

৩.১ কৃষি ঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার খাতের মধ্যেও রয়েছে কৃষি। দেশের মোট দেশজ উৎপাদন অনেকাংশে কৃষি

www.pathagar.com

উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে। মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। সরকারের কৃষি-বান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং ব্যাংকগুলো কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কৃষি ঋণ বিতরণের ফলে প্রত্যাশিত মাত্রায় কৃষি উৎপাদন হওয়ায় বিগত চার অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বার্ষিক গড়ে ৬.২১ শতাংশ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাসহ সকল সৃজনশীল মানুষই এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রেখে চলেছেন। কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন জড়িত। তাই কৃষি ও পল্লি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব। অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণে কৃষির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ কারণেই চলমান বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশ ভালো করছে। এছাড়া, বিদ্যমান সরবরাহ ঘাটতি পূরণ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বাস্তবায়নেও কৃষি ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ কৃষকেরই কৃষিতে বিনিয়োগের পর্যাপ্ত সামর্থ্য নেই। সেই বিবেচনায় প্রকৃত কৃষকদের কাছে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ সরবরাহ করা অত্যন্ত জরুরি। এ জন্যে প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষিসহ প্রকৃত কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং তফসিলি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করে আসছে।

কৃষি খাতে ব্যাপক ঋণ সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি ঋণ সরবরাহ প্রক্রিয়াতে গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিশেষ করে, কৃষকরা যেন স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়, সকল প্রকার হয়রানিমুক্তভাবে এবং সময়মত কৃষি ঋণ পেতে পারেন তার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি খাতে ঋণ প্রদানে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও উপেক্ষিত এলাকা যেমন চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকায় কৃষি ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোও তাদের মোট ঋণের অন্যূন ২ শতাংশ কৃষি খাতে বিতরণ করছে।

গত চার অর্থবছরে কৃষি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। কৃষি খাতে বিগত চার অর্থবছরে (২০০৯-১২) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৯,২৮৪, ১১,১১৭, ১২,১৮৪ ও ১৩,১৩৭ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে (২০১২-১৩) এ যাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৪,১৩০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২.৪ শতাংশ বেশি। এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৮৭৮৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬২ শতাংশ।

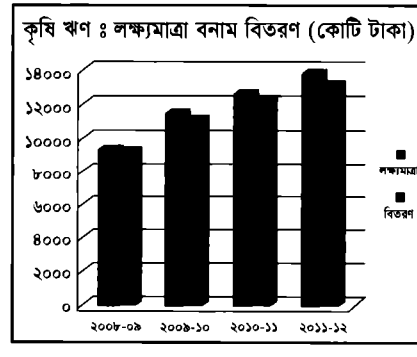

www.pathagar.com

৩.১.১ প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ

কৃষি ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণের জন্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে। সে অনুসারে ব্যাংকগুলোর উদ্যোগে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১০,৯৬৭টি প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে সোয়া দুই লক্ষ কৃষকের মধ্যে ৩৮৩ কোটি টাকা, ২০১০-১১ অর্থবছরে ১১,২৫৭টি কর্মসূচির মাধ্যমে দুই লক্ষ কৃষককে ৪১৭ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭,৬৮৩টি প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে এক লক্ষ বার হাজার কৃষককে ২২৪ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফরকালে ব্যাংকগুলোর উদ্যোগে আয়োজিত এ ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। এতে দেশের প্রকৃত কৃষকদের কাছে কৃষি ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যশোরের রূপদিয়ায় প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

২৯ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়িতে এক কৃষক সমাবেশে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

৩.১.২ কৃষি ঋণ কার্যক্রম তদারকি

একটি টেকসই কৃষি খাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ খাতে ঋণ সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনার প্রয়োজনে প্রকৃত কৃষকগণ যাতে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়, হয়রানিমুক্তভাবে ও সময়মত ঋণ পান এবং এ ঋণের যথাযথ ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে কৃষি পণ্য উৎপাদন করতে পারেন তার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক গত কয়েক বছর ধরে কৃষি ঋণ কার্যক্রমের ওপর নজরদারি জোরদার করেছে।

এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশব্যাপী বিস্তৃত মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়েছে এবং কৃষি ঋণ গ্রহীতাদের মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করেছে। ব্যাংকগুলো থেকে সাপ্তাহিক/মাসিক ভিত্তিতে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত বিবরণী সংগ্রহ করে অফসাইট সুপারভিশন ও অনসাইট সুপারভিশন করা হচ্ছে। কৃষি ঋণ বিতরণের অগ্রগতি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, কৃষি ঋণ নীতিমালার আলোকে উন্নয়নমূলক

www.pathagar.com

কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে ব্যাংকগুলোর সঙ্গে মাসিক ও দ্বি-মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় সকল ব্যাংকের প্রতিনিধির উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নবীণ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রায়শঃই কৃষকদের কাছে যাচ্ছেন, কৃষি ঋণের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে বিশেষ করে ব্যাংকার, কৃষি কর্মকর্তা ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলছেন।

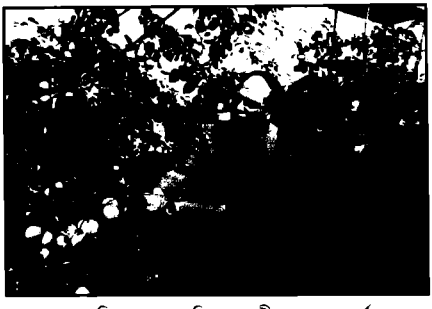

৯ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে অগ্রণী ব্যাংকের অর্থায়নে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার বড়ইচারায় বাউকুল বাগান পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

২৭ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে ময়মনসিংহের ত্রিশালে একটি মৎস্য হ্যাচারি পরিদর্শনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

শুধুমাত্র কর্মকর্তারাই নন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান নিজেও মাঝে মধ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত কৃষিভিত্তিক প্রকল্প পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়ছেন এবং নিজ ডেস্কে বসে টেলিফোন ও ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের কৃষি ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ শাখা অফিসগুলোতে 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিআইপিসি)' স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রটিতে ১৬২৩৬ নম্বরের একটি হটলাইন চালু করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে প্রাপ্ত কৃষি ও পল্লি ঋণ সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও ব্যবস্থা নিবে।

৩.২ বর্গাচাষিদের জন্যে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ বর্গাচাষি। দরিদ্র এ জনগোষ্ঠীর অনেকেরই নিজস্ব কোনো চাষযোগ্য জমি নেই। ২০০৫ সালে পরিচালিত কৃষি নমুনা জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায়, দেশের ১ কোটি ৫০ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ৭০ লক্ষ বর্গাচাষি। তারা মোট চাষকৃত জমির ৫৫ শতাংশ চাষ করেন (তথ্য সূত্র ঃ কৃষি শুমারী-২০০৮)। দেশের প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় জামানত ছাড়া ঋণ দেওয়া হয় না। তাছাড়া, প্রত্যন্ত জনপদে ব্যাংকগুলোর শাখা না থাকায় কৃষকদের এ বিরাট অংশ বর্গাচাষিরা দীর্ঘকাল ধরেই ব্যাংক ঋণের অধিকার থেকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। ব্যাংকে তাদের কোন সঞ্চয়ী হিসাবও নেই। অপরদিকে, ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো (এমএফআই) কর্তৃক নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ায় বর্গাচাষিরা ক্ষুদ্রঋণ থেকেও বঞ্চিত। ফসল চাষের মৌসুমে পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে চাষাবাদে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করতেও তারা ব্যর্থ হন। সব

www.pathagar.com

ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা সমাজের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস যেমন গ্রাম্য সুদখোর, মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হন। এ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে গৃহীত ঋণ সময়মত পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে তারা সর্বশেষ সম্বল হালের বলদ, বসতভিটা পর্যন্ত হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। অথচ বর্গাচাষিদের দোরগোড়ায় সময়মত সহজে ও স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ পৌঁছানো সম্ভব হলে একদিকে তারা যেমন উপকৃত হবেন, অন্যদিকে কৃষি খাতে সময়মত অর্থের সরবরাহ পৌঁছানোর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব হবে। সর্বোপরি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় আনা যাবে।

৩.২.১ বর্গাচাষিদের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ

দেশের ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ব্যাংক ঋণ সুবিধাবঞ্চিত বর্গাচাষিদের দোরগোড়ায় স্বল্প সুদে, সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে কৃষি ঋণ পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে গত ২০০৯ সালে বর্গাচাষিদের জন্যে প্রথমবারের মতো ৫০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্যে দেশের বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাককে দায়িত্ব দেয়া হয়। এ লক্ষ্যে গত ০২ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্র্যাক এর মধ্যে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক ব্র্যাককে ৫০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন বাবদ দেবে, যার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন খাতে স্বল্প মেয়াদে ৪৫০ কোটি টাকা এবং কৃষি সহায়তা উপকরণ ক্রয় খাতে মধ্য মেয়াদে ৫০ কোটি টাকার ঋণ কার্যক্রম চালানো হবে। স্বল্প মেয়াদি ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর এবং মধ্য মেয়াদি ঋণের মেয়াদ সর্বনিম্ন এক থেকে তিন বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আলোকে ব্র্যাক বর্গাচাষিদের মধ্যে গ্রুপ জামানতের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করছে। পুরুষ ও নারীদের আলাদা গ্রুপ গঠন করে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। কেবল ঋণ নয়, বর্গাচাষিদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

যে সকল বর্গাচাষি ব্যাংক থেকে কোন ঋণ নেয়নি শুধু তারাই এ সুবিধা পাচ্ছেন। আর যাদের ২.৪৭ একরের বেশি চাষযোগ্য জমি রয়েছে, তারা এই ঋণ সুবিধা পাবেন না। ব্র্যাক তার নিজস্ব অর্থায়ন থেকে বর্গাচাষিদের প্রযুক্তিগত তথ্য সরবরাহ করছে এবং এ কাজে তারা প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের নিয়োজিত করছে। এই ব্যবস্থায় ব্র্যাক সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ হারে সুদ ধার্য করতে পারবে। এই ঋণ কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে পুঞ্জিভূত করা যাবে না। বর্গাচাষিদের পরিচিতির জন্যে জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভূমি মালিক অথবা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সনদ লাগবে।

ব্র্যাকের মাধ্যমে পরিচালিত এ বিশেষ ঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৩৭টি জেলার ১৭২টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা ৩ লক্ষ বর্গাচাষিকে ৩ বছরের জন্যে ফসল চাষ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্যে এ ঋণ সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত জুন ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৪২টি জেলার ২২৫টি উপজেলায় প্রায় ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্গাচাষির মধ্যে ৫১২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এই ঋণের

www.pathagar.com

আদায়ের হারও খুবই সন্তোষজনক। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত এই ঋণের ৩৯৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছে।

এ বিশেষ ঋণ কর্মসূচির আওতায় সহজ শর্তে কৃষি ঋণ পাওয়ায় বর্গাচাষিরা প্রকৃতই উপকৃত হচ্ছেন; তাদের জীবনমানের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং অংশগ্রহণমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বাস্তব ভিত্তি প্রসারিত হচ্ছে। ঋণ কর্মসূচিটি বর্গাচাষিদের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে গত ৩০ জুন ২০১২ তারিখে এর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরে জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত আরো তিন বছরের জন্যে মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। এ পর্যায়ে দেশের ৪৮টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা ৫ লক্ষ বর্গাচাষিকে ফসল চাষ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্যে ঋণ সুবিধা দেয়া হবে। মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৫ হাজার বর্গাচাষিকে ৭৮৭ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঋণ পাওয়া বর্গাচাষিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ নারী কৃষক।

উক্ত ঋণ প্রকল্পের বাইরেও কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় বর্গাচাষিদের একক ও গ্রুপভিত্তিক ঋণ দেয়ার জন্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সে অনুসারে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন ব্যাংকগুলো বর্গাচাষিদের আলাদাভাবে কৃষি ঋণ দিচ্ছে। গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে পৌনে চার লক্ষ বর্গাচাষিকে ৪৩১ কোটি টাকা, ২০১০-১১ অর্থবছরে সোয়া চার লক্ষের বেশি বর্গাচাষিকে ৭৪৪ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে পাঁচ লক্ষের বেশি বর্গাচাষির মধ্যে ১০৮৬ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্যোগে নাটোরের কাচিকাটায় ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাচাষিদের মাঝে গ্রুপভিত্তিক ঋণ বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

৩.২.২ বর্গাচাষি উন্নয়ন প্রজেক্ট

ব্র্যাক এই প্রকল্পের নাম দিয়েছে বর্গাচাষি উন্নয়ন প্রজেক্ট (BCUP)। ব্র্যাক তাদের প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বাইরে এটিকে একটি আলাদা প্রজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করেছে। যেসব বর্গাচাষি ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ অথবা অন্য কোনো এমএফআই এর সঙ্গে যুক্ত তারা এ প্রকল্প থেকে ঋণ পাওয়ার যোগ্য নন। যারা এসব আর্থিক সেবার বাইরে রয়েছেন শুধু তারাই যেন এ ঋণ পায় তা নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

জনপ্রতি এ ঋণের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার টাকা ব্র্যাক এ ঋণের ৫ শতাংশ অর্থ নিরাপত্তা জামানত বা ডিপোজিট হিসাবে রেখে দেয় এবং ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ হওয়ার পর এ অর্থ ঋণ গ্রহীতার সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করা হয়। এই ঋণের মেয়াদ সাধারণত ৬

www.pathagar.com

থেকে ১০ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় এবং ১০ শতাংশ হারে সুদ (ফ্লাট রেটে) আরোপ করা হয়। ঋণ গ্রহীতা বর্গাচাষিকে সুদসহ ঋণের ৩০ শতাংশ ৬-৯টি মাসিক কিস্তিতে এবং বাকি ৭০ শতাংশ ফসল ওঠার পর দু'টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। ব্র্যাক তাদের ঋণ বিতরণ ও পুনঃঅর্থায়নের দাবি সম্বলিত একটি তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করে।

৩.২.৩ বর্গাচাষি ঋণ প্রকল্পের ওপর প্রফেসর আব্দুল বায়েস-এর মূল্যায়ন

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর আব্দুল বায়েস ২০১১ সালের শেষার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত ও ব্র্যাকের মাধ্যমে পরিচালিত বর্গাচাষিদের জন্যে বিশেষ ঋণ প্রকল্পের বর্গাচাষিদের ওপর একটি গবেষণা জরিপ পরিচালনা করেন। জরিপে তিনি দেশের সাতটি বিভাগের ৪০০ বর্গাচাষির সাক্ষাতকার নেন। জরিপ কাজ শেষে প্রণীত গবেষণা প্রতিবেদনে তিনি কর্মসূচিটির মূল্যায়নে উল্লেখ করেন, বর্গাচাষিরা গড়ে ১৪ হাজার টাকা করে ঋণ পেয়েছেন, ৮০ শতাংশ বর্গাচাষি উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করে বিঘাপ্রতি ৮-১০ মণ থেকে ১৫-২০ মণ অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ ফলন পেয়েছেন। ৯৫ শতাংশ বর্গাচাষি তাদের ঋণ সময়মত পরিশোধ করেছেন। ৯০ শতাংশ বর্গাচাষিই বলেছেন, ঋণ পেয়ে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তারা আরো বলেছেন, এই ঋণ পাওয়ার আগে তারা উচ্চসুদে (প্রতি মাসে ১০ শতাংশ) মহাজনদের কাছ থেকে ধার নিয়ে চাষাবাদ করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিন মাসের জন্যে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ১০ মণ ধান বা ৮ হাজার টাকা সুদ হিসেবে মহাজনকে দিতে হত। বর্গাচাষিরা গ্রুপের সদস্য হওয়ার মাত্র ২১ দিনের মধ্যেই এই ঋণ পাচ্ছেন-এ বিষয়টিকে প্রতিবেদনে কর্মসূচিটির সবচেয়ে ভালো দিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩.২.৪ বর্গাচাষি ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত বর্গাচাষিদের ঋণ প্রদান কর্মসূচির উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ করতে এবং সময়মত ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিবিড় মনিটরিং অব্যাহত রেখেছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩৫টি জেলাভুক্ত ৩৫টি উপজেলায় ৭০০ বর্গাচাষির ওপর একটি সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষায় দেখা যায়, বেশির ভাগ বর্গাচাষি প্রথমবারের মতো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পেয়ে এবং সময়মত কৃষি উপকরণ ক্রয় করতে পেরেছেন। এর ফলে তারা চড়া সুদে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ নেয়া থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এই প্রকল্পের সঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ যুক্ত থাকায় বর্গাচাষিরা তাদের কাছ থেকে প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য ও সহযোগিতা পাচ্ছেন। এ ঋণ বর্গাচাষিদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করছে। চাষের মৌসুমে ঋণের টাকা পাওয়ায় তারা তাদের ফসল ওঠার পর তা বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন। সমাজে তাদের সম্মান বাড়ছে। এ ঋণের ইতিবাচক দিক উল্লেখ করে তারা ঋণ কর্মসূচি চালু রাখার জোর দাবি জানিয়েছেন।

৩.২.৫ বর্গাচাষিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্র্যাকের যৌথ উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো বর্গাচাষিদের জন্যে সংবর্ধনার

www.pathagar.com

আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় নয় হাজার বর্গাচাষি এতে অংশ নেন, যাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল নারী। তারা সকলেই এ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে সম্মানিত বোধ করেছেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ জন বর্গাচাষিকে পুরস্কৃত করা হয়, যাদের মধ্যে চার জন ছিলেন নারী বর্গাচাষি।

যারা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে খাদ্য পণ্য উৎপাদন করছেন, তাদেরকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। যে সকল বর্গাচাষি নিজেদের প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় সামর্থ্য অনুযায়ী ফসল ফলাতে পারেন না, তাদের কাছে সময়মত প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ পৌঁছানো দরকার। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত বর্গাচাষিদের জন্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম তাদের অর্থ সঙ্কট দূর করছে। ফলে তারা আরো বেশি ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছেন এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাড়াতে মনোযোগী হচ্ছেন। এভাবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। ফলে গ্রাম থেকে মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমে আসছে। দেশের প্রতিটি বর্গাচাষি যাতে প্রয়োজনীয় ঋণ পান, সে জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এ তহবিল বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আশা করে, ব্র্যাকের মতো উন্নয়ন কাজে অন্য এমএফআইগুলোও এগিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রযাত্রায় নিজেদের সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাবে।

বর্গাচাষি সংবর্ধনা ২০১০ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত ও কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করছেন একজন নারী বর্গাচাষি। পাশে উপস্থিত গভর্নর ড.আতিউর রহমান

৩.৩ কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত নারীদের জন্যে কৃষি ঋণ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলস্রোতে নারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য। তাই কৃষি ও কৃষিবিষয়ক আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করে তাদেরকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র নারীরা যাতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন সে জন্যে তাদেরকে শস্য/ফসল উৎপাদন, ছোট আকারের কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা কর্মকাণ্ডে যেমন বাগান করা, নার্সারি, শস্য উত্তোলন পরবর্তী কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মৌমাছি পালন ও মধু চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন খাতে নারীদের কৃষি ঋণ প্রদান করার জন্যে কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালায় ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে (২০১১-১২) ব্যাংকগুলো ৩ লক্ষ ২০

www.pathagar.com

হাজার নারীকে প্রায় ৭৩৫ কোটি টাকা এবং চলতি অর্থবছরের (২০১২-১৩) প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত) ৩ লক্ষ ৯ হাজার নারীকে প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে।

৩.৪ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশের একটি দরিদ্রতম অঞ্চল হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। কৃষিনির্ভর এ অঞ্চলের কৃষকগণের বেশির ভাগই ধান উৎপাদন করে থাকে, যার বাজার মূল্য তুলনামূলকভাবে কম। উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট এ অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল (সবজি, ফলমূল, রকমারি ফুল, মসলা, তৈলবীজ ইত্যাদি) উৎপাদনের জন্যে এডিবি'র অর্থায়নে সরকারের বাস্তবায়নাধীন উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের (NCDP) প্রথম পর্যায়ের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে শেষ হয়।

উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গত অর্থবছরে (২০১১-১২) বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় ১৭৪ কোটি টাকার আবর্তনশীল তহবিল থেকে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর হোলসেলিং ব্যবস্থাপনায় ৪টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)-এর মাধ্যমে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের জন্যে কৃষক পর্যায়ে ৬০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

এনসিডিপি'র সফলতা বিবেচনায় এডিবি'র অর্থায়নে উক্ত প্রকল্পের মতো দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (SCDP) নামে আরেকটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এর আওতায় এমএফআই নির্বাচনের কাজ শেষ হয়েছে এবং গত অর্থবছরে ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এবং বেসিক ব্যাংক লিঃ-এর হোলসেলিং ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাকের মাধ্যমে যোগ্য কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ শুরু হয়েছে। এ খাতে কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্যে ইতোমধ্যে ২১.২৫ কোটি টাকা হোলসেল ব্যাংক এর মাধ্যমে ব্র্যাকের কাছে ছাড় করা হয়েছে।

৩.৫ রেয়াতি সুদহারে কৃষি ঋণ বিতরণ

সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক দুই ধরনের বিশেষ ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা ও তদারকি করছে। এর একটি হচ্ছে আমদানি নির্ভর ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে কৃষক পর্যায়ে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ঋণ কর্মসূচি এবং অন্যটি হচ্ছে একই সুদহারে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার লবণ চাষিদের ঋণ প্রদান কর্মসূচি।

৩.৫.১ আমদানি নির্ভর ফসল চাষে রেয়াতি সুদহারে ঋণ কর্মসূচি

দেশে ডাল (মুগ, মসুর, খেসারি, ছোলা, মটর, মাষকলাই ও অড়হর), তৈলবীজ (সরিষা, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী ও সয়াবিন), মসলা জাতীয় ফসল (পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, হলুদ ও জিরা) এবং ভুট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বলে আমদানিনির্ভর এসব পণ্য আমদানি বাবদ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে এসব পণ্য আমদানি বাবদ সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার

www.pathagar.com

সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলসহ বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে এসব ফসল চাষের বিপুল সম্ভাবনা। এ ধরনের ফসল চাষকে উৎসাহ দিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা থাকলেও কৃষকগণ এ সুবিধা সম্পর্কে সম্যক অবহিত না থাকায় এ খাতে ইতোপূর্বে তেমন ঋণ বিতরণ করা হতো না। চারটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুইটি বিশেষায়িত ব্যাংক সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণ করে আসলেও তাদের ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল একেবারেই নগণ্য।

সঙ্গতকারণে, এসব আমদানিনির্ভর ফসল চাষে রেয়াতি সুদহারে ঋণ বিতরণ বাড়ানোর জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিগত ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ২ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ঋণ সুবিধা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ নেয়। পাশাপাশি, ব্যাংকগুলোকেও প্রচারণার ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে অনুরোধ করে। এ খাতে প্রদেয় ঋণ সুবিধার বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর ওয়েবসাইট এবং প্রত্যেক শাখায় জনসাধারণের সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন জায়গায় নোটিশ বা ব্যানারের মাধ্যমে প্রদর্শনের জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী ব্যাংকগুলোও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকগুলোর অনুসরণের জন্যে ২ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ঋণ প্রদান সংক্রান্ত একটি বুকলেটও প্রকাশ করেছে। এ বুকলেটে ডাল, তৈলবীজ, মসলা ও ভুট্টা চাষের গুরুত্ব, এসব ফসল চাষের জন্যে জেলা ও উপজেলাভিত্তিক উৎপাদন এলাকা, ঋণ নিয়মাচার, উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আলীকদম শাখা, বান্দরবানে প্রদর্শিত হচ্ছে
২ শতাংশ রেয়াতি সুদে কৃষি ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত ব্যানার

রেয়াতি সুদহার ২ এর স্থলে ৪ শতাংশ নির্ধারণ

দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা ও ভুট্টা চাষকে উৎসাহ দিতে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোও যাতে এ খাতে ঋণ বিতরণে অংশ নিতে পারে সে জন্যে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে এ ঋণের ওপর কৃষক পর্যায়ে বিদ্যমান রেয়াতি সুদহার ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে, উক্ত অর্থবছর হতে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংকগুলোও তাদের বার্ষিক কৃষি ও পল্লি ঋণ লক্ষ্যমাত্রার অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের ৬ শতাংশ হারে সুদক্ষতি পূরণ

www.pathagar.com

সুবিধার আওতায় উল্লিখিত ফসল চাষের জন্যে ঋণ বিতরণ করে চলেছে। আগে এ খাতে ঋণ দিলে ব্যাংকগুলো কৃষক পর্যায়ে প্রদত্ত ২ শতাংশের সঙ্গে সরকারের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬ শতাংশ অর্থাৎ ৮ শতাংশ হারে সুদ পেত, যা অনেকাংশেই তাদের কস্ট অব ফান্ড কভার করত না। বর্তমানে ৪ শতাংশের সঙ্গে সরকারের ৬ শতাংশ যোগ করলে প্রকৃত সুদহার দাঁড়ায় ১০ শতাংশ, যা ব্যাংকগুলোর কস্ট অব ফান্ডকে মোটামুটি কভার করে। তারপরেও এক্ষেত্রে কোনো ব্যাংকের অন্যান্য ঋণের লাভের তুলনায় কম হলে উক্ত অংশটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সিএসআর হিসেবে গণ্য করা হবে।

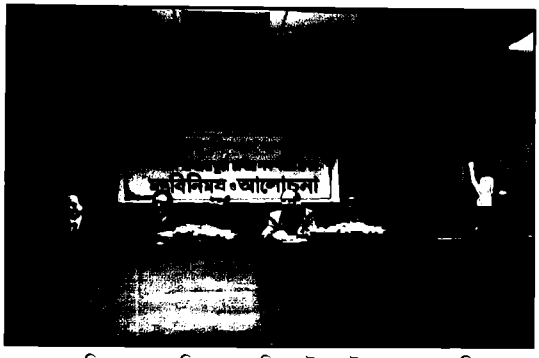

৭ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে লালমনিরহাটের পাটগ্রামে বেসরকারি খাতে এনসিসি ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণকারী ভুট্টা চাষিদের সাথে মতবিনিময় করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

রেয়াতি সুদহারে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ঋণ বিতরণ

২০১০-১১ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো আমদানি বিকল্প ফসল যেমন ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্যে ২ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ৯৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত অর্থবছরে এ খাতে ব্যাংকগুলো প্রায় ৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৭৪ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে ব্যাংকগুলো এ খাতে ৭৮ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রায় ৮২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ১০৫ শতাংশ। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে এসব আমদানি বিকল্প ফসল চাষের জন্যে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ৮৯.৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত এ খাতে ৪১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত ঋণ চাহিদার আলোকে ব্যাংকগুলো রেয়াতি সুদের জন্যে নির্দিষ্ট ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রদেয় ঋণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোকে যথাযথ নির্দেশনা জারি এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্যে শাখাগুলোর ঋণ বিতরণ অগ্রগতির তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে থাকে। ব্যাংকগুলো লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ দিচ্ছে কিনা সেটি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে।

সুদক্ষতি প্রাপ্তির ব্যবস্থা

৪ শতাংশ সুদহারে বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ খাতে ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের তালিকা ব্যাংকগুলো স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে। সেই কর্মকর্তার কাছ থেকে কোনো কৃষক সম্পর্কে

www.pathagar.com

ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি বলে তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারের পরিবর্তে স্বাভাবিক সুদহার প্রযোজ্য হবে। আমদানি বিকল্প উল্লিখিত ফসল খাতে রেয়াতি ৪ শতাংশ সুদহারে ঋণ বিতরণের বিপরীতে ব্যাংকগুলো যাতে দ্রুত ভর্তুকি সুবিধা পায় সে জন্যে ভর্তুকি প্রাপ্তির ব্যবস্থাও সহজ করা হয়েছে। ব্যাংকগুলো রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত বা সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবগুলোর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ৬ শতাংশ হারে সুদ ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন ভিত্তিতে রেয়াতি সুদহারে যোগ্য বলে দাবিকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০ শতাংশ ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী দেয়া হয়নি বলে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করে তা পুরো দাবিকৃত ঋণের ওপর কার্যকর করে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে এবং এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব হিসাব থেকে ব্যাংকগুলোর সুদক্ষতির অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা পুনর্ভরণের ব্যবস্থা করবে। এর ফলে এই কর্মসূচিতে যোগদানে ব্যাংকগুলোর আগ্রহ বেড়েছে।

পাহাড়ে মসলা জাতীয় ফসল চাষে বিপ্লব

সব দিক থেকেই বাংলাদেশ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে; আর এ পরিবর্তন থেকে পিছিয়ে নেই অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম। এলাকাটি বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ। বনজ সম্পদ, বৃক্ষরাজি, ফলজ বাগান, মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ পাহাড়ে এখন চলছে আদা, হলুদ, মরিচ, ভুট্টা চাষের এক নিরব বিপ্লব। পাহাড়ি কৃষকগণ পরিবেশের জন্যে ক্ষতিকর তামাক চাষ বাদ দিয়ে ব্যাপকভাবে আদা, হলুদ, মরিচ চাষ শুরু করেছেন। তামাকের চেয়ে লাভজনক হওয়ায় তাঁরা বিপুল উৎসাহে এসব ফসল চাষ করছেন। পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে ব্যাংকগুলো থেকে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ, যা কৃষকদের জন্যে বাড়তি সুবিধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ফলে, শুধু নৈসর্গিক শোভাই নয় বরং পাহাড় আজ অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও এক নতুন দিগন্ত। সনাতনী জুম চাষে অভ্যস্ত পাহাড়িরা বর্তমানে এসব ফসল চাষের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। সুবিস্তৃত পার্বত্য এলাকার মধ্যে শুধুমাত্র বান্দরবানেই রয়েছে প্রায় ৫৪ হাজার হেক্টর আবাদি জমি। এ এলাকায় রয়েছে আদা, হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা। পাঁচ-ছয় বছর আগে বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ও কুহালং ইউনিয়নের কয়েকজন কৃষক প্রথম বাণিজ্যিকভাবে আদার চাষ শুরু করেন। তারা সমতল এলাকা থেকে

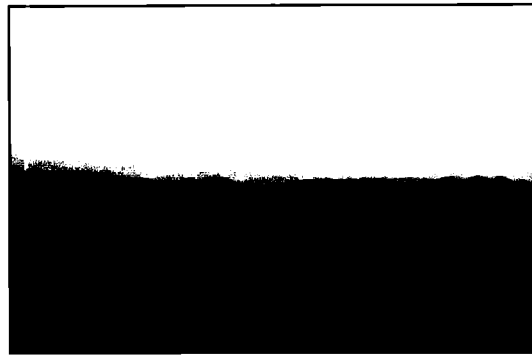

সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি পাহাড়-পর্বতবেষ্টিত বান্দরবানের একাংশ

www.pathagar.com

থাইল্যান্ড ও কোরিয়ার আদা বীজ সংগ্রহ করে পাহাড়ে রোপণ করেন। ফলন ভালো হওয়ায় এবং ভালো দামে আদা বিক্রি করতে পারায় তাঁরা আরো বেশি জমিতে আদা চাষ শুরু করেন। তাঁদের সাফল্য দেখে কয়েক বছরের মধ্যে অন্যান্যরাও ব্যাপকভাবে আদা চাষ শুরু করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের বহুমুখী প্রয়াসের একটি হচ্ছে 'এরিয়া এ্যাপ্রোচ' পদ্ধতি বা অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন। যে এলাকায় যে যে ফসল ভালো হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে অঞ্চলভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণের জন্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০০৯-১০ অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রথমবারের মতো বান্দরবান এলাকা সফর করেন। সফরকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক বৈঠকে তিনি স্থানীয় প্রশাসন, ব্যাংকার, কৃষি কর্মকর্তা, উদ্যোক্তা ও কৃষকদের কাছে এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতির গুরুত্ব তুলে ধরে বান্দরবানে আদা, হলুদসহ বিভিন্ন মসলা জাতীয় ফসল, ডাল, তৈলবীজ ও ভুট্টা চাষের জন্যে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠক শেষে আদা ও হলুদ চাষের জন্যে কৃষকদের মধ্যে স্থানীয় ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। এ সময় থেকে বান্দরবান সদরের রাজবিলা, কুহালং, সুলতানপুরসহ রোয়াংছড়ি, আলীকদম, রুমা উপজেলায় আদার বাম্পার ফলন হওয়ায় বান্দরবান এলাকাটি আদা ও হলুদ চাষের জন্যে ক্লাস্টার এরিয়া হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

বান্দরবানে আদা চাষের বাম্পার ফলনে ব্যাংক ঋণের কতটুকু প্রভাব রয়েছে তা যাচাই করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি পরিদর্শন দল ডিসেম্বর ২০১০ মাসে একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষা প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ব্যাংক থেকে স্থানীয় কৃষকগণ আদা ও হলুদ চাষের জন্যে ২ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ঋণ সুবিধা পেয়েছেন, এ ঋণ পেয়ে তারা উপকৃত হয়েছেন, সময়মত বীজসহ অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ এবং ব্যবহার করতে পারায় আদার বাম্পার ফলন পেয়েছেন। ব্যাংক ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত হওয়ায় তাদেরকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হয়নি। বান্দরবান এলাকায় আগের বছরের তুলনায় ২০১০ সালে আদার ফলন অনেক বেশি হয়েছে। পরিদর্শন দল প্রকৃত আদা চাষিদের সঙ্গে কথা বলেও আদার বাম্পার ফলনের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন। কৃষকগণ আদা ও হলুদের ফলনে তাদের সন্তুষ্টির কথা এবং স্থানীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার বিষয়টি পরিদর্শন দলের কাছে প্রকাশ করেন। বান্দরবান সদরস্থ রাজবিলা ইউনিয়ন ও কুহালং ইউনিয়নের বেশ কয়েকজন সফল চাষি

স্থানীয় জনগণ ও প্রকৃত কৃষকের সাথে আলাপ করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের কর্মকর্তাগণ

www.pathagar.com

উৎপাদিত আদা ও হলুদের বিক্রিলব্ধ অর্থ থেকে মেয়ের বিয়ের খরচ ও ক্ষুদ্র ব্যবসার মূলধন যোগানসহ বিভিন্ন খরচ মেটানোর কথা পরিদর্শন দলকে জানিয়েছেন। জনতা ব্যাংক, বান্দরবান শাখার ব্যবস্থাপক জানান, 'শুধুমাত্র বান্দরবান সদর উপজেলায় জনতা ব্যাংক কৃষি খাতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২২ লাখ টাকা ঋণ দিয়েছে, যার মধ্যে আদা চাষের জন্যেই ১৮ লাখ টাকা ঋণ দেয়।' বান্দরবান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, 'জেলায় এবার (২০১০) প্রায় ১৫৬২ হেক্টর জমিতে আদা চাষ হয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ায় কৃষকেরা আদা চাষে আগ্রহী হচ্ছেন।' বান্দরবানস্থ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক থেকে ২ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ঋণ গ্রহণকারী কুহালং ইউনিয়নের সফল আদা চাষি চিংসাবু জানান, 'আগে রাজবিলা ও কুহালং এলাকায় ব্যাপকভাবে তামাক চাষ হত। কিন্তু আদা চাষ শুরু হওয়ার পর বর্তমানে এখানকার কৃষক ও জুমচাষিরা তামাক চাষ ছেড়ে দিচ্ছেন। তাছাড়া, আদা ক্ষেতে সাথি ফসল হিসেবে মরিচ, ভুট্টা, কচু, ঢেঁড়শ ও কলা চাষ করা যায়। ফলে এসব সাথি ফসল বিক্রি করেও বাড়তি আয় করা সম্ভব।

রাজবিলা ইউনিয়নের রমতিয়া পাড়ার ক্যাংপ্রু মারমা জানান, তিনি পাঁচ একর জমিতে আদা চাষ করেন। পাঁচ একরে তাঁর মোট সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে। ফলন এবং দাম ভালো পাওয়ায় তিনি দশ-এগারো লাখ টাকা আয় করতে পেরেছেন। আদা ও হলুদ চাষে ব্যাপক সাফল্যের প্রেক্ষাপটে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে বান্দরবানে বিশ্বের প্রথম আদা ও হলুদ চাষি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্থানীয় কৃষকদেরকে আদা ও হলুদ চাষে উদ্বুদ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে প্রকৃত আদা ও হলুদ চাষিদের রেয়াতি সুদহারে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। ডাল, তৈলবীজ, মসলা ও ভুট্টার উৎপাদন প্রবৃদ্ধির গতি বাড়াতে এ সমস্ত ফসল চাষের জন্যে রেয়াতি সুদহারে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। পর্যাপ্ত ঋণের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ, কৃষির বহুমুখীকরণ, উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি উদ্যোগ আমদানিনির্ভর ডাল, তৈলবীজ, মসলা ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়াতে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। বান্দরবানসহ পার্বত্য এলাকা ও দেশের অন্যান্য সম্ভাবনাময় এলাকায় এসব ফসলের চাষকে

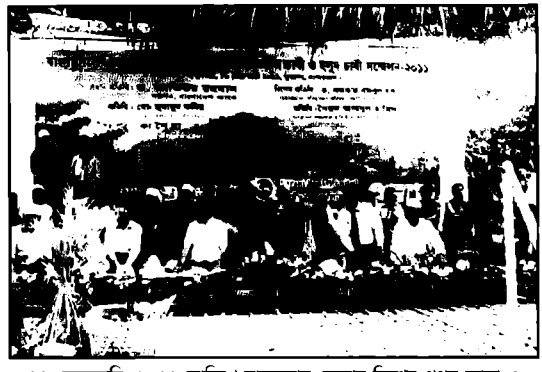

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে বান্দরবান জেলায় বিশ্বের প্রথম আদা ও হলুদ চাষি সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

www.pathagar.com

আরো জনপ্রিয় করতে পারলে এসব পণ্যের আমদানিনির্ভরতা কমানোর মাধ্যমে দেশের বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে ব্যাংকিং খাতের 'প্রো-একটিভ' উদ্যোগের ফলে এসব পণ্যের মূল্যে আগের চেয়ে অনেকটাই স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৩.৫.২ লবণ চাষের জন্যে রেয়াতি সুদহারে ঋণ কর্মসূচি

বাংলাদেশে লবণের চাহিদা প্রচুর এবং দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় লবণ চাষের অনুকূল পরিবেশও বিদ্যমান। উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষের সঙ্গে প্রচুর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষি জড়িত। তাঁরা প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হন। ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল এ সকল লবণ চাষিকে সহজ শর্তে ও ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে জনপ্রতি ০.৫ বিঘা হতে ২.৫ একর পর্যন্ত জমিতে লবণ চাষের জন্যে একক বা গ্রুপভিত্তিতে ঋণ বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিশেষ ঋণ কর্মসূচি চালু করে।

সমুদ্র উপকূলবর্তী যে সকল এলাকায় লবণ চাষ হয়ে থাকে সে সকল এলাকায় লবণ চাষ মৌসুমে (সাধারণভাবে ডিসেম্বর-মে) লবণ চাষের জন্যে এ রেয়াতি সুদহার সুবিধা প্রযোজ্য হয়। ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রায় ১২০০ লবণ চাষিকে ৪ কোটি টাকার বেশি এবং গত অর্থবছরে (২০১১-১২) তের শতাধিক লবণ চাষিকে প্রায় ১১ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ব্যাংকগুলো ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত বা সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবগুলোর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ৬ শতাংশ হারে সুদ ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করতে পারবে।

৩.৬ আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংক গত চার বছরে ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা প্রায় ১.৩২ কোটি সাধারণ মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে; যেখানে কৃষক, হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী, বেকার যুবক/যুব নারী, মুক্তিযোদ্ধা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগী, ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতা, স্কুলের শিক্ষার্থীগণ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ১৭ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে প্রথম কৃষকদের জন্যে ১০ টাকায় হিসাব খোলার নির্দেশ দেয়। পর্যায়ক্রমে অন্যদের নামেও হিসাব খুলতে বলা হয়। তাছাড়া, মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আরো ৩৬ লক্ষাধিক মানুষ মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলেছেন। আর এসব উদ্যোগের কারণে বাংলাদেশের ৫০ শতাংশের বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এখন ব্যাংকিং সেবা পাচ্ছেন।

৩.৬.১ দশ টাকায় কৃষকের হিসাব

দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর অন্যতম হচ্ছে তাঁদের জন্যে নো-ফ্রিল (No-frill) একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা। এ ধরনের সৃজনশীল হিসাব খোলার ব্যবস্থা আগে ছিল না। কৃষকদের জন্যে

www.pathagar.com

সরকারের দেওয়া বিভিন্ন ভর্তুকি সুবিধা ছাড়াও ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ যাতে সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে স্থানান্তর করা যায় সে লক্ষ্যে দশ টাকা জমা রেখে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোতে কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ১ কোটি ৮২ লক্ষ কৃষকের একাউন্ট খোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ১৭ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত ৯৬ লক্ষাধিক কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে। কৃষকরা এখন ব্যাংকিং খাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা নিতে পারছেন।

কৃষকের হিসাবের বৈশিষ্ট্য

কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলার পদ্ধতি খুবই সহজ। হিসাব খোলার সময় কৃষকদেরকে KYC (Know Your Customer) ফরম পূরণ করার প্রয়োজন হয় না। একজন কৃষক যে কোনো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের যে কোনো শাখায় তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইস্যুকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি সহায়তা কার্ড এর বিপরীতে একটি সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব খুলতে পারেন। এ হিসাবগুলোতে ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার কোন বাধ্যবাধকতা নেই এবং কোনরূপ চার্জ বা ফি আরোপ করা হয় না। একই সঙ্গে এ ধরনের হিসাবে অনধিক এক লক্ষ টাকা স্থিতির ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক কর্তন রহিত করা হয়েছে। কৃষকদের শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে চেকের বদলে নগদ উত্তোলন ভাউচার দেয়া হয়। তবে, যে সকল কৃষক চেক বই চায় তাদেরকে চেক বই দেওয়া হয়। অশিক্ষিত কৃষকরা টিপসই দিয়ে তাদের টাকা তুলতে পারবেন যতক্ষণ না তারা স্বাক্ষর করতে শিখছেন।

কৃষকের হিসাব ব্যবহারে গতিশীলতা আনয়ন

কৃষকদের হিসাবগুলোকে লেনেদেনের মাধ্যমে সচল রাখা ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক গত ০৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন-লেনদেন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব হিসাবের ওপর সুদহার সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে ১-২ শতাংশ বেশি হারে দেয়ার বিষয়টি ব্যাংকগুলো বিবেচনা করবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয় তাদের শাখাগুলোর প্রধানগণকে কৃষকের হিসাব সচল রাখার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। ব্যাংক শাখাগুলো এ ধরনের একাউন্টে রক্ষিত সঞ্চয়ের ওপর ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্বল্প সুদের ঋণ সুবিধা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

কৃষকের হিসাবগুলোকে ইনঅপারেটিভ বা ডরমেন্ট করা যাবে না। ইতোমধ্যে সোনালী ব্যাংক লিঃ তাদের সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদেয় সুদহারের চেয়ে এ হিসাবগুলোতে বেশি সুদ ধার্য করেছে। পাশাপাশি, এ বিপুল পরিমাণ একাউন্ট সচল রাখার জন্যে গ্রামাঞ্চলের un-tapped savings সংগ্রহ, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে তাদেরকে উৎসাহ দেয়াসহ বিভিন্ন সৃজনশীল প্রোডাক্ট চালুর বিষয়ে উদ্যমী ভূমিকা পালন করার জন্যে ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

কৃষকের হিসাব খোলার সুফল

একাউন্টধারী কৃষকরা কেবল সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি উপকরণ যেমন-সার, বীজ, ডিজেল ইত্যাদি খাতে ভর্তুকির অর্থ ও ব্যাংকের ঋণ সেবাই পাচ্ছেন না; তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে উঠছে, যা সামগ্রিক আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ প্রক্রিয়াকে বেগবান করছে। এসব হিসাবে সাধারণ ব্যাংক হিসাবের মতো অভ্যন্তরীণ ও দেশের বাইরের রেমিট্যান্স পাঠানো ও অর্থ স্থানান্তরের সুযোগ রয়েছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পাওয়া ও কৃষি ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্যে যে সকল কৃষকের একাউন্ট রয়েছে বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া তাদেরকে কৃষি ঋণ নগদে দেয়ার বদলে একাউন্টের মাধ্যমে দেয়ার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা দিয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কৃষকদের হিসাবে সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

কৃষকের হিসাবের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে সরকারের ভর্তুকি ও কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। আগে কৃষকরা ব্যাংকার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারস্থ হতো। কিন্তু বর্তমানে এ চিত্র পাল্টে গেছে। এখন ব্যাংক কর্মকর্তারাই যাচ্ছেন কৃষকের দোরগোড়ায়। ইতোমধ্যে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ ও ভর্তুকি বিতরণ শুরু হয়েছে। এ হিসাবের মাধ্যমে এখন কৃষকেরা শুধু ভর্তুকি ও কৃষি ঋণই নিচ্ছেন না, রেমিট্যান্সসহ অন্যান্য আর্থিক সেবাও নিতে পারছেন। আমাদের প্রবাসীদের বেশির ভাগ মা-বাবা কৃষক। কাজেই একাউন্টধারী কৃষকদের হিসাবে খুব সহজে ও দ্রুত রেমিট্যান্সের টাকা জমা হচ্ছে। গত ও চলতি অর্থবছরে এসব হিসাবে কৃষি ঋণ বিতরণ, সঞ্চয়, বৈদেশিক রেমিট্যান্স ও অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্সের চিত্র নিম্নরূপ :

(কোটি টাকা)

বিষয়	অর্থবছর ২০১১-১২	অর্থবছর ২০১২-১৩ (ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত)
কৃষকের হিসাবে কৃষি ঋণ বিতরণ	২২৩.৫৪	১১৭.৮৪
সঞ্চয়ের পরিমাণ	১১৪.৫০	৪৯.৪২
বৈদেশিক রেমিট্যান্স	৩৮.৮০	২০.৯৬
অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স	২২.২৫	৮.২৩

সময়মত সরকারের দেয়া ভর্তুকি জমা ছাড়াও স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে দশ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিবরণী দাখিল করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ভবিষ্যতেও এ ধরনের মনিটরিং অব্যাহত রাখবে।

৩.৬.২ আর্থিক সেবাভুক্তিমূলক অন্যান্য পদক্ষেপ

দশ টাকায় কৃষকের হিসাব খোলার বাইরে সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির

www.pathagar.com

সুবিধাভোগীদের মধ্যে অর্থ বিতরণ, বেকার যুবক/যুব নারী, হতদরিদ্র, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে বিশেষ হিসাব, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অনুদানপ্রাপ্ত দুঃস্থ ব্যক্তি, ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতা ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে আরো প্রায় ৩৫ লক্ষ হিসাব খোলা হয়েছে। এসব হিসাব খোলার মাধ্যমে দেশে বড় ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম সহজতর, হয়রানিমুক্ত এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (পিপিও) নম্বর সম্বলিত ভাতা রশিদ বইয়ের বিপরীতে সুবিধাভোগীরা দশ টাকা জমা রেখে তাদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারছেন। ১৭ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত এ ধরনের ২৬ লক্ষ ৩৪ হাজার হিসাব খোলা হয়েছে।
- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় পরিচায়পত্র ও মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার রশিদ বইয়ের বিপরীতে মুক্তিযোদ্ধারা দশ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারছেন। ১৭ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত এ ধরনের ১ লক্ষ ১০ হাজার হিসাব খোলা হয়েছে।
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অনুদানপ্রাপ্ত দুঃস্থ ব্যক্তিরা জাতীয় পরিচয়পত্র ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন পত্রের বিপরীতে দশ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারছেন। ১৭ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত এ ধরনের প্রায় ৭ লক্ষ হিসাব খোলা হয়েছে।
- বিভিন্ন ব্যাংক ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতাদের জন্যে ১০০ টাকার বিনিময়ে ৮ হাজারের বেশি হিসাব খুলেছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার জন্যে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ৪৫টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং স্কীম চালু করেছে। ব্যাংকগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার হিসাব খোলা হয়েছে।

বেকারত্ব দূর করার জন্যে সরকার গৃহীত ন্যাশনাল সার্ভিসেস কর্মসূচির অধীনে একজন বেকার যুব/যুব মহিলা পঞ্চাশ টাকা জমা রেখে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারছেন। হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও তাদেরকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার জন্যে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ইস্যুকৃত কর্মী পরিচিতি/নিবন্ধন পত্রের বিপরীতে উক্ত কর্মসূচির সুবিধাভোগী শ্রমিকরা ব্যাংক হিসাব খুলতে পারেন। সম্প্রতি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 'ফুড অ্যান্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি' প্রকল্পের আওতায় অতি-দরিদ্র মহিলা ও প্রান্তিক/বর্গাচাষিদের দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে। আর এসব পদক্ষেপ নেয়ার কারণে বাংলাদেশে আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ কার্যক্রম অনেকটাই বেগবান হয়েছে। তাছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কাছে ব্যাংকিং সেবা সুবিধাজনক ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর প্রতিটি শাখায় একজন 'ফোকাল পয়েন্ট' কর্মকর্তা নিয়োজিত করার জন্যে ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

৩.৭ স্কুল ব্যাংকিং

আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করার পথে আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে স্কুল ব্যাংকিং। স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সুবিধা ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ০২ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে একটি পরিপত্রের মাধ্যমে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে গুরুত্বের সঙ্গে দেশব্যাপী স্কুল ব্যাংকিং সেবা চালু করা এবং স্কুল ব্যাংকিংকে আর্থিক সেবাভুক্তিকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করার জন্যে নির্দেশনা দেয়। অল্প বয়স থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চয়ী অভ্যাস গঠনে উৎসাহিত করা, তাদেরকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখতে সহায়তা করাসহ শিশুমনে আর্থিক শিক্ষার বীজ বপণ করাই হলো স্কুল ব্যাংকিং প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য।

স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা খুবই সহজ। এগারো থেকে আঠারো বছর বয়সী অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পিতা-মাতা বা বৈধ অভিভাবকের সঙ্গে যৌথ নামে হিসাব খুলতে পারে। মাত্র ১০০ টাকা প্রাথমিক জমা দিয়ে এই হিসাব খোলা যাচ্ছে। এ হিসাবে কোনো ফী বা চার্জ আরোপ করা হয় না; এমনকি এ হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি রাখার বাধ্যবাধকতাও নেই। বিনামূল্যে বা স্বল্পব্যয়ে এটিএম কার্ড, ডেবিট কার্ড ও ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের হিসাব ছাত্র-ছাত্রীদের সঞ্চয়ী অভ্যাস তৈরি করবে, যা পরবর্তীতে তাদের উচ্চ শিক্ষায় কাজে আসবে। স্কুল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে আর্থিক সেবার আওতাভুক্ত করা সম্ভব হবে। এর ফলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ব্যাংকিং বিষয়ে সম্যক অবহিত হতে পারবে, যা তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। স্কুল ব্যাংকিং কর্মসূচি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিকভাবে নিরাপদ জীবনযাপনের জন্যে আর্থিক শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত করে দিতে পারে। এভাবে শৈশব থেকে অর্জিত আর্থিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অনুশীলনের মাধ্যমে তারা দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।

৩.৭.১ বাংলাদেশে স্কুল ব্যাংকিং

২০১০ সালের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় স্কুল ব্যাংকিং নতুন মাত্রা পেয়েছে। আর্থিক শিক্ষা ও সেবাভুক্তিকরণ কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করার পথে স্কুল ব্যাংকিং একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শুরু থেকেই 'স্কুল ব্যাংকিং' সম্পর্কে শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ব্যাংকগুলো স্কুল ব্যাংকিংয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় ইতোমধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে আকর্ষণীয় মুনাফাসহ বিভিন্ন স্কিম বা প্রোডাক্ট চালু করেছে। এ পর্যন্ত ৪৫টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং সেবা

www.pathagar.com

চালু করেছে। ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত এ ব্যাংকগুলো ১,৩২,৩৫৪ ছাত্র-ছাত্রীর ব্যাংক হিসাব খুলেছে। স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় খোলা ব্যাংক হিসাবগুলোতে এ পর্যন্ত সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ হিসাব প্রতি গড় স্থিতি ৭,২৮২ টাকা।

এক নজরে বাংলাদেশের স্কুল ব্যাংকিং

ব্যাংক	হিসাব সংখ্যা		স্থিতি (কোটি টাকা)	
	৩১ ডিসেম্বর, ২০১১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১২	৩১ ডিসেম্বর, ২০১১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১২
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক	৩৫৪	১৯৬১	১.১৬	০.১৯
বিশেষায়িত ব্যাংক	৬৩৭	১৭৮১	০.১৭	০.৩১
বেসরকারি ব্যাংক	২৭,৮৩০	১,২৮,৪২১	২৯.০৪	৯৪.৯৩
বিদেশী ব্যাংক	২৫৯	৩৭৪	০.৪২	১.০৮
মোট	**২৯,০৮০**	**১,৩২,৫৩৭**	**৩০.৭৯**	**৯৬.৫১**

বাংলাদেশে স্কুল ব্যাংকিং এর ব্যাপক প্রচার এবং প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সকল ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে ২০ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রথম স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স ২০১৩।

৩.৮ আর্থিক সেবাভুক্তির জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর বিশ্ব রেকর্ডে ভূষিত

বিশ্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় আনা ও আর্থিক সেবাভুক্তিমূলক সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্যে ২০১২ সালে হংকংভিত্তিক ওয়ার্ল্ড রেকর্ড এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বিশ্ব রেকর্ডে ভূষিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মূল্য স্থিতিশীলতা ও আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আর্থিক খাত তত্ত্বাবধানের মতো মূল দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত হিসেবে ব্যাংকগুলোর সিএসআর কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নেয়া; কৃষি, এসএমই, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নারী উদ্যোক্তা খাতে ঋণ কার্যক্রমের উন্নয়ন ঘটানোসহ ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিংসহ অন্যান্য আর্থিক সেবার সূচনা ঘটাতে গত সাড়ে তিন বছরে গভর্নর ড. আতিউর রহমান ঢাকার বাইরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৯০টি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ব্যাংকিং সেবা বহির্ভূত জনগণের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে গিয়ে তাঁর সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটির

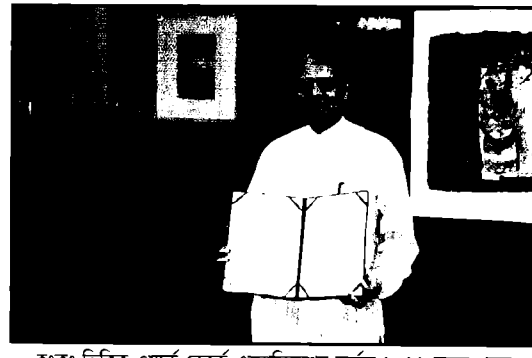

হংকং ভিত্তিক ওয়ার্ল্ড রেকর্ড এসোসিয়েশন কর্তৃক ২০১২ সালে প্রদত্ত ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সনদ হাতে গভর্নর ড. আতিউর রহমান

www.pathagar.com

দিনগুলোর অবসরকালীন সময় ব্যয় করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কৃষক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার ফলে সরকারের কৃষি ভর্তুকি ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভাতা প্রদানে স্বচ্ছতা আনার পথ অনেকটা মসৃণ হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন দরিদ্রবান্ধব ও টেকসই সাম্য-সহায়ক হয় অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির সুফল যেন সমাজের অবহেলিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারে সে লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরো মানবিক, অংশগ্রহণমূলক এবং জনহিতৈষী বৈশিষ্ট্যে রূপান্তর করার এক নতুন ব্র্যান্ডিং কৌশল হাতে নেয়া হয়েছে। হতদরিদ্র, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাচাষি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দরিদ্র নারীসহ আর্থিক সেবাবঞ্চিত সকল শ্রেণীর কাছে আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে গত চার বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন বিশেষ করে, কৃষি খাতের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন, এসএমই খাতের অগ্রগতি এবং সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে ঋণ প্রবাহ বাড়ানোর সুফল এরই মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। চার বছরে গৃহীত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে উৎপাদন বাড়ায় তা ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটিয়ে পণ্যমূল্যকে স্থিতিশীল রাখতে অবদান রাখছে। এই চার বছরে ব্যবসা ও উদ্যোক্তাবান্ধব ভরসার যে পরিবেশ তৈরি হচ্ছে তাতে আগামী দিনগুলোতে দেশের অর্থনীতি আরো অংশগ্রহণমূলক, টেকসই ও গণমুখী হবে বলে আশা করা যায়।

সম্প্রতি ব্যাংকিং খাতে কৃষক, শ্রমিক, জেলে, মজুর, রিকশাচালক, সবজি বিক্রেতা থেকে শুরু করে দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে ব্যাংকিং খাতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক, মোবাইল ফোন কোম্পানি, ডাকঘর, ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রসহ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নর-এর নেতৃত্বে ৩ মার্চ, ২০১৩ তারিখে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা দিতে ব্যাংকগুলোর ভূমিকা কী হবে তা এই কমিটি নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

৩.৯ পরিবেশবান্ধব পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিশ্ব পরিবেশ আজ বিপন্ন। পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে এ পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখা মানব সমাজের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকও পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নশীল। পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুসরণের জন্যে নীতিমালা ও গাইডলাইন্স জারি করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে ঋণ দেয়ার নতুন সিএসআর অঙ্গীকার নিয়ে ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের আওতায় সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, বায়ো-জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইটিপিসহ নানামুখী পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে ঋণ দিতে এগিয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

৩.৯.১ নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি

দেশে সৌরশক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ঘাটতি মোকাবেলা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে পল্লি এলাকায় গৃহ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সৌরশক্তির ব্যবহার, সৌরশক্তি চালিত সেচযন্ত্র ব্যবহার, সমন্বিত গরু পালন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন, পোলট্রি ফার্মের লিটার থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন, বায়োগ্যাস দিয়ে চুলা জ্বালানোর পাশাপাশি জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের বাই-প্রোডাক্ট স্লারি থেকে জৈব সার উৎপাদনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ইটিপি) ও দূষণ হ্রাসকারী ইটভাটা (এইচকেকে) খাতে ঋণ দেয়ার জন্যে ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করেছে। আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবনগুলোতে সৌর প্যানেল স্থাপন এবং পরিবেশবান্ধব অন্যান্য খাতে গ্রাহকের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদহারে অর্থায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণে নিজ নিজ বিশেষ স্কীম প্রণয়নের জন্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২০ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত ২৭টি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ১১২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সৌরশক্তি খাতে ৫০.৫৪ কোটি টাকা, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট খাতে ২৯.৭৬ কোটি টাকা, ইটিপি খাতে ৯.০৪ কোটি টাকা এবং দূষণ রোধকারী ইটভাটা খাতে ২২.৪৮ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে। প্রচলিত বিদ্যুৎ বা ডিজেল চালিত সেচযন্ত্রের পরিবর্তে সৌরশক্তি চালিত সেচযন্ত্রের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে ইতোমধ্যে ২.৩৯ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, উল্লিখিত খাতগুলোতে পুনঃঅর্থায়নের অপেক্ষায় রয়েছে আরো ৩৫ কোটি টাকা এবং ব্যাংকগুলো আগামী ছয় মাসের মধ্যে এ খাতে প্রায় ৮০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়নের প্রাক্কলন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করেছে।

সৌরশক্তি (Solar Energy)

দেশে সৌরশক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ঘাটতি মোকাবিলায় পল্লি এলাকায় গৃহ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সোলার হোম সিস্টেম এবং সেচ কাজে সৌরশক্তি চালিত পাম্প খাতে ব্যাংকগুলো ২০ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে ৫০.৫৪ কোটি টাকা গ্রহণ করেছে। সৌরশক্তির অধীনে বিভিন্ন উপখাতে ব্যাংকগুলো গ্রাহক পর্যায়ে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদহারে ঋণ দিয়েছে।

ক) সোলার হোম সিস্টেম

যে সকল অঞ্চলে বিদ্যুৎ নেই সে সকল অঞ্চলে সোলার হোম সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় সোলার হোম সিস্টেম খাতে ২০ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যাংকগুলো প্রায় ৪ হাজার সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের জন্যে ১১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ

www.pathagar.com

সিস্টেমগুলোর মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ১৬০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। বেসরকারি খাতের মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ এ খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। ব্যাংকগুলো আগামী ছয় মাসে আরো ২২ কোটি টাকা এ খাতে অর্থায়ন করবে।

খ) সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প

সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে পানি সরবরাহের ফলে কৃষকরা ফসল উৎপাদনে সুফল পাচ্ছেন। সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প খাতে ব্যাংকগুলো ২০ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত ৯টি সেচ পাম্পে ২.৩৯ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। এসব পাম্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় সাতশ' কৃষকের এক হাজার বিঘা জমির সেচ কাজ চলছে। সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প দীর্ঘদিন (প্রায় ২০ বছর) ব্যবহার করা যায়। ফলে এ পাম্প স্থাপনে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা সাশ্রয়ী। বেসরকারি খাতের মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ এ খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। ব্যাংকগুলো আগামী ছয় মাসে এ খাতে আরো ২ কোটি টাকা অর্থায়নের প্রাক্কলন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করেছে।

১৭ জুলাই, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ এর অর্থায়নে বরগুনার কুমরাখালী গ্রামে দেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

গ) সোলার অ্যাসেমব্লিং প্ল্যান্ট

সৌরশক্তি খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় সোলার অ্যাসেমব্লিং প্ল্যান্ট খাতে ২০ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত ৩৭.১৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ রহিমআফরোজ রিনিউয়েবল এনার্জি লিঃ-কে ১৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সোলার অ্যাসেমব্লিং প্ল্যান্ট স্থাপনে এবং পূবালী ব্যাংক লিঃ গ্রীনফিনিটি এনার্জি লিঃ-কে মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানির জন্যে অর্থায়ন করেছে। ব্যাংকগুলো আগামী ছয় মাসের মধ্যে এ খাতে আরো ৪০ লক্ষ টাকা পুনঃঅর্থায়নের প্রাক্কলন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করেছে।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশে চারটি গরু এবং একটি বায়ো-ডাইজেস্টারের সমন্বয়ে ছোট আকারের গরুর খামার অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সমন্বিত গরু পালন ও বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে যেমন-জ্বালানি কাঠ ও তেলের সাশ্রয় হচ্ছে,

www.pathagar.com

অন্যদিকে উদ্যোক্তাগন গরু পালনের মাধ্যমে দুধ ও জৈব সার পাচ্ছেন। সর্বোপরি পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকছে। ২০ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত এ খাতে এক হাজারের বেশি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্যে ২৯.৭৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টগুলোতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার গরু রয়েছে। প্ল্যান্টগুলোর বায়ো-ডাইজেস্টারের আয়তন চার হাজার ঘনমিটারের বেশি। এসব প্ল্যান্ট থেকে প্রতিদিন ১৯০০ ঘন মিটার জ্বালানি গ্যাস, ২৫ টন জৈব সার ও ৩৩ হাজার লিটার দুধ উৎপাদিত হচ্ছে। ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, উত্তরা ব্যাংক লিঃ, ওয়ান ব্যাংক লিঃ ও সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ এ খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। ট্রাস্ট ব্যাংক ২০১২ সালের মধ্যে এক হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্যে ৩০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ব্যাংকগুলো আগামী ছয় মাসে এ খাতে আরো ২০ কোটি টাকা অর্থায়ন করবে।

২ অক্টোবর, ২০১০ তারিখে ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ এর অর্থায়নে গড়ে ওঠা গাজীপুরের শ্রীপুর থানার গজারিয়ায় একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান

বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ETP)

দেশের শিল্প এলাকার নির্গত বর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এ স্কিমের আওতায় ২০ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত ৮টি ইটিপি স্থাপনের জন্যে দেয়া ঋণের বিপরীতে ৯.০৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে। এসব প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রতিদিন আঠারো হাজার ঘনমিটার বর্জ্য পরিশোধিত হচ্ছে। সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, এবি ব্যাংক লিঃ এবং কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন এ খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। ব্যাংকগুলো আগামী ছয় মাসে আরো ১২ কোটি টাকা অর্থায়ন করবে।

হফম্যান হাইব্রিড কিন (HHK)

দেশে পরিবেশবান্ধব ইটভাটা তৈরির মাধ্যমে কার্বন নির্গমন হ্রাস ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এ স্কিমের আওতায় ২০ মার্চ, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত চারটি ইটভাটা স্থাপনের জন্যে ২২.৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ৫ কোটি টাকা মঞ্জুরির অপেক্ষায় রয়েছে। ব্যাংকগুলো আগামী ছয় মাসে আরো ৩৯ কোটি টাকা এ খাতে অর্থায়ন করবে।

www.pathagar.com

৩.৯.২ ইটভাটার চুল্লির দক্ষতা উন্নয়ন খাতে পুনঃঅর্থায়ন

দেশের ইটভাটাগুলোতে কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং জ্বালানির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ইটভাটার চুল্লির দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপনের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকে ৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। দেশের ইটভাটায় অর্থায়নকারী যোগ্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ দেয়ার বিপরীতে তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হবে। এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাওয়ার জন্যে ইতোমধ্যে দু'টি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি করেছে।

৩.১০ কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

দেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব উৎস থেকে 'কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্যে মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' নামে একটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে। ২০০১ সালে চালু হওয়া এ স্কিমের আওতায় ১০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল তহবিল রয়েছে।

এই ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত খাতগুলো হচ্ছে ফলজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (যেমন জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, শরবত, সিরাপ, সস ইত্যাদি); ফল (যেমন আম, পেয়ারা, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল ইত্যাদি), শাক-সবজি (যেমন টমেটো ইত্যাদি), ডাল, ইক্ষু, মাশরুম, দুগ্ধ, লবণ প্রক্রিয়াকরণ; ব্রেড, বিস্কুট, চানাচুর, চিপস, পটেটো ফ্লেক্স, সেমাই, লাচ্ছা, নুডুলস্, আটা, ময়দা, সুজি, চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ প্রস্তুতকরণ; বিভিন্ন প্রকার গুড়া মসলা উৎপাদন, চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও হিমায়িতকরণ; মাংস প্রক্রিয়াকরণ; হাঁস, মুরগি, গবাদি পশু ও মাছের জন্যে খাদ্য প্রস্তুতকরণ, পাটজাত দ্রব্য (যেমন দড়ি, সুতা, চট, থলে, কার্পেট, পাটের সেন্ডেল ইত্যাদি) প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, কোল্ড স্টোরেজ, ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তানি, পার্টিকেল বোর্ড নির্মাণসহ, রেশম বস্ত্র উৎপাদন; ভোজ্যতেল পরিশোধন; চালের কুঁড়া থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদন; মৌমাছি চাষ/মধু তৈরিসহ কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের ৩৭টি উপখাতে এ ঋণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। এ তহবিল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন করা হয় ১২৫ কোটি টাকা।

এ খাতের মাঠ পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের ব্যাপক আগ্রহ ও ব্যাংকগুলোর ক্রমবর্ধমান পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর ২০১২ মাসে এ তহবিল ১০০ কোটি টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে এ তহবিলের আওতায় প্রায় ১০৯ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়নযোগ্য স্থিতি রয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৫ শতাংশ সুদে (ব্যাংক রেটে) টাকা নিয়ে গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে এসব ঋণ দিয়েছে। এ যাবত ২৩টি ব্যাংক ও ১৭টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১১০৩টি কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থায়নের বিপরীতে ২১৮ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দিয়েছে।

www.pathagar.com

এ তহবিল থেকে গত দুই বছরে (২০১১ ও ২০১২) ২১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রায় ৯৩ কোটি পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে, যার বিপরীতে প্রায় ৬ হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। যেসব খাতে অর্থায়ন করা হয়েছে তার মধ্যে বগুড়া শেরপুর এলাকার কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ২০ কোটি, চাঁদপুরে হিমাগার শিল্পে ১১ কোটি, গাজীপুরে চাল প্রস্তুতকারী শিল্পে ৮ কোটি, সাভারে পোলট্রি, গবাদি পশু ও মাছের খাদ্য প্রস্তুতকারী শিল্পে ৩ কোটি টাকা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, ডাল প্রক্রিয়াকরণ; ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর, নুডুলস্ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ; আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ; দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ; ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প, বীজ সংরক্ষণ, পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকরণ, সরিষার তেল প্রস্তুতকারী শিল্প ইত্যাদি খাতেও পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

৩.১১ এসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের নিম্ন ও মধ্যম শ্রেণীর অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে এসএমই ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বৃহৎ শিল্পের তুলনায় এসএমই খাতের উদ্যোগগুলো অপেক্ষাকৃত স্বল্প পুঁজিনির্ভর। কিন্তু এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের যোগান ও অধিকতর মুনাফার সুযোগ বিদ্যমান। এসব শিল্প উৎপাদনে যেতে কম সময় নেয়; বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তির ব্যবহারও অপেক্ষাকৃত কম; পরিবেশ দূষণেও ভূমিকা রাখে কম। এ খাতের উদ্যোগগুলো অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও যোগানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ খাতে দেশীয় কাঁচামাল, দক্ষ জনশক্তি ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ বিদ্যমান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, ধনী-দরিদ্র ও আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো, নারী-পুরুষের সমতা বিধান ও নারীর ক্ষমতায়নে এসএমই খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এশিয়ার শিল্পোন্নত ও উদীয়মান দেশগুলো বিশেষ করে চীন, জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান, এমনকি শ্রীলংকাও বর্তমানে এসএমই খাতের উন্নয়নে বিশেষ নজর দিচ্ছে। তারা ইতোমধ্যে এ খাতে বেশ অগ্রগতিও অর্জন করেছে।

৩.১১.১ বাংলাদেশে এসএমই'র গুরুত্ব

অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। আমাদের রয়েছে বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। আমাদের শিল্প খাত বরাবরই পশ্চাৎপদ। ভারি শিল্প তেমন বিকাশ লাভ করেনি। এর অন্যতম কারণ বড় পুঁজি ও কারিগরি দক্ষতার অভাব। ভারি শিল্প বিকাশ লাভ না করলেও স্বল্প পুঁজির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের সাধারণ মানুষ অনেক সৃজনশীল কাজ করেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকাকে সচল রেখেছে। আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার মাধ্যমে পরিণত করা যায় জনসম্পদে। স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে এসএমই'র বিকাশ আমাদের জনগোষ্ঠীকে পরিণত করতে পারে উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে। আর এটা করতে পারলে এ বিশাল জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে।

www.pathagar.com

২০২১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প ২০২১' গ্রহণ করেছে। এর আওতায় ২০২১ সাল নাগাদ দেশে একটি শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। সরকার 'জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০'-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্য উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে এই খাতের ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্যে গুরুত্বারোপ করেছে। তাছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য কমানো ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অন্যতম কৌশল হিসেবে সরকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ খাত সনাক্ত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে দ্রুততর কৃষি প্রবৃদ্ধি, ব্যাপকতর পল্লি উন্নয়ন, লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও একটি শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি। সরকারের এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

৩.১১.২ এসএমই ঋণ কার্যক্রম

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনের ৩১.২৬ শতাংশ শিল্পখাতের অবদান। আর দেশের সকল শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রায় ৯০ শতাংশই হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের। মোট শিল্প কর্মসংস্থানের প্রায় ৮৫ শতাংশ এ খাতের। এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৪ সাল থেকে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি হাতে নিলেও বিগত চার বছরে এ প্রয়াস বহুগুণে বাড়িয়েছে। বিশেষভাবে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে উদ্যোক্তাবান্ধব করতে এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্নমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টায় দেশে এসএমই অর্থায়নে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আগের তুলনায় বেশি হারে এসএমই ঋণ দিতে এগিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ এর উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

এসএমই খাতের অধিকতর বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত করার লক্ষ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। বিভাগটি সম্পূর্ণভাবে এসএমই খাতের নীতি নির্ধারণ, মনিটরিং ও তহবিল সরবরাহ এবং উদ্যোক্তা সংগঠন ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা খাতে অর্থায়নকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো একটি বিস্তৃত এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যাংকগুলোর

www.pathagar.com

এসএমই ঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। এসএমই নীতিমালায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে ঋণের নিম্নসীমা ২ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। 'জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০'-এর আলোকে এসএমই'র সংজ্ঞা নির্ধারণ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের মতো কুটির ও মাইক্রো শিল্পকেও এসএমই ঋণের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সুদহারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়নের সীমা কুটির শিল্প খাতে ১০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং মাইক্রো শিল্পখাতে ২০ হাজার টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.১১.৩ এসএমই ঋণ বিতরণ

২০১০ সালেই প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এবং সে অনুসারে ঋণ বিতরণ করে। ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তিন বছরে মোট এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয় ১,৭৭,০১৭ কোটি টাকা। চলতি ২০১৩ সালে ৭২ হাজার ২০৩ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(কোটি টাকা)

বছর	ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	ঋণ বিতরণ		
		এন্টারপ্রাইজ সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার
২০১০	৩৮,৮৫৮	৩,০৮,৯৫০	৫৩,৫৪৪	১৩৮%
২০১১	৫৬,৯৪০	৩,১৯,৩৪০	৫৩,৭১৯	৯৪%
২০১২	৫৯,০১২	৪,৬২,৫১৩	৬৯,৭৫৩	১১৮%
মোট	**১,৫৪,৮১০**	**১০,৯০,৮০৩**	**১,৭৭,০১৭**	**১১৪%**

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা খাতের উন্নয়ন নির্ভর করে শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়নের ওপর। এ দু'টি খাতের মাধ্যমেই প্রকৃত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এ জন্যে এসএমই ঋণ নীতিমালার আওতায় শিল্প ও সেবা খাতে বিশেষ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোর এসএমই ঋণ যাতে এ দু'টি খাতে বেশি বিতরণ করা হয় সেজন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নজরদারি অব্যাহত রেখেছে। খাতভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম হতে দেখা যায়, গত তিন বছর ধরে শিল্পখাতে এসএমই ঋণ বিতরণ বাড়ছে।

খাতভিত্তিক এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ ঃ ২০১০-১২

(কোটি টাকা)

বছর	খাত			মোট	নারী উদ্যোক্তা
	ব্যবসা	শিল্প	সেবা		
২০১০	৩৫,০৪১ (৬৫.৪%)	১৫,১৪৮ (২৮.৩%)	৩,৩৫৬ (৬.৩%)	৫৩,৫৪৪	১,৮০৫ (৩.৪%)
২০১১	৩৪,৩৮৩ (৬৪.০%)	১৫,৮০৬ (২৯.৪%)	৩,৫৩১ (৬.৬%)	৫৩,৭১৯	২,০৪৮ (৩.৮%)
২০১২	৪৪,২২৫ (৬৩.৪%)	২১,৮৯৭ (৩১.৪%)	৩,৬৩১ (৫.২%)	৬৯,৭৫৩	২,২৪৪ (৩.২%)
মোট	**১১৩,৬৪৬**	**৫২,৮৫০**	**১০,৫২২**	**১৭৭,০১৮**	**৬,০৯৭**

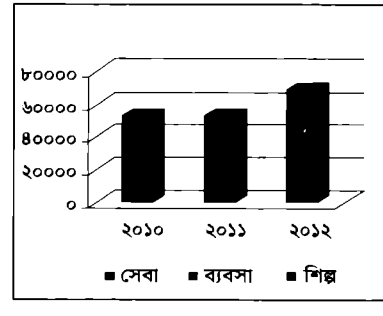

www.pathagar.com

৩.১১.৪ এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

বাংলাদেশে পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবকে এসএমই খাতের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশের পথে বড় অন্তরায় বলে গণ্য করা হয়। এ জন্যে এসএমই খাতের ঋণকে সহজলভ্য করার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ব্যাংক অঙ্গীকারাবদ্ধ। এসএমই খাতের অর্থায়ন সমস্যা সমাধান তথা এসএমই খাতের উন্নয়ন কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের এসএমই ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক সহজ শর্তে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে।

একনজরে এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

(কোটি টাকা)

ক্রঃ নং	তহবিলের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	খাতের নাম	পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ			
				উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিমাণ	আদায়	বকেয়া
১.	বাংলাদেশ ব্যাংক	৬০০ কোটি টাকা	সাধারণ উদ্যোক্তা	১১৬৩২	১১২৮.১৫	-	-
			নারী উদ্যোক্তা	৭০০২	৫০৮.২৪	-	-
			উপমোট ঃ	**১৮৬৩৪**	**১৬৩৬.৩৯**	**১০৭৫.৩৩**	**৫৬১.০৬**
২.	আইডিএ	১১৮ কোটি টাকা		৩১৬০	৩১২.৬১	২৬৭.৮০	৪৪.৮১
৩.	এডিবি-১	২০২ কোটি টাকা	সাধারণ উদ্যোক্তা	৩১৩৪	৩১৮.৪৯	-	-
			নারী উদ্যোক্তা	১৩০	১৬.৪৫	-	-
			উপমোট ঃ	**৩২৬৪**	**৩৩৪.৯৪**	**৩১৮.২৫**	**১৬.৬৯**
৪.	এডিবি-২	৭২০ কোটি টাকা	সাধারণ উদ্যোক্তা	৯৫৬২	৪৮২.৯০	-	-
			নারী উদ্যোক্তা	৫৭	৬.৯০	-	-
			উপমোট ঃ	**৯৬১৯**	**৪৮৯.৮০**	**২২.৮০**	**৪৬৭.০০**
৫.	জাইকা	৫১০ কোটি টাকা		৩২	২১.১৪	-	২১.১৪
			সর্বমোট ঃ	**৩৪৭০৯**	**২৭৯৪.৮৮**	**১৬৮৪.১৯**	**১১১০.৭০**

(সূত্র ঃ এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক)

এসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বীয় তহবিল, এডিবি, আইডিএ ও বাংলাদেশ সরকার তহবিলগুলোর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা নেয়ার জন্যে এ পর্যন্ত ২২টি ব্যাংক ও ২৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদন করেছে। তহবিলগুলোর আওতায় ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ২১টি ব্যাংক ও ২২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩৪,৭০৯টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে প্রায় ২৭৯৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে। এর বিপরীতে এ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ১৬৮৪ কোটি টাকা এবং বকেয়া স্থিতি রয়েছে ১১১১ কোটি টাকা। বিতরণযোগ্য তহবিল রয়েছে ৫৮৫ কোটি টাকা। জাপানের দাতা সংস্থা জাইকার সহায়তায় ৫০০ কোটি ইয়েন (প্রায় ৫১০ কোটি টাকা) এর একটি দ্বি-ধাপ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ১৮ মে ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা'র মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে জাইকা তহবিলের ঋণ পরিচালন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪১টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা নেয়ার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি করেছে। জাইকা তহবিল থেকে অক্টোবর ২০১২ থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনঃঅর্থায়ন করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

জাইকা সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশে এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎপাদনমুখী শিল্পে অর্থায়ন বাড়াতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.১১.৫ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী হলেও নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। নারী উদ্যোক্তারা ব্যাংক ঋণ সুবিধা থেকে অনেকটাই অবহেলিত। অথচ দেশের শিল্প উন্নয়নকে সুষম ও সুসংগঠিত করা তথা টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে অর্থনীতির মূলস্রোতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন। এ জন্যে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ পরিচালনায় ঋণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছে। সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে এসএমই খাতের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের ১৫ শতাংশ অর্থ কেবলমাত্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর আওতায় সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদহারে নারী উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন। অধিকন্তু, কোনো ব্যাংক মোট বিতরণকৃত এসএমই ঋণের অন্ততঃ ১০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের না দিলে তাদের পুনঃঅর্থায়ন আবেদন বিবেচনা করা হয় না। ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দেয়ার জন্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ও তদূর্ধ্ব অঙ্কের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের নীতিমালা জারি করা হয়েছে। এতে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারা গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা বা তদূর্ধ্ব অঙ্কের এসএমই ঋণ নিতে পারছেন যার সুফল পল্লি অঞ্চলের অতিক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারা ইতোমধ্যে ভোগ করতে পারছেন। নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আলাদা 'Dedicated Desk' স্থাপন; তাতে সম্ভব হলে নারী কর্মকর্তা নিয়োজিত করা এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বিশেষ পরামর্শ ও সেবাবান্ধব আচরণ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। শিল্প বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নারী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্লাস্টার এ্যাপ্রোচ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে এবং এজন্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ২৭ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে ঢাকায় এসএমই নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এসব পদক্ষেপ নেয়ার ফলে নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে এসএমই ঋণ বিতরণেও

২৭ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে ঢাকায় নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও পণ্য প্রদর্শনী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত নারী ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

www.pathagar.com

গতিশীলতা এসেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ২০১০ সালে ১৩,৮৩১ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রায় ১৮০৫ কোটি টাকা এবং ২০১১ সালে ১৬,৬৯৭ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রায় ২০৪৮ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে।

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১৭,৩৬২ জন নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রায় ২২৪৪ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ৭,১৮৯ জন নারী উদ্যোক্তাকে ৫৩২ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ও ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বাড়ছে, যা নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে।

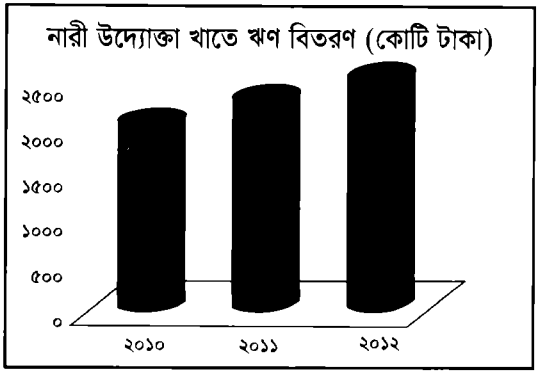

৩.১১.৬ এসএমই ক্লাস্টার উন্নয়ন

এসএমই ঋণ যেন লক্ষ্যভেদী হয় এ জন্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক 'ক্লাস্টার এ্যাপ্রোচ' পদ্ধতি ব্যবহারের জন্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে। অর্থাৎ যে এলাকা যে শিল্পের জন্যে বিখ্যাত বা ভৌগোলিক কারণে যে এলাকায় যে শিল্প গড়ে উঠেছে সে এলাকার ব্যাংকগুলোকে ঐ শিল্পকে গুরুত্ব দিয়ে এসএমই ঋণ বিতরণ করতে হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু বিশেষ শিল্প পণ্য উৎপাদনের জন্যে অনুকূল পরিবেশ রয়েছে, আবার কিছু এলাকা বিশেষ শিল্প পণ্য উৎপাদনের জন্যে বিখ্যাত। এগুলোকে খুঁজে বের করে এলাকাভিত্তিক শিল্প ক্লাস্টার উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে দেশের বেশকিছু এলাকায় এরূপ ক্লাস্টার চিহ্নিত করে সেগুলোর উন্নয়নে কাজ করেছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। বগুড়ায় হালকা প্রকৌশল ও কৃষি যন্ত্রপাতি, জামালপুরে সূঁচি ও হস্তশিল্প; যশোরে হস্তশিল্প, ফুলচাষ ও প্রক্রিয়াকরণ, নীলফামারি জেলার সৈয়দপুরে ক্ষুদ্র গার্মেন্টস শিল্প,

১ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বগুড়ায় আয়োজিত হালকা প্রকৌশল ও কৃষি যন্ত্রপাতি মেলার একাংশ

www.pathagar.com

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে মনিপুরী তাঁত ও বড়লেখায় আগর, সিলেটে মনিপুরী তাঁত ও বাঁশ-বেত শিল্প, কুমিল্লার চান্দিনা ও চাঁদপুরে খাঁদি, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে জামদানি; পাবনা, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জে তাঁতশিল্প, সিরাজগঞ্জে বেলকুচির জরিপল্লি; বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে কোমর তাঁত ও বুটিক, মুন্সিগঞ্জে বাঁশ-বেত শিল্প, লক্ষ্মীপুরে সয়াবিন চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে জুতা তৈরিসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে ২৮টি ব্যাংক এরূপ ৪৬টি ক্লাস্টার উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা কয়েকটি ক্লাস্টারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

মৌলভীবাজারের মনিপুরী তাঁত শিল্প

মণিপুরী তাঁত ও হস্তশিল্পের জন্যে সিলেট ও মৌলভীবাজার একটি ব্যাপক সম্ভাবনাময় এলাকা। আর এই শিল্প বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তার পুরো কৃতিত্বের দাবীদার সেখানকার উদ্যোক্তারা বিশেষ করে মণিপুরী নারী তাঁত শিল্পীরা। আগে এ সকল নারী উদ্যোক্তার পুঁজি, ভৌত অবকাঠামো, দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব ছিল। প্রচারের অভাবে মণিপুরী সম্প্রদায়ের উৎপাদিত তাঁত পণ্যের বাজারজাতকরণেও কিছুটা সমস্যা রয়েছে। উৎপাদিত পণ্য গুণগত মানের হলেও উদ্যোক্তারা সঠিক মূল্য না পাওয়ায় এ শিল্পের আশানুরূপ প্রসার ঘটছে না। এসব কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক মণিপুরী তাঁত ও হস্তশিল্পকে একটি সম্ভাবনাময় ক্লাস্টার হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং ব্যাংকগুলোকে এ ক্লাস্টার উন্নয়নে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছে। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্থানীয় ব্যাংকগুলো সিলেট ও মৌলভীবাজার অঞ্চলের মণিপুরী নারী তাঁতীদেরকে এসএমই ঋণ প্রদানের পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিজে এই ক্লাস্টার কয়েকবার সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন এবং মনিপুরী নারী তাঁত শিল্পীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ করেছেন। বর্তমানে মনিপুরী তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটছে।

৬ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের মনিপুরী নারী তাঁত শিল্পীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

কর্মরত মনিপুরী নারী তাঁত শিল্পী

www.pathagar.com

জামালপুরের সূঁচি ও হস্তশিল্প

জামালপুরে সূঁচি ও হস্তশিল্পের একটি সম্ভাবনাময় ক্লাস্টার রয়েছে যার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ হয়েছে। এ বিষয়টি অনুধাবন করে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের সহযোগিতায় এই ক্লাস্টারটি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিজে জামালপুরে গিয়ে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেছেন।

জামালপুরে নকশী কাঁথা দেখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

রাঙ্গামাটির কোমর তাঁত শিল্প

আদিকাল থেকেই বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু স্বকীয়তা রয়েছে। রাঙামাটিতে বসবাসরত বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর আলাদা শিল্পশৈলী যথা কোমর তাঁত সর্বসাধারণের বিশেষ নজর কেড়েছে। এ শিল্পটিকে আরো উন্নয়নের মাধ্যমে সারাদেশে এর ব্যাপক প্রসারের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রাঙামাটিতে কার্যরত ব্যাংকগুলোকে অর্থায়নে এগিয়ে আসার জন্যে নির্দেশনা দিয়েছে।

কর্মরত রাঙামাটির একজন কোমর তাঁত শিল্পী

সিরাজগঞ্জের তাঁত ও জরী শিল্প

সিরাজগঞ্জের তাঁত ও জরী শিল্প দেশের বস্ত্র শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ খাতটিকে আরো উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সিরাজগঞ্জের ব্যাংকার-উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ ক্লাস্টারের বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে জেনে ক্লাস্টারটির উন্নয়নে কার্যরত সকল ব্যাংককে অর্থায়নে মনোনিবেশ করার জন্যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে।

৩.১১.৭ এসএমই ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, এলাকা ও খাতভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন, ঋণ মঞ্জুরিতে ক্লাস্টার এ্যাপ্রোচ অনুসরণ, হয়রানিমুক্তভাবে ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান,

www.pathagar.com

বিতরণকৃত ঋণের তদারকি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিস এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে তিন স্তরের মনিটরিং কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এ জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট ও শাখা অফিসগুলোতে 'এসএমই ঋণ মনিটরিং সেল' গঠন করা হয়েছে। অর্থায়নকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মনিটরিং ইউনিট গঠন করে তার আওতায় এসএমই ঋণ কার্যক্রম তদারকি করছে। তাছাড়া, এসএমই ঋণ কার্যক্রমে নজরদারি জোরদার করতে বাংলাদেশ ব্যাংক পৃথকভাবে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া, মনিটরিং সেলের কর্মকর্তারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংক শাখার ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তাদের সাথে যোগাযোগ করে ঋণের সদ্ব্যবহারসহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরামর্শ দেন এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেন।

৩.১১.৮ এসএমই ফাইন্যান্সিং ফেয়ার

প্রকৃত উদ্যোক্তাদের এসএমই ও কৃষিভিত্তিক শিল্প ঋণের প্রতি আগ্রহী করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রংপুর, সৈয়দপুর, রাঙামাটি ও কক্সবাজারে এসএমই মেলার আয়োজন করা হয়। ০১ এপ্রিল ২০১১ তারিখে দেশে প্রথমবারের মতো হালকা কৃষি প্রকৌশল যন্ত্রপাতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় বগুড়ায়। এসব মেলা আয়োজনের মাধ্যমে এসএমইতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ব্যাংকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে।

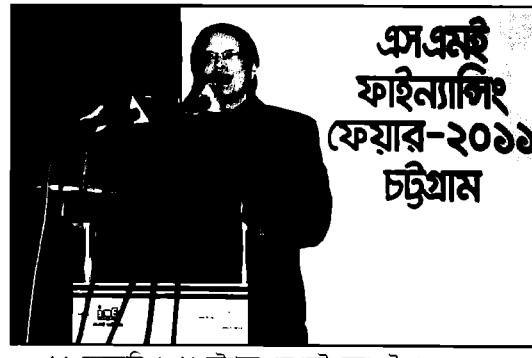

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ চট্টগ্রামে এসএমই মেলার উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

৩.১১.৯ এসএমই খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা

অর্থায়ন সঙ্কটের বাইরে এসএমই খাতে বিদ্যমান অন্যান্য সমস্যার মধ্যে লাগসই প্রযুক্তির অভাব, উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়নের অভাব, পণ্য বিপণনে বাজার প্রবেশে ব্যর্থতা, উদ্যোক্তাদের সামর্থ্যের অভাব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, দক্ষ জনবলের অভাব, প্রচারণামূলক সহায়তা সেবার অভাব ইত্যাদি সমস্যার কথা প্রায়ই শোনা যায়। এসব সমস্যার কারণে এসএমই খাতে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, বেশির ভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তথ্যপ্রযুক্তির (আইটি) কলাকৌশল কাজে লাগিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে মনোযোগী নয়। এসব বাধা নিরসনে নতুন নতুন কর্মকৌশল প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচন বর্তমান সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ। সরকারের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি, এসএমই ও উদ্যোক্তা সহায়ক নীতিমালা তথা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির (inclusive growth) কৌশল গ্রহণ করার কারণে ইতোমধ্যে দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের একটা রূপান্তর ঘটেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতে তৈরি পোশাকশিল্প থেকে শুরু করে ঔষধ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, হালকা প্রকৌশল শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর সেবাসহ অনেক নতুন নতুন খাত যুক্ত হয়েছে। ব্যাংকগুলোর এসএমই ঋণ কার্যক্রমের প্রভাবে এরই মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণ ঘটেছে। গ্রামে শ্রমিকের মজুরি আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। সবজি, হাঁস-মুরগি, মাছ, গবাদিপশুর খামার গড়ে উঠেছে।

খুদে ও মাঝারি উদ্যোক্তার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। নতুন উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে নারীরাও পিছিয়ে নেই। এভাবে গ্রামে-গঞ্জে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান যথেষ্ট বেড়ে যাওয়ায় গরিব মানুষের আয় বেড়েছে। আর সরকারি নিরাপত্তা বেষ্টনী অতি দরিদ্রকে টেনে দারিদ্র্য থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর এক জরিপে (২০১০) দেখা যায়, ২০০৫ সালে যেখানে দারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ, তা ২০১০ সালে হ্রাস পেয়ে ৩১.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি নতুন নতুন ক্ষেত্রেও আমাদের তরুণ সমাজ অগ্রসরমান। নতুন ও তরুণ শিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে আইটি শিল্পে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, ভবিষ্যতে আরো ঘটবে। আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে আয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের সেরা দশ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আছে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত থেকে শুরু করে সব খাতের সমন্বয় ঘটতে শুরু করেছে। তাতে এ শিল্প ভবিষ্যতে আরো বিকশিত হবে বলেই মনে হয়।

৩.১১.১০ এসএমই খাতের উন্নয়নে করণীয়

শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকিং খাতের প্রচেষ্টায় দেশে এসএমই খাতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ মুহূর্তে এসএমই খাতের উন্নয়নে প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টায় একটি ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। উন্মুক্ত বাজার, গতিশীল পরিবেশ ও উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর জন্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পে উদ্যোক্তাদের আরো যত্নবান হতে হবে। এ জন্যে শক্তিশালী অবকাঠামোগত পরিবেশ, পরামর্শ, তথ্য সরবরাহ সহায়তা ও দক্ষতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এসএমই খাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকার এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে ব্যাংকিং খাতে এসএমই-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ এসএমই অর্থায়নে পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশা করা যায়, সম্ভাব্য সব সুযোগকে কাজে লাগানো গেলে এসএমই এবং জাতীয় অগ্রগতি একইসঙ্গে বাড়বে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এসএমই খাত উন্নয়নের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর পরিবর্তন ঘটছে; আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। রপ্তানির সুযোগও বেড়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে হলে পণ্যের গুণগত মান এবং মূল্য দুই দিক থেকেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ করার জন্যে প্রযুক্তির ব্যবহার ও উন্নয়ন অনস্বীকার্য। তথ্যপ্রযুক্তির চাহিদা

www.pathagar.com

মেটাতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আইটি খাতে ব্যাপক অবকাঠামোগত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে। আমরা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন নই। কাজেই আমাদের উচিত হবে প্রযুক্তি এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে এসএমই পণ্য উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়টিতে নজর দিতে হবে এবং একইসঙ্গে পণ্য বিপণনে মার্কেটিং চ্যানেল কিভাবে উন্নয়ন করা যায়, কিভাবে উদ্যোক্তাদের আরো দক্ষ করে গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের জনগোষ্ঠীর উদ্ভাবনী শক্তির সদ্ব্যবহার করতে হবে; বিশাল যুবক শ্রেণীর দক্ষতার অব্যাহত উন্নয়ন, স্থানীয় ও বিদেশী ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তাদের জন্যে উপযুক্ত নীতি-পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। পর্যাপ্ত অর্থায়ন কর্মসূচি নিয়ে দেশের অনুকূল পরিবেশসমৃদ্ধ এলাকায় সম্ভাবনাময় শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে হবে। এতে যেমন এলাকাভিত্তিক সুষম উন্নয়ন হবে, তেমনি অর্থায়নকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও তদারকিও সহজতর হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এসএমই উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়াবার নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছেন ব্যাংকগুলোর এসএমই ঋণ নিজ হাতে বিতরণের জন্যে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত রোড শো'র উদ্বোধন করেছেন। শুধুমাত্র নারী তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের জন্যে বিশেষ এসএমই কর্মসূচি গ্রহণ করতে একটি বেসরকারি ব্যাংককে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ডি-নেট এর সঙ্গে ত্রি-পক্ষীয় বন্ধনে যুক্ত হতে সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে, এসএমই খাতে নারীর উদ্যোগ ও সৃজনশীলতায় বড় ধরনের উন্মেষের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। উদ্যোক্তারা আমাদের আত্মোন্নয়নের প্রতীক, তারা আমাদের গর্ব। আমাদের সৃজনশীল উদ্যোক্তাদের পণ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। একইসঙ্গে উদ্যমী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দিন দিন উজ্জ্বলতর হচ্ছে। দিন বদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আমরা স্পন্দনশীল, গতিময় এবং তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর একটি উন্নত এসএমই খাত দেখতে পাবো। সমুন্নত একটি বাংলাদেশ আমরা সবাই আশা করি। একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন সবাই দেখে। আর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সকলে মিলে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

৩.১২ সম-মূলধন উন্নয়ন তহবিল

সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০০০-০১ অর্থবছরের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে সম-মূলধন উন্নয়ন তহবিল (ইইএফ) এর যাত্রা শুরু হয়। কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং আইসিটি খাতের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ইইএফ-এর মূল লক্ষ্য। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ইইএফ নব উদ্যমে যাত্রা শুরু করেছে। গত চার বছরে ইইএফ-এর কার্যক্রমে গতি সঞ্চার হয়েছে, নবীন ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রানচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। ইইএফ-এর বাজেট বরাদ্দ ও

www.pathagar.com

তহবিল ছাড়করণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন নতুন খাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুরু থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এ কার্যক্রমের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত থাকলেও সরকারের অনুমোদনক্রমে ১ জুন, ২০০৯ থেকে ইইএফ-এর নীতি নির্ধারণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং কর্মকৃতি পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কাজ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে রেখে অপারেশনাল কার্যাবলী ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে আইসিটি খাতের বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা থেকে শতভাগ বৃদ্ধি করে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে ইইএফ খাতে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ইইএফ এর আওতায় অধিক সংখ্যক উদ্যোক্তার অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও ইইএফ তহবিলকে আরো উদ্যোক্তা-বান্ধব করার জন্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নীতিমালা সহজ করা হয়েছে। কৃষি এবং আইসিটি উভয় খাতেই মোট প্রকল্প ব্যয়ের সর্বনিম্ন পরিমাণ আগের ৫০ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ২০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্যে ইইএফ সহায়তা পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে। গত চার বছরে (২০০৯-১২) কৃষিভিত্তিক ৮০৬টি প্রকল্পে ১৪০২ কোটি টাকা এবং আইসিটি খাতে ৩০টি প্রকল্পে ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, যার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ২৪২টি কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে ২৮৫ কোটি টাকা এবং ১৯টি আইসিটি প্রকল্পে ১৬ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কৃষিভিত্তিক ৪৯টি প্রকল্পের বিপরীতে ৯১ কোটি টাকা এবং ১২টি আইসিটি প্রকল্পের বিপরীতে ১৩ কোটি টাকার শেয়ার উদ্যোক্তারা বাই-ব্যাক করেছেন। ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহে ১৭ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া কৃষিভিত্তিক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন হয়েছে। দেশের প্রোটিনের চাহিদা বিশেষ করে মাছ, মাংস ও ডিমের সরবরাহ বাড়াতে ইইএফ তহবিল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

ইইএফ সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের আবেদন এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে ইইএফ-এর কৃষিভিত্তিক খাতের তালিকায় নতুন করে জৈবসার উৎপাদন; সয়াফুড উৎপাদন ও সয়াবিন প্রসেসিং; ফলমূল ও শাকসবজি প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ; মৌচাষ ও মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ; স্থানীয় ও রপ্তানি বাজারের জন্যে জ্যাম, জেলি, আচার, সসেজ প্রস্তুতকরণ; সুপারি চাষ, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ; কচ্ছপ-এর হ্যাচারি ও কচ্ছপ চাষ এবং পাম অয়েল মিল স্থাপন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, আইসিটি খাতে হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং এবং কল সেন্টার স্থাপন খাতদু'টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগে শুধুমাত্র অনিবাসী বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের প্রকল্পসমূহকে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরিতে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। বর্তমানে অনিবাসী বাংলাদেশী উদ্যোক্তা ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা, নারী উদ্যোক্তা (যেসব প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নারী) ও উপজাতি উদ্যোক্তাদের প্রকল্প এবং পার্বত্য জেলা ও মঙ্গাপীড়িত এলাকার প্রকল্পসমূহকে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

৩.১৩ ব্যাংক শাখা সম্প্রসারণ

দেশে কার্যরত ব্যাংকগুলোর মোট শাখার সংখ্যা বর্তমানে (জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত) প্রায় ৮৩০০টি। এর মধ্যে গত চার বছরে ১৪০০টি নতুন ব্যাংক শাখা খোলা হয়েছে। তাছাড়া, গত চার বছরে কৃষি ও এসএমই খাতের উন্নয়নে ব্যাংকগুলোকে ২৫৩টি কৃষি/এসএমই শাখা খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এখনো আমাদের দেশের অর্ধেকের ওপর মানুষ ব্যাংকিং সেবার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি, যার অধিকাংশই পল্লি এলাকার মানুষ। সে কারণেই নতুন ব্যাংক শাখার অন্ততঃ অর্ধেক পল্লি/গ্রামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, মোবাইল ব্যাংকিং এর প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ইতোমধ্যে মোবাইল ফোনভিত্তিক আর্থিক সেবার আওতায় ৩৬ লক্ষাধিক মানুষ হিসাব খুলেছেন, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ অভিযানকে বেগবান করছে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রসারে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাইজেশন

বর্তমানে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার অত্যাবশ্যক। এটা স্বীকৃত যে, তথ্যের সহজলভ্যতা উৎপাদনশীলতা বাড়ায়; সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেয়, যা প্রকারান্তরে বিনিয়োগ পরিবেশকে উন্নত করে এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কর্মদক্ষতা বাড়ায়। তাছাড়া, প্রযুক্তি যে কোনো তথ্যকে সহজেই মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে এনে দেয়; সেবাকে পৌঁছে দেয় সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়। তথ্যপ্রযুক্তির এসব সুবিধা বিবেচনায় বর্তমান সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে এবং সে লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগও নিয়েছে। আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন পূরণের ধারাবাহিকতায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বদ্ধপরিকর। সর্বোচ্চ দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং তথা আর্থিক খাতকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১০-১৪) একটি কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ২০০৩ সালের শেষার্ধে 'সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি)' এর কাজ শুরু হলেও গত চার বছরে এ প্রকল্পের সবচেয়ে বড় খাত অটোমেশন এর আওতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে দেড় শতাধিক সার্ভার, প্রায় চার হাজার পিসি/ল্যাপটপ এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রিন্টার ও স্ক্যানার রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল কর্মকর্তাকে পিসি'র পাশাপাশি ল্যাপটপ দেয়ার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সার্ভার ও যন্ত্রসামগ্রী ব্যবহার করে সকল এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সিবিএসপি) বাস্তবায়নের কাজ শেষ পর্যায়ে; শিগগিরই সম্পূর্ণ পেপারলেস ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে তাদের সকল প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত এ প্রকল্পটিকে সবচেয়ে সফল হিসেবে বিবেচনা করছে।

৪.১ নেটওয়ার্কিং

নেটওয়ার্কিং প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক, শাখাসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনসহ আধুনিক ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক ডাটা

www.pathagar.com

সেন্টার এবং ডিজাস্টার রিকভারি (ডিআর) সাইট স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত সকল তথ্য-উপাত্তের যথাযথ নিরাপত্তা বজায় রেখে সঠিক তথ্য পাওয়া সহজলভ্য করা হয়েছে। ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেটের সংযোগ চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত সকল বিভাগ এবং ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত দশটি শাখা অফিসকে একটি অভিন্ন নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট সুবিধা পাচ্ছেন। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মীগণকে আন্তর্জাতিক তথ্য মহাসড়কে প্রবেশের সুযোগ এনে দিয়েছে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও জ্ঞানভিত্তিক মেধার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমের গতিশীলতা বহুলাংশে বেড়েছে। তাছাড়া, সকল বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। তাই এ নেটওয়ার্ক প্যাকেজটিকে বর্তমানে অন্যান্য প্যাকেজের মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে ভিডিও কনফারেন্স করা সম্ভব হচ্ছে।

৪.২ এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি)

এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি) এর আওতায় আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে Systems, Applications and Products (SAP) এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব ব্যবস্থাপনা যেমন জেনারেল লেজার ও একাউন্টিং, বাজেটিং, পরিশোধযোগ্য হিসাব, গ্রহণযোগ্য হিসাব, নগদ ব্যবস্থাপনা, বাজেট এন্ড কস্ট সেন্টার একাউন্টিং সিস্টেম, ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবং স্থায়ী সম্পদ ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় ও নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। SAP-এর সুফল হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিজ নিজ ডেস্ক থেকে ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে তাদের নিজেদের বেতন বিবরণী, হিসাব স্থিতি, মানবসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি দেখতে পারছেন। ইআরপি ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সব রকমের কেনাকাটা হচ্ছে। এতে ক্রয়কৃত সম্পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদ তালিকায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই প্রযুক্তিনির্ভর অবকাঠামোর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানও এই ব্যবস্থা চালু করার জন্যে উৎসাহিত হচ্ছে।

৪.৩ ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক ব্যাংকিং কার্যক্রম অটোমেশনের লক্ষ্যে ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সরকারের বেশির ভাগ আর্থিক লেনদেন বর্তমানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। যেমন-ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ঋণ অর্থাৎ ট্রেজারি বিল/বন্ডের মাধ্যমে গৃহীত ঋণ ব্যবস্থাপনা; ট্রেজারি বিল/বন্ড বিক্রয়, পুনঃক্রয়, সেকেন্ডারি ট্রেডিং; বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা; প্রাইজবন্ড, সঞ্চয়পত্র,ওয়েজ আর্নার্স বন্ড, বিভিন্ন বিনিয়োগ বন্ড বিক্রয়, মুনাফা প্রদান ও ভাঙ্গানো ইত্যাদি কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এই সফট্ওয়্যারের আওতায়

www.pathagar.com

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার (EFT) এর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া, এই সফট্ওয়্যারটি এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং ও এন্টার ডাটা ওয়্যারহাউজের চাহিদা মাফিক ডাটা সরবরাহ করছে।

৪.৪ এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ

সম্পূর্ণ অনলাইনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার হিসেবে এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অত্যাধুনিক সফট্ওয়্যার সমৃদ্ধ এই ডাটা ওয়্যারহাউজে রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটা ভাণ্ডার। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি যেমন আমদানি, রপ্তানি, রেমিট্যান্স, মূল্যস্ফীতি এবং ব্যাংকিং খাতের তথ্য, পরিসংখ্যানসহ অর্থনৈতিক, গবেষণা, মুদ্রানীতি, ব্যাংকিং সুপারভিশন ও ক্রেডিট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে এখানে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো রেশনালাইজড ইনপুট টেমপ্ল্যাট (RIT) ফরমেটে তাদের অফিস থেকেই বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব-পোর্টালে আপলোড করার সুবিধা পাচ্ছে। এ সমস্ত তথ্য ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক সুপারভিশন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ প্রভৃতি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এই তথ্যভাণ্ডারে রক্ষিত তথ্য-উপাত্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণার কাজে ব্যবহার করা যাবে। বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী টুল ব্যবহার করে এবং ডাটা অ্যানালাইসিস, ডাটা মাইনিং ও ডাটা মডেলিং করে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতসহ ফোরকাস্টিং, টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা যাবে। ডাটা ওয়্যারহাউজ থেকে ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজনানুসারে তথ্য-উপাত্ত অনলাইনে অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করতে পারবেন। ১৯৭২ সাল থেকে সকল ঐতিহাসিক তথ্য ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর এবং তথ্য সার্ভারে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৪.৫ ওয়েবসাইট উন্নয়ন

নিজস্ব উদ্যোগে ২০০১ সালে প্রথম চালুকৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট সম্প্রতি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুনভাবে অলংকৃত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল ওয়েবসাইটটি ইতোমধ্যেই সর্বজন প্রশংসিত হয়েছে। ওয়েবসাইটটি আর্থিক ও অর্থনৈতিক গবেষণার প্রয়োজনীয় সকল হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করছে এবং ব্যবহারকারীদের সব রকমের চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে।

৪.৬ ইন্ট্রানেট উন্নয়ন

ওয়েবসাইটের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ তথ্য ব্যবস্থাপনার একটি শক্ত ভিত হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্ট্রানেট উন্নয়ন করা হয়েছে। এটি যথাসময়ে সঠিক তথ্য সহজে প্রাপ্তি, তথ্যের পুনঃব্যবহার ও তথ্য শেয়ারিং সুবিধা দেয়ার মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করছে। প্রতিদিন জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত অর্থনীতি বিষয়ক ও আর্থিকখাতের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ইন্ট্রানেটে ডাউনলোড করা হচ্ছে। তাছাড়া, গ্রাফ ও চার্ট এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিনিময় হার, মাসিক মূল্যস্ফীতির হার, প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। বিভিন্ন রেগুলেশন, গাইডলাইন,

www.pathagar.com

সার্কুলার, ফরম ইত্যাদির ডিজিটাল ভার্সন ইন্ট্রানেটে প্রদর্শিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিষয়াদি যেমন-ফোন গাইড, অর্গানাইজেশনাল চার্ট, প্রকাশনা ইত্যাদি ইন্ট্রানেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইন্ট্রানেটের ফোন ডাইরেক্টরি মডিউলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তার ফোন নম্বর, ই-মেইল আইডি ও অন্যান্য তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছুটির আবেদন, সভা কক্ষ বুকিং, মোটরযান রিকুইজিশন ইত্যাদি ইন্ট্রানেটে অন্তর্ভুক্ত করায় খুব সহজেই কম সময়ের মধ্যে এসব দৈনন্দিন কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

ইন্ট্রানেটের সঙ্গে নিজস্ব উদ্যোগে তৈরি বিভিন্ন সফট্ওয়্যারের সংযোগ থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিজ ডেস্কে বসে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সহজেই পেয়ে যাচ্ছেন। ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে সংযুক্ত ভিজিটর'স এ্যাকসেস পাস সিস্টেম বাংলাদেশ ব্যাংকের ভবনগুলোতে বহিরাগতদের প্রবেশের ক্ষেত্রে পাস ইস্যুর কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কর্মচারী/প্রশাসনিক নির্দেশ বা পরিপত্রগুলো বর্তমানে কাগুজে পদ্ধতির পরিবর্তে ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে অনলাইনে বিতরণসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্ম-সহায়ক সকল তথ্য এবং ব্যক্তিগত তথ্য ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে, একদিকে যেমন আপলোডের সঙ্গে সঙ্গে প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা অফিসের কর্মীরা এসব পরিপত্র বা নির্দেশনা জানতে পারছেন ও দ্রুত কার্য সম্পাদন করতে পারছেন, অন্যদিকে আগের মতো প্রিন্ট বা সাইক্লোস্টাইল করার প্রয়োজন না হওয়ায় বিপুল পরিমাণ কাগজ সাশ্রয় হচ্ছে, যা গ্রীন ব্যাংকিং ধারণা পরিপালনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া, ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, সেন্ট্রাল ইনওয়ার্ড-আউটওয়ার্ড সিস্টেম, ই-নোটিং ইত্যাদি চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কাগজবিহীন ডিজিটাল অফিসে পরিণত হওয়ার পথে জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে।

৪.৭ goAML সফট্ওয়্যার বাস্তবায়ন

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরো সুসংহত করা এবং এর সম্ভাব্য উৎস সনাক্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (বিএফআইইউ) বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় একটি আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের মুদ্রাপাচার প্রতিরোধে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STR) এবং নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (CTR) সংক্রান্ত তথ্য সহজে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। সিটিআর ও এসটিআর বিষয়ক অনলাইন রিপোর্টিংয়ের জন্যে জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ন্যাশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (UNODC) থেকে 'goAML' সফট্ওয়্যার ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। শিগগিরই এটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হবে।

৪.৮ ওপেন ডাটা ইনিশিয়েটিভ

জনসাধারণকে সহজে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে ওপেন ডাটা ইনিশিয়েটিভ (Open Data Initiative) নামে একটি উদ্যোগ নিয়েছে। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে দেখানো হচ্ছে। এতে গবেষকদের পক্ষে মুখ্য

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত পাওয়া সহজলভ্য হয়েছে। বিভিন্ন সূচকের তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত 'Monthly Economic Trends' শীর্ষক প্রকাশনা এখানে এক্সেল ফরমেটে পাওয়া যাচ্ছে। এর মাধ্যমে জনসাধারণ লেনদেন ভারসাম্য, অর্থের যোগান, জাতীয় হিসাব, ভোক্তা মূল্য সূচক, পুঁজিবাজারের মূল্য সূচক, সুদের হার, রেমিট্যান্স, বিনিময় হার, পণ্য মূল্য, রাজস্ব আয় ইত্যাদি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ বিশ বছরের পুরনো তথ্যও অনলাইনে সংগ্রহ করতে পারছেন। প্রতিমাসেই এসব তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৪.৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সফট্ওয়্যার

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রায় পঁচাশিটি সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এসব সফট্ওয়্যার বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব জনবল দ্বারাই রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এ সফট্ওয়্যারগুলো ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে।

৪.৯.১ ই-টেন্ডারিং

ক্রয় সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবভিত্তিক ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করেছে। ১২ মে, ২০১০ তারিখে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের দেশী-বিদেশী টেন্ডার প্রক্রিয়ায় এ সফট্ওয়্যারটি ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকেই প্রথম অনলাইনে দরপত্র আহ্বান, দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়নসহ দরপত্র সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে নিরপেক্ষ টেন্ডারিং পদ্ধতি বাস্তবায়িত হয়েছে। স্থানীয় ও বিদেশী কোম্পানিগুলো এখন ওয়েবসাইটে তাদের দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করতে পারছে। এটি একটি নিরাপদ দরপত্র ব্যবস্থা। এটি দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা পরিহারে ভূমিকা রেখেছে। এ সফট্ওয়্যারে ডাটা সিকিউরিটি ও ডাটা ইন্টেগ্রিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিট ট্রায়ালসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিটি সিকিউরিটি পলিসি অনুসরণ করা হয়েছে। আর্থিক ডাটাসহ স্পর্শকাতর তথ্যগুলো এনক্রিপটেড অবস্থায় ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকার ফলে কোন ব্যবহারকারী ডাটাবেজে প্রবেশ করলেও ডাটা দেখার সুযোগ পাবেন না।

এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশ' দরপত্র এই প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো প্রায় একশ' দরপত্র বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশ সেতু বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো নিজ প্রতিষ্ঠানে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করতে আগ্রহ প্রকাশ করায় তাদেরকে এ সফট্ওয়্যারটি সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া, রূপালী ব্যাংক লিঃ, সোনালী ব্যাংক লিঃ,অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় কিডনী ফাউন্ডেশনসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের আগ্রহের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিটি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিটি

www.pathagar.com

আমেরিকার লরেন্স টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিল্প প্রকৌশল ও পরিচালন ব্যবস্থাপনা সম্মেলনে' পুরস্কৃত হয়ে দেশের জন্যে গৌরব বয়ে এনেছে।

৪.৯.২ ই-রিক্রুটমেন্ট

ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্যাংক গড়ার লক্ষ্যে আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ই-রিক্রুটমেন্ট। ৩১ মে, ২০০৯ তারিখ থেকে অনলাইন রিক্রুটমেন্ট সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সরাসরি দরখাস্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে সার্বিক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের চাকুরিপ্রার্থীরা খুব সহজেই অনলাইনে ছবিসহ আবেদন দাখিল করতে পারছেন। চাকুরিপ্রার্থীদের আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ, বাছাই, প্রবেশপত্র প্রদান, দৈবচয়ন পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদের আসন বন্টন, ফলাফল ঘোষণা, নিয়োগপত্র দেয়াসহ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সামগ্রিক কাজ এই সফট্ওয়্যার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সিস্টেমটি চালু হওয়ার পর এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকে ২৭টি ব্যাচে এক হাজারের বেশি চাকুরিপ্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কয়েকটি নিয়োগ কার্যক্রম এ সিস্টেমে চলমান আছে।

৪.৯.৩ ই-লাইব্রেরি

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি তার ব্যবহারকারীদের স্বয়ংক্রিয় তথ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩ মে, ২০১২ তারিখে একটি অনলাইন লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার 'ই-লাইব্রেরি' সেবা চালু করেছে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মীরা নিজেদের ডেস্কে বসেই অনলাইনে ই-বুক, ই-জার্নাল, ই-ম্যাগাজিন পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারছেন। ই-লাইব্রেরিতে বর্তমানে ৫ হাজার ই-বুক, ২৫ হাজার ই-জার্নাল, প্রায় ৫০০ আর্টিক্যাল সমৃদ্ধ তিনটি ই-ম্যাগাজিন এবং প্রায় ১৮ হাজার শিরোনামের ৩৫ হাজার বইয়ের তথ্য রয়েছে। এ সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। লাইব্রেরির বই ও জার্নালগুলো ইস্যু, রিটার্ন, এন্ট্রিসহ বই লেনদেনের সকল প্রক্রিয়া ই-লাইব্রেরি সেবার মাধ্যমে করা হচ্ছে। ই-লাইব্রেরি সফটওয়্যার ব্যবহারকারীরা 'লগইন' করে প্রয়োজনীয় বই ও জার্নালের সরবরাহ থাকা সাপেক্ষে আটচল্লিশ ঘন্টার জন্যে তা রিজার্ভ করতে পারছেন এবং পড়ার জন্যে ইস্যুও করতে পারছেন। তাছাড়া, লাইব্রেরিতে বিদ্যমান সকল বই, জার্নাল ও ম্যাগাজিন এর লেখক, শিরোনাম, বিষয়, কল নাম্বার, কী-ওয়ার্ড, প্রকাশক ও প্রকাশকাল অনুযায়ী এ্যাডভান্স সার্চসহ আলফা-নিউমেরিক ওয়ার্ড, বিষয় ও আর্টিক্যালস্ অনুসারে বিশদভাবে সার্চ করতে পারছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরিতে সম্প্রতি 'ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি (আইআর)' এবং 'অডিও ভিজুয়্যাল, ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড সাইবার সেকশন' নামে আরো দু'টি আধুনিক তথ্য সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইআর-এর মাধ্যমে একটি সিঙ্গেল লোকেশন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

৪.৯.৪ ই-নিউজ ক্লিপিং

বাংলাদেশ ব্যাংক ১৩ মে, ২০১২ তারিখ হতে ই-নিউজ ক্লিপিং সেবা চালু করেছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অর্থনীতি, ব্যাংকিং খাত ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সম্পর্কিত সংবাদগুলো যাতে বাংলাদেশব্যাংকের কর্মীরা নিজ নিজ ডেস্ক থেকে পড়তে পারেন সে জন্যে 'ই-নিউজক্লিপিং'

www.pathagar.com

সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত এসব সংবাদ ক্লিপিং বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন করা হতো। বর্তমানে ই-নিউজ ক্লিপিং ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সব পর্যায়ের কর্মকর্তা প্রতিদিন অনলাইনে এসব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ক্লিপিং পড়তে পারছেন। ফলে, তাদের জ্ঞানভিত্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর ব্যবহারকারীগণ ক্লিপিংকৃত নিউজগুলো সহজেই সার্চ করতে পারছেন।

৪.৯.৫ ইএক্সপি অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম

দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল, নির্ভুল এবং স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে ইএক্সপি অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম সফট্ওয়্যারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। তবে, তার আগেই ০১ নভেম্বর, ২০১১ তারিখ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্যে অনলাইন ইএক্সপি ফরম ম্যাচিং সিস্টেম চালু হয়। এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা থেকে অনলাইনে রপ্তানির তথ্য সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাটাবেজে যুক্ত হয়। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের রপ্তানি বাণিজ্য মনিটরিং করে থাকে। ব্যাংকগুলো যেন তাদের রপ্তানির তথ্য নিজেরাই মনিটরিং করতে পারে সে ব্যবস্থাও এ সফট্ওয়্যারটিতে রয়েছে। একই সঙ্গে একটি ব্যাংকের তথ্য যাতে অপর ব্যাংকের কাছে গোপন থাকে সে ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ইএক্সপি অনলাইন মনিটরিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে রপ্তানিকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রত্যাবাসিত অর্থের পরিমাণ, মেয়াদোত্তীর্ণ রপ্তানি বিল, ডিসক্রিপেন্সি ইত্যাদি মনিটরিং করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়াসহ যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

ইএক্সপি অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

৪.৯.৬ রপ্তানি ও আমদানি মনিটরিং

ব্যাংকগুলো বর্তমানে ওয়েবভিত্তিক রপ্তানি ও আমদানি মনিটরিং ব্যবস্থায় তাদের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি আপলোড করতে পারছে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশের সার্বিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের দৈনিক বা সমসাময়িক তথ্য সহজেই সংগ্রহ করতে পারছেন।

৪.৯.৭ টিএম ফরম ও ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স মনিটরিং

আমদানি ছাড়া অন্যান্য বহির্মুখী বৈদেশিক রেমিট্যান্সের তথ্য ওয়েবভিত্তিক টিএম ফরম ম্যানেজমেন্ট ও সকল অন্তর্মুখী রেমিট্যান্সের তথ্য অনলাইন ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে পাঠাতে হচ্ছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংকগুলো রেমিট্যান্স সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজেই দেখতে পারছে।

www.pathagar.com

৪.৯.৮ বৈদেশিক মুদ্রা বাজার মনিটরিং সিস্টেম

এ সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, মানি চেঞ্জার ও অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংক শাখার বৈদেশিক মুদ্রা বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে।

৪.৯.৯ কৃষি ঋণ মনিটরিং সিস্টেম

কৃষি ঋণ মনিটরিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো বিতরণকৃত কৃষি ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যেমন ঋণ ও পাশ বই বিতরণ, মামলা, সুদ মওকুফ ইত্যাদি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে কৃষি ঋণ বিষয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরির কাজ সহজ ও গতিশীল হয়েছে।

৪.৯.১০ প্রাইজবন্ড ও সঞ্চয়পত্র সিস্টেম

প্রাইজবন্ডে অনলাইন সুবিধা চালুর ফলে জনসাধারণ খুব সহজেই প্রাইজবন্ডের ফলাফল দেখতে ও নম্বর মেলাতে পারছেন। সঞ্চয়পত্র সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক এর বিক্রয়কৃত সব রকমের সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় বিবরণী, মুনাফার হিসাব ও সঞ্চয়পত্রের তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা সঞ্চয়পত্র ক্রয়, ভাঙ্গানো, মুনাফা উত্তোলন ও আসল নগদায়ন প্রক্রিয়া আগের তুলনায় দ্রুততার সাথে ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করতে পারছেন।

৪.৯.১১ মেডিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম

মেডিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেডিক্যাল সুবিধার আওতায় চিকিৎসকদের দেওয়া প্রেসক্রিপশন প্রদান, ওষুধের মজুদ হালনাগাদ করাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক চিকিৎসা কেন্দ্রের সার্বিক কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এ সিস্টেমের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসগুলোর চিকিৎসা কেন্দ্র সংযুক্ত করে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।

৪.৯.১২ ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (টিএমএস) সফট্ওয়্যারে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ সূচি, ক্লাস রুটিন তৈরি, প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও ছাড়পত্র, ফলাফল তৈরি, বক্তার তথ্য, বক্তা মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী (বিবিটিএ) আয়োজিত সকল ট্রেনিং কর্মসূচি এ সফট্ওয়্যারে সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত থাকায় যে কোন সময় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে।

৪.৯.১৩ অনলাইনে ট্রেজারি বিল ও বন্ড এর সেকেন্ডারি ট্রেডিং

১৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে অনলাইনে ট্রেজারি বিল ও বন্ড কেনাবেচার সেকেন্ডারি বা দ্বিতীয় স্তর বাজারের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। একটি ট্রেড ওয়ার্ক স্টেশনের (টিডব্লিউএস) মাধ্যমে পুঁজিবাজারের মতো অনলাইনে সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ড কেনাবেচার এ নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। টিডব্লিউএস এর মাধ্যমে কেনাবেচার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

১৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে অনলাইনে ট্রেজারি বিল ও বন্ডের কেনাবেচার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

কে বিক্রি করছে, কে কিনছে তা সবাই জানতে পারবে না। এখানে টিকার স্ক্রিনে বিভিন্ন মেয়াদের বিল ও বন্ডের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য, বিক্রি বা কেনার পরিমাণের আগ্রহ, আয় (ইল্ড) ইত্যাদি তথ্য থাকবে। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লেনদেনে অংশ নিতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ১৩ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে এ বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করেছে।

৪.৯.১৪ ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড

ব্যাংকগুলোর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন সংক্রান্ত অনিয়ম সনাক্ত করার জন্যে চারটি অনলাইন রিপোর্টিং মডিউল সমন্বয় করে প্রবর্তন করা হয়েছে ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড। এই পদ্ধতিতে আমদানির ক্ষেত্রে এলসি, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, স্থানীয় এলসি, স্থানীয় বিল ক্রয়; রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানির পরিমাণ, রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন, বকেয়া রপ্তানি বিল ও মেয়াদোত্তীর্ণ রপ্তানি বিল এবং প্রবাসী-আয় (ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স) ও বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে পাঠানো অর্থের (আউটওয়ার্ড রেমিট্যান্স) তথ্যসহ সব রকমের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের তথ্য অনলাইনে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হবে। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটরিং ও সুপারভিশনকে আরো নিবিড় ও জোরদার করে তুলবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোও তাদের নিজ নিজ শাখাগুলো মনিটর ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। ফলে এসব রিপোর্টিং আরো সহজ হবে; সময় ও খরচের সাশ্রয় হবে; বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়বে এবং আইন ও রেগুলেশন অনুসারে লেনদেন পরিচালনার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে। ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

৪.৯.১৫ বৃহৎ ঋণ মনিটরিং সফট্ওয়্যার

বৃহৎ ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে উন্নততর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং ঋণের কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা রোধ করার প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে গ্রাহকের ঋণ-তথ্য সম্বলিত বৃহৎ ঋণ মনিটরিং সফট্ওয়্যারটি ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে চালু করা হয়েছে। এতে নতুন 'এল' ফরমে খাতভিত্তিক ঋণ, নন-ফান্ডেড সুবিধাগুলো ফান্ডেড ঋণে পরিণত হওয়ার পরিমাণসহ আরো বেশ কিছু বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় প্রায় সকল বৃহৎ ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাব তীক্ষ্ণ নজরদারিতে রাখা সম্ভব হবে। এর ফলে প্রত্যেকটি ব্যাংকের নন-ফান্ডেড সুবিধা ফান্ডেড ঋণে রূপান্তর, ধারাবাহিক বিবর্তন ও এর পরিমাণ জানা যাবে এবং এসব ঋণের মনিটরিং সহজতর হবে। এছাড়া, তারল্য সঙ্কটের পূর্বাভাস দেয়ার পাশাপাশি ব্যাংকগুলোকে দ্রুত নির্দেশনা দেয়া এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শও দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত সফট্ওয়্যারগুলো ছাড়াও, কর্পোরেট মেমোরি ম্যানেজমেন্ট, লিভ ম্যানেজমেন্ট, ফাইল ম্যানেজমেন্ট, এসএমই ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন পোর্টাল সার্ভিস, এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু) একাউন্টস সিস্টেম, ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সিস্টেম, জালনোট মনিটরিং সিস্টেম এগুলোও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাইজেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে আরো কিছু সফট্ওয়্যার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ চলছে। তন্মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ সিস্টেম, সার্কুলার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, স্ট্যাট্যুইটরি রিজার্ভ মনিটরিং সিস্টেম, ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৪.১০ আইটি ল্যাব স্থাপন

তথ্য প্রযুক্তিগত প্যাকেজগুলোর বাস্তবায়ন পরবর্তী কার্যক্রমকে সমর্থন যোগাতে সব ধরনের লজিস্টিক সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আইটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

৪.১১ তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়নে স্বীকৃতি

২০১১ সালে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফট্ওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) আয়োজিত সফট্ওয়্যার মেলায় 'ডিজিটাল চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে পুরস্কৃত করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিভিন্ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংককে এই পুরস্কার দেয়া হয়। ২০১০ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ইনোভেশন মেলায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত ই-এশিয়ায় অংশ নিয়েও বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ সুনাম অর্জন করেছে। আধুনিক ব্যাংক পরিচালনায় দরকার হয় আধুনিক জনশক্তি। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাপকহারে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে।

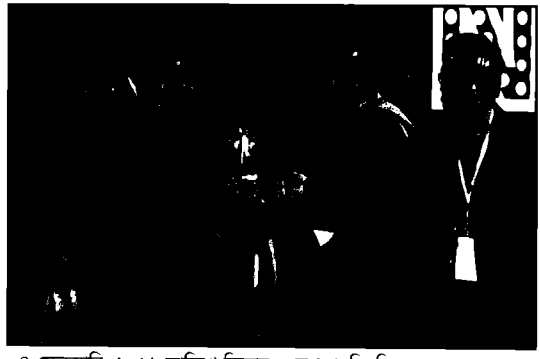

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ওয়াফেস ওসমান এর নিকট থেকে 'ডিজিটাল চ্যাম্পিয়ন' পুরস্কার গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

ডিজিটাইজেশনের পথে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর কারণে দেশে তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় গত চার বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেকে একটি অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ পদক্ষেপগুলো মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর এ অভিযাত্রার গতি আগামী দিনগুলোতে আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

ব্যাংকিং খাত ডিজিটাইজেশন

বাংলাদেশ ব্যাংক নিজে যেমন ডিজিটাইজড হচ্ছে, পুরো ব্যাংকিং খাতকেও সেই দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত চার বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাও দ্রুতই প্রযুক্তিকে বরণ করে নিচ্ছে। যদিও এখনো কয়েকটি ব্যাংক আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদেরকেও দ্রুত ডিজিটাইজেশনে যেতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ দক্ষ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা, অনলাইন সিআইবি সেবা, অটোমেটেড পেমেন্ট সিস্টেম, ই-কমার্স, মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা, অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়েছে। সম্প্রতি ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচও চালু করা হয়েছে।

৫.১ অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা

বর্তমানে দেশে কার্যরত ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে ৩৭টি ব্যাংকে পুরোপুরি ও ৪টি ব্যাংকে আংশিক অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাকি ৬টি ব্যাংকে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর পর্যায়ে রয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের ৭৯ শতাংশ ব্যাংক এখন অনলাইন ব্যাংকিং সেবা নিচ্ছে। সরকারি খাতের ব্যাংকগুলো আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে এখনো কিছুটা পিছিয়ে আছে। তবে, প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং এবং স্বচ্ছতার স্বার্থে তারাও দ্রুত অনলাইন কার্যক্রম শুরু করবে। অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গ্রাহক ব্যাংকের নির্দিষ্ট একটি শাখায় হিসাব খুললেও তিনি উক্ত ব্যাংকের যে কোনো শাখার ব্যাংকিং সেবা নিতে পারেন।

৫.২ অনলাইন সিআইবি সেবা

বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শে আর্থিক খাত সংস্কার প্রকল্পের (FSRP) আওতায় ১৮ আগস্ট, ১৯৯২

৬ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখ সিআইবি অটোমেশন প্রকল্পের কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড.আতিউর রহমান ও ডিএফআইডির কর্মকর্তাগণ

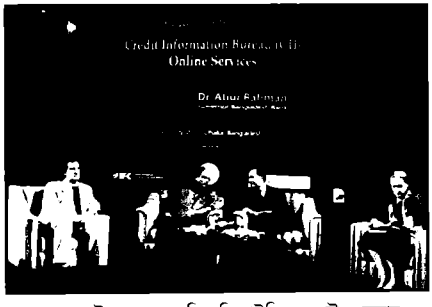

১৯ জুলাই, ২০১১ তারিখ সিআইবি অনলাইন সেবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড.আতিউর রহমান ও দাতা সংস্থার কর্মকর্তাগণ

www.pathagar.com

তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথম ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) স্থাপন করা হয়। সিআইবি'র মূল লক্ষ্য হলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে খেলাপি ঋণের বিস্তাররোধে সহায়তা করা; খেলাপি ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে নতুন করে ঋণ মঞ্জুরি বা ঋণ নবায়ন প্রতিরোধ করা।

আগে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে সিআইবি রিপোর্ট দিতে অনেক সময় ব্যয় হতো। সিআইবি ডাটাবেজ থেকে ঋণ সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত সংগ্রহ করে তা দ্রুততার সঙ্গে ব্যবহারকারীদের কাছে প্রতিবেদন আকারে পাঠানো নিশ্চিত করার জন্যে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ডিএফআইডি এর আর্থিক সহায়তায় ৬ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখ থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সিআইবি অনলাইন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। ১৯ জুলাই, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে বহুল প্রতীক্ষিত সিআইবি অনলাইন সেবার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। অনলাইন সিআইবি সেবা একটি ওয়েবভিত্তিক সল্যুশন। এই সেবা চালুর পর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সময় ও পরিচালন ব্যয় অনেক কমেছে।

১৯ জুলাই, ২০১১ তারিখে সিআইবি অনলাইন সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের গ্রাহকদের মাস-ভিত্তিক হালনাগাদ ঋণতথ্য অনলাইনে ব্যাচ আকারে পাঠাতে পারছে। তারা নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে সার্চিং করে অতি দ্রুত ঋণতথ্য সংগ্রহও করতে পারছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার, ঋণ গ্রহীতা, তথ্য প্রদানকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের শাখার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিআইবি'র কার্যপরিধিও দিন দিন বাড়তে থাকে।

সিআইবি অনলাইন সেবা চালুর আগে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় পাঁচ হাজার ইনকোয়ারি আসতো। বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি-তে কর্মরত জনবল দিয়ে প্রতিদিন গড়ে চার হাজারের মতো ইনকোয়ারির বিপরীতে রিপোর্ট দেয়া সম্ভব হতো। বাকি এক হাজার ইনকোয়ারির ব্যাকলগ জমা হতো। তাছাড়া, প্রতিটি ইনকোয়ারির বিপরীতে রিপোর্ট দিতে গড়ে পাঁচ দিন এবং ক্ষেত্র বিশেষে এক মাস সময় লাগতো। এতে দেশব্যাপী ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হতো। অনলাইন সিআইবি সেবার কল্যাণে বর্তমানে মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই সিআইবি রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। সিআইবি রিপোর্ট প্রাপ্তি প্রক্রিয়া দ্রুততর হওয়ায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের গ্রাহকদের দ্রুত ঋণ সরবরাহ করতে সক্ষম হচ্ছে।

www.pathagar.com

৫.৩ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ

বৃটিশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় রেমিট্যান্স এন্ড পেমেন্ট পার্টনারশীপ (RPP) প্রকল্পের আওতায় ২০০৬ সালের শেষার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি দ্রুত, নিরাপদ ও আধুনিক নিকাশ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়, যা ইতোমধ্যে দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্যে আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে ক্লিয়ারিং ব্যবস্থাকে একেবারে বিশ্বমানের প্রযুক্তিনির্ভর ইমেজ এক্সচেঞ্জ পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের নিম্নোক্ত দু'টি অংশ রয়েছে :

ক) বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম

দেশের ৪৭টি তফসিলি ব্যাংকের অংশগ্রহণে ৭ অক্টোবর, ২০১০ থেকে ঢাকা ক্লিয়ারিং এলাকায় বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS) এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় চেক ইমেজিং এন্ড ট্রানকেশন সিস্টেম (CITS) ব্যবহার করে ব্যাংক ইন্সট্রুমেন্টগুলোর ইলেক্ট্রনিক নিকাশ সম্পন্ন করা হয়। এ লক্ষ্যে সকল ক্লিয়ারিং ইন্সট্রুমেন্ট যথা-চেক, ড্রাফট, পেমেন্ট অর্ডার, ডিভিডেন্ড এবং রিফান্ড ওয়ারেন্ট ইত্যাদির মান প্রমিতকরণ করা হয়েছে। নব প্রবর্তিত এ চেকগুলোর অর্থের পরিমাণ, লেনদেনের কোড, গ্রাহকের হিসাব নম্বর ও চেকপাতার সিরিয়াল নম্বরে সকল তথ্যসমৃদ্ধ ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ক্যারেক্টার রিকগনিজন (MICR) লাইন দ্বারা সংকেতাবদ্ধ করা হয়েছে।

নতুন চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থায় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ক্লিয়ারিং চেক নিয়ে প্রতিদিন দু'বার ক্লিয়ারিং হাউজে আসতে হচ্ছে না। ফলে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের সময় ও ক্লিয়ারিং খরচ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে; আন্তঃব্যাংক লেনদেনে অভূতপূর্ব গতি সঞ্চারিত হয়েছে। বড় অঙ্কের চেকের লেনদেন আগের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে যাওয়ার বিষয়টিই প্রমাণ করে জনগণের মধ্যে এ ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা কতখানি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেমের মাধ্যমে বর্তমানে প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ১৬ লক্ষ চেক নিকাশ হচ্ছে, টাকার অঙ্কে যার গড় মূল্যমান ৮২ হাজার কোটি টাকা।

খ) বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক

চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের আওতায় আন্তঃব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশে প্রথমবারের মতো ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) চালু করা হয়েছে। এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্রেডিট লেনদেন যেমন– বেতন-ভাতা প্রদান, অভ্যন্তরীণ মানি ট্রান্সফার, বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রেরণ, কোম্পানির ডিভিডেন্ট ও আইপিও রিফান্ড ওয়ারেন্ট প্রদান, অবসর ভাতা প্রদান, বিল পেমেন্ট, কর্পোরেট পেমেন্ট, বিভিন্ন ধরনের কর পরিশোধ, লাইসেন্স ফি প্রদান এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনসহ বিভিন্ন ডেবিট লেনদেন যেমন-মর্টগেজ পেমেন্ট, সদস্য চাঁদা, ঋণের কিস্তি, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ইউটিলিটি বিল প্রদান ইত্যাদি খুব সহজেই সম্পাদন

www.pathagar.com

করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে ফান্ড আদান-প্রদান মূল্যসাশ্রয়ী হয়েছে, ঝুঁকি কমেছে এবং আরো দক্ষতার সঙ্গে নিকাশ প্রক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। দৈনিক গড়ে ১৮টি লেনদেন দিয়ে শুরু হওয়া BEFTN এর মাধ্যমে বর্তমানে গড়ে প্রতিমাসে প্রায় ২ লক্ষ ক্রেডিট ও ২ হাজার ডেবিট লেনদেন হচ্ছে; টাকার অঙ্কে যার গড় মূল্যমান যথাক্রমে ১৭৪০ কোটি ও ১২৯ কোটি টাকা। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (EFTN) ব্যবহার করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি পরিশোধ এর মাধ্যমে করা হবে।

বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ ও বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার জন্যে এক বিশাল অর্জন। এটি নিঃসন্দেহে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

৫.৪ ই-কমার্স ও এম-কমার্স

ই-কমার্স হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে অনলাইনে টোকা দিলেই পণ্য মানুষের বাড়িতে পৌঁছে যাবে। বাংলাদেশে ধারণাটি নতুন হলেও এরই মধ্যে তা জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দেশে এখন ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডধারী সংখ্যা ৪৬ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে, যা দেশে ই-কমার্স ও এম-কমার্স এর ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ই-কমার্সের মাধ্যমে ঘরে বসেই আমাদের পণ্য যেমন বিশ্ববাজারে পৌঁছতে পারে, তেমনি আমরাও বিশ্ববাজার থেকে নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারি। ইতোমধ্যে ব্যাংকগুলোকে অনলাইনে ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, একই ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে অনলাইনে তহবিল স্থানান্তর ও ক্রেডিট কার্ড-ভিত্তিক ইন্টারনেট পেমেন্ট চালু করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফসিলি ব্যাংককে ই-কমার্স কার্যক্রম শুরুর নির্দেশনা দিয়েছে। বর্তমানে দু'টি ব্যাংক ই-কমার্স কার্যক্রম শুরু করেছে। অন্য ব্যাংকগুলোও শিগগিরই ই-কমার্স শুরু করবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। ইলেক্ট্রনিক বাণিজ্য সম্পর্কে মানুষকে একটি পরিষ্কার ধারণা দেয়ার জন্যে 'শপ অনলাইনঃ এনিথিং, এনিটাইম' শিরোনামে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফট্ওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর যৌথ উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী আয়োজন ই-কমার্স সপ্তাহ গত ৫ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। দেশে ইতোমধ্যে বেশকিছু ই-কমার্স সাইট চালু হয়েছে। যেমন-এখনি ডটকম (akhoni.com), ক্লিকবিডি ডটকম (clickbd.com), আজকেরডিল ডটকম

৫ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ই-কমার্স সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

www.pathagar.com

(ajkerdeal.com), আইফেরি ডটকম (iferi.com), মীনাবাজার ডটকম ডটবিডি (meenabazar.com.bd), রকমারি ডটকম (rokomari.com), আমারদেশ আমারগ্রাম (amardesh amargram), অসকম (OScom) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে এম-কমার্স চালু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তিনটি মোবাইল অপারেটরকে (গ্রামীনফোন, বাংলালিংক ও সিটিসেল) মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেলওয়ে টিকিট ও বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিবি) আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের টিকেট বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে।

৫.৫ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা

ব্যাংকিং ব্যবস্থার আধুনিকায়নে বর্তমান সরকারের সময়ে প্রবর্তন করা হয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং। প্রচলিত শাখাভিত্তিক ব্যাংকিং-এর পরিবর্তে মোবাইল ফোন অপারেটরদের মাধ্যমে মোবাইল ফোন গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং সেবার বাইরে অবস্থানকারী মানুষের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্যে ব্যাংক-সম্পৃক্ত (bank-led) মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা শুরুর উদ্যোগ নিয়েছে। এ ব্যতিক্রমী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন প্রযুক্তির সহায়তায় বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্স ও দেশের অভ্যন্তরে অর্থ বিতরণ; ইউটিলিটি বিল প্রদান, বেতন-ভাতা ও পেনশন প্রদান; কেনাকাটা করা, ব্যাংক স্থিতি জানা, কর পরিশোধ, সরকারি অনুদান ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অর্থ প্রদান ইত্যাদি সেবা সহজতর উপায়ে স্বল্প সময়ে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। সপ্তাহের সব দিন যে কোনো সময় এ সেবা দেয়ার সুযোগ একে যুগোপযোগী ও জনপ্রিয় করে তুলছে।

মোবাইল ব্যাংকিং সেবাকে আরো গতিশীল ও মজবুত ভিত্তি দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশকিছু নীতি-নির্ধারণী উদ্যোগ নিয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে Guidelines for Mobile Financial Services জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ পর্যন্ত ২৫টি ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুমোদন দিয়েছে, যার মধ্যে ১৬টি ব্যাংক তাদের কার্যক্রম এরই মধ্যে চালু করেছে। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা পেতে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলেছেন এবং এ সংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ছে। ব্যাংকগুলো সারাদেশে প্রায় ৪৫ হাজার এজেন্টের মাধ্যমে গ্রাহকদের মধ্যে মোবাইল প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন আর্থিক সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রতি মাসে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ এর মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

www.pathagar.com

হচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে লেনদেনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বাংলাদেশের মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো তাদের আউটলেটগুলোর মাধ্যমে ইউটিলিটি বিল সংগ্রহ করছে। প্রতি মাসে গড়ে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন ইউটিলিটি বিল সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বর্তমানে প্রতিমাসে প্রায় ১২ হাজার রেলওয়ের টিকেট বিক্রি হচ্ছে।

৫.৬ অনলাইন পেমেন্ট গেইটওয়ে

ফ্রি-ল্যান্সার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যপ্রযুক্তি সেবার বিপরীতে অর্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদেশিক আয় দেশে আনার সহজ মাধ্যম হিসেবে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রোভাইডার (OPGSP) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্বল্প ব্যয়ে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয় দেশে আনতে OPGSP-এর সহযোগিতা নেয়ার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে OPGSP-এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৫০০ ডলার দেশে আনার সুযোগ রাখা হলেও পরবর্তীতে তা বাড়িয়ে ২০০০ ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। প্রকৃত আয়ের প্রবাহ পর্যবেক্ষণে ভবিষ্যতে এ সীমা বাড়ানোর প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংক সেটা বিবেচনা করবে। ফ্রি-ল্যান্সিংসহ অদৃশ্য আকারে/ইন্টারনেট এর মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সেবা রপ্তানি করে টিটি বা ড্রাফট এর পাশাপাশি অনলাইন পেমেন্ট মাধ্যমেও স্বল্প খরচে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনা যাচ্ছে। বেসরকারি খাতের ব্যাংক এশিয়া লিঃ এর উদ্যোগে কানাডাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন অর্থ স্থানান্তরকারী প্রতিষ্ঠান 'এলার্টপে' (AlertPay) বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেটে অর্থ লেনদেনের সহজ পেমেন্ট গেটওয়ে 'পে-পল' (Pay Pal) এর সেবা কার্যক্রমে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে ইতোমধ্যে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, খুব শিগগিরই পে-পল এর সেবা পরিধির মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৫ মার্চ, ২০১২ তারিখে ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে এলার্টপে'র কাজ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

তাছাড়া, গ্রাহকের পক্ষে বিদেশী পেশাধারী ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ফি এবং বিদেশে লেখাপড়ার জন্যে ভর্তি প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় ফি, টোফেল (TOFEL), স্যাট (SAT) ইত্যাদি পরীক্ষার ফি ভারচুয়াল কার্ডসহ অনুমোদিত ডিলারদের ইস্যুকৃত আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিশোধের ক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

www.pathagar.com

৫.৭ বিজনেস প্রোসেস আউটসোর্সিং সেবা

সম্প্রতি আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কেপিএমজি-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তি সেবার অন্যতম সম্ভাবনাময় গন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রসরমান দেশগুলো বিশেষ করে ভারত ও ফিলিপাইনে এ খাতে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে এসব দেশের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে ভাবা হচ্ছে। তাছাড়া, বাংলাদেশে এখন ইংরেজি জানা পরিশ্রমী তরুণ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর সংখ্যাও বিপুলভাবে বেড়েছে। সব মিলিয়ে এ খাতে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাবার সক্ষমতা যথেষ্ট বেড়েছে। সামগ্রিক বিষয়টি বুঝতে পেরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসার প্রসারে নিয়ন্ত্রকদের পক্ষ থেকে যেসব বাধা ছিল, বাংলাদেশ ব্যাংক তা তুলে দিয়ে একটি ব্যবসা-বান্ধব 'রেগুলেটরি রেজিম' তৈরি করেছে। তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রসারের ফলে নিবাসী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এখন দেশে বসে অদৃশ্য আকারে/ইন্টারনেট ব্যবস্থায় বাংলাদেশের বাইরে দেয়া বিজনেস প্রোসেস আউটসোর্সিং (BPO) সেবা দিচ্ছে। এর মধ্যে সফট্ওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা, ফ্রি-ল্যান্সিং ইত্যাদি সেবা রপ্তানির বিপরীতে যে কোনো পরিমাণের অর্জিত বৈদেশিক আয় অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখার মাধ্যমে সহজেই দেশে আনা যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য সেবা যেমন-ব্যবসায়িক সেবা, পেশাধারী/গবেষণা কর্ম, পরামর্শ ইত্যাদি সেবা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। এসব সেবাসহ অন্যান্য নন-এজেন্সি সেবার বিপরীতে অর্জিত বৈদেশিক আয় বাংলাদেশে সহজে আনার লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সফট্ওয়্যার/তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নামে খোলা বৈদেশিক মুদ্রা রিটেনশন কোটা হিসাবের জমার অতিরিক্তি ১০ হাজার ডলার প্রকৃত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রতি বছর বিদেশে পাঠাতে পারছে।

৫.৮ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, বাংলাদেশ (NPSB)

বাংলাদেশের পেমেন্ট সিস্টেমকে আরো দক্ষ ও গতিশীল করার জন্যে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতির আলোকে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে সব ধরনের লেনদেন অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে ২৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, বাংলাদেশ (এনপিএসবি) চালু করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ২৪ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে এনপিএসবি বাস্তবায়ন বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করেছে। প্রাথমিকভাবে পূবালী, ডাচ্-বাংলা ও সাউথইস্ট ব্যাংকের মাধ্যমে এটি চালু হলেও বর্তমানে বেশ কয়েকটি ব্যাংকের গ্রাহকরা এ সুবিধা পাচ্ছেন। বেশ কয়েকটি ব্যাংক টেস্টিং পর্যায়ে রয়েছে। খুব

২৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

www.pathagar.com

শিগগিরই সকল ব্যাংককে এনপিএসবি-এর আওতায় আনা সম্ভব হবে। ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ ব্যাংকিং খাতের কেন্দ্রীয় সার্ভার হিসেবে কাজ করবে। একটি মাত্র সুইচের মাধ্যমে সব ব্যাংকের বিভিন্ন প্রদান মাধ্যম যেমন-অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম), পয়েন্ট অব সেলস (পিওএস), ইন্টারনেট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত লেনদেন করা যাবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়াই এক ব্যাংকের কার্ডধারী অন্য ব্যাংকের বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। তাতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের খরচ কমবে। ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো বেসরকারি উদ্যোগে ইতোমধ্যে স্থাপিত বিভিন্ন আন্তঃব্যাংক ও অংশীদারি সুইচ অর্থাৎ দেশব্যাপী বিদ্যমান প্রায় তিন হাজার এটিএম ও আড়াই হাজার পিওএস সুইচ এর মধ্যে ইলেকট্রনিক লেনদেন ক্লিয়ারিং ও নিষ্পত্তির জন্যে একটি একক প্লাটফরম তৈরি করা। ব্যাংকিং খাতে পুরোপুরি চালু হলে এটি সকল আর্থিক লেনদেনের ইলেকট্রনিক সেটলমেন্টের মাধ্যমে দেশের ই-কমার্সকে আরো দ্রুত, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। তখন বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত গ্রীন ব্যাংকিংয়ে আরো এগিয়ে যাবে। এর মাধ্যমে কম খরচে ও কম সময়ে সেবার পরিধিও বাড়বে। এ কারণে কার্ডভিত্তিক পেমেন্ট নেটওয়ার্ক এর বিস্তার বাড়বে। মানুষ বেশি বেশি ভিসা, মাস্টার কার্ড, ক্রেডিট-ডেবিট কার্ড ব্যবহার করবে। এটি দেশের মাদার সুইচ হিসেবে বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত দেশের সকল সুইচসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের পাবলিক একাউন্টস ডিপার্টমেন্ট (পিএডি)-এর ই-পেমেন্টকেও সংযুক্ত করবে। এনপিএস কার্ড ও হিসাব নম্বর ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিলগুলোর অনলাইন পেমেন্ট খুবই সহজ হবে। এনপিএস চালুর ফলে দেশের যে কোনো সেবাদানকারী বা পণ্য বিক্রেতা নিজস্ব ওয়েব-পোর্টাল ব্যবহার করে কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে তাদের পণ্য বা সেবার মূল্য গ্রহণ করতে পারবেন। এতে নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি কমার পাশাপাশি খুচরা টাকার চাহিদাও কমবে।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তির এই নানামুখী ব্যবহার দেশের আর্থিক খাতের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, স্বচ্ছ এবং জনকল্যাণমুখী করেছে। ব্যাংকিং সেবায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশজ প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো সম্ভব। কেননা, প্রযুক্তির কল্যাণে উন্নত ব্যাংকিং সুবিধা সাধারণ মানুষের ব্যয়সীমার মধ্যে চলে আসে, ব্যাংকিং কার্যক্রম সহজ হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির উপযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক সেবা বাড়ানোর জন্যে সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন কৌশলে পরিবর্তন

বাংলাদেশে আর্থিক খাতের প্রসার ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোটা জাতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। যেখানে ব্যাংকগুলোর শাখা রয়েছে, সেখানকার জনসাধারণ এ পরিবর্তনের প্রভাব অনুভব করতে পারছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেশে ৪৭টি তফসিলি ব্যাংক ও ৩১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকগুলো প্রায় ৫৩৯৬ বিলিয়ন টাকা আমানত গ্রহণের বিপরীতে ৪৩১৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ দিয়েছে। নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সামষ্টিকভাবে ব্যাংকের মতো বড় না হলেও তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে লিজ ফাইন্যান্স, গৃহ ঋণ এবং প্রকল্প ঋণ এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিশেষ ব্যাংকিং সেবা দিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বে আর্থিক বিপর্যয়ের সংক্রমণ বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সংক্রমণ এমন একটি অবস্থা যেখানে একটি বৃহৎ ব্যাংকের সমস্যা অন্যান্য ব্যাংককে আক্রান্ত করে। অর্থাৎ সামগ্রিক আর্থিক খাতের একটি অংশের সমস্যা যখন গোটা আর্থিক খাতকে সংক্রমিত করে তখন সেটিকে আর্থিক বিপর্যয়ের সংক্রমণ বলা যায়। বাংলাদেশে এ ধরনের আর্থিক বিপর্যয় সংক্রমণ ঘটেনি। তবে, বিশ্বমন্দা উত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সজাগ থাকার আবশ্যকতা আছে। বস্তুতঃ পক্ষে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমন্বিত সুপারভিশনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বমন্দার অভিজ্ঞতাও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে 'ম্যাক্রো প্রুডেনশিয়াল' কাঠামোকে সঠিক অবস্থানে রাখার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ, সঞ্চিতি কাঠামো পুনঃনির্ধারণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ও মডেল শক্তিশালীকরণ, 'সিস্টেমিক ঝুঁকি' পূর্বানুমান করতে 'স্ট্রেস টেস্টিং' কৌশল প্রবর্তন, তথ্য প্রকাশে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি সুপারভিশন কাঠামো শক্তিশালীকরণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত সর্বোত্তম ব্যবস্থাগুলোর আলোকে নীতিগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

৬.১ অফসাইট ও অনসাইট সুপারভিশন

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর ৭-এ ধারায় দেশে কার্যরত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাদি তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে সার্বিক স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক দু'ধরনের সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর একটি হলো অফসাইট সুপারভিশন বা বিবরণীভিত্তিক তত্ত্বাবধান, অপরটি হচ্ছে অনসাইট সুপারভিশন বা সরেজমিন তত্ত্বাবধান।

www.pathagar.com

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাঠানো রিপোর্ট বা আর্থিক বিবরণীর ওপর ভিত্তি করে ক্যামেলস্ রেটিং এর মাধ্যমে আর্থিক সামর্থ্য নির্ণয়ের পাশাপাশি সমস্যা আক্রান্ত এবং নিবিড়তদারকির প্রয়োজন এরূপ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে অফসাইট সুপারভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অফসাইট সুপারভিশনে ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন সূচকের অবনমন ও উন্নতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। অফসাইট সুপারভিশনে প্রাপ্ত অনিয়মের বিষয়ে সময়ে সময়ে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈঠক করে অনিয়মগুলো নিয়মিতকরণের জন্যে পরামর্শ দিয়ে থাকে। তাছাড়া, ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি ও অডিট কমিটির সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করে কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে তা নিয়মিতকরণের জন্যে তাদেরকে পত্র দেয়া হয়।

অপরদিকে, অনসাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে সরেজমিনে ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। ব্যাংকের সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্যে বার্ষিক বিশদ পরিদর্শন কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ কিছু বড় শাখা (যে শাখাগুলো ব্যাংকের মোট ঋণের ৭০-৮০ শতাংশ আবৃত করে) প্রতি বছর পরিদর্শন করা হয়। অবশিষ্ট শাখাগুলো ছোট শাখা হিসেবে প্রতি তিন/চার বছর অন্তর পরিদর্শন করা হয়। ব্যাংকগুলোর সম্পদের গুণগতমান বিশেষ করে, ঋণ ও অগ্রিমের গুণমান যাচাই করাই বিশদ পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন হয় এমন শাখাগুলোতে বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন ও ব্যাংকগুলোর ট্রেজারি কার্যক্রমের ওপর এবং মানি লন্ডারিং বিষয়ে বিশদ পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। মানি চেঞ্জারগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত পরিদর্শনও পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ব্যাংকগুলোর কোর রিস্ক যেমন সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা (এএলএম), ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (সিআরএম), বৈদেশিক বিনিময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (এফইআরএম), মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (এএমএলআরএম), অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন (আইসিসি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইত্যাদির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক পদ্ধতিগত পরিদর্শন পরিচালনা করে। তাছাড়া, গ্রাহক, আমানতকারী, জনসাধারণ বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা বিশেষ প্রয়োজনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়। বিশেষ পরিদর্শনে ব্যাংকগুলোর জাল-জালিয়াতি, অর্থ-আত্মসাতের মতো গুরুতর অনিয়ম উদ্‌ঘাটিত হয়।

৬.২ সুপারভিশনে কৌশলগত পরিবর্তন

আর্থিক খাতে অধিকতর স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং খাতের নজরদারির বিদ্যমান সুপারভিশন পদ্ধতিতে কৌশলগত পরিবর্তন আনতে শুরু করেছে। ঝুঁকিকে মুখ্য বিবেচনায় নিয়ে নতুন নতুন পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের সার্বিক অবস্থা নিরন্তর তদারকি শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঋণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, আয়-ব্যয় ইত্যাদিসহ আর্থিক, পদ্ধতিগত এবং প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারণী ও নির্বাহী কার্যক্রমে পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর দায়-দায়িত্ব,

www.pathagar.com

জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। ব্যাংকের বিবিধমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত বিভিন্ন ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনগুলো অনুসরণের জন্যে বিভিন্ন সময়ে দেওয়া নির্দেশনা ব্যাংকগুলো যথাযথভাবে পালন করছে কিনা তা তদারকিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৬.২.১ আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা

অফসাইট ও অনসাইট উভয় সুপারভিশনের ক্ষেত্রে কঠোর নজরদারি বজায় রেখে একে আরো উন্নত করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। ব্যাংক সুপারভিশনের কার্যকারিতা বাড়ানো ও ব্যাংকিং খাতে কঠোর নজরদারি বজায় রাখার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। সমন্বিত সুপারভিশন কাঠামোর আওতায় প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশনগুলোকে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি-পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান, আইনগত কাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশনের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় জোরদার করা হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি প্রশমনের জন্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা, মানি লন্ডারিং ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে পর্যাপ্ত নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশনস্ এর লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তি ও জরিমানা আরোপ করা হচ্ছে। সুপারভিশনে পরিলক্ষিত জাল-জালিয়াতি বা গুরুতর অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে ব্যাংকগুলোকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে।

মূলধন ভিত্তি শক্তিশালীকরণ

ব্যাংকগুলোর আর্থিক সুস্থতা এবং স্থিতিশীলতার অন্যতম পরিমাপক হচ্ছে মূলধন পর্যাপ্ততা। এজন্যে ব্যাংকগুলোর মূলধন ভিত্তি শক্তিশালীকরণের প্রয়াসে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি-পদ্ধতি অনুসরণের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক জোর দিয়েছে। ইতোমধ্যে ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত ব্যাসেল-২ এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে। ব্যাসেল-২ নীতিমালা অনুসারে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০ শতাংশ মূলধন সংরক্ষণের আবশ্যকতার বিপরীতে ব্যাংকগুলো ৩০ জুন, ২০১২ তারিখে ১১.৩১ শতাংশ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে ১০.৮৫ শতাংশ মূলধন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নজরদারির কারণে গত চার বছরে ব্যাংকিং খাতের মূলধন ভিত্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ব্যাংকগুলোর মুনাফার একটা বড় অংশ মূলধনে স্থানান্তর হওয়ার কারণেই এটি ঘটেছে। ফলে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরো শক্তিশালী হয়েছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত ব্যাংকগুলোকে ব্যাসেল-১ অনুযায়ী ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন সংরক্ষণ করতে হতো। এ নীতিমালা অনুসারে ২০০৮ শেষে ব্যাংকগুলোর সংরক্ষিত মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০,৫৭৮ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, ব্যাসেল-২ অনুযায়ী ব্যাংকগুলোর রক্ষিতব্য মূলধনের পরিমাণ যেমন বেড়েছে তেমনিভাবে গত সাড়ে তিন বছরের ব্যবধানে (জুন ২০১২) ব্যাংকগুলোর সংরক্ষিত মূলধনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬,২০১ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই সাড়ে তিন বছরে ব্যাংকিং খাতে মূলধন বেড়েছে ৩৫,৬২৩ কোটি টাকা; সংরক্ষিত মূলধনের সার্বিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ১৭৩ শতাংশ। মূলধন পর্যাপ্ততার দিক থেকে অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এখন শক্ত অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বমন্দাত্তোর আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে সৃষ্ট উদ্বেগের ফলে মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি-পদ্ধতির সংশোধন ও পরিবর্তন করে বিভিন্ন দেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্যে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশেও ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের জন্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে একটি পথ-নক্শা বা রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হচ্ছে। আর সেই রোডম্যাপ অনুযায়ী সামনের দিকে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখা হয়েছে।

ঋণ শ্রেণীকরণ, প্রভিশনিং ও পুনঃতফসিলিকরণ

ব্যাংকিং খাতের সার্বিক পরিস্থিতি আরো সুসংহত ও সুদৃঢ় করতে নিবিড় তদারকি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ঋণ শ্রেণীকরণ, প্রভিশনিং ও পুনঃতফসিলিকরণ নীতিমালা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে সেপ্টেম্বর ২০১২ মাসে এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়। ব্যাংক ঋণের প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত ক্ষতির প্রকৃত পর্যায় নিরূপণের জন্যে ঋণের শ্রেণীকরণ বাস্তবানুগ ও যৌক্তিক হওয়া আবশ্যক। নতুন নিয়মানুসারে, দুই মাসের বেশি সময়ের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণগুলো 'বিশেষ উল্লেখ হিসাব (এসএমএ)' এবং তিন থেকে ছয় মাসের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণগুলো 'নিম্নমান' হিসেবে শ্রেণীকৃত হবে। তবে, ব্যাংক কোম্পানি আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী খেলাপি ঋণের সংজ্ঞা অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ ছয় মাস ও তদূর্ধ্ব সময়ের জন্যে মেয়াদোত্তীর্ণ না হলে তাকে খেলাপি ঋণ বলা হবে না। নতুন নীতিমালায় সঞ্চিতির পরিমাণ বাড়িয়ে খেলাপি ঋণকে নিরুৎসাহিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দক্ষ ও কার্যকর ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্যে বাস্তবতার ভিত্তিতে পুনঃতফসিলিকরণের সীমা নির্ধারণের কোন বিকল্প নেই। বারবার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের অপসংস্কৃতি থেকে ব্যাংকগুলোকে বের করে আনার লক্ষ্যে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পরিবর্তিত নিয়মে তিনবারের বেশি খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করার সুযোগ রাখা হয়নি। তবে, রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পে স্টকলটজনিত সমস্যা এবং জাতীয় প্রয়োজনের অগ্রাধিকার মাথায় রেখে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ পুনঃতফসিলের নিয়মে শৈথিল্য আনার প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে তা বিবেচনা করবে।

এই বাস্তবভিত্তিক ও আধুনিক ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং এবং পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা একদিকে যেমন ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা বাড়াবে, অন্যদিকে প্রকৃত উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ী তথা ভালো ঋণ গ্রহীতাদের জন্যে উত্তম ব্যাংকিং সেবার পরিধি বৃদ্ধি করবে। তাদের জন্যে সহজে ঋণ পাবার সুযোগও বাড়বে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ সনাক্তকরণ, বিশ্লেষণ ও তা হ্রাসকরণ এবং আগাম সতর্কীকরণের অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Risk Management Unit) গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজ তদারকির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকেও একটি পৃথক মনিটরিং ইউনিট খোলা হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি বিশ্বমানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১২ সালে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি বিশদ গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০০৩ সালে প্রণীত ছয়টি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানের গাইডলাইনটি আরো সহজ ও ব্যবহার উপযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

স্ট্রেস টেস্টিং সিস্টেম প্রবর্তন

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঝুঁকি বহন ক্ষমতা যাচাই করার জন্যে স্ট্রেস টেস্টিং (stress testing) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। সম্ভাব্য ঝুঁকির মুখে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের জন্যে বর্তমানে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ট্রেস টেস্টিং এর মাধ্যমে ক্রেডিট, মার্কেট এবং লিক্যুইডিটি রিস্কের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে, যা ব্যাংকগুলোকে আগাম সতর্কতা হিসেবে ঝুঁকি প্রশমনের জন্যে প্রয়োজনীয় ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করছে। ব্যাংকগুলোও ধীরে ধীরে এর ফলে সম্ভাব্য ঝুঁকি বিষয়ে মনোযোগী হচ্ছে। ঐসব ঝুঁকি মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে। ব্যাংকগুলো এ কাজটি কতোটা পারদর্শিতার সঙ্গে করতে পারছে তা দেখার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভাইজরদেরও সক্ষম করে তোলা হচ্ছে।

ক্যামেলস্ রেটিং গাইডলাইন রিভিউ

আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি-নীতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, আধুনিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের সঙ্গে যুগোপযোগী করা এবং ব্যাংকের সুস্থতা আরো নির্ভুলভাবে নির্ণয়ের লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত ক্যামেলস রেটিং গাইডলাইন রিভিউ এর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই রেটিং দিয়েই ব্যাংকের সার্বিক স্বাস্থ্যের অবস্থা মাপা হয়।

৬.২.২ সুপারভিশন কার্যক্রমে সাম্প্রতিক পরিবর্তন

বেশকিছু কাল আগে থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক খাত তদারকি কাঠামোর বিভিন্নমুখী সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন দিকের ওপর দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিদর্শন ও রিভিউ রিপোর্ট প্রণয়ন শুরু করা হয়েছে। ভিজিল্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ পৃথকীকরণ ও পুনর্গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন বিভাগগুলোর সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ধারা থেকে অনিয়ম ও জাল-জালিয়াতির সম্ভাব্য প্রবণতা চিহ্নিতকরণে সহায়তার জন্যে ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। সম্ভাব্য অপতৎপরতাগুলোর ফলোআপের জন্যে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয় (আইবিপি)সহ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থায়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য অনলাইনে বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করার জন্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তথ্য সরবরাহে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্যে ব্যাংকগুলোকে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও উপযুক্ত সফট্ওয়্যার তৈরির কাজে হাত দিয়েছে।

কুইক রিভিউ রিপোর্ট

ব্যাংকের ঝুঁকি বিশেষ করে মূলধন, সম্পদ, ব্যবস্থাপনা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য, ঝুঁকি সংবেদনশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকি দ্রুত সনাক্তকরণের জন্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোর কুইক রিভিউ রিপোর্ট (QRR) তৈরি করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট গঠন

ব্যাংকিং সেবার মান সম্পর্কে গ্রাহক পর্যায়ে ক্ষোভ বা অভিযোগের ত্বরিত প্রতিকারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসগুলোতে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিআইপিসি) খোলা হয়েছে। এ কেন্দ্রে ব্যাংকের আমানতকারী, গ্রাহক অথবা জনসাধারণ বা কোনো প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ শোনার জন্যে ১৬২৩৬ হটলাইন নম্বর রয়েছে। সিআইপিসি'র কর্মকাণ্ড ও পরিধি সম্প্রসারিত করা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো আরো দ্রুত ও সহজে সমাধানের জন্যে সিআইপিসি-কে পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি)' নামে নতুন বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। প্রচুর সংখ্যক গ্রাহক এরই মধ্যে এই বিভাগের সেবা নিয়েছেন এবং প্রতিদিন নতুন নতুন অভিযোগ আসছে। সেসব অভিযোগ নিষ্পন্ন করার কাজেও বাংলাদেশ ব্যাংক সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধে নতুন নির্দেশনা

বিশ্বমন্দাত্তোর পরিস্থিতিতে ঋণ ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, পরিচালনগত ঝুঁকি, বৈদেশিক বিনিময় ঝুঁকি, মানি-লন্ডারিং ইত্যাদি ঝুঁকিসহ জাল-জালিয়াতি/প্রতারণা ঝুঁকি ব্যাংকিং খাত তথা আর্থিক খাতের জন্যে একটি হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আর্থিক জাল-জালিয়াতির মূখ্য কারণ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষাজনিত দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ। ফলে, ব্যাংকগুলোর জালিয়াতি বা প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড প্রবণতা প্রতিরোধে তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির কার্যকারিতার স্বমূল্যায়ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও পর্ষদের অডিট কমিটির চেয়ারম্যানের প্রতিস্বাক্ষরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের জন্যে ৭ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে একটি নির্দেশনা জারি করা হয়। এর ফলে পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনার যৌথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাঠাতে একটি ছকও যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, সাধারণ ব্যাংকিং পরিচালনা, ঋণ ও অগ্রিম এবং তথ্যপ্রযুক্তির ওপর ৫০টির বেশি নির্ণায়ক রয়েছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহীর দায়-দায়িত্বের আলোকে জালিয়াতি বা প্রতারণামূলক তৎপরতার প্রবণতা প্রতিরোধে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির কার্যকারিতার ওপর দাখিলকৃত স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনবোধে সরেজমিনে যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আইবিপি ক্রয়ে নির্দেশনা

সম্প্রতি স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয়ের (আইবিপি) ক্ষেত্রে ব্যাংক শাখা পর্যায়ে ব্যাপক অনিয়ম উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় গত ১১ জুলাই, ২০১২ তারিখে এসব বিল ক্রয়ে শাখা পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিবর্তে প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্যে

www.pathagar.com

ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তাছাড়া, স্বীকৃতির পূর্বে অবশ্যই বিলগুলোর বিপরীতে মালামালের প্রকৃত সরবরাহের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। ব্যাংক শাখা পরিদর্শনের সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভাইজারগণকে এসব বিলের স্বীকৃতি প্রদান ও মূল্য পরিশোধের বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল প্রবর্তন

ঐতিহাসিক ও অনুমিত দৃশ্যকল্পের ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যাংকের সম্ভাব্য অভিঘাত মোকাবেলার ক্ষমতা ও দুর্বলতাগুলো পরিমাপ করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল (FPM) প্রবর্তনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মডেলটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে বাস্তবসম্মত দৃশ্যকল্প বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে প্রতিটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আগাম সতর্ক বার্তা পাওয়া, ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং তদানুযায়ী নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজতর হবে। আধুনিক সুপারভাইজরি টুল হিসেবে FPM বাস্তবায়নের ফলে প্রতিটি ব্যাংকের ঝুঁকি নিরূপণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক সুপারভিশন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড চালুকরণ

ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন বিভাগগুলোর সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ধারা থেকে অনিয়ম ও জালিয়াতির সম্ভাব্য প্রবণতা চিহ্নিতকরণে সহায়তার জন্যে একটি ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এই ড্যাশবোর্ড এর কারণে এখন থেকে ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্স-শীটের বাইরের কার্যক্রমে অস্বাভাবিকতাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরে আসবে এবং তদ্‌প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে। আমদানি, রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয় সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এই ড্যাশবোর্ডে 'রিয়েল টাইম' ভিত্তিতে হিট করবে। এ বোর্ড এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট ও অনসাইট সুপারভিশনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং ও সুপারভিশন আরো কার্যকর হবে। এখন থেকে অনসাইটের সুপারভাইজররা ব্যাংকে পরিদর্শনে যাওয়ার আগে ড্যাশবোর্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাংক শাখায় সুনির্দিষ্টভাবে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও পরিচালকবৃন্দের ব্যাংকিং শৃঙ্খলা ভঙ্গের নানা ঘটনা সংরক্ষণ এবং পরবর্তীতে এই সংরক্ষিত তথ্যের পর্যালোচনার মাধ্যমে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ওয়েবভিত্তিক কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। দেশে বিরাজমান আর্থিক পরিস্থিতিতে ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও পরিচালকবৃন্দের কিছু অনিয়মকে চিহ্নিত করে ইতোমধ্যেই এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা শুরু হয়েছে।

www.pathagar.com

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট গঠন

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিষয়ে গবেষণা করা, অর্থনৈতিক ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্বাভাস দেয়া এবং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরির সুপারিশ করার দায়িত্ব পালনের জন্যে ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট' নামে একটি নতুন বিভাগ চালু করা হয়েছে। এ ডিপার্টমেন্ট থেকে বার্ষিক ভিত্তিতে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ ডিপার্টমেন্ট শুধু ব্যাংকিং খাত নয়, বরং গোটা আর্থিক খাতের সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রাথমিক অবস্থাতেই চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। এটি ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করবে। ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশন হচ্ছে আর্থিক খাতকে আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ করা ও যেসব সমস্যা সহজেই একটি ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে সংক্রমিত হয় এবং সামগ্রিক আর্থিক খাতের একটি অংশ থেকে গোটা ব্যাংকিং খাতকে সংক্রমিত করে সেসব সমস্যার পূর্ব সঙ্কেত খোঁজা। এ বিভাগটি ঋণ প্রবৃদ্ধি, সুদের হার, বিনিময় হার, মূলধন প্রবাহ, সম্পদের মূল্য যেমন-শেয়ার, রিয়েল এস্টেট ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ বিভাগ অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে কার্যকর নীতিমালা ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করবে।

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট প্রণয়ন

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ও আর্থিক চিত্র বিশ্লেষণ করে ২০১০ ও ২০১১ ভিত্তিক Financial Stability Report প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টে আর্থিক খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ, ব্যাংকিং খাতের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি গ্রহণের সক্ষমতা পরিমাপের পাশাপাশি আর্থিক খাতের অবকাঠামো ও উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থিক খাত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক তথা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলায় কতটুকু সক্ষম সে সম্পর্কে রিপোর্টটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে। আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা আনয়ন তথা এ খাতের সক্ষমতা, দুর্বলতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে ব্যাংকগুলো প্রস্তুত হতে শুরু করেছে।

ডায়াগনস্টিক রিভিউ রিপোর্ট

ব্যাংকগুলোর সার্বিক অবস্থা ও ডিসক্লোজার আবশ্যকতা পর্যবেক্ষণে নিয়মিত ডায়াগনস্টিক রিভিউ প্রতিবেদন (DRR) প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ ধরনের প্রতিবেদন প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিবেদনে উল্লিখিত দুর্বলতা/অনিয়মাদির গভীরতা বিবেচনায় নিয়ে দূরবর্তী সতর্ক সঙ্কেত হিসেবে ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক অবস্থার মানোন্নয়নে সহায়তা করা।

তারল্য ব্যবস্থাপনায় নজরদারি

একটি ব্যাংকের তারল্য সঙ্কট দেখা দিলে তার সুনাম নষ্ট হয়। বেশি দামে তারল্য সংগ্রহ করতে হয়। ফলে লাভের অঙ্ক কমে আসে। গ্রাহক সেবা বিঘ্নিত হয়। তারল্যের গতিধারার

www.pathagar.com

পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা ব্যাংকগুলোর নিজ নিজ দায়িত্ব হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক এক্ষেত্রে নজরদারি জোরদার করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ব্যাসেল-৩ এর আলোকে তারল্য পর্যাপ্ততার আরো দু'টি নতুন পরিমাপের (লিক্যুইডিটি কভারেজ রেশিও ও নীট স্ট্যাবল ফান্ডিং রেশিও) প্রবর্তন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাংকগুলো থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। বিশ্লেষণ সাপেক্ষে তারল্য বিষয়ক নজরদারির নতুন কৌশল অচিরেই বাস্তবায়ন করা হবে।

অনসাইট এবং অফসাইট সুপারভিশনের মধ্যে সমন্বয়

বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন মারফত ব্যাংকগুলো থেকে প্রেরিত বিবরণীসমূহ বিশ্লেষণে পাওয়া গুরুতর অনিয়মের তথ্য সরেজমিনে যাচাই করার জন্যে নিয়মিত ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগে পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোর অনিয়ম করার প্রবণতা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। সকল পরিদর্শন প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে যৌথ পরিদর্শন কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এসব প্রতিবেদনের আলোকে দ্রুতই বিশেষ সুপারভিশন দল মাঠে নেমে পড়ছে এবং বিভিন্ন ব্যাংকের অনিয়ম ধরে ফেলছে। এর ফলে সম্প্রতি কয়েকশ' ব্যাংকারকে চাকুরিচ্যুত করা বা সাময়িক বরখাস্ত, জেল ও জরিমানার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

পরিদর্শন কর্মবলের দক্ষতা বৃদ্ধি

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। অনসাইট সুপারভিশনের পুনর্বিন্যস্ত ব্যবস্থায় ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ঝুঁকিগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। পরিদর্শন কর্মবলের দক্ষতায় উৎকর্ষ আনার জন্যে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের ও বিদেশের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞদেরও এ কর্মযজ্ঞে যুক্ত করা হয়েছে।

দ্রুত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ

বিদ্যমান ব্যবস্থায় পরিদর্শন সম্পন্ন করে প্রতিবেদন তৈরি ও অনুমোদনের পর ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বরাবরে পাঠাতে বেশ লম্বা সময় লেগে যায়। এতে পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ ও সংশোধনমূলক সুপারিশগুলো যখন শাখায় পাঠানো হয় তখন অনেক ক্ষেত্রেই তা হালনাগাদ তথ্যভিত্তিক থাকে না। এই অবস্থার পরিবর্তন এনে দ্রুত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তৎপর রয়েছে। পরিদর্শনে রুটিন পদ্ধতিগত বিচ্যুতিগুলোর বিষয়ে বেশি সময় দেওয়ার পরিবর্তে ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলোতে বেশি মনোযোগ দেয়া হচ্ছে।

ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার কার্যক্রম মূল্যায়ন

ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের বিশদ মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ঋণ মঞ্জুরি, ঋণের সদ্ব্যবহার ও আদায়ের সমুদয় প্রক্রিয়ার ওপর

www.pathagar.com

পরিদর্শনে সতর্ক মনোযোগ/নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এসব বিষয়ে ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনায় উচ্চতর উৎকর্ষের আবশ্যকতা আরোপ করা হচ্ছে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা নজরদারির দায়িত্ব ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনদল এ বিষয়ে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার কার্যক্রম মূল্যায়ন করছে।

৬.২.৩ ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সে কারণে ব্যাংক ব্যবস্থার নজরদারির ভূমিকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। নতুন প্রেক্ষাপটে সনাতনী ধারণা ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াগুলো যথেষ্ট নয়। অন্যান্য দেশের মতো আমাদের ব্যাংকগুলোতেও বহু ঝুঁকি ও দুর্বলতা রয়েছে। এ ঝুঁকি ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। আইনি সীমাবদ্ধতা দূর করতে আইনগত সংস্কার কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচলিত পরিপালনভিত্তিক সুপারভিশনকে ঝুঁকিভিত্তিক সুপারভিশনে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া চলছে। ঝুঁকিভিত্তিক সুপারভিশন হচ্ছে অতীতের কার্যক্রম দেখার পাশাপাশি সামনের দিকে নজর ফেলার একটি কৌশল। এ ব্যবস্থায় ব্যাংকের দুর্বল দিকগুলো অধিকতর ক্ষতিকারক পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার আগেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো থেকে যাতে দ্রুত ও হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায় সে জন্যে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার তথা ব্যাংকিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। ব্যাংকের ঋণ ও অন্যান্য ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পদ্ধতিগত ঝুঁকি এবং ব্যাংকগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমের কার্যকারিতা বাড়ানোর মাধ্যমে কিভাবে এসব ঝুঁকি মোকাবেলা করা যায় তার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

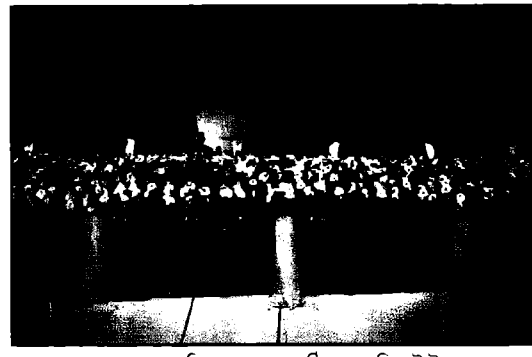

১১ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে খুলনায় অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক টাউন হল সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

৬.৩ সুপারভিশন সংক্রান্ত টাউন হল সভা

বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশনের বিষয়গুলোকে আরো সমন্বিত করতে মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজারদের কাছ থেকে বাস্তবতা জানতে এবং তার আলোকে সুপারভিশন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করে সুপারভিশনের একটি নতুন কাঠামো তৈরি করতে প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ঢাকায় জাতীয়ভাবে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কয়েকটি টাউন হল সভা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের শাখা অফিসসমূহে কর্মরত পরিদর্শন কর্মকর্তাগণ অনেক সময় নিজেদেরকে আর্থিক খাতে চলমান পরিবর্তনগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন ভেবে থাকতে পারেন। কেননা, প্রায় সবগুলো ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায়; জাতীয় পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঢাকাতেই নেওয়া হয়ে থাকে। তবে, ব্যাংক ব্যবস্থাসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা বড় অংশ ঢাকার বাইরে বিস্তৃত। তাই ঢাকার বাইরের গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং শাখা পর্যায়ে ব্যাংকগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ও সেবার মান উন্নয়নে সুপারভিশন কার্যক্রমের ভূমিকা রয়েছে। এজন্যে শাখা অফিসগুলোর প্রতি বাড়তি নজর দেয়া হচ্ছে। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ করে, কৃষি, এসএমই, নারী উদ্যোক্তা ও পরিবেশবান্ধব খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্থাপিত গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রমে শাখা অফিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ বিবেচনায় গত দু'বছরে বেশ কয়েকটি টাউন সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী, ঢাকায় আয়োজিত প্রথম টাউন হল সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

এসব সভায় মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজারদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক শাখাগুলোর ঋণগ্রহীতাদের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কিনা, ব্যাংকগুলো গ্রাহকের সঙ্গে গড়ে ওঠা প্রকৃত সম্পৃক্ততা আড়াল করছে কিনা, অপেক্ষাকৃতভাবে কম লেনদেন হওয়া শাখায় প্রধান কার্যালয়ের মনোযোগের অভাব রয়েছে কিনা বা ওইসব শাখার সঙ্গে প্রধান কার্যালয়ের ভৌগোলিক দূরত্ব কতটুকু, ঢাকার নির্বাহী ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শাখা ব্যবস্থাপনার তুলনামূলক কম সম্মুখ সভা হচ্ছে কিনা, অন্য কোনো কারণে এসব শাখায় বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ জালিয়াতির সম্ভাবনা রয়েছে কিনা, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং নিজস্ব প্রজ্ঞা ব্যবহার করে এসব অনিয়ম যাচাই করার জন্যে সুপারভাইজারদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, টাউন হল সভাগুলোতে আলোচনার মাধ্যমে যে সমস্ত প্রাথমিক ধারণা উন্মোচিত হয়েছে, তা ভবিষ্যতে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে উপযুক্ত নীতিমালা ও গাইডলাইন্স প্রণয়ন ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

www.pathagar.com

সভার তারিখ	সভার স্থান	আওতাধীন অফিস	মূল বিষয়বস্তু
১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১	ঢাকা	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	'ব্যাংকিং খাতের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ এবং তদারকির ভঙ্গি।' (Contemporary Challenges in the Banking Sector and Supervisory Stance)
১৮ মার্চ, ২০১২	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম ও সিলেট	-
১২ এপ্রিল, ২০১২	বরিশাল	বরিশাল	-
১৫ জুলাই, ২০১২	রাজশাহী	রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুর	'অধিকতর শক্তিশালী শাখা মানেই অধিকতর শক্তিশালী ব্যাংক; শাখা পর্যায়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই ত্বরান্বিত হয় ব্যাংকের মুনাফা।' (Stronger Branches, Stronger Banks: Controlling Risks and Enhancing Returns at the Branch Level)
১১ নভেম্বর, ২০১২	খুলনা	খুলনা	'আর্থিক সততা ঃ শাখা পর্যায়ে পরিচালন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং গুরুতর ক্ষতি পরিহার।' Financial Integrity: Managing Operational Risks and Avoiding Serious Losses at the Branch Level.

নতুন শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিংয়ের নিয়মে ঋণ পোর্টফোলিওতে ঋণ গ্রহীতাদের দায় শোধে অপারগতা বা অনীহাজনিত সম্ভাব্য সব লোকসানের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে পর্যাপ্ত প্রভিশন রাখতে হবে। শাখা পর্যায়ে ব্যাংকগুলোর ঋণ শ্রেণিবিন্যাসের যথার্থতা পর্যালোচনা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজাররাই করে থাকেন। তাই, টাউন হল সভাগুলোর মাধ্যমে সুপারভাইজারদেরকে নতুন নিয়মে প্রভিশন সংরক্ষণের আবশ্যকতা পরিপালনের বিষয়ে সম্যক অবহিত করা হয়েছে। কেননা, শ্রেণিবিন্যাস যথার্থ না হলে প্রভিশনিংও যথার্থ বা পর্যাপ্ত হবে না। তাছাড়া, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজাররা যে ব্যাংক শাখা পরিদর্শনে যাবেন সেটির ব্যবস্থাপনা মানের দিকে তাদেরকে বিশেষ নজর দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করা, তাদেরকে নিবিড়ভাবে প্রশ্ন করা, তাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তাদের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় নিম্নতর পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপে শাখায় অবৈধ ও নিয়ম-নীতি বহির্ভূত কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা যায়। ঋণ নথিতে বা অন্যান্য সূত্রে শাখার কার্যক্রমে পরিদৃষ্ট অনিয়ম বা অনৈতিকতার যে কোনো লক্ষণ শাখা ব্যবস্থাপনার এবং নিজেদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে আনা উচিত। ব্যাংক শাখায় চিহ্নিত অনিয়ম প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যাংকের উচ্চতর আঞ্চলিক বা প্রধান কার্যালয়ে একই ধরনের মন্দ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়।

৬.৪ মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন এর সুপারিশ বাস্তবায়ন

আর্থিক খাত তদারকির কার্যকারিতা তীক্ষ্ণতর করার বিষয়ে মহাব্যবস্থাপকগণ ও উর্ধ্বতন নির্বাহীবর্গের সমন্বয়ে গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান

www.pathagar.com

কার্যালয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের সুপারিশমালার আলোকে পরিদর্শন ও সুপারভিশন বিভাগগুলোর কার্যক্রম পুনর্বিন্যস্ত করা হচ্ছে। মহাব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীরা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে জাল-জালিয়াতি সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে ব্যাংকগুলোর নিজস্ব অভ্যন্তরীণ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিদর্শন ও মূল্যায়ন; অফসাইট সুপারভিশন কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণীগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর প্রতারণা/জালিয়াতি/বিধি-ব্যবস্থার গুরুতর লঙ্ঘনমূলক কার্যকলাপ সনাক্ত করার সম্ভাব্যতা নিরূপণ; পরিদর্শিত ব্যাংক শাখা/কার্যালয়ের প্রধান প্রধান দুর্বলতা/অনিয়ম চিহ্নিত করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলগুলোর পারদর্শিতা বাড়ানোর সম্ভাব্য কলাকৌশল এবং বৈদেশিক মুদ্রায় বিধিবহির্ভূত ডিলিং ও মূলধন পাচারের কার্যকলাপ চিহ্নিত করা ও প্রতিবিধানে পরিদর্শন দলগুলোর তৎপরতা ও সামর্থ্য বাড়ানোর কলাকৌশলের ওপর আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। পরবর্তীতে দলগুলো আবার একসঙ্গে প্লেনারিতে মিলিত হয়ে নিজ নিজ সুপারিশমালা উপস্থাপন করে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) এর সৌজন্যে পাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের দু'জন সুপারভিশন বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণে আলোচনা সেশনগুলো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দিনশেষে সমাপনী পর্বে ঊর্ধ্বতন নির্বাহীদের অভিজ্ঞতার আলোকে অবিলম্বে ও দীর্ঘতর মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংকের করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ পাওয়া যায়, যার ভিত্তিতে বিদ্যমান সুপারভিশনকে আরো উন্নত ও কার্যকর করার কাজ চলছে। ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের যে দিকে ঝুঁকি বেশি সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে শাখা পর্যায়ে বিশেষ পরিদর্শনের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। অফসাইটে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে সম্ভাব্য দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতেও সরেজমিনে শাখাগুলো পরিদর্শন করা হচ্ছে।

২২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত 'মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন ২০১২' এর প্লেনারি সেশনে বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

৬.৫ ব্যাংক সুপারভিশন 'টাস্ক ফোর্স' গঠন

ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ, সুষ্ঠু ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ও কর্পোরেট গভর্নেন্স সমুন্নত রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগসমূহের মধ্যে কাজের সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে একজন নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে ব্যাংক তত্ত্বাবধান সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের মহাব্যবস্থাপকদের নিয়ে ব্যাংক সুপারভিশন টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এ টাস্ক ফোর্স প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার ব্যাংক সুপারভিশন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্যে সভায় মিলিত হচ্ছে। এ সভায় সাম্প্রতিক মাসে সম্পাদিত পরিদর্শন কর্মকাণ্ড ও তাতে

www.pathagar.com

দৃষ্ট উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ পর্যালোচনা, পরিদর্শন বিভাগসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন, পরিদর্শন কর্মকর্তাদের প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ এবং ব্যাংকে নিযুক্ত Risk Detection and Mitigation Advisor এবং Risk Detection and Mitigation Associates এর কার্যক্রম সমন্বয় করছে। টাস্ক ফোর্স সভার পর্যালোচনার সার-সংক্ষেপ ও সুপারিশমালা নিয়মিতভাবে ব্যাংকের সর্বোচ্চ পর্যায়কে অবহিত করা হয়।

৬.৬ উপদেষ্টা নিয়োগ

ব্যাংকগুলোর জাল-জালিয়াতি/প্রতারণামূলক তৎপরতার প্রবণতা সনাক্ত ও প্রতিরোধে ব্যাংকগুলোর বিদ্যমান নীতিমালা, প্রক্রিয়া, কৌশল ও পদ্ধতির কার্যকারিতা মূল্যায়ন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা কার্যক্রমের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্যে সম্প্রতি বাণিজ্যিক ব্যাংক বিষয়ে দেশীয় অভিজ্ঞ একজন Risk Detection and Mitigation Advisor নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন। তিনি এরই মধ্যে খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করেছেন এবং তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এই প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুতই ব্যাংকগুলোকে প্রতিরোধমূলক নির্দেশনা দেয়া হবে। তাছাড়া, আইএমএফ এর অর্থায়নে বিদেশী অভিজ্ঞ দু'জন Risk Detection and Mitigation Associate নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন বিভাগগুলোর কার্যক্রম সমীক্ষা করে সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করছেন।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতকে একটি দক্ষ ও ফলপ্রসূ পদ্ধতির মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে খুব শিগগিরই সরেজমিন পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বেশকিছু পরিবর্তন আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু নীতিমালা ও গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি একেবারেই নতুন আর কিছু হলো গুরুত্বপূর্ণ পরিমার্জন। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা কার্যক্রমের ওপর বিশেষ নজরদারিসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ/তদারকিমূলক কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রক্রিয়া আগামী দিনগুলোতেও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পেতে থাকবে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন সংস্কৃতি বদলে যাচ্ছে। তবে বদলে দেয়ার কাজটি সাধারণত ধীরে ধীরেই হয়ে থাকে। তবুও বাংলাদেশ ব্যাংক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তার সুপারভিশন কৌশলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের যে গতি আনতে পেরেছে তা অবশ্যই উল্লেখ করার মতো। তবে এক্ষেত্রে আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। আর্থিক খাতে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড খুবই অনভিপ্রেত হলেও সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধযোগ্য নয়; উন্নত বিশ্বেও এ ধরনের ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তবে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যাংকগুলোর স্বীয় সতর্কতা ও তৎপরতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কঠোর করা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত সুপারভিশনের গুণগত মানকে বদলে দেবার মতো মানসিকতা ও প্রস্তুতি বজায় রাখতে হবে। অর্থনীতির হৃদযন্ত্র বলে পরিচিত ব্যাংকিং খাতকে সুরক্ষিত রাখতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

পেমেন্ট সিস্টেমের আধুনিকায়ন

বর্তমান বিশ্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পেমেন্ট ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ এর উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান করা। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং খাতের এ দায়িত্বটি নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করে আসছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সনাতনী চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থায় কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার যুক্ত করে নব্বইয়ের দশকে এটিকে সেমি-অটোমেটেড ব্যবস্থায় উন্নীত করা হয়। কিন্তু ক্রমপ্রসারমান ব্যবসায়িক লেনদেনগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যে উক্ত ব্যবস্থা ক্রমশই সেকেলে হয়ে যাচ্ছিল। এ প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার দৈনন্দিন কার্যক্রমে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর পাশাপাশি যে সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রাহক সেবার বিষয়টি সম্পৃক্ত সেগুলো অটোমেটেড করার সময়োচিত উদ্যোগ নেয়। যুক্তরাজ্য সরকারের দাতা সংস্থা ডিএফআইডি এর আর্থিক সহায়তায় রেমিট্যান্স এন্ড পেমেন্টস পার্টনারশীপ (RPP) প্রকল্পের আওতায় ২০০৬ সালের শেষার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি দ্রুত, নিরাপদ ও আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। ২০১১ সালের মার্চে এসে প্রকল্পটির কার্যক্রম শেষ হয়। পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম আধুনিকায়নের আওতায় অক্টোবর ২০১০-এ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়, যা ইতোমধ্যে দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্যে সুফল বয়ে এনেছে। ক্লিয়ারিং হাউজটি প্রতিষ্ঠার পর এটি পরিচালনার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার এবং দুর্যোগকালীন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্যে মিরপুরে ডিজাস্টার রিকভারি (ডিআর) সাইট স্থাপন করা হয়েছে। BACH-এ অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সঙ্গে উক্ত ডাটা সেন্টার ও ডিআর সাইটের মধ্যে যোগাযোগ এর মাধ্যমে ভারচুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ২৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে রংপুর নিকাশ অঞ্চল কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে যোগদানের মাধ্যমে দেশের সকল ক্লিয়ারিং অঞ্চল এখন বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। ফলে দেশব্যাপী টি+১ সময়কালে চেক নিকাশ করা

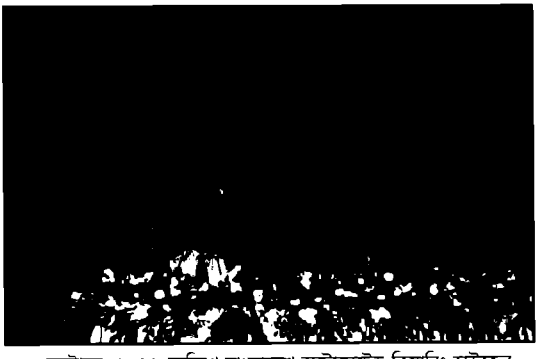

৭ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের কার্যারম্ভের দু'বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

www.pathagar.com

সম্ভব হচ্ছে। BACH-এর তথ্য-উপাত্ত নিরাপদে আদান-প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রচলন করে। গত ৭ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের কার্যারম্ভের দু'বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এই ক্লিয়ারিং হাউজটি ইতোমধ্যে দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্যে আশীর্বাদের পাশাপাশি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণেও বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর মাধ্যমে পূর্বের সেমি-অটোমেটেড চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থাকে একেবারে বিশ্বমানের প্রযুক্তিনির্ভর ইমেজ এক্সচেঞ্জ পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের দু'টি অংশ রয়েছে। এর একটি হচ্ছে বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS), অপরটি হচ্ছে বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)।

৭.১ বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম

বাংলাদেশ ব্যাংক সনাতনী পদ্ধতির নিকাশ ব্যবস্থার পরিবর্তে উন্নত বিশ্বের মতো ইমেজ বিনিময় (Image Exchange) পদ্ধতির চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের সকল তফসিলি ব্যাংকের অংশগ্রহণে গত ৭ অক্টোবর, ২০১০ থেকে ঢাকা ক্লিয়ারিং এলাকায় বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS) এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম কেবলমাত্র এ অঞ্চলেই নয় বরং বিশ্বের যে কোনো দেশের আন্তঃব্যাংক চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার জন্যে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এই ব্যবস্থায় চেক ইমেজিং এন্ড ট্রানকেশন সিস্টেম (CITS) ব্যবহার করে ব্যাংক ইন্সট্রুমেন্টগুলোর ইলেক্ট্রনিক নিকাশ সম্পন্ন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সকল ক্লিয়ারিং ইন্সট্রুমেন্ট যেমন চেক, ড্রাফট, পেমেন্ট অর্ডার, ডিভিডেন্ড এবং রিফান্ড ওয়ারেন্ট ইত্যাদির মান প্রমিতকরণ করা হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত এ চেকগুলোর অর্থের পরিমাণ, লেনদেনের কোড, গ্রাহকের হিসাব নম্বর ও চেকপাতার সিরিয়াল নম্বরে সকল তথ্যসমৃদ্ধ Magnetic Ink Character Recognition (MICR) লাইন দ্বারা সংকেতাবদ্ধ করা হয়েছে।

সনাতনী চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থায় ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় কেবল জেলা শহরের ব্যাংক শাখাগুলো নিকাশ ঘরে অংশগ্রহণ করতে পারতো। নিকাশ ঘরের আওতা বহির্ভূত শাখাগুলো অথবা এক নিকাশ এলাকায় অন্য নিকাশ ঘরের চেক উপস্থাপিত হলে তা আউটওয়ার্ড বিলস্ ফর কালেকশন (ওবিসি) পদ্ধতিতে সংগ্রহের জন্যে সংশ্লিষ্ট ক্লিয়ারিং এলাকায় ডাকযোগে প্রেরণ করা হতো। ওবিসি পদ্ধতিতে ক্লিয়ারিং খরচ ও সময় লাগতো বেশি। এতে গ্রাহক পর্যায়ে চেকের টাকা সংগ্রহের জন্যে ৩ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত সময় লাগতো। নতুন চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থায় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ক্লিয়ারিং চেক নিয়ে প্রতিদিন দু'বার ক্লিয়ারিং হাউজে আসতে হয় না। ফলে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের সময় সাশ্রয় হয়েছে ও ক্লিয়ারিং খরচ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এর ফলে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হয়েছে। ঢাকার মতিঝিল ও দিলকুশা এলাকার ব্যাংক শাখাগুলোর হাই ভ্যালু (৫ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব অঙ্কের) চেক ক্লিয়ারিং এর আগের সেম-ডে পদ্ধতিকে হাই ভ্যালু সেশনে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশব্যাপী এর পরিধি সম্প্রসারণ করায় গ্রাহকের হাতে টাকা পৌঁছে যাচ্ছে একই দিনে।

www.pathagar.com

হাই ভ্যালু চেকের লেনদেন আগের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেড়েছে। এটিই প্রমাণ করে জনগণের মধ্যে এই ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা কতখানি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট চেক সংখ্যার ৯৫ শতাংশ এ পদ্ধতিতে নিকাশ করা হচ্ছে।

৭.২ বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক

চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশে প্রথমবারের মতো ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) চালু করা হয়। এর আওতায় ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ হতে ক্রেডিট এবং ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ হতে ডেবিট লেনদেন চালু করা হয়। চেক এবং ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার (EFT) ব্যবস্থার প্রধান পার্থক্য হচ্ছে ইএফটি ব্যবস্থায় লেনদেনের জন্যে চেকের মতো কোনো ইন্সট্রুমেন্টের প্রয়োজন হয় না। এখানে চেকের বদলে গ্রাহকের নির্দেশনার ভিত্তিতে লেনদেন করা হয়। এ ধরনের নির্দেশনা পদ্ধতি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিজস্ব অবকাঠামো এবং গ্রাহকের ইচ্ছার ওপর।

অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (সিবিএস) রয়েছে এবং যারা অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে তাদের গ্রাহকরা ঘরে বা অফিসে বসেই ইএফটি ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করতে পারে। এ পদ্ধতিটি আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থাকে দ্রুততর, ব্যয় সাশ্রয়ী ও ঝুঁকিহীন করেছে। এটি পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর অবকাঠামো আধুনিকায়নের বর্তমান উদ্যোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্রেডিট লেনদেন যেমন বেতন-ভাতা প্রদান, অভ্যন্তরীণ মানি ট্রান্সফার, বৈদেশিক রেমিট্যান্স পাঠানো, কোম্পানির ডিভিডেন্ট ও আইপিও রিফান্ড ওয়ারেন্ট প্রদান, অবসর ভাতা প্রদান, বিল পেমেন্ট, কর্পোরেট পেমেন্ট, বিভিন্ন ধরনের কর পরিশোধ, লাইসেন্স ফি প্রদান এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনসহ বিভিন্ন ডেবিট লেনদেন যেমন-মর্টগেজ পেমেন্ট, সদস্য চাঁদা, ঋণের কিস্তি, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ইউলিটি বিল প্রদান ইত্যাদি খুব সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে, ইএফটি পদ্ধতি ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

বর্তমানে ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (ইএফটিএন) ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সরকারের ১৭টি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি পরিশোধ এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। বিশ্বব্যাংকের এক

www.pathagar.com

পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে, কোনো দেশে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ ব্যবহারের ফলে এক শতাংশ পর্যন্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে।

৭.৩ পেমেন্ট সিস্টেমস এর আইনগত ও নীতিগত অবকাঠামো

পেমেন্ট সিস্টেম আধুনিকায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি বেশকিছু আইনগত ও নীতিগত পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন ঃ

- ২৭ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে Bangladesh Payment and Settlement Systems Regulations 2009 জারি করা হয়, যা দেশের পেমেন্ট সিস্টেমস আধুনিকায়নের প্রথম ও প্রধান আইনগত ও প্রবিধানিক ভিত্তি।
- স্বয়ংক্রিয় চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে ১১ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে Bangladesh Automated Cheque Processing Systems (BACPS) Operating Rules and Procedures জারি করা হয়।
- ১১ আগস্ট, ২০১০ তারিখে Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) Operating Rules জারি করা হয়।
- মোবাইল প্রযুক্তিভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেমস এর জন্যে প্রয়োজনীয় আইনগত অবকাঠামো হিসেবে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে Guidelines for Mobile Financial Services জারি করা হয়, যা দেশে আর্থিক সেবাভুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।
- International Finance Corporation-Bangladesh Investment Climate Fund (IFC-BICF) এর সহযোগিতায় 'পেমেন্ট সিস্টেমস এ্যাক্ট ২০১১' প্রণয়ন করে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.৪ অন্যান্য পদক্ষেপ

পেমেন্ট সিস্টেম আধুনিকায়নের পাশাপাশি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত নতুন নোট ও মুদ্রা, বেশকিছু স্মারক নোট ও মুদ্রার প্রচলন বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্জনে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত নোট মুদ্রা প্রচলন

বাংলাদেশ ব্যাংক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত নতুন ডিজাইন ও রঙের ২ থেকে ১০০০ টাকা মূল্যমানের সকল নোট প্রচলন করেছে। তাছাড়া, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত নতুন ডিজাইনের ১, ২ ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রাও চালু করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ এর অন্যতম আয়োজক দেশ ছিল বাংলাদেশ। এই মাহেন্দ্রক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে 'আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১' শীর্ষক রৌপ্য স্মারক মুদ্রা অবমুক্ত করে। তাছাড়া, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মজয়ন্তী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতার নব্বই বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মারক মুদ্রাও প্রবর্তন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এছাড়া, ভাষা আন্দোলনের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে ৬০ টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট এবং স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৪০ টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট প্রবর্তন করা হয়।

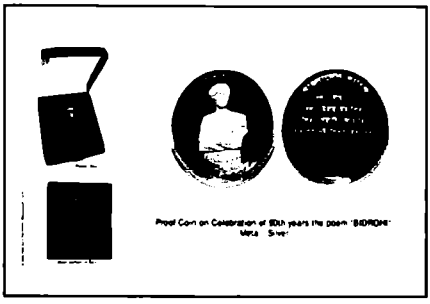

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী কবিতার ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অবমুক্তকৃত স্মারক মুদ্রা

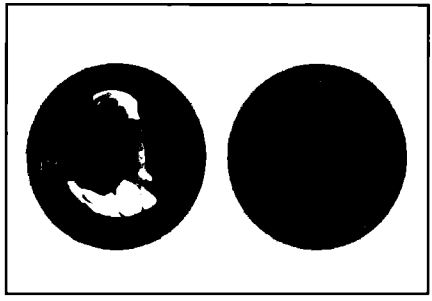

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অবমুক্তকৃত স্মারক মুদ্রা

৭.৫ দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ লিঃ এর পঁচিশ বছর

বাংলাদেশ সরকার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস স্থাপনের ক্ষমতা অর্পণ করে। ব্যাংক নোট, কারেন্সি নোট ও অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী আমদানি না করে তা দেশেই মুদ্রণের জন্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ১৯৮৮ সালে ঢাকার অদূরে গাজীপুরে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ বা এসপিসিবিএল নামে পরিচিত।

৭.৫.১ এসপিসিবিএল-এর উৎপাদন সামগ্রী

১৯৮৯ সালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই এখানে এক ও দশ টাকা মূল্যমানের নোটের মুদ্রণ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন লাইনে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা সামগ্রীও যুক্ত হয়। ফলে বর্তমানে ব্যাংক নোট, কারেন্সি নোটের পাশাপাশি নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, পোস্টাল স্ট্যাম্প, রাজস্ব স্ট্যাম্প, এনভেলপ, বিড়ির ট্যাক্স লেবেল, সিগারেটের স্ট্যাম্প ও ট্যাক্স লেবেল, কোমল পানীয়,

www.pathagar.com

মিনারেল ওয়াটার ও টয়লেট সোপের স্লিভ, স্ট্যাম্প ও ট্যাক্স লেবেল, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট, চেক বই, ডিমান্ড ড্রাফ্ট, পে-অর্ডার, সঞ্চয়পত্র, বিআইডব্লিউটিএ-এর ক্যাশ কুপন ইত্যাদি এই প্রতিষ্ঠানে মুদ্রিত হচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির কারণে প্রতি বছরই এসব নিরাপত্তা সামগ্রীর চাহিদা বাড়ছে।

এই প্রতিষ্ঠানটির মুদ্রিত সামগ্রী জাতীয় রাজস্ব আহরণের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। ফলে দেশের রাজস্ব আদায়ে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে যেখানে নোট মুদ্রণ হয়েছিলো ২.৬ কোটি পিস সেখানে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে নোট মুদ্রণ হয় প্রায় ১১.৪ কোটি পিস। একইসঙ্গে অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রীর উৎপাদন শুরু হয় এবং ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে উৎপাদন হয় ৯০ লক্ষ পিস। পরবর্তী অর্থবছর থেকে এসব নিরাপত্তা সামগ্রীর উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে নিরাপত্তা সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ ছিলো ১২১.৭৫ কোটি পিস।

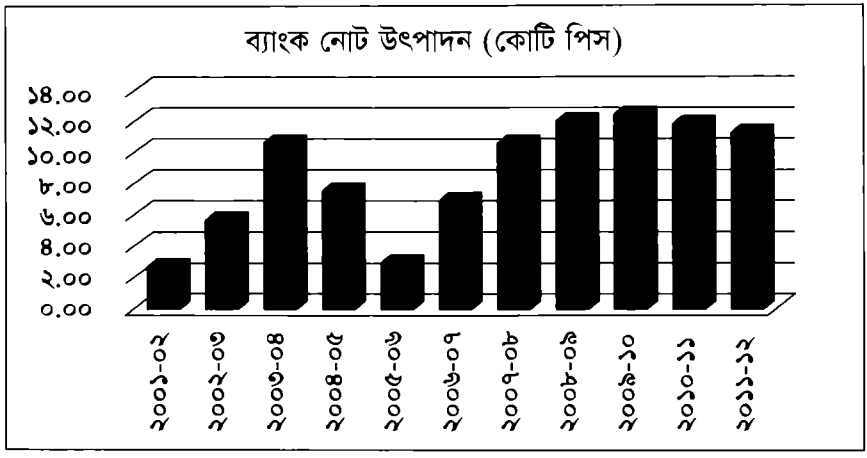

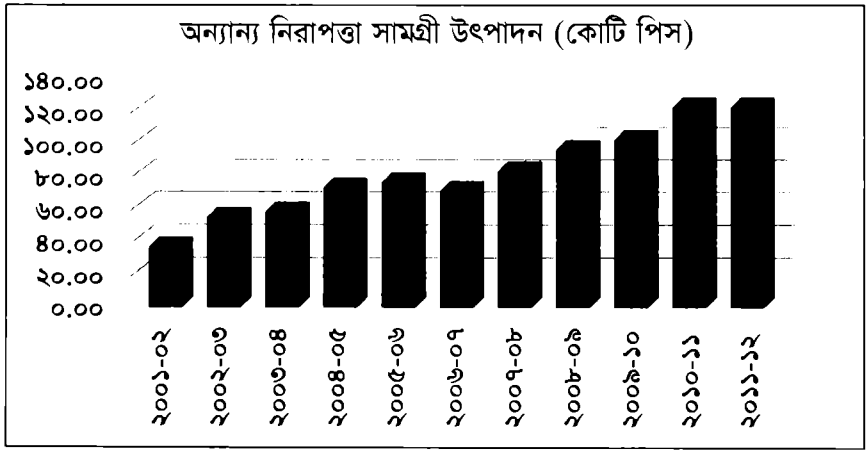

www.pathagar.com

৭.৫.২ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত নোট প্রচলন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মহান আত্মত্যাগ ও জাতীয় জীবনে তাঁর অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে জাতির জনকের প্রতিকৃতি সম্বলিত সকল নোট প্রচলনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই উদ্যোগের ভিত্তিতে এসপিসিবিএল প্রচলিত অন্যান্য নোটের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত নতুন ডিজাইন ও রঙের ২ থেকে ১০০০ টাকা মূল্যমানের সকল নোট ইতোমধ্যে প্রচলন করেছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত আটটি মূল্যমানের সবগুলো নোটকে টেকসই করার উদ্দেশ্যে নোটের কাগজে ৯০ শতাংশ সুতা ও ১০ শতাংশ সিনথেটিক ফাইবার ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কাগজে বিশেষ ধরনের কোটিং থাকায় ধূলা ও পানি সহজে শোষণ হয় না। অপরদিকে নোটের জালকরণ প্রতিরোধে এর জলছাপ এবং নিরাপত্তা সুতায়ও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

১১ আগস্ট, ২০১১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতি সম্বলিত নতুন টাকার নোট অবমুক্ত করেন

৭.৫.৩ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নোট

এসপিসিবিএল-এর উৎপাদিত নোট ও নিরাপত্তা সামগ্রী ইতোমধ্যে দেশের ভেতরে ও বাইরে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। একপাশে শহীদ মিনার, অন্যপাশে গাছের ডালে বসে থাকা বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল আর গাছের নিচ দিয়ে কুলুকুলু বয়ে চলা স্রোতস্বিনী নদীর ছবি সম্বলিত দুই টাকার নোট সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন জরিপে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ নোটের স্বীকৃতি পায়। সামান্য একটি কাগুজে নোট ছাপিয়েও বিশ্বব্যাপী এ অর্জন সত্যিই অভূতপূর্ব। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক মানের স্ট্যাম্প মুদ্রণের জন্যে আন্তর্জাতিক ফিলাটেলিক ব্যুরো এসপিসিবিএল-কে প্রশংসাপত্র দিয়েছে।

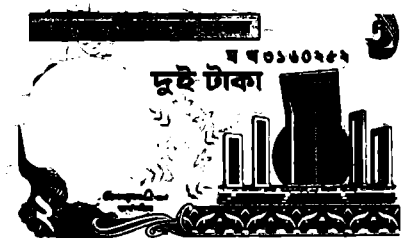

www.pathagar.com

৭.৫.৪ স্মারক নোট প্রচলন

বাংলাদেশের বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিকৃতি সম্বলিত ৪০ টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট এবং মহান ভাষা আন্দোলনের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৬০ টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট মুদ্রণ করা হয়। 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী-২০১৩' উপলক্ষে ১০০ টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট ও মুদ্রা প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

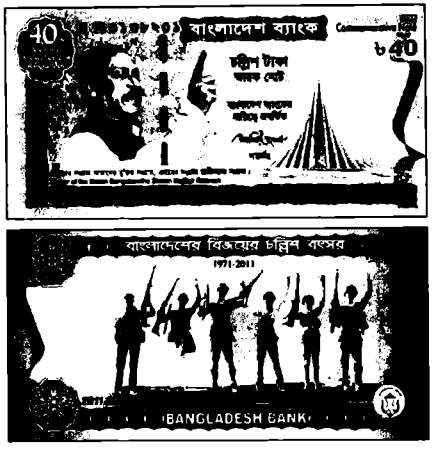

৭.৫.৫ পঁচিশ বছর পূর্তি উদযাপন

এ বছর (২০১৩) এসপিসিবিএল-এর পঁচিশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে পঁচিশ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক নোট অবমুক্ত করেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর জনাব মোঃ আবুল কাসেম ও আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান এবং এসপিসিবিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ।

২৬ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখ এসপিসিবিএল-এর পঁচিশ বছর পূতি উপলক্ষে পঁচিশ টাকা মূল্যমানে একটি স্মারক নোট অবমুক্ত করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

৭.৫.৬ মুনাফা অর্জন

বিগত চার বছরে এসপিসিবিএল-এর মুনাফা লক্ষণীয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে করপূর্ব মুনাফা হয়েছে ১৪১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরে করপূর্ব মুনাফা ছিল ১২৪.৬৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ বেড়েছে ১১.৩১ শতাংশ। মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি দেশের সর্বোচ্চ করদাতা দশটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম স্থান করে নিয়েছে এসপিসিবিএল। বিগত অর্থবছরগুলোতে অর্জিত মুনাফার চিত্র নিম্নে দেখানো হলো :

www.pathagar.com

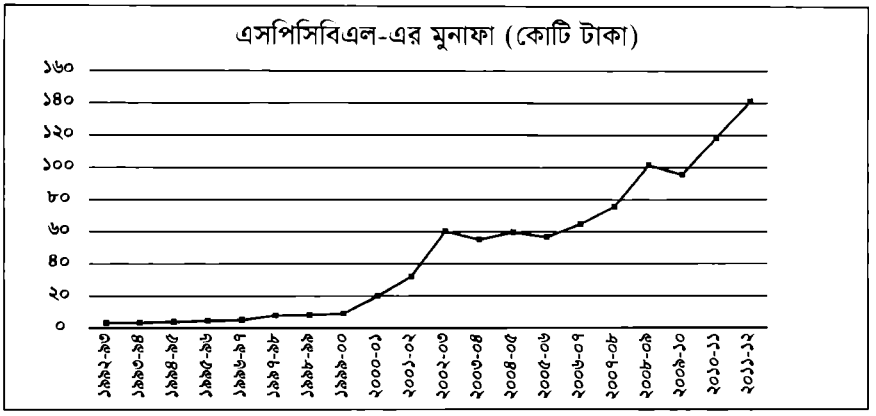

৭.৫.৭ এসপিসিবিএল-এর আধুনিকায়ন

এসপিসিবিএল-এর বেশির ভাগ যন্ত্রপাতিই ২৫ বছরের পুরনো। পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় মেশিন ক্রয়ে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করাও এতদিন সম্ভব হয়নি। তবে, গত চার বছরে মেশিন ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ে কর্পোরেশনের নিজস্ব উৎস হতে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই টাকায় ব্যাংক নোটের জন্যে আবশ্যকীয় সুপার অরলফ ইন্টিগ্লিও মেশিন, ৫ কালারের ওয়েট অফসেট মেশিন, লেবেল কাটিং মেশিন, শ্রিঙ্ক র‍্যাপিং মেশিন, সেন্টার লেদ মেশিনসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়ক যন্ত্রপাতি যেমন-নোট ও শীট কাউন্টিং মেশিন, জগিং মেশিন, ফর্ক লিফ্‌ট, নোট ব্যাইন্ডিং মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। ফলে উৎপাদন ক্ষমতা অনেকাংশে বেড়েছে। উৎপাদন লাইনে সফট্‌ওয়ারভিত্তিক কয়েকটি আধুনিক মেশিনপত্র সংযোজনের কারণে এখন অনলাইন রিমোট সেন্ট্রাল মেইনটেন্যান্স সহজ হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য অধিক সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং এ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে।

কর্পোরেশনের বর্তমান প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ গ্রাহকদের পণ্যের চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত নয়। চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে প্রয়োজন আরো যন্ত্রপাতি, লোকবল এবং অবকাঠামো তৈরি। এ কারণে সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ নিরূপণের কাজ করছে; পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান নিবিড়ভাবে এ কাজের অগ্রগতি মনিটরিং করছেন। বর্তমান পরিচালক পর্ষদের সঠিক, সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত এবং দূরদর্শী দিক-নির্দেশনার কারণে গত চার বছরে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন যেমন বিপুল পরিমাণে বেড়েছে, তেমনি কল্যাণমূলক সুবিধাদি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করেছে কর্মনিষ্ঠ।

www.pathagar.com

মোবাইল ব্যাংকিং

তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের এ স্বর্ণযুগে সমগ্র পৃথিবী আজ পরিণত হয়েছে একটি গ্লোবাল ভিলেজে। এই গ্লোবাল ভিলেজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে দেশের তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো আবশ্যক। দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য হলো দ্রুত বর্ধনশীল আর্থিক খাতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে অনলাইন ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, অনলাইন সিআইবি ইত্যাদি তথ্যপ্রযুক্তি সেবা চালু করেছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার আধুনিকায়নের এ অগ্রযাত্রায় নতুন সংযোজন মোবাইল ব্যাংকিং সেবা। সাশ্রয়ী ও স্বল্প সময়ে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে নিভৃত পল্লির প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ব্যাংকিং সেবা বিস্তৃত করার সুযোগ সৃষ্টির কারণে সারাবিশ্বে মোবাইল ফোনভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা এখন ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সাম্প্রতিককালে মোবাইল ব্যাংকিং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (financial inclusion) সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মোবাইল ফোনকে ভিত্তি করে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন সেবা গ্রাহকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। এতে একদিকে আর্থিক সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের মধ্যে আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

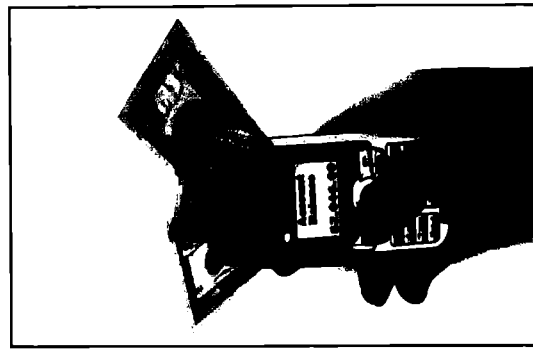

বাংলাদেশের বেশিরভাগ ব্যাংক শাখা শহরাঞ্চলে অবস্থিত। ফলে পল্লি অঞ্চল অনেকটাই ব্যাংকিং সেবার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া, ব্যাংক শাখাগুলো আবাসস্থল থেকে দূরে থাকা, ব্যাংকে হিসাব খোলার জটিলতা, গরিব-অশিক্ষিত মানুষের ব্যাংক হিসাব খোলায় অপারগতা, জড়তা ও অনাগ্রহ, প্রচলিত লেনদেন ব্যবস্থা সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী না হওয়া ইত্যাদি কারণেও মানুষ ব্যাংকিং সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকা এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রচলিত শাখাভিত্তিক ব্যাংকিং-এর পরিবর্তে মোবাইল ফোন অপারেটরদের মাধ্যমে আর্থিক সেবা দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংক-সম্পৃক্ত (bank-led) মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়। মোবাইল ব্যাংকিং হচ্ছে শাখাবিহীন অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে কম খরচে দক্ষতার সঙ্গে গ্রাহকদের বিশেষত ব্যাংকিং

www.pathagar.com

সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। অর্থাৎ দেশের দারিদ্র্যপীড়িত পল্লি অঞ্চলের জনগণ যারা ব্যাংক শাখায় হিসাব খুলতে পারেন না, তাদের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছাতে পারে এই নতুন ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এই ব্যতিক্রমী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন প্রযুক্তির সহায়তায় বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিট্যান্স ও দেশের ভেতরে অর্থ বিতরণ; ইউটিলিটি বিল প্রদান, বেতন-ভাতা ও পেনশন প্রদান; কেনাকাটা করা, ব্যাংক স্থিতি জানা, কর পরিশোধ, সরকারি অনুদান ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অর্থ সহায়তা প্রদান ইত্যাদি সেবা কম সময়ে ও সহজতর উপায়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং এর জন্যে গ্রাহকের মোবাইল সেট, পিন নম্বর এবং চেক ডিজিট-এই তিনটি উপাদান খুবই জরুরি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পিন নম্বর, যা গ্রাহকের পরিচিতি নিশ্চিত করে। চেক ডিজিট মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করে। এ সকল উপাদানের যে কোনো একটি ছাড়া অর্থ জমা ও উত্তোলন করা যায় না।

দেশে দ্রুত বিকাশমান মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক এবং এর ব্যবহারকারীদের ব্যাপক বিস্তৃতি ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা বিশাল জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় আনা এবং তাদের কাছে ব্যয় সাশ্রয়ী ও নিরাপদ আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক ও মোবাইল ফোন কোম্পানির মধ্যে একটি সৃজনশীল যৌথ অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ ধরনের মোবাইল ব্যাংকিং সেবাকে উৎসাহিত করে আসছে। এ ধরনের অংশীদারিত্বমূলক মোবাইল ব্যাংকিং সেবা সংশ্লিষ্ট সবার জন্যে উইন-উইন অবস্থা সৃষ্টি করেছে। মোবাইল ব্যাংকিং সেবাকে আরো গতিশীল ও মজবুত ভিত্তি দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশকিছু নীতি নির্ধারণী উদ্যোগ নিয়েছে। মোবাইল প্রযুক্তিভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেমস এর জন্যে প্রয়োজনীয় আইনগত অবকাঠামো হিসেবে গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে Guidelines for Mobile Financial Services জারি করা হয়েছে, যা দেশে আর্থিক সেবাভুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।

মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনার মূখ্য উপাদান হলো-দেশে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৯ কোটি মোবাইল ফোন গ্রাহক, ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত বিপুল জনগোষ্ঠী, অনুকূল ও দৃঢ় আইনী কাঠামো, সারাদেশে ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি, বিপুল রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং বিকাশমান শিল্প খাতের শ্রমিক শ্রেণি। এসব সুবিধাকে কাজে লাগাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ব্যাংকিং-কে জনপ্রিয় করার

১৩ এপ্রিল, ২০১০ তারিখ দু'টি বেসরকারি ব্যাংকের নেতৃত্বে মোবাইল ফোনভিত্তিক রেমিট্যান্স সেবা উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

www.pathagar.com

জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কয়েক বছর ধরেই কাজ করে যাচ্ছে। এটি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি বিকল্প পরিশোধ চ্যানেল হিসেবে কাজ করছে। কম খরচে জনসাধারণের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানো, বিশেষ করে দেশব্যাপী বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স বিতরণ ত্বরান্বিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ইতোমধ্যেই মোবাইল ব্যাংকিং বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। ব্যাংকিং খাতে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ২৫টি ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুমোদন দিয়েছে, যার মধ্যে ১৬টি ব্যাংক ইতোমধ্যে এ কার্যক্রম চালু করেছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ হিসাব খুলে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করছেন। প্রতি মাসে মোবাইল ব্যাংকের হিসাব সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংকগুলো সারা দেশে প্রায় ৪৫ হাজার এজেন্টের মাধ্যমে এসব গ্রাহকের মাঝে মোবাইল প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন আর্থিক সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। এ সেবা চালুর সময় থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত মোট লেনদেনের পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। এ প্রক্রিয়ায় প্রতি মাসে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে, গড় লেনদেন প্রতিদিন প্রায় ৩৩ কোটি টাকা। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংকগুলোর মধ্যে পারফরম্যান্সের নিরিখে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিঃ এবং ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ- এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেড ইতোমধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে । উল্লেখ্য মার্চ ১৩ শেষে একমাত্র ব্র্যাক ব্যাংকের বিকাশ এর হিসাব সংখ্যা ৩৫ লক্ষ এবং ডার্চ বাংলা ব্যাংক লিঃ এর রয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ হিসাব।

এক অসহায় ভিক্ষুকের ভরসার স্থল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিঃ এর নিবন্ধনকৃত মোবাইল ব্যাংকিং গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দশ লক্ষ। এই বিপুল গ্রাহকের মধ্যে সুনামগঞ্জের পাথারিয়া ইউনিয়নের ভিক্ষুক আবুল মিয়াও রয়েছেন। তিনি একজন শারীরিক-প্রতিবন্ধী। তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। ছেলে দু'টি বিয়ের পর ঘরজামাই হিসেবে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর ভীষণ অসহায় হয়ে পড়েন তিনি। অসহায় আবুল মিয়া গ্রামে-গ্রামে, হাট-বাজারে ভিক্ষা করে বেড়ান। তার বৃদ্ধা স্ত্রী জরিনা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। ঘরে বিয়ের উপযুক্ত দুই মেয়েকে নিয়ে তারা নানান চিন্তায় চিন্তিত। বিয়ে দেওয়ার মতো কোনো সহায়-সম্বলও তাদের নেই। আবুল মিয়ার ইচ্ছা ছিল, একটি ব্যাংকে প্রতিদিন ৫০-১০০ টাকা জমা করে সঞ্চিত টাকা দিয়ে তার মেয়ে দু'টির বিয়ে দিবেন। কিন্তু তিনি কাছাকাছি কোন ব্যাংক খুঁজে পাননি। প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে একটি ব্যাংকের সন্ধান পেলেও ব্যাংকটি একজন নিরক্ষর ভিক্ষুকের একাউন্ট

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং গ্রাহক ভিক্ষুক আবুল মিয়া

www.pathagar.com

খুলতে অপারগতা জানায়। তাছাড়া, যাতায়াতের খরচ তো রয়েই গেছে। তাই তার সঞ্চয় করার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। একদিন তিনি একটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং-এর ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে জানতে পারেন, পাশ্ববর্তী হাটের মনু মিয়ার দোকানে মোবাইল একাউন্ট খুলে সেখানে যে কোনো পরিমাণের টাকা লেনদেন করা যায় এবং তাতে কোনো লেখালিখি বা স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয় না। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং আবুল মিয়ার স্বপ্ন পূরণ করলো। তিনি এখন ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং এর একজন সম্মানিত একাউন্টধারী।

মাছ ব্যবসায়ী মানিক মিয়ার ভাগ্য খুলে দিল বিকাশ

বিকাশ প্রতিটি জেলা-উপজেলায় ৩৪ হাজারেরও বেশি এজেন্ট নিয়ে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমকে বিস্তৃত করেছে। কার্যক্রম শুরুর দেড় বছরের মধ্যেই বিকাশ-এর নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা ২৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। বিকাশ-এর লেনদেন থেকে যে আয় হয় তার ৮৫ শতাংশই এজেন্টরা পেয়ে থাকেন, যা পল্লি অঞ্চলের মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করছে। দৈনিক লাখো লেনদেনের মধ্যে বিকাশের গ্রাহক একজন মানিক মিয়ার উদাহরণই বাংলাদেশ ব্যাংক অনুসৃত মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে আর্থিক সেবাভুক্তির সার্থকতা মেলে। ময়মনসিংহের মানিক মিয়া মাছের পাইকারী ব্যবসায়ী। দ্রুত ও সময়মত লেনদেন করতে না পারায় মাঝে মধ্যেই তার মাছ নষ্ট হয়ে যেত এবং তাকে লোকসানের সম্মুখীন হতে হত। এখন তার সেই ভয় আর নেই। কারণ যে কোনো সময় তিনি নিশ্চিন্তে সুবিধামত প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিকাশ-এর মাধ্যমে লেনদেন করতে পারছেন। বিকাশ-এর মোবাইল ব্যাংকিং মানিক মিয়ার ব্যবসা ক্রমশ বিস্তৃত ও উন্নত করতে সাহায্য করছে।

বিকাশ-এর মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করছেন মাছ ব্যবসায়ী মানিক মিয়া

প্রতি মাসে মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে লেনদেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। বিভিন্ন উৎসব-পার্বনে মোবাইল ব্যাংকিং লেনদেন অনেক বেড়ে যায়। গত রমজান মাসে (২০১২) লেনদেনের পরিমাণ অন্যান্য সময়ের চেয়ে ২০-৩০ শতাংশ বেশি ছিল; দুই ঈদ ও পূজার সময় মোবাইল ব্যাংকিং সেবার কার্যকারিতা খুবই ভালোভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শহরের টাকা গ্রামে যাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। তাছাড়া, দেশের বিপুল

www.pathagar.com

শ্রমজীবী ও ক্ষুদে ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং যে অধিকতর উপযোগী এটি ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো তাদের আউটলেটগুলোর মাধ্যমে ইউটিলিটি বিল সংগ্রহ করছে। প্রতি মাসে গড়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার ইউটিলিটি বিল সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং ক্রমশঃ তা বাড়ছে। সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হওয়ার কারণে মোবাইল ব্যাংকিং সেবার দ্রুত বিকাশ ঘটছে।

৩১ মার্চ, ২০১১ তারিখ অনুমোদিত এজেন্টের নিকট টাকা জমা দিয়ে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

মোবাইল ফোন যেমন সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি বাড়াচ্ছে, তেমনি এ প্রযুক্তি আর্থিক সেবা সমাজের সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে পৌঁছানোর মাধ্যমে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন প্রক্রিয়াকে বেগবান করে গণমুখী উন্নয়ন ধারা সূচনা করেছে। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মোবাইল ব্যাংকিং এর আওতা আরো বাড়ানো দরকার। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো, যাদের পল্লি এলাকায় অনেক শাখা রয়েছে, কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে একদিকে যেমন দ্রুত ও কম খরচে লেনদেন এবং আধুনিক ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; অন্যদিকে এর মাধ্যমে যে কোনো সময়ে দেশের যে কোনো দুর্গম স্থানেও মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। এটি গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। এভাবেই প্রত্যেকটি মোবাইল ফোন এক একটি ছোট্ট ব্যাংক হয়ে উঠছে, যা প্রকারান্তরে গ্রামীণ জনপদে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে এবং দেশে অংশগ্রহণমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বাস্তব ভিত্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

গ্রীন ব্যাংকিং ও পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয় মানব সমাজের জন্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বর্তমান সময়ে ব্যাপকহারে জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, বনাঞ্চল ধ্বংস ও শিল্পায়নের ফলে গ্রীন হাউজ ইফেক্টের মাত্রা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এই গ্রীন হাউজ ইফেক্টের কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতাও বাড়ছে যার ফলে আবহাওয়া পরিবর্তিত হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে এবং প্রতিনিয়ত বিশ্বের কোনো না কোনো অঞ্চল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। জলবায়ুর এই দ্রুত পরিবর্তন জীববৈচিত্র্য, কৃষি, বনভূমি, উঁচু ও উর্বর জমি, পানি এবং মানব স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পরিবেশগত এসব ঝুঁকির হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যে পরিবেশ বিপর্যয়রোধ সহায়ক ব্যাংকিং কৌশল হিসেবে গ্রীন ব্যাংকিং ধারণা সূচিত হয়। বর্তমানে এটি সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি ধারণা।

৯.১ গ্রীন ব্যাংকিং

গ্রীন (পরিবেশবান্ধব) ব্যাংকিং একটি আধুনিক এবং সৃজনশীল প্রয়াস যার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে আগামী প্রজন্মের জন্যে একটি সবুজ পৃথিবী উপহার দেয়া সম্ভব। এটি নৈতিক, সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ ও টেকসই ব্যাংক ব্যবস্থা, যেখানে পানি, আলো, বাতাস, শক্তি ও সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবেশের জন্যে হুমকি বা ক্ষতিকর নয় বরং পরিবেশবান্ধব হয় অর্থাৎ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক এমন কর্মকাণ্ডে আর্থিক সেবা প্রদান করাই গ্রীন ব্যাংকিং-এর মূল উদ্দেশ্য। গ্রীন ব্যাংকিং পরিবেশের ওপর অনুকূল প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করে। পরিবেশ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সাপেক্ষে পরিবেশের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন শিল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন একদিকে সম্পদ সাশ্রয়ী, অন্যদিকে স্বল্প কার্বন নিঃসরণকারী। অর্থাৎ গ্রীন ব্যাংকিং পরিবেশবান্ধব শিল্প ও অর্থনীতিতে উত্তরণে সহায়তা করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, নদী, খাল ও জলাশয় ভরাট, শিল্প-কারখানা ও বাসা-বাড়ির বর্জ্য নিষ্কাশনে অব্যবস্থাপনা, বন উজাড়করণ এবং জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় ইত্যাদি কারণে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। পরিবেশের অবক্ষয় রোধে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপগুলোকে সমর্থন যোগানো এবং একটি শক্তিশালী ও পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা

www.pathagar.com

গড়ে তোলার জন্যে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং শুধু দেশের উৎপাদন, ব্যবসা এবং অন্যান্য আর্থিক কর্মকাণ্ডকেই প্রভাবিত করে না, দেশের পরিবেশকেও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সঙ্গত কারণে, পরিবেশগত সহনীয়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাতকে উদ্বুদ্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

৯.২ গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা

আন্তর্জাতিক চর্চার সঙ্গে মিল রেখে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ধারণা চালু করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে একটি বিশদ দিক-নির্দেশনামূলক 'পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা এবং কৌশলগত কাঠামো' (Green Banking Policy and Strategy Framework) প্রণয়ন ও জারি করেছে। উক্ত নীতিমালায় ঋণ প্রদানে পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, কার্বন নিঃসরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিবেশবান্ধব বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের প্রসারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই নির্দেশনায় তিনটি ধাপে ব্যাংকগুলোকে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে :

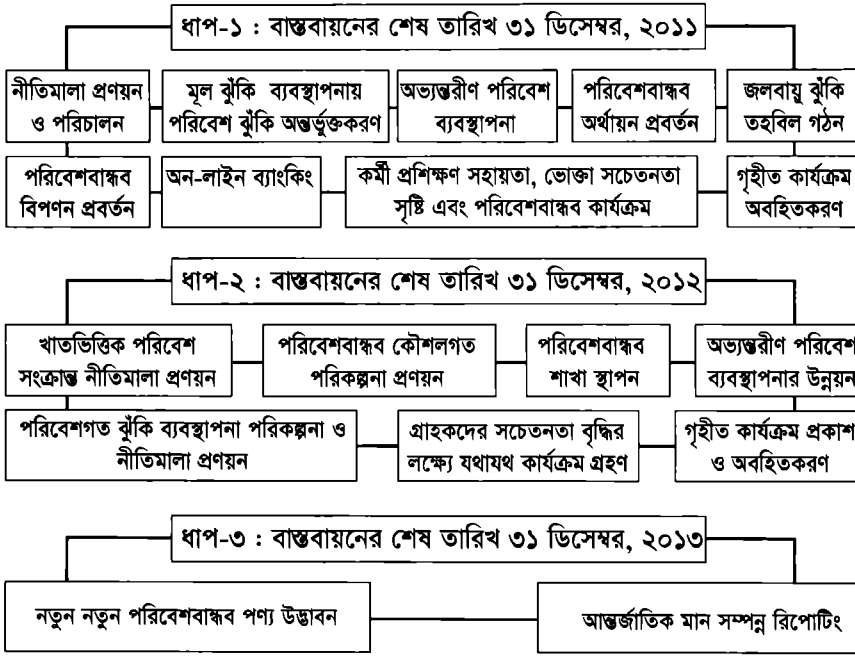

প্রথম ধাপ : এ পর্যায়ে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখের মধ্যে ব্যাংকগুলো নিজ নিজ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করবে। একই সঙ্গে ব্যাংকগুলো মূল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করবে; পরিবেশবান্ধব অফিস

www.pathagar.com

নির্দেশিকা প্রণয়ন করে বিদ্যুৎ, পানি ও কাগজের ব্যবহারে মিতব্যয়ী হয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগী হবে; ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেবে; কোনো রকম রিস্ক প্রিমিয়াম ছাড়া নিয়মিত সুদহারে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও খরা প্রবণ অঞ্চলে ঋণ দেয়ার জন্যে জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল গঠন করবে; পরিবেশের জন্যে নিরাপদ পণ্য বা সেবা চালু করবে, আধুনিকায়ন, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে পরিবেশবান্ধব বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন করবে; নিজ নিজ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবে; গ্রাহকদের পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এবং পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিংয়ের আওতায় ব্যাংকগুলো নিয়মিতভাবে তাদের কার্যক্রম ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অবহিত করবে। ইতোমধ্যে প্রথম ধাপ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপ : এ পর্যায়ে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের মধ্যে ব্যাংকগুলো খাতভিত্তিক পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা বিশেষ করে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ (পোলট্রি, ডেইরি ইত্যাদি) উন্নয়ন, ট্যানারি, বস্ত্র ও গার্মেন্টস, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পাল্প ও কাগজ তৈরি, চিনি ও ডিস্ট্রিলারি শিল্প, নির্মাণ শিল্প, প্রকৌশল খাত, সার, কীটনাশক ও ঔষধ শিল্প, রাবার ও প্লাস্টিক শিল্প, ইট তৈরি, শিপ ব্রেকিং ইত্যাদি খাতের জন্যে নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করবে। তাছাড়া, পরিবেশবান্ধব কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবেশবান্ধব শাখা স্থাপন, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন, গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এবং পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রকাশের (disclosure) জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। দ্বিতীয় ধাপের অধিকাংশ পদক্ষেপ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।

তৃতীয় ধাপ : এ পর্যায়ের কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে, এর আগেই প্রতিটি ব্যাংকে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার একটি কাঠামো অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্যাংকগুলোকে পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি ও নতুন নতুন পরিবেশবান্ধব পণ্য বা সেবা উদ্ভাবনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইকো-সিস্টেম বজায় রাখতে হবে। ব্যাংকগুলো তাদের সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের ওপর রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ফরমেটে (Global Reporting Initiative-GRI) প্রণয়ন করে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করবে এবং বহিঃনিরীক্ষকের নিরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত রাখবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তন, গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি, বায়ু দূষণ প্রভৃতি থেকে এ পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যে পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন, ব্যাংকিং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং স্বল্প কার্বন নিঃসরণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্যাংকগুলো ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৯.৩ পরিবেশবান্ধব সিএসআর

সামাজিক দায়বদ্ধতা ও পরিবেশবান্ধব ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং তা অনুসরণের জন্যে ব্যবসায়িক সম্প্রদায় ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা গ্রীন ব্যাংকিং-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসাম্য, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে সৃষ্ট বহুমুখী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মরিশাস, সুইডেন, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, লেবানন, জর্ডান, কঙ্গোতে কর্মসংস্থান লাভ করেছেন। ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বিদেশে কর্মী গমনের একটি চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

সাল	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (নভেম্বর)
কর্মী গমনের সংখ্যা	৪৭৫২৭৮	৩৯০৭০২	৫৬৮০৬২	৫৮০০০০

১০.১.২ রেমিট্যান্স আয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জন

বর্তমান সরকারের নানামুখী প্রচেষ্টায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূল নীতি-পদক্ষেপের ফলে বিগত কয়েক বছরে রেমিট্যান্স আয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বর্তমান সরকারের আমলে গত চার অর্থবছরে (২০০৯-১২) মোট রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ৪৫.২ বিলিয়ন ডলার (গড়ে প্রায় ১১.৩ বিলিয়ন ডলার)। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ৯.৬৯ বিলিয়ন ডলার, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১০.৯৯ বিলিয়ন ডলার, ২০১০-১১ অর্থবছরে ১১.৬৫ বিলিয়ন ডলার এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে এসেছে ১২.৮৪ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্স আয়ে প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ২২.৪২, ১৩.৪০, ৬.০৩ ও ১০.২৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের (২০১২-১৩) প্রথম নয় মাসে (মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত) দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১১.১২ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি। অক্টোবর ২০১২ মাসে ১.৪৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা একক মাসের হিসেবে এ যাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ ব্যাংকের নানা প্রণোদনা ও প্রচারণা এবং স্থিতিশীল টাকার মূল্য রেমিট্যান্স

অর্থবছর ২০০৯-১২ এ বৈদেশিক রেমিট্যান্স আয়
(মিলিয়ন ডলার)

মাস	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
জুলাই	৮২১	৮৮৫	৮৫৭	১০১৬
আগস্ট	৭২২	৯৩৫	৯৬৪	১১০২
সেপ্টেম্বর	৭৯৪	৮৮৮	৮৩৮	৮৫৫
অক্টোবর	৬৪৯	৯০১	৯২৪	১০৩৯
নভেম্বর	৭৬১	১০৫১	৯৯৯	৯০৯
ডিসেম্বর	৭৫৮	৮৭৪	৯৬৯	১১৪৭
জানুয়ারি	৮৫৯	৯৫২	৯৭১	১২২১
ফেব্রুয়ারি	৭৮৪	৮২৮	৯৮৭	১১৩৩
মার্চ	৮৮৬	৯৫৬	১১০৩	১১০৯
এপ্রিল	৮৪১	৯২২	১০০২	১০৮৪
মে	৮৯৫	৯০৩	৯৯৮	১১৫৭
জুন	৯১৯	৮৯২	১০৩৯	১০৭১
মোট	**৯৬৮৯**	**১০৯৮৭**	**১১৬৫১**	**১২৮৪৩**

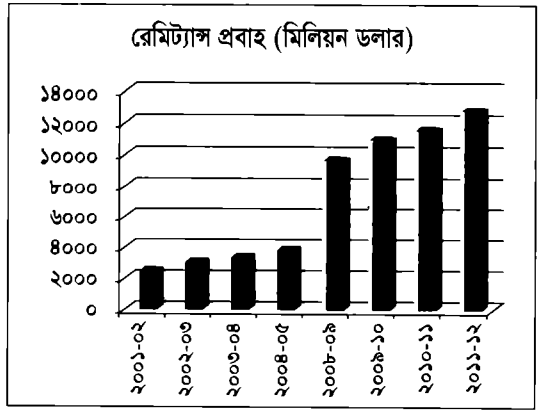

www.pathagar.com

আয়ে এ সাফল্য অর্জনে অবদান রেখে চলেছে । প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স আহরণে বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে সপ্তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম। এক হিসাবে দেখা গেছে যে, এ রেমিট্যান্স বর্তমানে দেশজ উৎপাদনের ১১ শতাংশ, বৈদেশিক সাহায্যের ৭ গুণ, বৈদেশিক বিনিয়োগের ১৩ গুণ এবং মোট রপ্তানি আয়ের ৫৩ শতাংশ। বাণিজ্যিক ঘাটতি মোকাবিলায় প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, ফলে চলতি হিসাব স্থিতি সহনীয় মাত্রায় রয়েছে।

১০.১.৩ রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে গৃহীত পদক্ষেপ

বর্তমান সরকার জনশক্তি রপ্তানিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ আরো বাড়ানোর জন্যে বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রেখে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা, বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠাতে সহযোগিতা প্রদানের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা ছিল, বাংলাদেশ ব্যাংক তা ইতোমধ্যে দূর করেছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বদেশে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো সহজতর করা এবং সার্বিকভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। ব্যাংকগুলোও বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী দেশে সুবিধাভোগীর কাছে সহজে ও দ্রুততম সময়ে (মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে) রেমিট্যান্স পৌঁছানোর জন্যে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনগুলোও প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ, বিভিন্ন বন্ডে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিদেশে বাংলাদেশী ব্যাংকের বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ হাউজ ও ড্রয়িং অ্যারেজমেন্টের মাধ্যমে এসব সেবা নিশ্চিত করার জন্যে আমেরিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে বিনিয়োগ মেলা ও রোড-শো'র আয়োজন করে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট ও বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ

বর্তমান সরকারের চার বছরে প্রবাসী রেমিট্যান্স আহরণে গতিশীলতা আনতে দেশীয় ব্যাংক/বাংলাদেশে নিবন্ধিত ব্যাংকগুলোর সঙ্গে বিদেশী এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে। বর্তমানে বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের সঙ্গে এ দেশের ব্যাংকগুলোর ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট কার্যকর রয়েছে ৯২০টি, যার মধ্যে গত চার বছরে অনুমোদিত ড্রয়িং অ্যারেজমেন্টের সংখ্যা ২৫৮টি।

রেমিট্যান্স আহরণে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশী ব্যাংকগুলোর বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ/শাখা অফিস স্থাপনে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ২৩টি ব্যাংককে বিদেশে, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, গ্রীস, ইটালি, কানাডা, ওমান, মালদ্বীপ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ৬২টি নিজস্ব এক্সচেঞ্জ

www.pathagar.com

হাউজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২৬টি এক্সচেঞ্জ হাউজ ইতোমধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। এসব কারণে রেমিট্যান্স প্রেরণে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ব্যবহার

বেনিফিশিয়ারীদের কাছে রেমিট্যান্স পাঠানো সকল ক্ষেত্রেই যেন ঝামেলামুক্ত ও হয়রানিমুক্ত হয় তা নিশ্চিত করার জন্যে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আহরণের নেটওয়ার্ক বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাংক শাখার পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের (এমএফআই) শাখা অফিস ও বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের শাখা অফিসগুলোকে রেমিট্যান্স বিতরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য মতে, ১৬টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে রেমিট্যান্স বিতরণের জন্যে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত শাখাগুলোর মাধ্যমে দ্রুত রেমিট্যান্স বিতরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

রেমিট্যান্স বিতরণের নেটওয়ার্ক আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্প্রতি দেশের কয়েকটি ব্যাংককে রেমিট্যান্সের অর্থ মোবাইল ফোন অপারেটরদের আউটলেটগুলোর মাধ্যমে বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রেমিট্যান্সের অর্থ বিতরণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এসএমএস ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। ব্যাংক-টু-ব্যাংক ক্লিয়ারিং সহজ করার জন্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখ থেকে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) চালু করা হয়েছে, যা প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের অর্থ দ্রুত ডেলিভারি দিতে সাহায্য করছে।

সিআইপি হিসেবে ঘোষণা

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি তথা ব্যাংকিং চ্যানেলে অধিক রেমিট্যান্স পাঠানোকে উৎসাহিত করতে অনিবাসী বা প্রবাসী বাংলাদেশী ওয়েজ আর্নার্সদের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ব্যক্তিকে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে ঘোষণা দেয়ার প্রথা চালু করেছে। তাদেরকে বিশেষ নাগরিক সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য, সিআইপি খ্যাতি অর্জনকারীগণ রাষ্ট্রীয় নানাবিধ সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন যেমন-শিল্প কারখানা স্থাপন, আমদানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন

বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদেরকে প্রায়ই চড়া সুদে ঋণ নিয়ে বা ভিটেমাটি, জমি ইত্যাদি বিক্রি বা বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করে বিদেশ যেতে হয়। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যে বর্তমান সরকারের আমলে জনশক্তি রপ্তানিতে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ২০ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু হয়। এ ব্যাংকটি বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা বিদেশে গমনেচ্ছুদের অভিবাসন ব্যয় যোগানো, প্রবাসীদের সহজ শর্তে ঋণ ও প্রবাসীদের

www.pathagar.com

দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্যে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর এ ব্যাংক থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১২০০ জন বিদেশগামী কর্মীকে ঋণ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ২৫ জন বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীকে ঋণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে।

এছাড়া, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বর্তমান নির্দেশিকায় আইপিও (Initial Public Offer) ইস্যুর ক্ষেত্রে প্রবাসীদের জন্যে ১০ শতাংশ কোটা সুবিধা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে প্রেরণকারী একক বা যৌথভাবে দেশে শিল্প কারখানা স্থাপন করতে পারবেন। তাছাড়া, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা এদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল সুবিধা ভোগ করে থাকেন এদেশীয় প্রবাসী বিনিয়োগকারীরাও একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। ট্রান্সফার ফি ও এক্সচেঞ্জ রেট মার্জিন কমানোর জন্যে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুজাতিক মানি ট্রান্সফার কোম্পানি (যেমন-ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম) এর সঙ্গে বাংলাদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা সংশোধন করে চুক্তিতে উল্লিখিত Pay Cash Exclusivity Clause বা এরূপ কোনো শর্ত যা একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করতে পারে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে রহিত করার জন্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১০.২ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা

একটি দেশের দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির অন্যতম হাতিয়ার হলো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ হলো সংরক্ষিত স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) এর সঙ্গে মজুদ ও স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস (এসডিআর) এর সমষ্টি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি ও বহিঃঅর্থায়নের উল্লেখযোগ্য উৎস। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কার্যক্রম পদ্ধতি মূলতঃ আর্থিক বাজারের উন্নয়ন ও বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের নীতি-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হলো মুদ্রানীতি কাঠামো, বিনিময় হার নীতি ও ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক ঋণ কার্যক্রম। ৩১ মে, ২০০৩ থেকে নিয়ন্ত্রিত বিনিময় হার নির্ধারণী ব্যবস্থাপনার স্থলে ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা কার্যকর হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ওপর ভিত্তি করে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হচ্ছে। ভাসমান বিনিময় হার পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মুদ্রা ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসে, যেটা আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি-পদ্ধতি এবং আইএমএফ প্রদত্ত নির্দেশনা ও পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১০.২.১ রিজার্ভে প্রবৃদ্ধি অর্জন

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ। বিশ্ব অর্থনীতি যখন অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল তখনও বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে ছিল। বিগত সরকারের সময় ২০০৪-০৫ অর্থবছর শেষে

www.pathagar.com

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ যেখানে ২.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল সেখানে বর্তমান সরকারের সময় ২০১১-১২ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মোট অঙ্কের বিচারে আগের চার অর্থবছরের চেয়ে পরের চার অর্থবছর শেষে রিজার্ভ চারগুণেরও বেশি বেড়েছে। আমদানি ব্যয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও গত চার বছরের গড় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর শেষে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৭.৪৭ বিলিয়ন ডলার, যা বেড়ে ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছর শেষে যথাক্রমে ১০.৭৫, ১০.৯১ ও ১০.৩৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। ১০ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রথম ১০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। তখন থেকেই রিজার্ভ ১০ থেকে ১১ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে উঠানামা করতে থাকে। গত বছরের (২০১২) ১২ অক্টোবর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। বছর শেষে রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ১২.৭৫ বিলিয়ন ডলার। ২০১৩ সালের শুরুতেই দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শেষে রিজার্ভ দাঁড়ায় প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার। মার্চের শুরুতেই রিজার্ভ ১৪ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড ভেঙ্গেছে। পরবর্তীতে এশিয়ান ক্লিয়ারিং এর দায় নিষ্পত্তির ফলে রিজার্ভের পরিমাণ ১৩ বিলিয়নে নেমে আসলেও

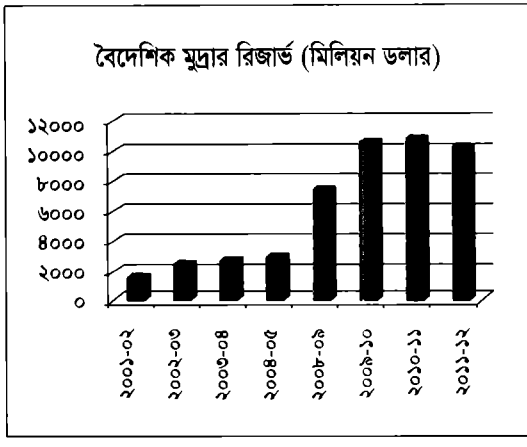

অর্থবছর ২০০৯-১২ এ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ

(মিলিয়ন ডলার)

মাস	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
জুলাই	৫৮২০	৭৭৪১	১০৭৪৯	১০৩৮১
আগস্ট	৫৯৬৬	৯১৫৬	১০৯৯২	১০৯৩২
সেপ্টেম্বর	৫৮৬৩	৯৩৬৩	১০৮৩৪	৯৮৮৪
অক্টোবর	৫৫৫১	৯৫৪৫	১১১৬০	১০৩৩৮
নভেম্বর	৫২৪৫	১০৩৩৬	১০৭০০	৯২৮৫
ডিসেম্বর	৫৭৮৮	১০৩৪৫	১১১৭৪	৯৬৩৫
জানুয়ারি	৫৫৭৭	১০০৯৮	১০৩৮২	৯৩৮৭
ফেব্রুয়ারি	৫৮৭২	১০৫৫৫	১১১৫৯	১০০৬৭
মার্চ	৫৯৫৩	১০১৪২	১০৭৩১	৯৫৭৯
এপ্রিল	৬৫০৯	১০৬০২	১১৩১৬	১০১৯৩
মে	৬৫৬৩	১০১৪৬	১০৪৩১	৯৫২০
জুন	৭৪৭১	১০৭৫০	১০৯১২	১০৩৬৪

www.pathagar.com

১০ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এর সঙ্গে উপস্থিত গভর্নর ড. আতিউর রহমান

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ৪ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত রিজার্ভের পরিমাণ ১৪.১২৪ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে কিছুটা ধীরগতি থাকলেও রেমিট্যান্স আয়ে বড় প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয় বেশ খানিকটা কমে আসা এবং সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণ নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের এ উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে পাঁচ মাসের মতো আমদানি দায় মেটানো সম্ভব।

১০.২.২ রিজার্ভকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালী এবং বৈদেশিক সম্পদের পোর্টফলিও বহুমুখী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ রেটিং সম্পন্ন বন্ডে বিনিয়োগ করে এবং স্বর্ণ মজুদের পরিমাণ বাড়ানোর লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০১০-এ আইএমএফ এর কাছ থেকে ১০ মেট্রিক টন স্বর্ণ ক্রয় করে। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত ব্যাংকগুলোতে তহবিল বিনিয়োগে বরাবরই সতর্কতা অবলম্বন করে আসছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বৈদেশিক দায় মেটানো, ক্রমাগত বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা, বিনিময় হারের ক্রমাগত উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করা, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে রিজার্ভের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আয় অর্জন করা।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে অপচয়মূলক বিলাসবহুল পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করাসহ রপ্তানি ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্যে দক্ষ মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সুষ্ঠু ও বিচক্ষণতার সঙ্গে গৃহীত বাংলাদেশ ব্যাংকের এসব নীতি-পদক্ষেপ আগামীতে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরো বাড়াতে এবং টেকসই করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

বর্তমান বিশ্বে করপোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) বা সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেহেতু সমাজের মানুষের কাছ থেকেই মুনাফা অর্জন করে, তাই মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি অবশ্যই তাদের কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করা উচিত। এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে ব্যাংকিং খাতে সিএসআর কার্যক্রম উৎসাহিত করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষভাবে নজর দেয়। ২০০৮ সালে সর্বপ্রথম দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্যে সিএসআর নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। ব্যাংকগুলোর মুনাফার একটি ক্ষুদ্র অংশও যদি সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় দেশের পিছিয়ে পড়া বৃহত্তর জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্যে ব্যয়িত হয় তাহলে দেশ ও জাতি অনেকটাই উপকৃত হয়।

আর এ বিবেচনায় দেশের সমাজের অবহেলিত অথচ সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে উজ্জীবিত করা এবং সকল স্তরের মানুষের জন্যে সৃজনশীল কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে একটি মানবিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে অবহেলিত উৎপাদনমুখী খাত বিশেষ করে কৃষক, ক্ষুদে উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা, শ্রমিক শ্রেণীসহ আর্থিক সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় আনার উদ্যোগের সঙ্গে ব্যাংকগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা তথা সিএসআর কার্যক্রমকে ব্যাংকিংয়ের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য নিরসন এবং কর্মসৃজনে সহায়ক কর্মসূচিকে সামনে রেখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, খেলাধূলা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, অবহেলিত ও অনগ্রসর এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের পরিবারের কল্যাণ ইত্যাদি খাতে যেসব সিএসআর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তা দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সিএসআর খাতে ব্যাংকগুলোর সাম্প্রতিক কর্মযজ্ঞের কারণে চরম দরিদ্র, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাচাষি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দরিদ্র নারীসহ আর্থিক সেবাবঞ্চিত সকল শ্রেণির কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছানো সহজলভ্য হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ও প্রবৃদ্ধির সুফল আমরা এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছি।

সিএসআর একটি স্বপ্রণোদিত কার্যক্রম হলেও এটি বর্তমানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মদক্ষতার অতিরিক্ত মাত্রা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বিবেচনা করছে। সিএসআর কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা গড়ে তুলতে ব্যাংকগুলোর CAMELS Rating এর 'M' অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট রেটিং নিরূপণে সিএসআর বিষয়ক তথ্য যাচাই করা হচ্ছে অর্থাৎ কোনো ব্যাংক এ খাতে বেশি কর্মকাণ্ড করলে তা ব্যাংকটির রেটিং-

www.pathagar.com

এ একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই সুপরিকল্পিত কর্মকৌশল নিয়ে বেশি বেশি সিএসআর কাজ করলে তা ব্যাংকেরই লাভ।

দেশের আর্থিক খাতকে একটি মানবিক রূপ দিতে এবং জনহিতৈষী ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্যে বেশকিছু অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন :

ক) এককভাবে অথবা স্থানীয়ভাবে কর্মরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে আত্ম-কর্মসংস্থান ঋণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে ঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ;

খ) মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের মতো ব্যাপক ও উচ্চহারে মৌসুমী বেকারে পরিণত হওয়া অঞ্চলের জন্যে জরুরি ভিত্তিতে উৎপাদনশীল নতুন নতুন কৃষিনির্ভর/কৃষিবহির্ভূত কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ;

গ) গ্রামীণ গৃহস্থদের জন্যে বায়োগ্যাস কিংবা সৌর প্যানেল এর মতো নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন, শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী পরিবেষ্টিত এলাকায় বর্জ্য পুনঃআবর্তন প্ল্যান্ট, শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত ময়লা/বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ইটিপি) ইত্যাদি স্থাপনের জন্যে অর্থায়ন কর্মসূচি গ্রহণ;

ঘ) গ্রামীণ গৃহস্থের বিভিন্ন ধরনের শস্য, তৈলবীজ, শাক-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদি ভিন্নমুখী উৎপাদনের জন্য ঋণ কর্মসূচি, উৎপাদনকারীদের সরাসরি অথবা উপযুক্ত কোন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে অর্থায়ন; সমন্বিত খামার যেমন-বড় কোন ফসলের সঙ্গে ছোট ফসলের সহ-উৎপাদন, নিচু জমির পানিতে আমন চাষের সঙ্গে মাছ/হাঁস পালন ইত্যাদি কার্যক্রমে ঋণ সুবিধা প্রদান;

ঙ) গ্রামীণ গৃহস্থ/প্রাপকদের কাছে প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো অর্থ দ্রুত পৌছানোর জন্যে মোবাইল ফোনভিত্তিক/স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থিত কর্মসূচিতে অর্থায়ন;

চ) লোকজ শিল্প, লোক সঙ্গীত ও চিত্রকলার সঙ্গে জড়িত জনগোষ্ঠীর আয়-রোজগার ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ পর্যটন ও সাংস্কৃতিক পণ্যের বাজারকে প্রণোদনা দেওয়ার লক্ষ্যে এসব ক্ষেত্রে অর্থায়ন।

পরবর্তীতে সিএসআর পরিপালনে আরো কিছু নির্দিষ্ট কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন ঃ

- ঘুর্ণিঝড় 'আইলা'র কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আর্থিক সহায়তা;
- গরিব মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও দেশের অনগ্রসর/প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্যে শিক্ষা বৃত্তি;
- ব্যাংকগুলোতে একটি পৃথক সিএসআর ডেস্ক স্থাপন এবং
- শিক্ষা খাতে মোট সিএসআর বাজেটের কমপক্ষে ৩০ শতাংশ ব্যয় করা।

www.pathagar.com

সিএসআর খাতে ব্যাংকগুলো প্রতি বছরই তাদের ব্যয় বাড়াচ্ছে। এ কার্যক্রমে ব্যাংকগুলো ২০০৮ সালে ব্যয় করেছে ৪১ কোটি টাকা, ২০০৯ সালে ব্যয় করেছে ৫৫ কোটি টাকা ও ২০১০ সালে ২৩৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও শহিদ সেনা সদস্যদের পরিবারের পুনর্বাসনসহ কয়েকটি খাতে বড় বড় অঙ্কের ব্যয়ও রয়েছে। ২০১১ সালেও ২১৯ কোটি টাকার সিএসআর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

৯ মে, ২০০৯ তারিখে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান

শিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংকগুলো সর্বাধিক সহায়তা প্রদান করছে, যা মোট সিএসআর ব্যয়ের প্রায় ২৮ শতাংশ। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে (অ-লাভজনক হসপিটাল, ক্লিনিক ইত্যাদি) ব্যাংকগুলো প্রায় ২৪ শতাংশ ব্যয় করেছে। ২০১২ সালে সিএসআর খাতে ব্যাংকগুলো ৩০৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে, যার মধ্যে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক ৩২ শতাংশ ব্যয় করেছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি এখন প্রতিটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছে।

সিএসআর কার্যক্রমে খাতভিত্তিক ব্যয়

(কোটি টাকা)

সিএসআর কার্যক্রমে খাতভিত্তিক ব্যয়	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
শিক্ষা	৩.০০	৯.৫০	৪০.১০	৬১.৩০
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা	১১.২০	২৪.৫০	৬৯.০০	৫২.০০
ক্রীড়া	৫.০০	০.১২	২৬.৫০	৩৫.৯০
মানব কল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৫.৯০	১২.৫০	৪৬.০০	১৮.৮০
শিল্প ও সাহিত্য	০.০৮	০.০৩	৩২.৯০	১৭.২০
পরিবেশ	০	০	৫.৯০	১৩.৮০
অন্যান্য	১৫.৯০	৮.৭০	১২.৫০	২০.০০
মোট	**৪১.০৮**	**৫৫.৩৫**	**২৩২.৯০**	**২১৯.০০**

২০১১ সালে প্রথমবারের মতো চারটি ব্যাংক তাদের বার্ষিক সিএসআর পরিকল্পনা প্রণয়নকালে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা ও প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সিএসআর বাজেট নির্ধারণ করেছে। সুনির্দিষ্ট 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষাসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্যে বিভিন্ন ব্যাংক

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে 'সিএসআর ডেস্ক' স্থাপন করেছে। বর্তমানে সকল ব্যাংকই সিএসআরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে তিনটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, ১৬টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং একটি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ মোট ২০টি ব্যাংক আলাদাভাবে ট্রাস্ট অথবা ফাউন্ডেশন সৃষ্টির মাধ্যমে সিএসআর কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য ব্যাংক তাদের মূল বাজেট থেকে সরাসরি সিএসআর খাতে ব্যয় করছে। সিএসআরভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমে ২০১১ সালে প্রায় ২১৯ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে যা ২০০৮ সালে ছিল মাত্র ৪১ কোটি টাকা অর্থাৎ গত চার বছরে সিএসআর ব্যয় বেড়েছে পাঁচগুণের বেশি। প্রথমদিকে সিএসআর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো প্রতিবেদন ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হতো না। কিন্তু এখন এসব কাজের জন্যে তাদেরকে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে ব্যাংকগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক 'Review of CSR Initiatives in Banks' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। ব্যাংকগুলোর মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সিএসআর কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বেশকিছু সিদ্ধান্ত সিএসআর খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণকে আরো উৎসাহিত ও বেগবান করেছে। যেমন :

- বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করেছে যার আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ইটিপি) নির্মাণে ঋণ পাচ্ছেন;
- ডাল, মসলা, তৈলবীজ ও ভুট্টা উৎপাদনে কৃষকের জন্যে ছাড়কৃত ঋণের ওপর বার্ষিক ৬ শতাংশ হারে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- ব্যাংকগুলো যে পরিমাণ অর্থ সিএসআর কাজে ব্যবহার করছে, তার মধ্যে বিশেষ কিছু খাত করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে;
- আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ কার্যক্রম যুগপৎভাবে সিএসআর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে;
- আর্থ-সামাজিক ও মানবাধিকার উন্নয়নে লিঙ্গ বৈষম্য বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের ১৩ শতাংশ, মধ্যম পর্যায়ে ৯ শতাংশ এবং ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ৪ শতাংশ কর্মকর্তা নারী। ব্যাংকগুলোর gender equality সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে বর্তমানে সিএসআর এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং সম্প্রতি এক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন :

    - ২০টি ব্যাংক মাতৃত্বজনিত ছুটির মেয়াদ ছয় মাসে বর্ধিত করেছে। এর মধ্যে ১০টি ব্যাংক ছয় মাসের মাতৃত্বজনিত ছুটি প্রদানে বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বাকি ব্যাংকগুলোতে এ ছুটির মেয়াদ ৩-৪ মাস।
    - একটি ব্যাংক (ব্রাক ব্যাংক লিঃ) নারী কর্মকর্তাদের পোষ্যদের জন্যে ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে;

www.pathagar.com

- ১৭টি ব্যাংক কর্মক্ষেত্রে হয়রানি বা উৎপীড়ন প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যদিও ২০১১ সাল পর্যন্ত এ ধরনের কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়নি;
- লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়ে ছয়টি ব্যাংক কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ট্রেনিং এর আয়োজন করেছে;
- ১৫টি ব্যাংক তাদের নারী কর্মকর্তাদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে পরিবহনের ব্যবস্থা করেছে।

সিএসআর কার্যক্রম এখন আন্তর্জাতিকভাবে সকল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সার্বিকভাবে আর্থিক সেবাভুক্তি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে কিছু উচ্চ প্রত্যক্ষ ব্যয় ছাড়াও ব্যাংকগুলো অবহেলিত, সুযোগ-বঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী এবং সামাজিক ও আর্থিক সেবাভুক্তিসহ পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে সিএসআর কর্মকাণ্ডে তাদের সংশ্লিষ্টতা যথেষ্ট বাড়িয়েছে। ব্যাংকগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের গভীরতাও বেড়েছে।

সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংকগুলো তাদের প্রতিটি শাখায় সংশ্লিষ্ট হেল্পডেস্কের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। যেমন :

- প্রতিবন্ধীদের জন্যে আলাদা কাউন্টার খোলার ব্যবস্থা;
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও বৃত্তি;
- শিশু ও কিশোরদের চরণ প্রতিবন্ধী সমস্যা সমাধানে বিনামূল্যে শল্য চিকিৎসা;
- চক্ষু চিকিৎসার্থে স্বল্প মেয়াদি ফ্রি-ক্যাম্প;
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে আর্থিক সহায়তা;
- সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা ও আর্থিক সহায়তা;
- অটিস্টিক শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক জীবন বিকাশে বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান;
- অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও অব্যাহত সহায়তা নিশ্চিত করতে Society for Welfare of Autistic Children (SWAC) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষ স্কুল পরিচালনা এবং দেশব্যাপী সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকগুলো বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ও ব্যতিক্রমী সিএসআর কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। যেমন-এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি)-এর যৌথ ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহায়তা হিসেবে ২৪ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ ও প্রদান; শেরপুর জেলার সোহাগপুরে ৬১টি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে এককালীন ৭ হাজার টাকা এবং মাসিক এক হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা; শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিধবা পল্লিতে দরিদ্র পরিবারকে সৌরবাতি ও শীতবস্ত্র প্রদান; বান্দরবানের পাহাড়ি এলাকায় ৫৭২ জন কৃষককে তৈলবীজ ও মসলা উৎপাদনে আর্থিক সহায়তা; সমন্বিত গরুপালন ও বায়োগ্যাস প্রজেক্টের আওতায় '৪টি গরুর আদর্শ খামার' শিরোনামে গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজেন্দ্রপুর, ঘাটাইল, রংপুর ও বরিশালে তিনশ' পরিবারের মধ্যে ৯ কোটি টাকার ঋণ প্রদান; সৌরশক্তি চালিত এটিএম বুথ চালু এবং সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল

www.pathagar.com

টাইগার রক্ষায় বিশেষ সহায়তা প্রদান। সুন্দরবনের কাছে প্রায় ২ হাজার জনঅধ্যুষিত বনলাউডুব গ্রাম এবং খুলনার দাকোপ উপজেলার দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে পুকুর পুনঃখনন কাজে ব্যাংকগুলো সহায়তা দিয়েছে। তাছাড়া, দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ চিকিৎসায় ঢাকাস্থ বারডেম হাসপাতালে ডায়ালিসিস ও কিডনী ট্রান্সপ্ল্যানটেশন ইউনিটে দু'টি হেমোডায়ালিসিস মেশিন স্থাপনে আর্থিক সহায়তা; কিডনী ফাউন্ডেশন এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন; গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত বৃত্তির ব্যবস্থা; ব্যাংক চত্বর সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা এবং তামাক ও তামাক জাতীয় ব্যবসায় বিনিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য সিএসআর কর্মকাণ্ড।

৭ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে বগুড়ায় পল্লি উন্নয়ন একাডেমীতে 'নদী ও জীবন' প্রকল্পের আওতায় উত্তরবঙ্গের চরাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের সৌরবাতি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান

দৈনিক পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত অনেক খবরই আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় বা চোখে পড়লেও অভ্যস্ততার বৃত্তে বন্দী মনকে নাড়া দেয় না। এর মধ্যেও কিছু কিছু খবর আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, যার প্রেক্ষিতে কিছু করার সামাজিক দায়বদ্ধতা এসে যায়। এমনি কিছু ঘটনা ও তার প্রেক্ষিতে গৃহীত সিএসআর কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

নূর জামালের ঘানি টানার অবসান

লালমনিরহাট জেলার আদিতমারি উপজেলার বড়ঘরিয়া গ্রামে নূর জামাল তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। বাবা-মা ও এক বোনের সংসার চলে ঘানিতে তেল ভেঙে। গরুর অভাবে বাবা তোফাজ্জল আলী বাধ্য হয় ছেলেকে ঘানি টানাতে এবং প্রতিদিন প্রায় ৩/৪ ঘন্টা তাকে ঘানি টানতে হতো। স্কুল ছুটির দিন আরো বেশি সময় নূর জামালের ঘানি টানার মেয়াদ আরো বেড়ে যেতো। এ হৃদয়স্পর্শী খবরটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর একটি ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে এগিয়ে আসে এবং তাদেরকে দু'টি গরু, মাসিক ১০ হাজার টাকা ভাতার ব্যবস্থাসহ নূর জামাল ও তার বোনের আগামী ১০ বছরের পড়াশুনার দায়িত্ব নেয়। এভাবেই ঘানি টানা থেকে অব্যাহতি পায় নূর জামাল।

দরিদ্র হাশিম উদ্দিনের দুই মেয়ের মেডিক্যাল কলেজে পড়ার জন্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

২৭ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'হাশিম উদ্দিনের ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো' শিরোনামে প্রকাশিত একটি খবরে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ময়মনসিংহের গৌরীপুরের সবজি বিক্রেতা হাশিম উদ্দিনের দুই

www.pathagar.com

মেয়ে সানমুন নাহার (সুমি) ও ইউকাবেতুন নাহার (জেরিন) কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যথাক্রমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। তিনি তৎক্ষণাৎ অভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী এ পরিবারকে বিশেষ করে সুমি ও জেরিনের মেধাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে সাউথইস্ট ব্যাংক লি: এবং ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি:-কে অনুরোধ করেন। ব্যাংক দু'টিও এই আহবানে সাড়া দিয়ে সিএসআর-এর আওতায় তাদেরকে শিক্ষাবৃত্তি দেয়ার জন্যে এগিয়ে আসে। ২০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড রুমে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সুমি ও জেরিনের হাতে সাউথইস্ট ব্যাংক ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংক শিক্ষাবৃত্তি তুলে দেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এভাবেই হাশিম উদ্দিনের দুই মেয়ের মেডিক্যাল কলেজে পড়ালেখা অব্যাহত রাখার পথ সুগম হয়।

২০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড রুমে আয়োজিত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে হাশিম উদ্দিন, তার স্ত্রী শিরিন আক্তার, বৃত্তিপ্রাপ্ত দুই মেয়ে সুমি ও জেরিনসহ অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত গভর্নর ড. আতিউর রহমান

শীতার্ত অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

শীতার্ত অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণে ব্যাংকগুলোকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকগুলো তাদের সিএসআর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শীতার্তদের মধ্যে এবারের (২০১২-১৩) শীতে এক কোটিরও বেশি কম্বল বিতরণ করেছে।

২৭ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে একটি বেসরকারি খাতের ব্যাংকের সৌজন্যে শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব এস. কে. সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা

সম্প্রতি ব্যাংকগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম (সিএসআর) সম্প্রসারণ, এ কার্যাদি নিবিড়ভাবে তদারকির জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'গ্রীন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট' নামে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয়েছে। এ বিভাগের মাধ্যমে সিএসআর কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রমও পর্যবেক্ষণ করা হবে।

www.pathagar.com

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত উল্লেখযোগ্য রূপান্তর এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক তার মুখ্য দু'টি দায়িত্ব পালন অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি পরিমিত রাখা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনের বহুমুখী উদ্যোগে সমর্থন যোগানোর লক্ষ্যে এ যাবত অপ্রতুল নজর পাওয়া কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই), নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং অন্যান্য উৎপাদনমুখী খাতগুলোতে পর্যাপ্ত অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। অন্যদিকে, আর্থিক সেবা যেন ব্যয়সাশ্রয়ী, সময়সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ হয় সে জন্যে ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন তথা অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন সিআইবি সেবা ইত্যাদি চালুসহ তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

দেশে কার্যরত ৪৭টি ব্যাংকের প্রায় ৮৩০০টি শাখার সমন্বয়ে বাংলাদেশের বর্তমান ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। এসব ব্যাংক শাখায় প্রায় ৫ কোটি ৫২ লক্ষ আমানতকারী ও ৯৬ লক্ষ ঋণ গ্রহীতা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় কৃষকদের ৯৬ লক্ষাধিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উপকারভোগীদের জন্যে ৩৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট এক কোটি ৩১ লক্ষাধিক হিসাব খোলা হয়েছে। দেশে ব্যাংক ও মোবাইল ফোন কোম্পানির যৌথ অংশীদারিত্বে মোবাইল ব্যাংকিং সেবার দ্রুত প্রসার ঘটছে এবং এর আওতায় বিপুল সংখ্যক হিসাব খোলা হচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা পেতে ইতোমধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ হিসাব খুলেছেন।

ডিজিটাইজড ব্যাংকিং অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে দ্রুত আর্থিক সেবা বিতরণ, কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) খাতগুলোতে পর্যাপ্ত অর্থায়নসহ আর্থিক খাতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আওতাভুক্তি প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতি-কৌশল গ্রহণ করায় এ ধরনের হিসাব দ্রুত বাড়ছে। এতে ব্যাংকিং সেবার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হচ্ছে এবং এ খাতের প্রতি গ্রাহকগণের প্রত্যাশাও অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

১২.১ 'হেল্পডেস্ক' থেকে 'সিআইপিসি'

বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে সারা বিশ্বেই ব্যাংকগুলোর ওপর গ্রাহকদের আস্থা অনেকটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গ্রাহকরাও ব্যাংকের কাছে আরো বেশি মনোযোগ, আন্তরিকতা ও আধুনিক সেবা আশা করছেন। ব্যাংক গ্রাহকদের এ প্রত্যাশা পূরণে যথাযথ

www.pathagar.com

পদক্ষেপ নেয়ার আবশ্যকতা থাকায় ব্যাংকিং খাতকে গ্রাহক-বান্ধব করা তথা ব্যাংকিং খাতে গ্রাহকদের আস্থা ও সন্তুষ্টি বজায় রাখা, ব্যাংকিং সেবার মান সম্পর্কে গ্রাহক পর্যায়ের ক্ষোভ বা অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা এবং উন্নততর গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিল্যান্স বিভাগের অধীনে ১৬ মার্চ, ২০১১ তারিখে প্রথমে 'হেল্পডেস্ক' চালু করা হয়। পরবর্তীতে কাজের পরিধি ও প্রকৃতি বিবেচনায় ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে 'হেল্পডেস্ক' এর নাম পরিবর্তন করে 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' বা 'Customers' Interest Protection Centre (CIPC)' রাখা হয়। দেশব্যাপী ব্যাংক গ্রাহকগণের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নয়টি শাখা অফিসেও সিআইপিসি চালু করা হয়।

১২.২ সিআইপিসি'র উদ্দেশ্য

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আমানতকারী ও গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকের আমানতকারী ও গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষা করা, ব্যাংকিং সেবা পেতে যে কোনো ধরনের হয়রানির হাত থেকে গ্রাহকগণকে রক্ষা করা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা এর কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যাংকিং সেবার মানোন্নয়ন করে ব্যাংকের ওপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় করা, ব্যাংকগুলোর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা, ব্যাংক ও গ্রাহকদের মধ্যে সম্পর্ক সুসংহত করা এবং সর্বোপরি উন্নত ও দক্ষ গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করাই সিআইপিসি'র মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধনে সিআইপিসি অল্প সময়েই সফলতার প্রমাণ রেখে চলেছে।

১৯ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে নিজ মোবাইল ফোন থেকে কল করে সিআইপিসি'র '১৬২৩৬' হটলাইন ফোন নম্বরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

১২.৩ অভিযোগ গ্রহণের মাধ্যম ও হটলাইন '১৬২৩৬'

সিআইপিসি সৃষ্টির পর থেকেই সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সকল কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ই-মেইল, ফ্যাক্স, এসএমএস, ওয়েবসাইট ও ডাকযোগে কিংবা সরাসরি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভিযোগ আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ইলেকট্রনিক অভিযোগ ফরম পূরণের মাধ্যমে দ্রুত অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনসাধারণ যাতে একটি নম্বরে ফোন করে সহজেই ব্যাংকিং/আর্থিক সেবা বিষয়ক তথ্যাদি জানতে পারেন অথবা তাদের অভিযোগগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইপিসি-তে দাখিল করতে পারেন সে জন্যে

www.pathagar.com

১৯ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে একটি পৃথক হটলাইন নম্বর '১৬২৩৬' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। নম্বরটি পরিচিত করে তুলতে ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নম্বরটির ব্যাপারে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিকমুনিকেশন রেগুলেটরি কোম্পানির (বিটিআরসি) মাধ্যমে সকল মোবাইল ফোন গ্রাহকের কাছে এসএমএস করে শর্ট কোড নম্বরটির কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখার ক্যাশ কাউন্টারে শর্ট কোড '১৬২৩৬' সংক্রান্ত স্টিকার লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে কোনো গ্রাহক হয়রানির শিকার হলে সহজেই উক্ত নম্বরে ফোন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইপিসি-তে অভিযোগ করতে পারেন। স্টিকারের মাধ্যমে ১৬২৩৬ এর প্রচারণা ব্যাংকিং সেবার মানোন্নয়নে এ হটলাইন নম্বরটি ইতোমধ্যে খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে সিআইপিসিতে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল প্রভৃতি প্রচার করা হয়েছে। সিআইপিসি কর্তৃক শুধু অভিযোগ নিষ্পত্তিই নয়, দেশ-বিদেশের ব্যাংকিং সেবা প্রত্যাশী অসংখ্য মানুষের ব্যাংকিং ও ব্যবসায়িক জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে জবাব ও পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

স্টিকারের মাধ্যমে ১৬২৩৬ এর প্রচারণা

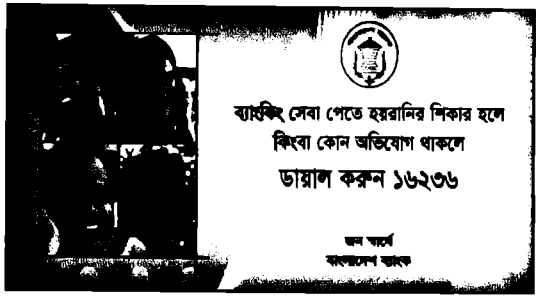

১২.৪ কর্মপদ্ধতি

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের সেবা কার্যক্রম সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি নেয়া হয়েছে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকরা প্রচলিত নিয়ম-নীতির মধ্যে থেকে ব্যাংকের সেবা পেতে কোনো ধরনের হয়রানির শিকার বা সমস্যার সম্মুখীন হলে তারা ১৬২৩৬ নম্বরে ফোন করে কিংবা অন্যান্য মাধ্যমে গ্রাহক স্বার্থ কেন্দ্রে অভিযোগ করতে পারেন। তাছাড়া, প্রতিটি তফসিলি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের 'অভিযোগ সেল'-গুলোতেও অভিযোগ করতে পারেন। এসব অভিযোগ সেলের কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ নিয়মিত তদারকি করছে।

দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে গ্রাহকরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকটস্থ গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে অভিযোগ করলে, সাধারণ অভিযোগের ক্ষেত্রে এ কেন্দ্র টেলিফোন কিংবা ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাত্র তিন দিনের মধ্যেই অভিযোগ নিষ্পত্তি করে এবং জটিল অভিযোগের ক্ষেত্রে সিআইপিসি সরাসরি তদন্ত করে কিংবা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অভিযোগ সেলের মাধ্যমে তদন্ত করিয়ে বা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সত্যতা নিরূপণ করে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। শাখা/আঞ্চলিক পর্যায়ে কোনো অভিযোগের নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে তা নিষ্পত্তির জন্যে

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সিআইপিসি-তে পাঠাতে হয়। আঞ্চলিক পর্যায়ের গ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের সিআইপিসি নিয়মিতভাবে তদারকি করছে।

সব মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না হলেও প্রতিষ্ঠার পর থেকে সিআইপিসি দেশের সাধারণ মানুষের কাছে অন্ততঃ একটি বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছে যে, ব্যাংকিং সেবা পেতে অহেতুক কোনো হয়রানির শিকার হলে তার প্রতিকার পাওয়ার একটি ভরসার জায়গা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রয়েছে। ব্যাংকিং সেবা বিষয়ক নানাবিধ সমস্যার দ্রুত সমাধান পাওয়ায় ইতোমধ্যে মানুষের মনে সিআইপিসি সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের এ বিশ্বাস ও প্রত্যাশাকে অক্ষুন্ন রাখা ও দেশের ব্যাংকিং সেবার মানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এ কেন্দ্র।

১২.৫ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র ইতোমধ্যেই চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়েছে। কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার এক বছরে অর্থাৎ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত যেসব কাজ করেছে তার ওপর ভিত্তি করে গত ১৯ জুলাই ২০১২ তারিখে প্রথম 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-১২' প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটিতে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের পরিসংখ্যানভিত্তিক কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, তৃণমূল পর্যায়ের গ্রাহকদের এ কেন্দ্রের সেবা পাওয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্তও তুলে ধরা হয়েছে।

এক নজরে অভিযোগ নিষ্পত্তির বিবরণী

সময়কাল	মোট অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ	নিষ্পত্তির হার
৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত	২১৫১	১৯৪১	২১০	৯০%
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত	৩৮২৪	৩০১৮	৮০৬	৭৯%

প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, মাত্র এক বছরের মধ্যেই কেন্দ্রটি প্রায় দুই হাজার জটিল অভিযোগের নিষ্পত্তিসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যাংক গ্রাহক কিংবা ব্যাংকিং সেবাকামী সাধারণ মানুষের নানাবিধ জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার মাধ্যমে কিছুটা হলেও তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে। ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাপ্ত অভিযোগের মধ্যে প্রায় ৪৭ শতাংশই বেসরকারি ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগের হার যথাক্রমে প্রায় ২৬ ও ১৫ শতাংশ। সিআইপিসি-তে বিভিন্ন

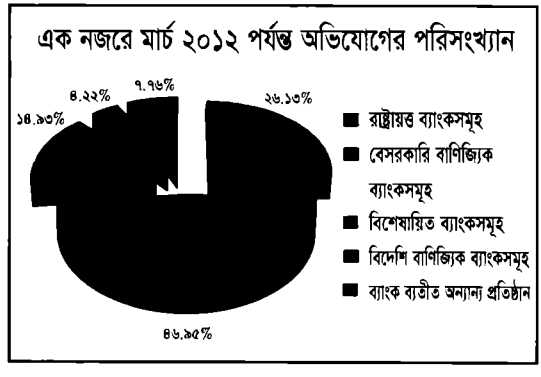

www.pathagar.com

ধরনের অভিযোগ গৃহীত এক নজরে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত অভিযোগের পরিসংখ্যান হয়ে থাকে। যেমন-বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলা ও হিসাব পরিচালনা; সুদ হিসাবায়নে ভুল, অতিরিক্ত সুদ আদায়, সুদহার ধার্যকরণে নীতিমালা লঙ্ঘন; চেক, বিল ও ড্রাফট এর অর্থ আদায়ে অনিয়ম,

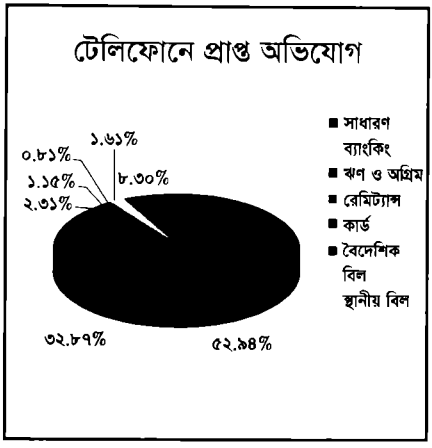

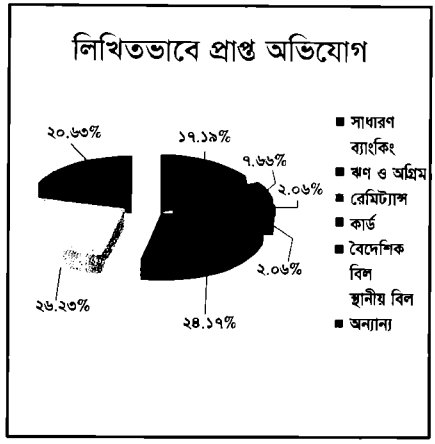

চার্জ, টেলিফোনে প্রাপ্ত অভিযোগ লিখিতভাবে প্রাপ্ত অভিযোগ কমিশন, ফি ধার্যকরণে অনিয়ম; রেমিট্যান্স; স্থানীয় বা বৈদেশিক বিল; ডেবিট কার্ড, কমিশন, ফি ধার্যকরণে অনিয়ম; রেমিট্যান্স; স্থানীয় বা বৈদেশিক বিল; ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, এটিএম পরিচালনায় অনিয়ম; গ্যারান্টি বা এলসি এর বিপরীতে পেমেন্ট সংক্রান্ত; ঋণ মঞ্জুরিতে দীর্ঘসূত্রিতা; বেতন, পেনশন, ভাতা প্রদানে বিলম্ব করা ইত্যাদি। ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত টেলিফোনে ও লিখিতভাবে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো বিশ্লেষণকালে দেখা যায়, এসব অভিযোগের বেশির ভাগই সাধারণ ব্যাংকিং ও স্বীকৃতি বিলের পেমেন্ট সংক্রান্ত।

১২.৬ 'সিআইপিসি' থেকে 'এফআইসিএসডি'

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের সাফল্যকে ধরে রাখা, এর কর্মকাণ্ড ও পরিধি সম্প্রসারিত করা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহকদের অভিযোগ আরো দ্রুত ও সহজে সমাধানের জন্যে এ কেন্দ্রটিকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি)' নামে একটি নতুন বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। এ বিভাগ একদিকে যেমন দেশের আর্থিক সেবাপ্রত্যাশী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে, অন্যদিকে আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশে থেকে তাদের সেবার মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এভাবেই এ নতুন বিভাগটি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ব্যাংক গ্রাহকদের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে জোরকদমে এগিয়ে চলছে।

www.pathagar.com

১২.৭ গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে অন্যান্য পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাই নয় বরং গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে।

- আমানতকারী, বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের যাতে ব্যাংক সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্য দিতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী বাধ্যতামূলকভাবে পত্রিকায় প্রকাশের বিধান করা হয়েছে।
- আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের আমানত বীমা স্কীমের বিষয়টি সর্বসাধারণকে জানাতে এ সংক্রান্ত একটি নোটিশ শাখাগুলোর দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনের জন্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- ব্যাংকগুলোকে তাদের সুদহার, চার্জ, কমিশন, ফি, বিনিময় হার ইত্যাদির তালিকাও জনসাধারণকে অবহিত করার এবং তাদের ওয়েবসাইটে এই তালিকা গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
- ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির জন্যে তাদের আমানত ও ঋণের সুদহারের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- ব্যাংকিং নীতিমালা সংক্রান্ত সর্বোত্তম চর্চা ও Frequently Asked Questions (FAQs) বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- জনসাধারণকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করা অর্থাৎ কোনো ধরনের অবৈধ ব্যাংকিং ও মিথ্যা প্রলোভন বিষয়ে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করে জনসাধারণকে তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।
- জাল টাকার ব্যবহার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে।
- আর্থিক বাজারের বিভিন্ন পণ্য পছন্দ করার ক্ষেত্রে সেগুলোর ইতিবাচক দিক ও ঝুঁকি সম্পর্কে জনগণকে সম্যক ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে আর্থিক খাত বিষয়ক শিক্ষা বা Financial Literacy চালুর বিষয়েও বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে।

এতোদিন ব্যাংক বিষয়ে গ্রাহকের যে ভীতি ছিল তার বিপরীতে গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইপিসি তথা এফআইসিএসডি। বাংলাদেশ ব্যাংকের একক প্রচেষ্টায় ব্যাংকিং খাতে গ্রাহক সেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে, ব্যাংক ব্যবসা গ্রাহককেন্দ্রিক বলে গ্রাহকের সন্তুষ্টির ওপরই ব্যাংকের সুনাম নির্ভর করে। উন্নত বিশ্বেও অত্যানুধিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ সেখানেও প্রতিনিয়ত ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে গ্রাহকদের অভিযোগ আসে। তাই আমাদের দেশেও ব্যাংকের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের অভিযোগ আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমেই ব্যাংকের গ্রাহক সন্তুষ্টি বজায় রাখা এবং গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ব্যাংকগুলো উন্নত গ্রাহক সেবাকে তাদের ব্যবসায়িক সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করবে-এটাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যাশা করে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার ও গুণীজন সংবর্ধনা

২১ জুন, ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ২০০তম সভায় অর্থনৈতিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে বার্ষিক ভিত্তিতে 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন পরিচালক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ও ডেপুটি গভর্নর ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে।

১৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার

অর্থনৈতিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশী নাগরিক বা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিকগণকে বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার দেয়ার জন্যে নীতিমালা অনুসারে অর্থনীতির যে কোনো শাখার গবেষণা কর্ম বিবেচনা করা হয়, তবে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। সাধারণতঃ সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত একটি নির্দিষ্ট গবেষণা কর্ম বা একক কোনো বিষয়ে একাধিক গবেষণা কর্মের উৎকর্ষের মানদণ্ডে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে জীবনব্যাপী গবেষণামূলক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেও এই পুরস্কার দেয়া যাবে। গবেষণা কর্ম কোন স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ, পুস্তক, পুস্তকের অধ্যায় বা মনোগ্রাফ আকারে হতে পারে। প্রতি বছর বাংলাদেশ ব্যাংক এ পুরস্কার দেবে। তবে, কোনো বছর উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে সে বছরের জন্যে পুরস্কার স্থগিত রাখা হবে। এ পুরস্কারের আর্থিক মূল্য হবে প্রাথমিকভাবে নগদ দুই লক্ষ টাকা। সঙ্গে পাঁচ তোলা ওজনের একটি স্বর্ণপদক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ক্রেস্ট পুরস্কারের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কোনো প্রার্থী একবার বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার পেলে তাঁকে পরবর্তীতে পুরস্কারের জন্যে বিবেচনা করা হবে না। মরণোত্তর পুরস্কারের ক্ষেত্রে পুরস্কার বিজয়ীর ওয়ারিশ (স্ত্রী, সন্তান বা বৈধ অন্য কোনো ওয়ারিশ) বিজয়ীর পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করতে পারবেন।

১৩.২ প্রথম 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার' বিজয়ী প্রফেসর রেহমান সোবহান

২০০০ সালে প্রথমবারের মতো 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার' ঘোষণার মাধ্যমে এ পুরস্কারের যাত্রা শুরু হয়। সেবার সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ প্রফেসর রেহমান সোবহানকে তাঁর গবেষণা, প্রকাশনা ও বলিষ্ঠ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কারটির জন্যে মনোনীত করা হয়। ১৪ নভেম্বর, ২০০১

www.pathagar.com

তারিখ ঢাকার বিয়াম মিলনায়তনে নগদ দুই লক্ষ টাকা ও ৫ তোলা ওজনের একটি স্বর্ণপদক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ক্রেস্ট প্রফেসর রেহমান সোবহানের হাতে পুরস্কার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়।

প্রফেসর রেহমান সোবহান দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। ১৯৫৬ সালে তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। এর আগে তিনি ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছেন দার্জিলিং-এর ঐতিহ্যবাহী সেন্ট পলস্ স্কুলে (১৯৪২-৫০) ও লাহোরের অ্যাচিসন কলেজে (১৯৫১-৫২)। এছাড়াও তাঁর শিক্ষাজীবন বিস্তৃত হয়েছে অক্সফোর্ড ও হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পৃথিবী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৭ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। ১৯৭৭ সালে অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেন। অবসর নেয়ার আগে তিনি বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিল্প, বিদ্যুৎ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগ এবং অবকাঠামো বিভাগে যথাক্রমে চেয়ারম্যান, গবেষণা পরিচালক ও মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বিআইডিএস-এ অ্যামিরিটাস ফেলো হিসেবে কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন। প্রফেসর সোবহান কুইন এলিজাবেথ হাউজে ১৯৭৬-৭৯ পর্যন্ত ভিজিটিং ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট এর এ্যাডভাইজরি কাউন্সিল, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪-৯৯ সময়কালে তিনি সিপিডি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান তিনি ছিলেন। সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ-এ (২০০১-০৫) নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের প্রকাশিত বই ও মনোগ্রাফের সংখ্যা ৪২টি। তাছাড়া, বিভিন্ন জার্নালে তাঁর ২০০ এর ওপরে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জীবনের অনেকটা জুড়েই রয়েছে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন। তাঁর লেখনি বারবারই কথা বলেছে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পক্ষে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় একটি সুষম অর্থনীতির সুবিধা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে এই অর্থনীতিবিদ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় থেকে শুরু করে আজ অবধি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

১৩.৩ দ্বিতীয় 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার' বিজয়ী প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম

দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশে অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা ও মৌলিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার-২০০৯' সম্মাননা প্রদান করা হয়। একটি নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. নুরুল ইসলামকে দ্বিতীয় বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কারের জন্যে মনোনীত করেন। ৩১ মার্চ, ২০১০ তারিখে হোটেল সোনারগাঁও এর বলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নগদ দুই লক্ষ টাকা ও ৫০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক এবং

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ক্রেস্ট ড. নুরুল ইসলামের হাতে তুলে দেন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। কর্ম, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় অনন্য ব্যক্তিত্ব ড. নুরুল ইসলাম একজন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ। অসাধারণ কর্মপরিকল্পনার অধিকারী ড. ইসলাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে সুনাম অর্জন করেছেন তা দেশের ভাবমূর্তিকে করেছে উজ্জ্বল। তিনি রিসার্চ ফেলো অ্যামিরিটাস পদে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (IFPRI)-এ সফলতার সঙ্গে দায়িত্বপালন করে যাচ্ছেন। পেশাগত জীবনের শুরুতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। তিনি পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনোমিকস এবং পরবর্তী সময়ে বিআইডিএস'র পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৭৫ থেকে পরবর্তী সময়ে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেন্ট অ্যান্টোনি কলেজের ফেলো ও ইউনাইটেড ন্যাশনস অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের সহকারী মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইয়েল ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন ও নেদারল্যান্ড স্কুল অব ইকোনোমিকসসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি ভিজিটিং এ্যাকাডেমিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন। অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান দেশে এবং বিদেশে স্বীকৃত। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশ। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে তাঁর শতাধিক উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা অর্থনীতির গবেষণা ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। পাকিস্তান আমলে 'দুই অর্থনীতি' নিয়ে ভেবেছেন। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত অর্থনীতিবিদদের সম্মেলনে ড. নুরুল ইসলামসহ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদগণ প্রথম দ্বৈত অর্থনীতির ধারণা উত্থাপন করেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, হাজার মাইল দূরত্বের দু'টি দেশে এক অর্থনীতি চলতে পারে না। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত অবস্থায় বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি দেশ ও মাটির প্রতি যে অকৃত্রিম ভালবাসা আর সাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা সর্বজনবিদিত।

৩১ মার্চ, ২০১০ তারিখে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ড. নুরুল ইসলামের হাতে 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার ২০০৯' তুলে দিচ্ছেন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

দেশ স্বাধীন হলে তিনি জড়িয়েছেন দেশ গড়ার কাজে। বিগত অর্ধশতক ধরে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা ও সুচিন্তিত মতামত একদিকে যেমন জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁর সুদক্ষ কর্মযজ্ঞ প্রশংসিত হয়েছে।

www.pathagar.com

১৩.৪ প্রফেসর ড. মুশররফ্ হোসেন পেলেন তৃতীয় 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার'

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিটি প্রফেসর ড. মুশররফ্ হোসেন-কে 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার-২০১১' সম্মাননা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে অসামান্য অবদান, দেশীয় আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অঙ্গনে উন্নয়ন এবং অর্থনীতির তাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রায়োগিক চর্চায় সুদীর্ঘ ছয় দশকব্যাপী কর্মজীবনের বর্ণিল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এ পুরস্কারের জন্যে মনোনীত করা হয়। প্রফেসর মুশররফ্ হোসেন অর্থনীতিতে মাস্টার্স অব আর্টস ডিগ্রী অর্জন করেন প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীতে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতির ওপর পিএইচডি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৭৪-৯১ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্ল্যানিং বোর্ডের ইকোনমিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৮-৬৮ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৮-৭০ সালে ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি ইউ.কে-তে তিনি নুফিল্ড অ্যান্ড লিভারহাম ফেলো হিসেবে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি মুজিবনগর সরকারের প্ল্যানিং সেল এর সদস্য এবং ১৯৭২-৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন এর সদস্য ছিলেন। তিনি জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য বৈদেশিক সাহায্য সংস্থায় গবেষণামূলক কাজ করেছেন। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, ঋণ সহায়তার শর্ত সহজীকরণ, রপ্তানির কাঠামোগত পরিবর্তন, রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বাড়ানো এবং তার প্রভাব, গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, নাগরিক সমাজ ও সুশাসন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো, জনসংখ্যা, গ্রামীণ উন্নয়ন কর, সরকারি ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য, খাদ্য স্বনির্ভরতা দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যা দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন জার্নাল ও বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ইন্তেকাল করেন।

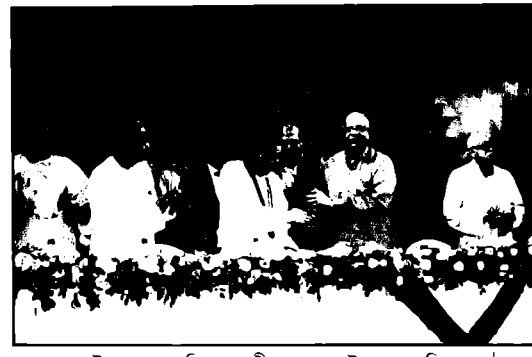

১৮ জুলাই, ২০১২ তারিখে রূপসী বাংলা হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার ২০১১' বিজয়ী প্রফেসর ড. মুশররফ্ হোসেন এর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

১৩.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর জনাব এ. কে. এন. আহমেদ-কে সংবর্ধনা

গত ১১ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী (বিবিটিএ), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) ও ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

(আইবিবি) এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর জনাব এ. কে. এন. আহমেদ-কে সংবর্ধনা দেয়া হয়। দেশীয় ও বৈশ্বিক অঙ্গনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং জগতে তিনি জীবন্ত কিংবদন্তী। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের আর্থিক খাতের উন্নয়নে অবদান রাখা স্বনামধন্য ব্যাংকারদের মধ্যে অগ্রগণ্য এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় গভর্নর জনাব আহমেদ স্বাধীনতার আগে ও পরে দেশের কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিচক্ষণ নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বহুমাত্রিক কর্মজীবনের অধিকারী। গত শতকের পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে বিশ্ব ব্যাংকে কাজ করেন, সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে আইএমএফ এর উপদেষ্টা এবং আশির দশকের মাঝামাঝি জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ঐ সময় জাপানি সমাজ এবং সংস্কৃতির অগাধ জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি জাপানের একটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট' স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। তিনি বিআইডিএস'র সিনিয়র ফেলো, সিপিডি এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স এর ফেলো এবং বিআইবিএম এর অ্যামিরিটাস ফেলো। তিনি আর্থিক খাতের উন্নয়নের জন্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যাংকিং খাতের মানব সম্পদ উন্নয়নের কারিগর হিসেবে যে প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই শীর্ষে রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টসহ (বিআইবিএম) তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম আঞ্চলিক ব্যাংক ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন, ইক্যুইটি পার্টিসিপেশন ফান্ড, বেসরকারি খাতে প্রথম আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইএফআইসি এবং বেসিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থাকাকালীন তিনি বাংলাদেশের একমাত্র সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুফল এখন আমরা পাচ্ছি।

১১ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে বিবিটিএ তে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জনাব এ. কে. এন. আহমেদ-কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়

জনাব আহমেদ কেবল ব্যাংকিং তথা আর্থিক উদ্যোগ সৃজনে নিজেকে সীমিত রাখেন নি। পাশাপাশি জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছেন দেশ-বিদেশে। তাঁর রচিত প্রবন্ধ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে বেশকিছু প্রবন্ধ আইএমএফ এর কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং সংক্রান্ত bibliography তে স্থান পেয়েছে। আজো তিনি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় তৎপর রয়েছেন এবং অসামান্য সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। এখনও তিনি তরুণদের সৃষ্টিশীল ভাবনা ও উদ্যোগের প্রতি উৎসাহ দিয়ে চলেছেন।

www.pathagar.com

সুদীর্ঘ ছয় দশকব্যাপী কর্মজীবনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিবিটিএ, বিআইবিএম ও আইবিবি-এর উদ্যোগে সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকায় এনে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যাংকার জনাব এ. কে. এন. আহমেদকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। তাঁকে সংবর্ধনা প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সামর্থ্য ও সম্ভাবনার বিষয়ে আস্থা ও আত্মবিশ্বাস জোরদার করা এবং তাঁর বর্ণময় কর্মজীবন থেকে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা নেওয়ার জন্যে তাঁর কাজের সঙ্গে আমাদের নতুন প্রজন্মের ব্যাংকারদের পরিচয়ের সেতু প্রশস্ততর করা। জনাব এ. কে. এন. আহমেদ এর মতো একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সৃজনশীল ব্যাংকার এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদকে সংবর্ধনা জাতীয় ও সমাজ জীবনের অগ্রযাত্রা ও আত্মবিশ্বাসকে উজ্জীবিত করেছে। তাঁর অবদানকে চিরস্মরণীয় রাখার জন্যে গত ১১ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বৃহৎ পরিসরের মিলনায়তনটিকে 'এ. কে. এন. আহমেদ অডিটোরিয়াম' নামে নামকরণ করা হয়েছে ।

১১ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে মিরপুরস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে স্থাপিত 'এ. কে. এন. আহমেদ অডিটোরিয়াম'-এর নাম ফলক উন্মোচন করছেন জনাব এ. কে. এন. আহমেদ

১৩.৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর জনাব লুৎফর রহমান সরকার-কে সংবর্ধনা

এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিবি) ও ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (আইবিবি) এর যৌথ উদ্যোগে ৮ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর জনাব লুৎফর রহমান সরকারকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

৮ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর জনাব লুৎফর রহমান সরকারকে সম্মাননা প্রদান করছেন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত

www.pathagar.com

আর্থিক খাত উন্নয়নে রোড শো এবং বিদেশে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল সম্ভাবনাময় দেশ। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রণী ভূমিকার ফলে দেশের অর্থনীতিতে আশাব্যঞ্জক উত্তরণ ঘটেছে। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণে প্রণোদনা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের যথোপযুক্ত কার্যক্রমের ফলে দেশে হুণ্ডি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে; বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্ট থেকেও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে দেশের সর্বত্র প্রচারণা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের নির্দেশনা পালনার্থে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া এবং অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স সুবিধাভোগীদের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সেবার মান উন্নয়নই উল্লিখিত পরিবর্তনের প্রধান কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, ব্যাংকিং চ্যানেলে অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১০ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। বৈদেশিক রেমিট্যান্সের পরিমাণ বর্তমান সময়েও ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ঊর্ধ্বমুখীতা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। দেশের আপামর জনসাধারণকে ব্যাংকিং সেবা বিষয়ে অধিকতর অবহিত ও উৎসাহিতকরণ, ব্যাংক সেবাকে জনসাধারণের দ্বারে পৌছানো, ওয়েজ-আর্নারদের প্রেরিত অর্থের নিরাপত্তা বিধান ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করে দেশের অর্থনীতির মৌলিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ব্যতিক্রমী রোড শো এর আয়োজন করে।

রোড-শো কর্মসূচি হচ্ছে অর্থনৈতিক শিক্ষার (Financial literacy) একটি অংশ। অর্থনৈতিক শিক্ষা আর্থিক পণ্যের প্রাপ্যতা, মূল্য, নিয়মাচার ও সীমাবদ্ধতা অবহিত করে সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী অর্থনীতিতে জনসাধারণকে ব্যাংকিং তথা আর্থিক বাজারের বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে ধারণা

২৬ মার্চ, ২০১০ তারিখে টেকনাফে রোড-শো উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

www.pathagar.com

দেয়ার জন্যে অর্থনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তবে বাংলাদেশে এ ধরনের পদক্ষেপ এটিই প্রথম। এসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্নমুখী প্রচারণার মাধ্যমে এই খাতের তথ্য সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ; দরিদ্র, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিরাসহ কৃষক সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পণ্য ও সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রদান; আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্তে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রচারণার মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি; হুণ্ডি নিরুৎসাহিতকরণ এবং বৈধ চ্যানেলে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণের উপায় ও সুবিধাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা ছিল এ রোড-শো এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাংলাদেশের কৃষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষি। এ সকল দরিদ্র, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিকে সহজ শর্তে কৃষি ঋণ ও কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন স্কীমসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ সম্পর্কে যেমন সম্যক ধারণা নেই তেমনি সহজ শর্তে কৃষি ঋণ পাওয়ার জন্যে ব্যাংকগুলোতেও তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত। ফলে সহজ শর্তে কৃষি ঋণ ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন স্কিমের প্রচারণার মাধ্যমে কৃষি ঋণের বিষয়াদি কৃষকদের যথার্থভাবে অবহিত করা আবশ্যক।

বৈধ ও ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ একদিকে যেমন মানি লন্ডারিংকে নিরুৎসাহিত করে অপরদিকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এর ওপর অনুকূল প্রভাবে দেশকে বৈদেশিক বাণিজ্যে সুবিধাজনক অবস্থানে রাখে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক পর্যায়ে সুধী সমাবেশ, জনসাধারণের জন্যে বিভিন্ন ধরনের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা, পত্র-পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ ইত্যাদি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ শ্রীলংকা তাদের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয় ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি) পরিচালিত ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধকে একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্যে অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এসব বিষয় বিবেচনায় এসএমই অর্থায়ন ও কৃষি ঋণের পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্ভাব্য উদ্যোক্তা, কৃষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ছাত্র/শিক্ষক, এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্পটে সমাবেশ, ব্যাংক-ফেয়ার এবং মানি লন্ডারিং ও হুণ্ডি প্রতিরোধ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর কার্যক্রম নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এ দীর্ঘ রোড শো-এর আয়োজন করে।

১৪.১ রোড শো-এর উদ্দেশ্য

- এসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্নমুখী প্রচারণার মাধ্যমে এই খাতের তথ্য সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ;

www.pathagar.com

- দরিদ্র, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিসহ কৃষক সমাজের বৃহত্তর অংশকে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পণ্য ও সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
- আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রচারণার মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;
- হুণ্ডি নিরুৎসাহিতকরণ এবং বৈধ চ্যানেলে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণের উপায় ও সুবিধাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা।

রোড-শোটি যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। মানুষ অনেক বেশি ব্যাংকমুখী এবং এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন।

১৪.২ টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া রোড-শো

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত রোড-শো কর্মসূচিটি ৮ দিনে সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২৬ মার্চ, ২০১০ তারিখে কক্সবাজারের টেকনাফে রোড-শো অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন এবং ডেপুটি গভর্নর জনাব জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী ২ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন। গভর্নর কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত প্রথম সমাবেশে এবং ডেপুটি গভর্নর তেঁতুলিয়ায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রোড-শোটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করেন। তাছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপকরা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। মনোনীত লীড ব্যাংকগুলো রোড-শো কর্মসূচির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অথবা কোনো আংশিক রুটে যোগ দিয়েছে। লীড ব্যাংকগুলো তাদের বিভিন্ন স্পটে স্থানীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য উদ্যোক্তা, কৃষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ব্যাংকার, ছাত্র, শিক্ষক, এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। নির্ধারিত জেলায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লীড ব্যাংকগুলো তাদের পণ্য ও সচেতনতামূলক প্রচারণা সম্বলিত পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি প্রদর্শন ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালায়।

টেকনাফ থেকে শুরু রোড-শো এ অংশগ্রহণকারী গাড়ীবহরের একাংশ

লীড ব্যাংক ছাড়াও স্থানীয় সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্মসূচির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বা কোনো আংশিক রুটে যোগ দিয়ে রোড-শো কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করেছে। এ সময় তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে সচেতন করতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের পণ্য ও

www.pathagar.com

সচেতনতামূলক প্রচারণা সম্বলিত পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি প্রদর্শন ও লিফলেট বিতরণ করেছে। নির্ধারিত জেলাগুলোতে সফলভাবে সভা আয়োজনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ এবং এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ থেকে একজন করে কর্মকর্তা রিসোর্স পার্সন হিসেবে প্রতিটি কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচির বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ এবং প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয়। মিডিয়া কভারেজের জন্যে লীড ব্যাংকগুলো দায়িত্ব পালন করে। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোও এ বিষয়ে প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন প্রচার করে জনগণের মধ্যে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে অবস্থিত সকল ব্যাংক শাখা নিজ নিজ অবস্থানস্থলে পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি টানিয়ে বিষয়টি এলাকার সকলকে অবহিত করে দিয়ে তাদের মধ্যে আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়।

মানি লন্ডারিং, হুণ্ডি প্রতিরোধ ও ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ বিষয়ক সচেতনতা বাড়ানো এবং এসএমই ও কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে মানুষকে আরো বেশি বেশি জানানোর লক্ষ্যে এই কর্মসূচি নেয়া হয়। এর ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যেও ব্যাংক সম্পর্কে ধারণা বদলে গেছে। ২৬ মার্চ, ২০১০ তারিখে এই রোড-শো এর শুরুতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন এবং রোড-শো'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া রুটে মোট ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে লীড ব্যাংক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। এগুলো ছিল :

ক্রমিক	স্থানের নাম	লীড ব্যাংক
১	টেকনাফ	এবি ব্যাংক লি:
২	কক্সবাজার	এনসিসি ব্যাংক লি:
৩	চট্টগ্রাম	ন্যাশনাল ব্যাংক লি:
৪	ফেনী	ঢাকা ব্যাংক লি:
৫	কুমিল্লা	প্রাইম ব্যাংক লি:
৬	টাঙ্গাইল	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
৭	সিরাজগঞ্জ	ওয়ান ব্যাংক লি:
৮	বগুড়া	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
৯	রংপুর	সোনালী ব্যাংক লি:
১০	দিনাজপুর	যমুনা ব্যাংক লি:
১১	ঠাকুরগাঁও	উত্তরা ব্যাংক লি:
১২	পঞ্চগড়	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
১৩	তেঁতুলিয়া	ব্র্যাক ব্যাংক লি:

www.pathagar.com

২৬ মার্চ, ২০১০ তারিখে টেকনাফে রোড-শো এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

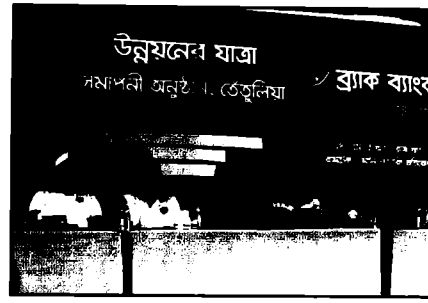

২ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে তেঁতুলিয়ায় রোড-শো এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী

লীড ব্যাংকগুলোর আয়োজনে বাংলাদেশে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সভা ও মতবিনিময় সভা শেষে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ২ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর আয়োজনে এসএমই, কৃষি ঋণ, মানি লন্ডারিং ও হুণ্ডি প্রতিরোধ এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণকে উৎসাহিতকরণ বিষয়ক মতবিনিময় সভার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী তেঁতুলিয়ায় এই রোড-শো'র সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪.৩ রোড-শো থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

স্থানীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের এসএমই অর্থায়ন বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়ার মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরির কাজটি সহজ হবার ফলে সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর বহুমুখী ইতিবাচক ফলাফল দেখা যাচ্ছে। দরিদ্র, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিরা সহজ শর্তে কৃষি ঋণ ও কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন স্কিমের ধারণা পাবার ফলে কৃষি উৎপাদনেও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বৈধ চ্যানেলে জনগণকে বিদেশ থেকে অর্থ আনার বিষয়ে ব্যাংকগুলোর বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ফলে জনগণ বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্যে তাদের প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনকে উৎসাহিত করছেন। ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মানি লন্ডারিং ও হুণ্ডি প্রতিরোধ বিষয়ক ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এসএমই অর্থায়নের বিকাশসহ অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা কিছুটা হলেও দূর করা সম্ভব হয়েছে। দেশের একটি বিস্তৃত এলাকার জনসাধারণ আলোচ্য বিষয়গুলো অবহিত হয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করার সুযোগ পাচ্ছে।

www.pathagar.com

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া রোড-শো কর্মসূচির রুট

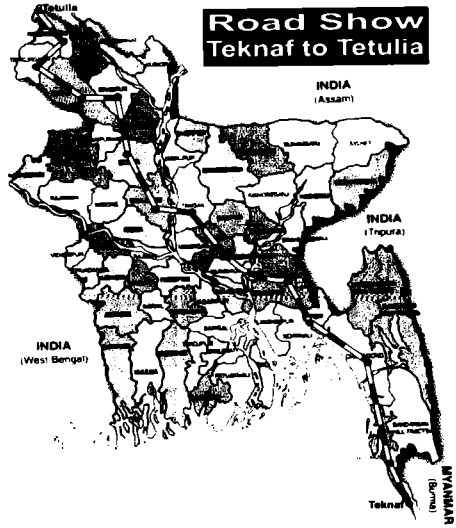

১৪.৪ বিদেশে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা

১৪.৪.১ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা

দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু দেশের ভিতরেই নয় বরং দেশের বাইরেও কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ওয়েজ-আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ, ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্যে বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিদেশে বাংলাদেশী ব্যাংকের বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ হাউজ ও ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে এসব সেবা নিশ্চিত করার প্রথম প্রয়াস হিসেবে ১২-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ সময়কালে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলার আয়োজন করা হয়। এ আয়োজন সফল করার লক্ষ্যে বিবিধ তথ্য সম্বলিত লিফলেট, প্রচার-পুস্তিকা তৈরি ও তা প্রবাসীদের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। লিফলেটগুলোতে বিনিয়োগ বন্ডসমূহের সহজলভ্যতা, উচ্চ লভ্যাংশ প্রাপ্তি এবং বিক্রয় পদ্ধতি সহজীকরণের বিষয় তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারী এক্সচেঞ্জ হাউজ, রেমিটার কোম্পানি ও ব্যাংকগুলোও এ লক্ষ্যে তাদের গৃহীত কার্যক্রম ও সেবাসমূহ প্রবাসীদের অবহিত করে। এক্সচেঞ্জ হাউজ এর মাধ্যমে স্পট বন্ড বিক্রয়ের পাশাপাশি উন্মুক্ত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে বিশেষভাবে প্রস্তুত একটি প্রেরণামূলক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের বন্ড বিক্রি এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর জন্যে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়। লিফলেট বিতরণ, পোস্টারিং, ই-মেইল, টেলিভিশনে

www.pathagar.com

বিজ্ঞাপন এবং টক-শোর মাধ্যমে বন্ড ও রেমিট্যান্স এর বিষয়ে প্রচারণা চালানো হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব ম. মাহফুজুর রহমান লন্ডনস্থ এটিএন বাংলায় এবং মহাব্যবস্থাপক জনাব বিষ্ণুপদ সাহা লন্ডনস্থ চ্যানেল আই'তে লাইভ টক-শো'তে অংশ নেন যা লন্ডনসহ সমগ্র ইউরোপের দর্শকরা অবলোকন করেছেন।

যুক্তরাজ্য

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে ব্রাইটনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠন 'সোনার বাংলা এসোসিয়েশন'এর সহায়তায় কর্মসূচির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাইটনে ক্যাটারিং এর সঙ্গে জড়িত প্রবাসীদের সঙ্গে মূলতঃ এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি ব্রাইটনের কাউন্সিলরসহ উল্লেখযোগ্য প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। সভায় রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বন্ডে বিনিয়োগের ব্যাপারে মতবিনিময় হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে সোনার বাংলা এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ব্রাইটন ক্যাটারিং এর সাথে জড়িত প্রবাসীদের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে ব্র্যাক ব্যাংক এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক সজন-এর সহায়তায় বার্মিংহামে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ হাউজ, ব্যাংক প্রতিনিধি এবং কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশী ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সভায় এক্সচেঞ্জ হাউজ ও ব্যাংক এর প্রতিনিধিগণ স্থানীয় পর্যায়ে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা এবং বন্ড বিক্রির সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতার কথা তুলে ধরেন।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ সকাল ১০ টায় এক্সিম এক্সচেঞ্জ হাউজের অফিসে লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেলে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ও তাদের প্রতিনিধি এবং লন্ডনস্থ বাংলাদেশী বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রধানদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। সভায় বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ বন্ডের বিক্রি বাড়ানোর জন্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে লন্ডনে হোয়াইট চ্যাপেলের এক্সিম এক্সচেঞ্জ হাউজের অফিসে আয়োজিত সভার একাংশ

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এনবিএল মানি ট্রান্সফার, মালয়েশিয়ার আয়োজনে ২২ অক্টোবর, ২০১২ তারিখ কুয়ালালামপুরে অবস্থিত সেরি প্যাসিফিক হোটেলের বলরুমে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মালয়েশিয়াতে কর্মরত বিভিন্ন বাংলাদেশী ব্যাংকের এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রধানরা, বাংলাদেশী বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিরা, স্থানীয় এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রধানগণ এবং মালয়েশিয়াতে অবস্থানরত এনআরবি নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশী রেমিটাররা অংশ নেন।

এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রতিনিধিরা তাদের মতামতে উল্লেখ করেন, রোড-শো ও বিনিয়োগ মেলা করার আগে সরকারি, বেসরকারি বা ব্যাংকিং পর্যায়ের কোন অবস্থান থেকেই তাদের এ বিষয়ে অবহিত করা হয়নি। যারা অবগত আছেন, তাদের মধ্যেও এ বন্ড কী প্রক্রিয়ায় ইস্যু করা হয় অথবা তারা কিভাবে এ বন্ড কিনতে পারেন, বিনিয়োগকৃত অর্থের মূল্য এবং মুনাফা সহজে তারা পেতে পারেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন অস্পষ্টতা আছে। এ বিষয়ে তারা তাদের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতারও বর্ণনা দেন। অনেকেই মত প্রকাশ করেন যে, অনলাইনে বন্ড বিক্রি চালু হলে এর বিক্রি বহুগুণে বাড়বে।

এ ব্যাপারে প্রবাসী সাধারণ জনগণের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে এবং তাদের কাছ থেকে কিছু মতামত এসেছে। যেমন :

- বাংলাদেশী মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউজসমূহের অবস্থান কেন্দ্রীভূত বিধায় অনলাইনে অথবা বিকল্প পদ্ধতিতে বন্ড ক্রয়ের সহজ পদ্ধতি চালু করা;
- অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ও বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্যে বিশেষ প্রণোদনা দেয়া। যেমন : বিশেষ কার্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিমানবন্দরে বিশেষ সেবা প্রাপ্তি, সিআইপি মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি কিছু তুলনামূলক কম বিনিয়োগকারীদের ভিআইপি এবং অন্যান্য মর্যাদা দেয়া, প্রয়োজনে স্থানীয় পত্রিকায় তাদের ছবিসহ নাম প্রকাশ করা ইত্যাদি।

১৪.৪.৩ বাহরাইন ও ওমানে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা

২০-২১ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ বাহরাইন ও ২৩-২৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ ওমানে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলার আয়োজন করা হয়।

২০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে বাহরাইনের মানামা সিটি এবং ২১ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে রামাদা প্যালেস হোটেলে বাংলাদেশী প্রবাসীদের সাথে মতবিনিময় ও প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

www.pathagar.com

২০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ বাহরাইনের অন্যতম এক্সচেঞ্জ হাউজ ননু এক্সচেঞ্জ হাউজ, বাহরাইন ফাইন্যান্স কোম্পানী ও এক্সচেঞ্জ হাউজ, দলিল এক্সচেঞ্জ ও জেনস এক্সচেঞ্জ এর সঙ্গে মতবিনিময় সভা এবং বাহরাইনের রামাদা প্যালেস হোটেলে বাহরাইনে কর্মরত বাংলাদেশী প্রবাসীদের সঙ্গে প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে ওমানের আল-ফালাজ হোটেলে এবং হামদান প্লাজা হোটেলে ওমানের সালালাহ প্রদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী প্রবাসীদের এক প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ওমান এবং বাহরাইন থেকে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিট্যান্স আসে। এ দু'টো দেশ থেকে অবৈধ পথে রেমিট্যান্স আসা বহুলাংশে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও এ সকল দেশে বসবাসকারি অন্যান্য দেশের রেমিট্যান্সের তুলনায় অনেক কম রেমিট্যান্স আসে বাংলাদেশে। এ ব্যাপারে প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশী এক্সচেঞ্জ হাউজ এর কাছ থেকে নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও সুপারিশগুলো আসে :

- বন্ড বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী ব্যাংকের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউজের পাশাপাশি যে সকল বিদেশী এক্সচেঞ্জ হাউজের সঙ্গে বাংলাদেশী ব্যাংকের ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে, তাদের মাধ্যমেও বন্ড বিক্রয় করা যেতে পারে;
- বিভিন্ন ব্যাংক ভিন্ন ভিন্ন রেট প্রদান করায়, এমনকি রেটের পার্থক্য অনেক বেশি থাকায় বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। বিদেশী এক্সচেঞ্জ হাউজও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সকল ব্যাংকের জন্যে একই রেট বা নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যে রেট নির্ধারণ করলে গ্রাহক এবং এক্সচেঞ্জ হাউজ এ বিষয়ে উপকার পাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে ভূমিকা পালন করতে পারে;
- মধ্যপ্রাচ্যে একটি ব্যাংক স্থাপন করা, যার মাধ্যমে প্রবাসীরা ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন এবং রেমিট্যান্স প্রেরণ সহজতর হবে;
- ওমান ও বাহরাইন থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্স দ্রুত ও নিরাপদে স্বজনদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারে;
- EFT এর পরিবর্তে API (Application Programming Interface) নির্ভর পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা, যেখানে বিদেশে একজন হিসাব ধারক কোন মানুষের সহায়তা ছাড়াই বাংলাদেশে তার হিসাবে অর্থ জমা করতে পারবে;
- বাহরাইনে ফিলিপিনো জনগণ প্রবাসী বাংলাদেশীদের এক তৃতীয়াংশ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ রেমিট্যান্স ফিলিপাইনে প্রেরিত হয়। বাহরাইনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কেন রেমিট্যান্স কম আসে এবং কী কী উদ্যোগ নিলে রেমিট্যান্স বাড়বে এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন;
- রেমিট্যান্সকে উৎসাহিত করার জন্যে প্রবাসী বাংলাদেশী হিসাবগুলো চিহ্নিত করা এবং কর না নেয়া;
- যে সকল প্রবাসী বাংলাদেশে ফিরে আসেন তাদের জন্যে প্রবাসী কল্যাণ তহবিল গঠন করে সহায়তা দেয়া;

www.pathagar.com

- অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে সুদ প্রদান করা;
- সকল বিদেশগামী শ্রমিকের অনিবাসী হিসাব খোলা নিশ্চিত করা এবং বিদেশে গিয়ে কিভাবে ব্যাংকিং করতে হয় সে সম্পর্কে আর্থিক শিক্ষা দেয়া;
- হিসাব খোলার সময় চেক বই এবং এটিএম কার্ড দেয়া এবং হিসাবগুলোতে দীর্ঘদিন লেনদেন না করলেও ডরমেন্ট না করা;
- যারা হিসাব না খুলেই বিদেশে গিয়েছেন, তাদের জন্যে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশে অবস্থিত এক্সচেঞ্জ হাউজের সহায়তায় হিসাব খোলার ব্যবস্থা করা;
- মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর জন্যে ইসলামী বন্ড চালু করা;
- বিদেশী টিভি চ্যানেল এবং পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা;
- প্রবাসীদের জন্যে বাংলাদেশে বিশেষ কিছু সুবিধা রাখা, যাতে তারা দেশে আসতে এবং রেমিট্যান্স পাঠাতে আরো বেশি আগ্রহী হন।

১৪.৪.৪ কুয়েতে বাংলাদেশ ট্রেড ফেয়ার-২০১২

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর আয়োজনে ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে কুয়েতের জনতা হোটেলে ও ২৮ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে আল মুতাইরি অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা এবং কুয়েত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (কেবিসিসিআই) আয়োজনে ২৭-২৯ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে কুয়েত সিটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ ট্রেড ফেয়ার-২০১২' এবং ৩০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে কুয়েতের ক্রাউন প্লাজা হোটেলে সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুয়েতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশী পণ্যের একক মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। মেলায় বাংলাদেশ থেকে আগত প্রায় অর্ধশত প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি অংশ নেয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ব্যাংক, আইসিবি ও কয়েকটি মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি ছিল। আবাসন খাতের নয়টি প্রতিষ্ঠান, বিআরবি কেবল, প্রাণ, আরএফএল, সজিব, ইফাদ গ্রুপ, আইসিটি, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিসহ আরো কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেয়। মেলায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্টল সাজিয়ে প্রবাসীদেরকে বিভিন্ন সেবা ও পণ্য সম্পর্কে অবহিত করে। মেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্যেও একটি স্টল নির্ধারিত ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা রেমিট্যান্স এবং বিভিন্ন রকমের বিনিয়োগ বন্ডের নীতিমালার ব্রুশিওর দিয়ে মেলায় অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে পাঠানো ও ডলার বন্ডে বিনিয়োগের জন্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। একই সঙ্গে ডলার বন্ডে বিনিয়োগের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি সরকারের নতুনভাবে দেয়া সুবিধা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়। মেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্টল থাকায় প্রবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। মেলায় ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রায় ৫ কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ডের সার্টিফিকেট বিক্রি করেছে এবং আরো একশ কোটি টাকার সার্টিফিকেট বিক্রির প্রতিশ্রুতি পেয়েছে।

www.pathagar.com

- এক্সচেঞ্জ রেট এর মধ্যে সমতা আনা অথবা কম ব্যবধানে এক্সচেঞ্জ রেট কোট করা;
- রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে এজেন্ট প্রথা প্রবর্তন;
- রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানো এবং বন্ডে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচার;
- কুয়েতে বাংলাদেশী দূতাবাসে কর্মরত সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধিকে বন্ড সংক্রান্ত বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়ার প্রয়াস নেয়া;
- সিআইপি মর্যাদা প্রাপ্তিতে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা কিছুটা কমিয়ে আনাসহ তা পাওয়ার নিয়মকানুন বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা;

১৪.৪.৫ জার্মানি, ইতালি ও গ্রীসে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা

বাংলাদেশ ব্যাংক ও নয়টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্যোগে ২৪ ফেব্রুয়ারি, থেকে ৩ মার্চ, ২০১৩ সময় কালব্যাপী জার্মানি ও ইতালিতে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিদল ৫ মার্চ গ্রীসের এথেন্সে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে যোগ দেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ফ্রাঙ্কফুর্টে এ কর্মসূচির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জার্মানির বার্লিন, স্টুটগার্ট, ডুসেলডর্ফ, হামবুর্গ, কার্লশ্রু থেকে আগত প্রবাসী বাংলাদেশীরাও সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ জার্মানির মত জিরো ইন্টারেস্ট রেজিমে সঞ্চিত অর্থ অলসভাবে ফেলে রাখার পরিবর্তে বিভিন্ন ডলার বন্ড স্কিমে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিদল আহবান জানান।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে আয়োজিত রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলায় অংশগ্রহণকারীগণ

ইতালির মিলান, ন্যাপোলী ও রোম শহরে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা উপলক্ষে সভার আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। তারা বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং দূতাবাসের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের এই প্রথমবারের মত একত্রে কাছে পেয়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং প্রত্যাশা নিয়ে কর্মসূচিগুলোতে সমবেত হন এবং তাদের সাথে নানা বিষয়ে খোলামেলা মতবিনিময় করেন।

www.pathagar.com

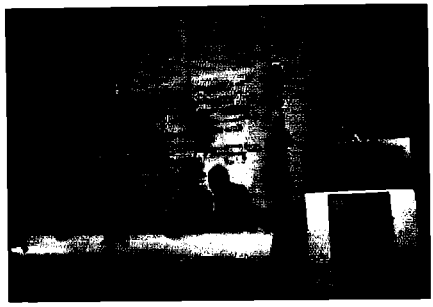

ইতালির রোমে আয়োজিত রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলায় সমবেত প্রবাসীদের একাংশ (বাঁয়ে)।
বক্তব্য রাখছেন একজন বাংলাদেশী নারী প্রবাসী (ডানে)

গ্রীসে এথেন্সের টাইটানিয়া হোটেলে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশগ্রহণ করেন। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে প্রবাসীগণ উল্লেখ করেন, গ্রীসে চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের ছোঁয়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের ওপরও পড়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশীরা এখনও সেখানে যথেষ্ট আস্থা ও সুনামের সাথে কাজ করছেন।

গ্রীসের এথেন্সে আয়োজিত সম্মেলনে সমবেত প্রবাসীদের একাংশ (বাঁয়ে)।
প্রশ্ন করছেন একজন বাংলাদেশী প্রবাসী (ডানে)

জার্মানি, ইতালি ও গ্রীসে আয়োজিত রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হল :

- জার্মানিতে বাংলাদেশী কোন ব্যাংকের শাখা বা তাদের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানী নেই। এমনকি অন্য কোন কোম্পানীর সাথে তাদের ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্টও নেই। প্রবাসীদের সহজে রেমিট্যান্স পাঠানোর স্বার্থে জার্মানির বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় বাংলাদেশী ব্যাংকের এক্সচেঞ্জ কোম্পানী চালু করা;
- প্রবাসীরা যেন রেমিট্যান্সের অর্থ সহজেই সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা; প্রয়োজনে প্রবাসীদের জন্য বিশেষ সঞ্চয়পত্র চালু করা;
- ইউরো জোনের প্রবাসীদের জন্য ডলারের পাশাপাশি ইউরো-বন্ড চালু এবং অন-লাইনে বন্ড কেনার সুযোগ দিলে বিনিয়োগ বহুগুণ বাড়বে;
- গ্রীস থেকে দেশে ফিরে যাওয়া বাংলাদেশীদের জন্যে নতুন শ্রমবাজার খুঁজে তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে সহজ শর্তে সরকারিভাবে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

কারেন্সি মিউজিয়াম

প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যায় পৃথিবীর পুরাতন সভ্যতার জীবনাচরণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি নানা বিষয়ে আমরা জানতে পারি। এ বিদ্যার সঙ্গে মুদ্রা সৃষ্টির ইতিহাস বিশেষভাবে সম্পর্কিত। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া এবং প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় মুদ্রার উদ্ভব ঘটে। এ সময় ব্রোঞ্জ, সিলভার, কপার ইত্যাদি ধাতুনির্মিত মুদ্রা প্রায় ১৫০০ বছর ধরে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতেও মুদ্রার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম চীন দেশে কাগুজে মুদ্রার (পেপার মানি) প্রচলন শুরু হয়। ১৭০০ শতাব্দীতে ইউরোপে এর যাত্রা শুরু হয় সুইডেন থেকে।

মুদ্রা সংগ্রহ বিশ্বের সৌখিন শখগুলোর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় একটি শখ। এটা মনের আনন্দদানের পাশাপাশি নানা দেশের সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক গতিধারা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানদান করে। মুদ্রা আবিষ্কারের ইতিহাস বহু প্রাচীন হলেও মুদ্রা সংগ্রহের ইতিহাস প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে রাজা-বাদশারা তাদের একটি বিশেষ শখ হিসেবে মুদ্রা সংগ্রহ করতেন। অবশ্য সময়ের বিবর্তনে তা আজ সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। এ জন্যে মুদ্রা সংগ্রহকে এক সময়ে রাজার শখ বলা হলেও বর্তমানে এটিকে অনেকেই শখের রাজা বলে থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকাতে এ শখটি যথেষ্ট জনপ্রিয়। বাংলাদেশেও এ শখের অনেক সৌখিন পৃষ্ঠপোষক রয়েছেন।

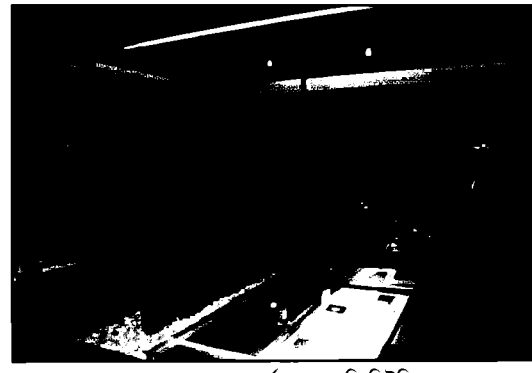

বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান কারেন্সি মিউজিয়াম

মুদ্রা সংগ্রহ প্রাচীন কাল থেকেই শখ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। কাগজি মুদ্রা সংগ্রহ তুলনামূলকভাবে কিছুটা আধুনিক; উনিশ শতক থেকে এর প্রসার। এ সময় থেকেই ধাতব ও কাগজি মুদ্রা সংগ্রহের পাশাপাশি এগুলোর ওপর গবেষণা তথা সারা বিশ্বে প্রসার লাভ করেছে। বিশ্বে মুদ্রা সংগ্রহের বাজারে বাংলাদেশের ধাতব ও কাগজি মুদ্রার চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। প্রচলিত ধাতব ও কাগজি মুদ্রা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণা ও সংগ্রহের সঙ্গে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ভিসা কার্ড প্রভৃতি বিনিময় ইন্সট্রুমেন্টও সংগ্রহ এবং গবেষণার

www.pathagar.com

অধিকতর সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানানো হয় এবং এ সম্পর্কিত পরিবর্তিত নীতিমালা তাদেরকে অবহিত করা হয়। প্রবাসীরা ব্যাংকিং সেবা পেতে যাতে কোন ধরনের হয়রানির শিকার না হন, সে ব্যাপারেও তাদেরকে সজাগ থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়। এক্সচেঞ্জ হাউজ এবং ব্যাংকের প্রতিনিধিরা এক্সচেঞ্জ হাউজ পরিচালনায় বিভিন্ন অসুবিধা এবং সমস্যার কথা অবহিত করেন। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং তার সমাধানে আনীত প্রস্তাবনাগুলো আলোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কিছু দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে সাউথ লন্ডনের হ্যারোতে প্রবাসী বাংলাদেশী, যারা দীর্ঘদিন যাবত যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন এবং সম্মানজনক অবস্থানে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন, এমন প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়ানোর জন্যে করণীয় উপায় এবং বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন বন্ডে বিনিয়োগের সর্বশেষ সুবিধাসমূহ তাদেরকে অবহিত করা হয়। প্রবাসীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু সমস্যা ও প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপস্থিত সুধীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে ইস্ট লন্ডনে এরূপ আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউরো-বাংলা ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ এর উদ্যোগে ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখ হোয়াইট চ্যাপেলে দুই দিনব্যাপী এনআরবি-রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বন্ডে বিনিয়োগের সুবিধাসমূহ তুলে ধরা হয় এবং মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত সুধীদের বিভিন্ন প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেয়া হয়। বিভিন্ন ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজ মেলায় তাদের নির্ধারিত সজ্জিত স্টলে বিভিন্ন পণ্য, রেমিট্যান্স প্রেরণে তাদের বৈশিষ্ট্য ও সেবা এবং বন্ডে বিনিয়োগে তাদের বিভিন্ন সহায়তার কথা আগত অতিথিদের সামনে তুলে ধরেন। টাওয়ার হ্যামলেটের মেয়র ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে মেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। তাছাড়া বৃটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি, বৃটিশ ক্যাটারিং এ্যাসোসিয়েশন এর প্রধান এবং যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনারের প্রতিনিধি উল্লিখিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে তাদের মূল্যবান পরামর্শ তুলে ধরেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীরাও বক্তৃতা দেন। মেলার স্টলগুলোতে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগের তথ্য সম্বলিত বিবিধ লিফলেট, এফসি হিসাব খোলা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাংকের ফরম, আগত প্রবাসীদের এ

১৭-১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেলে দুই দিনব্যাপী এনআরবি-রেমিট্যান্স ফেয়ার উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভা

www.pathagar.com

সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি জবাব, তাদের জন্যে ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন বিশেষ স্কীমের তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের স্টল থেকেও বন্ড এবং রেমিট্যান্স সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ ও সাধারণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্র

২১ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এর উদ্যোগে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস-এর একটি হোটেলে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও তাদের প্রতিনিধি এবং নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশী বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রধান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ

২১ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্থানীয় হোটেলে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও তাদের প্রতিনিধি এবং নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশী বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রধান, স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশীদের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রতিনিধিদের সাথে সভা

হাউজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি করাসহ, বিভিন্ন ধরনের বন্ড বিক্রি বাড়ানোর লক্ষ্যে পরামর্শ দেন। সভায় এক্সচেঞ্জ হাউজসমূহ পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব এবং সমস্যা আলোচনা করে তার সমাধান বের করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়।

২২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে নিউজার্সির পিটারসন-এর বেঙ্গল হোটেলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা এবং ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে নিউইয়র্কের উডসাইডে গুলশান টেরেস কনভেনশন সেন্টারে বিনিয়োগ ও রেমিট্যান্স মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ মেলার শুরুতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিরা ও স্থানীয় প্রবাসীদের পক্ষ হতে কয়েকজন বক্তব্য রাখেন। সভায় বন্ডে বিনিয়োগে সুবিধাসমূহ তুলে ধরা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত সুধীদের বিভিন্ন প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয়া হয়।

বাংলাদেশী বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রতিনিধিরা সামগ্রিকভাবে তাদের মতামতে উল্লেখ করেন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ হাউজ ও রেমিটার উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এক্সচেঞ্জ রেট কোট করে, ফলে তারা পরস্পর অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। অধিকন্তু, লন্ডন শহরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত

www.pathagar.com

এক্সচেঞ্জ হাউজ থাকলেও লন্ডনের বাইরে অন্যান্য স্থানে যেমন ব্রাইটনে বাংলাদেশী বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকানাধীন কোন এক্সচেঞ্জ হাউজের শাখা নেই।

এ প্রেক্ষাপটে তারা নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন :

- বাংলাদেশী বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউজসমূহের মধ্যে এক্সচেঞ্জ রেট এ সমতা আনা অথবা কম ব্যবধানে এক্সচেঞ্জ রেট কোট করা;
- প্রবাসী বাংলাদেশী মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউজসমূহের অতিরিক্ত এক্সচেঞ্জ রেট এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- এক্সচেঞ্জ হাউজসমূহের পরিচালন ব্যয় হ্রাসকরণ এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে এজেন্ট প্রথা প্রবর্তন করে তার মাধ্যমে রেমিট্যান্স সংগ্রহের অনুমোদন দেয়া;
- প্রবাসীদের বিশ্বাস ও আস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা; বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশী বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজসমূহ সমন্বিতভাবে এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে;
- যে সকল এক্সচেঞ্জ হাউজ আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে সে সকল হাউজকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা।

১৪.৪.২ সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা- ২০১২

১৯-২৩ অক্টোবর, ২০১২ সময়কালে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় 'রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা' এর আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলা সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাঁচ জন ও জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের দুই জনসহ মোট সাতজন কর্মকর্তা সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় পৃথকভাবে কর্মসূচিতে অংশ নেন।

এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন ডলার বন্ড বিষয়ে বিবিধ তথ্য সম্বলিত লিফলেট, প্রচার-পুস্তিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অংশগ্রহণকারী এক্সচেঞ্জ হাউজ, রেমিটার কোম্পানি ও ব্যাংকসমূহও এ লক্ষ্যে তাদের গৃহীত কার্যক্রম ও সেবাসমূহ প্রবাসীদের অবহিত করে। এ সময় আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর পর্বের পাশাপাশি দেশীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৯ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে সিঙ্গাপুরের হোটেল হলিডে ইন এ মতবিনিময় সভা

www.pathagar.com

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ, সিঙ্গাপুর এর সহায়তায় ১৯ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে এ কর্মসূচির প্রথম সভা হয়। সিঙ্গাপুরে অবস্থিত বাংলাদেশী বিভিন্ন ব্যাংকের এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রধান ও কর্মকর্তারা, বাংলাদেশী বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিরা, স্থানীয় এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রধানগণ এবং সিঙ্গাপুরে অবস্থানরত বাংলাদেশী রেমিটারগণ সভায় অংশ নেন। বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সিঙ্গাপুরস্থ বাংলাদেশী দূতাবাসের কর্মকর্তারাও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

২০ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে সিঙ্গাপুরের পার্ক রয়েল হোটেলে মেলা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ মেলায় তাদের স্টলগুলোতে প্রবাসীদের বিভিন্ন সেবা, পণ্য ও বন্ড সম্পর্কে অবহিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের স্টলে বন্ড ও রেমিট্যান্স সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয় এবং প্রবাসীদের বন্ড ক্রয় ও ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সভায় সিঙ্গাপুরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানাবিধ সমস্যার কথা উঠে আসে এবং এ সকল সমস্যা নিরসনে স্থানীয় বাংলাদেশ দূতাবাস সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে এবং দ্বি-পাক্ষিক সমস্যাগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে মর্মে সকলকে আশ্বস্ত করা হয়।

২০ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে বলরুম, পার্ক রয়েল হোটেল, সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার একাংশ

মালয়েশিয়া

২১ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে এনবিএল মানি ট্রান্সফার, মালয়েশিয়ার সহায়তায় কুয়ালালামপুরের মারদেকা স্কয়ারে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ তাদের স্টলে প্রবাসীদেরকে বিভিন্ন সেবা, পণ্য ও বন্ড সম্পর্কে অবহিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্যে নির্ধারিত স্টলে বন্ড ও রেমিট্যান্স সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয় এবং প্রবাসীদের বন্ড ক্রয় ও ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশী প্রতিনিধিগণ এবং

২১ অক্টোবর, ২০১২ কুয়ালালামপুরের মারদেকা স্কয়ারে মতবিনিময় সভা

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে। মুদ্রা বর্তমানে ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, একাউন্টিং, ফিন্যান্স বিষয়সহ বিভিন্ন শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে উঠেছে।

মুদ্রা রাজন্যবর্গের চিহ্ন বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। আমরা দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষায় এখনও টাকা-কড়ি ও কপর্দক শব্দ দু'টি ব্যবহার করি। এই দু'টি শব্দ বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে এসেছে আদিম যুগ থেকে। মুদ্রা রাজার মন্ত্রী, সেনাপতি ও অমাত্যবর্গ এবং ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করতেন। ব্রিটিশ যুগেই প্রথম অত্যন্ত নিম্ন মূল্যমানের (পাই ও পয়সা) ধাতব মুদ্রা চালুর পর ক্রমান্বয়ে এগুলো সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উপযোগিতা লাভ করে।

কারেন্সি মিউজিয়াম একটি দেশ তথা পৃথিবীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক। অর্থনৈতিক লেনদেনের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ এই মিউজিয়ামের মাধ্যমে লালিত হয়ে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি অন্যতম অনুসঙ্গ হলো কারেন্সি মিউজিয়াম, যা সে দেশের নোট ও মুদ্রার ইতিহাস, তাদের অর্থনৈতিক জীবন-ধারা ইত্যাদি বিষয় দেশী-বিদেশী পর্যটকসহ সর্বস্তরের বিশেষত নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক একটি আন্তর্জাতিক মানের কারেন্সি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্বল্প পরিসরে একটি কারেন্সি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমান কারেন্সি মিউজিয়ামটিকে পূর্ণাঙ্গ, আধুনিক, সমৃদ্ধশালী এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্পন্ন জাদুঘরে পরিণত করার লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর বৃহৎ পরিসরে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে 'টাকা জাদুঘর' স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ছয় হাজার বর্গফুট জায়গায় বৃহদায়তনের এই 'টাকা জাদুঘর' এর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। টাকা জাদুঘরে উপমহাদেশের উয়ারী বটেশ্বর এর সময়কাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সকল প্রকার মুদ্রা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হবে। তাছাড়া, টাকা জাদুঘরে রক্ষিত মুদ্রার উৎস ও ইতিহাসও সংরক্ষণ করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান কারেন্সি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মুদ্রার একাংশ

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে টাকা জাদুঘরটি সকলের জন্যে উন্মুক্ত করা যাবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের কারেন্সি মিউজিয়ামকে টাকা জাদুঘরে রূপান্তরের নিমিত্তে চিত্রশিল্পী জনাব হাশেম খান, ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন, স্থপতি রবিউল হুসাইন ও মুদ্রা বিশেষজ্ঞ জনাব রেজাউল করিমের সমন্বয়ে চার সদস্য বিশিষ্ট 'টাকা জাদুঘর বাস্তবায়ন টীম' গঠন ও টীমের কার্য-পরিধি নির্ধারণ করা হয়। তাঁদের সঙ্গে ১৩ মে, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। টাকা জাদুঘর বাস্তবায়ন টিম এবং সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

কর্মকর্তারা মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কারেন্সি মিউজিয়াম পরিদর্শন করে দেশ দু'টির কারেন্সি মিউজিয়ামের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা জাদুঘরেও সৃজনশীল ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন।

টাকা জাদুঘর বাস্তবায়ন টীমের সদস্য স্থপতি জনাব রবিউল হুসাইন টাকা জাদুঘরের নকশা প্রণয়ন করেন। জাদুঘরটিকে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন করার জন্যে চিত্রশিল্পী জনাব হাশেম খান ভাস্কর্য (টাকার গাছ), ম্যুরাল ও ডিওরমার নক্সা প্রণয়ন করেন। টাকা জাদুঘরের সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে মুদ্রা ক্রয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন আমলের মুদ্রা সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত মুদ্রাগুলোর মধ্যে বাংলার প্রাচীন নোট এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে সুলতানী আমল, মুঘল আমল এবং ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন ধাতব মুদ্রা সংগ্রহ করা হয়েছে। টাকা জাদুঘরের জন্যে একটি অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন এবং এতে রক্ষিত মুদ্রা ও নোটের ইনভেন্টরি প্রণয়নের কাজ চলছে।

প্রস্তাবিত টাকা জাদুঘরের সিভিল, বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক ও ইলেকট্রনিক্স কাজের প্রাক্কলন অনুমোদনের মাধ্যমে বিধি ও প্রচলিত ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দ্রুত কাজটি শেষ করার কাজ চলছে। এ প্রকল্পে দেশের প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী, স্থপতি, ইতিহাসবিদ একযোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে কাজ করছেন।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন অফিস

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ, তত্ত্বাবধান কাজ জোরদারকরণ এবং ব্যাংকিং সেবাকে গ্রাহকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন অফিস খোলা হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্প্রসারিত হয়েছে দেশের আর্থিক খাত এবং বেড়েছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং লেনদেন ও মুদ্রার চাহিদা। ক্রমবর্ধমান এ সকল চাহিদা ও কর্মকাণ্ড বিবেচনা ও এর যথাযথ সঞ্চালন নিশ্চিত করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিয়ত প্রবর্তন করে চলেছে নতুন নতুন কৌশল এবং নিয়োজিত করছে দক্ষ জনবল। এতদ্‌সত্ত্বেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিস থেকে ক্রমবর্ধমান চাহিদার বেশির ভাগই যথাযথভাবে বিবেচনায় আনা এবং পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক গুরুত্বের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিসের বিভিন্ন কাজ যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে সম্পাদনের দিক বিবেচনায় রেখে দীর্ঘ বাইশ বছর পর বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা বাড়ানো একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থান

১৬ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ময়মনসিংহ শহরের দূর্গাবাড়ি রোডে বাংলাদেশ ব্যাংকের দশম শাখা অফিস উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

১৬ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ময়মনসিংহ অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত প্রীতি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

www.pathagar.com

হিসেবে বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছয়টি জেলা অর্থাৎ ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল ও শেরপুরের কেন্দ্রস্থল ময়মনসিংহকে বিবেচনা করা হয়েছে। ১৬ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান শহরের দূর্গাবাড়ি রোডস্থ ব্যাংকের অস্থায়ী অফিসে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিস উদ্বোধন করেন। একইদিন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে এক প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ 'হাওর, জঙ্গল মোষের শিং' এর মোড়ক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র, জেলা প্রশাসক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ব্যাংকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। প্রীতি সম্মেলনে গভর্নর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করার জন্যে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৬.১ ব্যাংক শাখা মনিটরিং

ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল ও শেরপুর জেলায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রায় ৬০০ শাখা রয়েছে, যা বাংলাদেশের মোট শাখার ৭ শতাংশেরও বেশি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন মোট শাখার ২১ শতাংশ। এ শাখাগুলো এখন থেকে ময়মনসিংহ অফিসের মাধ্যমে মনিটর করা হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কার্যরত মোট ব্যাংক শাখার ৩৫ শতাংশ বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন, যা অনেকটা কেন্দ্রীভূত অবস্থায় ছিল। ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ফলে এ হার ২৮ শতাংশে নেমে আসবে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটরিং প্রক্রিয়াও জোরদার হবে। শাখাধিক্য এবং দূরত্বের কারণে এই ছয়টি জেলার বাণিজ্যিক কার্যক্রমের তদারকি ও সরেজমিনে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অসুবিধা হতো। এখন পরিদর্শন বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বেশি সংখ্যক শাখা সরাসরি পরিদর্শনের আওতাভুক্ত করা সম্ভব হবে।

১৬.২ বাণিজ্যিক গুরুত্ব

দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চল দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যাংক সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে আর্থিক ও অন্যান্যভাবে সহায়তা প্রদান করলে অর্থনৈতিকভাবে এ অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন হতে পারে। এ অঞ্চলে রয়েছে কৃষি, কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিশেষ করে চাল কল, পাটজাত পণ্য, তাঁত ও হস্তশিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, পোলট্রি, ডেইরি ফার্ম, গরু মোটাতাজাকরণ, হালকা প্রকৌশল শিল্প ইত্যাদির অপার সম্ভাবনা। রেণু পোনা ও মৎস্য চাষে ময়মনসিংহ অঞ্চল ইতোমধ্যে ব্যাপক

www.pathagar.com

খ্যাতি অর্জন করেছে। দেশের প্রায় অর্ধেক মাছ এখানে চাষ হয়ে থাকে। ব্রহ্মপুত্র নদের বালি থেকে কাঁচ ও নেত্রকোনার বিজয়পুরের চীনামাটি থেকে সিরামিক শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ নারী হলেও এখানে নারী উদ্যোক্তা তেমন গড়ে উঠেনি। অথচ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ত করা খুবই প্রয়োজন। আর এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহে শাখা অফিস স্থাপন করেছে। শাখা অফিসটি এখানে বাংলাদেশ ব্যাংককেই প্রতিনিধিত্ব করবে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি, মৎস্য ও ছোট ছোট কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ গবেষণা কাজের সঙ্গে কিভাবে এসএমই অর্থায়নকে সম্পৃক্ত করা যায়, এলাকার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর লিংকেজকে কাজে লাগিয়ে ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত মানুষের কাজে কিভাবে আর্থিক সেবা পৌঁছানো যায় সে বিষয়ে এ শাখাটি কাজ করে যাবে। বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিভুক্ত ছয়টি জেলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারলেই এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপস্থিতি সার্থক হবে।

১৬.৩ যোগাযোগ

ভৌগোলিক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ শহরের অবস্থান খুবই সম্ভাবনাময়। ময়মনসিংহ বাংলাদেশের পুরাতন বৃহত্তম এবং বর্তমানে তৃতীয় বৃহত্তম জেলা। বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছয়টি জেলার মধ্যে বাকি পাঁচটি জেলা ময়মনসিংহ শহরকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ফলে ময়মনসিংহ শাখা থেকে অন্য পাঁচটি জেলার সঙ্গে খুব সহজেই যোগাযোগ করা সম্ভব হবে।

১৬.৪ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

ময়মনসিংহ অঞ্চলের ছয়টি জেলা থেকে বিপুল পরিমাণে পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় এবং রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত আয় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রায় আড়াই কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত এ অঞ্চলে বিস্তৃত রয়েছে দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ ভূমি। বিস্তীর্ণ এ ভূমি চাষের জন্যেও খুবই উপযোগী। এখানে দুই ফসলি ও তিন ফসলি জমিই বেশি। এখানকার প্রায় ৫০ শতাংশ লোকই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। ময়মনসিংহের বৈশিষ্ট্যকে এক কথায় কৃষি ও কৃষকের অঞ্চল বলে আখ্যায়িত করা যায়। ২০১১ সালে এ অঞ্চলে ৭,৭৬৮ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ৬ বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এ অঞ্চলে মন-প্রাণ বাঁধা পড়ে যায় কৃষির বাহারি ফলনে। অঞ্চলটি বর্তমানে খাদ্য-পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শুধু কৃষিই নয়, বরং রপ্তানি বাণিজ্যেও রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। এ অঞ্চল থেকে বিদেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি, সরিষা বীজ, বাদাম, ডাল ইত্যাদি রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে এ অঞ্চল থেকে প্রক্রিয়াজাত মৎস্য ও চিংড়ি রপ্তানির প্রচলন শুরু হয়েছে। এই অঞ্চলে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপস্থিতি রপ্তানি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারে সহায়ক হবে। প্রতিবছর এ অঞ্চল থেকে

www.pathagar.com

সোনালী ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে প্রচুর সরকারি খাজনা উত্তোলন ও প্রেরণ করা হয়। ময়মনসিংহ শাখার মাধ্যমে এ সকল লেনদেনও সহজতর হবে।

১৬.৫ ক্যাশ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের বিনিময় ভল্টে টাকা রাখার স্থান লেনদেনকৃত অর্থের পরিমাণের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। ঢাকার তুলনামূলক কাছাকাছি ময়মনসিংহ অফিসের ভল্টে এখন টাকা মজুদ রাখা সম্ভব হবে। ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রচুর পরিমাণে পুরনো ও ছেঁড়াফাটা নোট বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে গ্রহণ করা হয়। এখন থেকে এসব নোট মতিঝিল অফিসের পরিবর্তে ময়মনসিংহ অফিসে গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সময়সাশ্রয়ী ও সহজে সম্পাদিত হবে। পুরনো ও ছেঁড়াফাটা নোটের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ময়মনসিংহ শাখায় পুরনো নোটগুলো সংরক্ষণে পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে বলে গণনাকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। নির্দিষ্ট ও পর্যাপ্ত স্থানের অভাবে নোট ধ্বংসকরণের জন্যে বর্তমানে শ্রেডিং মেশিন ব্যবহৃত হয়, যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। ময়মনসিংহে নোট ধ্বংসকরণের প্রক্রিয়াটি সহজে সম্পাদন করা যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসহ অন্যান্য অফিসের দৈনন্দিন চাহিদা, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহায় নতুন নোটের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ায় গাজীপুরে অবস্থিত সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত নতুন টাকা সরাসরি ময়মনসিংহ শাখায় স্থানান্তর করে মজুদ রাখা যাবে এবং প্রয়োজনে এখান থেকে চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর ও বগুড়া অফিসে স্থানান্তর করা সহজতর হবে। তাছাড়া, সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড ক্রয়-বিক্রয়, ট্রেজারি কার্যক্রম পরিচালনা, ক্লিয়ারিং হাউজ পরিচালনা করা ইত্যাদি ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

১৬.৬ অন্যান্য সুবিধা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেনিং একাডেমীতে একটি ফ্লোর জুড়ে ডিজাস্টার রিকভারি (ডিআর) সেন্টার অবস্থিত। দূরত্ব স্বল্পতার কারণে ডিআর সেন্টার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ভূমিকম্প, বন্যাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনাজনিত কারণে ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব না হলে তখন ডিআর সাইটের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ময়মনসিংহে শাখা স্থাপন এবং নিজস্ব স্থাপনা তৈরি করার ফলে ডিআর সেন্টার ময়মনসিংহে স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। ময়মনসিংহকে বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত বলা যায়। ১৭৮৭ সালে সর্বশেষ বড় ধরনের বন্যা হয় এবং ১৯৯৮ সালে দেশব্যাপী প্রলয়ঙ্করী বন্যার সময়ও অঞ্চলটি বন্যামুক্ত ছিল। ১৮৯৭ সালের পর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বড় কোন ভূমিকম্প হয়নি। জমির সহজলভ্যতা থাকায় শাখা স্থাপনের জন্যে ভবন নির্মাণের প্রয়োজনে শহরের মধ্যে বা উপকণ্ঠে সরকারি খাস জমি বরাদ্দ প্রাপ্তি অথবা ব্যক্তিগত জমি ক্রয়ও এখানে সহজতর হবে।

www.pathagar.com

দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থিক খাত এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমপরিমাণে বাড়ছে রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিসের কাজের পরিধি। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে তেমনি নিয়োগ করা হচ্ছে মেধাবী জনবল। একই কারণে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন একটি শাখা খোলা হয়েছে। রাজধানী ঢাকা থেকে স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত বাংলাদেশের একটি পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী শহর ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের দশম শাখা স্থাপনের ফলে প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিসের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাজ যথাযথভাবে ও যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান এর উল্লেখযোগ্য কিছু ভাষণ

অর্থবছর ২০১৩ এর দ্বিতীয়ার্ধের জন্যে মুদ্রানীতি ঘোষণা

তারিখ ঃ ৩১ জানুয়ারি, ২০১৩
সময় ঃ বেলা ৩.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স
হল, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ভোক্তা মূল্যস্ফীতি স্বস্তিকর নিম্নমাত্রায় পরিমিত ও স্থিতিশীল রেখে সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রয়াসকে সহায়তা দিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে থাকে। দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার আলোকে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের অর্থাৎ জানুয়ারি-জুন ২০১৩ সময়কালের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির ঘোষণাপত্র আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। বরাবরের মতো এবারকার ঘোষণাপত্রটি প্রণয়নের সময়ও বিশেষজ্ঞ ও স্টেকহোল্ডার মহলগুলোর সঙ্গে আলোচনা ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমরা মতামত, পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করেছি।

আমাদের অর্থনীতির ওপর বিশ্ব আর্থিক খাত সঙ্কট সূত্রের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি মন্দার বৈরী প্রভাব মোকাবেলার জন্যে আমাদের মুদ্রানীতি ভঙ্গি অর্থবছর ১০ ও ১১তে কিছুটা শিথিল রাখা হয়; এর পাশাপাশি অর্থনীতির প্রকৃত খাতে সরকারের নেয়া বিবিধমুখী সক্রিয় পদক্ষেপের কারণে অর্থবছর ২০০৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দেশজ উৎপাদনে ৬.২ শতাংশ গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। অর্থবছর ১২তে মুদ্রানীতির জন্যে চ্যালেঞ্জগুলো আসে মূল্যস্ফীতি চাপ ও বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের ওপর চাপের আকারে। এগুলো মোকাবেলার জন্যে অর্থবছর ১২ এর মুদ্রানীতিতে সংযত, সতর্ক ভঙ্গি আনা হয়, যার সুফল হিসেবে বেসরকারি খাতে ঋণের ২০ শতাংশের কাছাকাছি যোগান প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেও মূল্যস্ফীতি নিম্নগামী করার এবং বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে চাপ লাঘবের মূল লক্ষ্যগুলো অর্জন সম্ভব হয়।

অর্থবছর ১৩-এর জন্যে জুলাই ২০১২তে ঘোষিত মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্যগুলো ছিল (ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ যোগানের প্রবৃদ্ধি এক অঙ্কের ভোক্তা মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মাত্রায় পরিমিত রাখা, (খ) প্রবৃদ্ধি সহায়ক উৎপাদনমুখী খাতগুলোয় পর্যাপ্ত ঋণ যোগান নির্বিঘ্ন রাখা এবং (গ) বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভকে আরো স্বস্তিকর পর্যায়ে উন্নীত করা। অর্থবছর ১৩ এর প্রথমার্ধের জন্যে হাতে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, আমরা এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের যথাযথ পথেই রয়েছি।

www.pathagar.com

গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি গত নয় মাস যাবত নিম্নগামীই থেকেছে। ফেব্রুয়ারি ২০১২ এর সর্বোচ্চ ১০.৯৬ শতাংশ মাত্রা থেকে ডিসেম্বর ২০১২ তে ৮.৭৪ শতাংশে নেমেছে এবং চলতি অর্থবছরের মধ্যেই ৭.৫০ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রায় পৌছুবার পথে রয়েছে। খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত উভয়খাতেই ভোক্তা মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী ধারায় চলে এসেছে; খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ ২০১২ এর ১৩.৯৬ শতাংশ শীর্ষ মাত্রা থেকে ডিসেম্বর ২০১২তে ৮.৪৩ শতাংশে নেমে এসেছে। খাদ্য ও জ্বালানি ছাড়া অন্যান্য খাতভুক্ত core বা মৌল মূল্যস্ফীতিও এখন নিম্নগামী ধারায় রয়েছে।

২০১৩ সালের জন্যে বৈশ্বিক উৎপাদন প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপিত মাত্রা ৩.৬ শতাংশ, যার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপিত অংশ ৫.৬ শতাংশ এবং উচ্চ আয়ের উন্নত অর্থনীতিগুলোর অংশ ১.৫ শতাংশ। ২০১৩ এর জন্যে প্রক্ষেপিত এই প্রবৃদ্ধি ২০১২ এর চেয়ে সামান্যই বেশি, তাও আবার বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলোয় সম্ভাব্য চাহিদা দুর্বলতার ঝুঁকিযুক্ত। অর্থবছর ১৩ এর জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের জুলাই ২০১২তে ঘোষিত মুদ্রানীতিতে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি সরকারের বাজেটে ঘোষিত ৭.২ শতাংশ দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট। তবে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মন্দার প্রেক্ষাপটে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বিদ্যমান বহুবিধ ঝুঁকির উল্লেখ বিভিন্ন মহলের পূর্বাভাসে রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগের পূর্বাভাস মোতাবেক অর্থবছর ১৩-তে আমাদের দেশজ উৎপাদনে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি বিগত দশ বছরের গড় অঙ্কের কম দাঁড়াবেনা এবং অনুকূল পরিস্থিতিতে তা বেশির দিকেই থাকবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।

বৈদেশিক খাতে ডিসেম্বর ২০১২ এর শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ দাঁড়ায় মার্কিন ডলার ১২.৮ বিলিয়নে, যা চার মাসের আমদানি ব্যয়ের সমতুল্য পরিমাণ। জানুয়ারি ২০১৩ এর শেষের দিকে এখন রিজার্ভের পরিমাণ ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে, এই মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার জন্যে আন্তঃব্যাংক বাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অব্যাহত মার্কিন ডলার কেনা সত্ত্বেও এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জুলাই ২০১২ থেকে ২৯ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত আমরা প্রায় ২.৬ বিলিয়ন ডলার বাজার থেকে কিনেছি। জ্বালানি তেল আমদানির জন্যে বাইরেকার অর্থায়নসূত্র ব্যবহার, বিশেষতঃ খাদ্যশস্যসহ আমদানি চাহিদার হ্রাস, রপ্তানির অব্যাহত প্রবৃদ্ধি এবং প্রবাসীদের রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে জোরালো প্রবৃদ্ধি আমাদের বৈদেশিক লেনদেন খাতে এই সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

অর্থবছর ১৩-এর প্রথমার্ধের মুদ্রানীতির ইপ্সিত লক্ষ্যগুলো অর্জনে তিনটি দিকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে জোরালো ২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং নিম্নগামী আমদানি চাহিদা নীট বৈদেশিক সম্পদের জোরালো বৃদ্ধি ঘটায়। এই বৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপক মুদ্রার যোগানে সীমাতিরিক্ত বৃদ্ধি আনে; ডিসেম্বর ১২-এর ১৬.২ শতাংশ ঊর্ধ্বসীমার বিপরীতে নভেম্বর শেষেই প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৮.৬ শতাংশ। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল আন্তঃব্যাংক ওভারনাইট সুদহার, জানুয়ারি ২০১২ এর উচ্চ ২০ শতাংশ মাত্রা থেকে এক বছরে ১২ শতাংশে নেমে আসা, এখন এই হার নয় শতাংশের

www.pathagar.com

নিচে। মূল্যস্ফীতি ও আন্তঃব্যাংক সুদহারের এই নিম্নগতি সামনের মাসগুলোয় আমানত ও ঋণ সুদগুলোকে নিম্নগামী করবে আশা করা যায়। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল সরকারি খাতে ঋণ যোগানে প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে বেসরকারি খাতে ঋণ যোগানে বেগবান প্রবৃদ্ধি। নভেম্বর ১২ পর্যন্ত সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.০ এবং বেসরকারি খাতে তা ছিল ১৭.৪ শতাংশ। বেসরকারি খাতে মেয়াদি ঋণ যোগানে প্রবৃদ্ধি এখন আর শুধুমাত্র বড় ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে সীমিত নেই, এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুদ্রানীতির কার্যকর প্রয়োগ সুষ্ঠুতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশন চ্যানেল বা প্রয়োগ পথগুলো সুগম করার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। সরকারি সিকিউরিটিজ এর সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম জোরদার করা এজন্যে গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে নেয়া বিবিধমুখী পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে সরকারি বন্ড ও বিলের নিলামে উচ্চতর বাজার চাহিদা সম্পন্ন বিল ও স্বল্পতর মেয়াদি বন্ডগুলোর অংশ বৃদ্ধি, বিল ও বন্ডের অনলাইন সেকেন্ডারি ট্রেডিং এর জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে নতুন ইলেক্ট্রনিক ট্রেডিং উইন্ডো চালু করা এবং বিল ও বন্ড নিলামে প্রাইমারি ডিলারদের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাংকগুলোর জন্যেও বর্ধিত ভূমিকার নির্দেশনা। সরকারি বিল ও বন্ডের বাজার চাহিদা প্রসারে বীমা আইন সংস্কারের বিষয়ে এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্যে ফান্ডেড পেনশন স্কীম প্রণয়নের প্রারম্ভিক কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনায় সক্রিয় রয়েছে।

মুদ্রানীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আর্থিক খাত প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেজন্যে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতাও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে তার মনোযোগ বিশেষভাবে জোরদার করেছে। গৃহীত বিবিধমুখী ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা কঠোরতর করে বিশ্বমানের সঙ্গে তা ঘনিষ্টতর সঙ্গতিতে আনা; অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ ও পুনর্বিন্যাস করে আরো সমন্বিত করা; ঋণপত্র স্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয়ের মতো বহু বিষয়ে তাৎক্ষণিক অনলাইন সুপারভাইজরি রিপোর্টিং এর আবশ্যকতা আরোপ; জালিয়াতি ও প্রতারণামূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে প্রধান নির্বাহী ও পর্ষদের অডিট কমিটি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্বমূল্যায়ন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের আবশ্যকতা আরোপ ইত্যাদি। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ও অন্যান্য বিবরণীর যথার্থতা, পর্যাপ্ততা, স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নজরদারি তীক্ষ্ণতর করেছে। রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের বিশেষ মূল্যায়ন (ডায়গনোস্টিক নিরীক্ষা) ২০১৩-এর শুরুতেই হাতে নেয়া হবে; এই ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে।

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমেত সমেত সব উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে পৌঁছায় সেজন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সূচিত ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কার্যক্রম সক্রিয় রয়েছে। দেশের মূলধন বাজারের কার্যক্রমে স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার জন্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্রিয় সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

www.pathagar.com

অর্থবছর ১৩-এর দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি ভঙ্গির লক্ষ্য হবে এই অর্থবছরে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দেশজ উৎপাদনে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঙ্গে পর্যাপ্ততার পাশাপাশি গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার জন্যে সঙ্গতিপূর্ণ মাত্রায় সীমিত রাখা। উৎপাদন প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মন্দাজনিত চাহিদা দুর্বলতার ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংকের সব মুখ্য নীতি সুদহার অর্থাৎ রেপো ও বিশেষ রেপো সুদহার ০.৫ শতাংশ বা পঞ্চাশ বেসিস পয়েন্ট অবিলম্বে কমিয়ে আনা হবে। অর্থবছরের মুদ্রানীতি প্রোগ্রামে সংশোধনী এনে বেসরকারি খাতে ঋণ যোগানের ঊর্ধ্বসীমা আগেকার ১৮.০ শতাংশের বদলে ১৮.৫ শতাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে; ব্যাপক মুদ্রার যোগানে প্রবৃদ্ধি সীমা আগেকার ১৬.৫ শতাংশ থেকে ১৭.৭ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। মুদ্রানীতি যোগানে আনা এই বর্ধিত পরিসর প্রবৃদ্ধিমুখী ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগে ঋণ যোগানের পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণে ব্যবহার করা হবে। একইসঙ্গে সম্পদ মূল্য বুদবুদ (asset price bubble) সৃষ্টিকারী ঝুঁকিপ্রবণ অনুৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে ঋণ যোগান নিরুৎসাহিত রেখে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি নিম্নগামী রাখায় বাংলাদেশ ব্যাংক সজাগ ও সক্রিয় থাকবে। মুদ্রানীতির এই ভারসাম্যপূর্ণ ভঙ্গি টাকার মূল্যমানে অবাঞ্ছনীয় উচ্চ অস্থিতিশীলতা (excessive volatility) এড়াতে সহায়ক হবে। তবে ইপ্সিত লক্ষ্যগুলোর মধ্যে বিবিধমুখী ট্রেড-অফও নিহিত রয়েছে, চলমান পরিস্থিতির আলোকে এগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ত পর্যালোচনায় রাখবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধন্যবাদ সবাইকে।

www.pathagar.com

অর্থবছর ২০১৩ এর দ্বিতীয়ার্ধের জন্যে মুদ্রানীতি ঘোষণা

তারিখ ঃ ১৮ জুলাই, ২০১২

সময় ঃ বেলা ৩.০০ ঘটিকা

স্থান ঃ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স

হল, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মত বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিরও প্রথম লক্ষ্য মূল্যস্ফীতি পরিমিত রাখা যাতে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। এর পাশাপাশি জাতীয় বাজেটে ঘোষিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির অর্জনকে সমর্থন দানও বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির অন্য প্রধান লক্ষ্য। এই দ্বৈতদায়িত্ব এবং চলমান বহির্বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রণয়ন করেছে। মুদ্রানীতি প্রণয়নে আমরা আগের মত সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর পরামর্শ ও মতামত নিয়েছি। চলতি অর্থবছরের (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৩) মুদ্রানীতি কার্যক্রম এবং অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্যে মুদ্রানীতিভঙ্গী আমি তুলে ধরছি।

গত সিকি শতাব্দীতে এদেশের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা পাঁচভাগ। গত এক দশকে এ সংখ্যা শতকরা ছ'ভাগে উঠে গেছে। এই উর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধির ভিত্তিভূমি ছিল সামষ্টিক স্থিতিশীলতা যা সম্ভব হয়েছে মূল্যস্ফীতি পরিমিত পর্যায়ে রাখার কারণে। আমরা এও জানি যে ২০১১ এর মাঝামাঝি থেকেই গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি অস্বস্তিকর দুই অঙ্কের ঘরে দাঁড়ায় যা প্রলম্বিত হলে নিম্নবিত্ত জনসাধারণের দুর্ভোগের পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির জন্যেও হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তাই বিগত অর্থবছর থেকেই আমাদের মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি নামিয়ে আনার বিষয়ে বিশেষ সক্রিয় থেকেছে যার সুফল প্রাপ্তির সূচনা এরই মধ্যে ঘটেছে। এই সাফল্যের ধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতিতে সংযত অবস্থান গত বছরের মত এবারও ধরে রাখবে।

এখন আমরা এই অবস্থানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করছি। ২০০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের পর ২০১১ ও ২০১২ অর্থবছরে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দাভাবের শিকার হয়। বাংলাদেশে এই দুর্বলতার প্রভাব যথাসম্ভব সীমিত করার জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতি শিথিলতর করে। গৃহীত হয় আরো কিছু সক্রিয় পদক্ষেপ । এসবের সুবাদে আমাদের অর্থনীতি ঐ সংকটকে অনেকটা পাশ কাটাতে সক্ষম হয়। অর্থবছর ২০০৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত গড়ে শতকরা ৬ ভাগের ওপর প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়। কিন্তু ২০১২ অর্থবছরে লেনদেনের ভারসাম্য ও উর্ধ্বগামী মূল্যস্ফীতি নিয়ে আমরা অত্যন্ত চাপের মুখে পড়ি। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে আমরা গ্রহণ করি একটি সংযত মুদ্রানীতি। মুদ্রা ও ঋণ যোগান পরিমিত করা হয়। তবে এই পরিমিতি যেন কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি আদায় করতে পর্যাপ্ত হয় সে বিষয়ে আমরা সজাগ ছিলাম। যথেষ্ট আত্মতুষ্টি না নিয়েও আমরা বলতে পারি গত অর্থবছরে গৃহীত আমাদের পদক্ষেপগুলো ফলদায়ক ছিল। একদিকে প্রাথমিক প্রাক্কলনে শতকরা ৬.৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি এসেছে আমাদের অর্থনীতিতে। অন্যদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি দুই অংক

www.pathagar.com

থেকে অপেক্ষাকৃত স্বস্তিকর এক অংকের মাত্রায় নেমেছে। ২০১১ এর জুনে এই হার ছিল শতকরা ১০.১৭ ভাগ। ২০১২ এর জুনে তা শতকরা ৮.৫৬ ভাগে নেমেছে।

২০১২ অর্থবছর ছিল দুই বিপরীত পর্বের যোগফল। প্রথমার্ধে তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও স্বল্প বিদেশী সাহায্য লেনদেনের ভারসাম্যে প্রতিকূল চাপ সৃষ্টি করে। ফলে টাকার মান পড়ে যায়। কমে আসে বিদেশী মুদ্রার মজুদ। এসময় ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়, মূল্যস্ফীতি উঠে যায় দুই অংকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যথেষ্ট সংযত মুদ্রানীতি গ্রহণে সচেষ্ট হই, অপ্রয়োজনীয় আমদানি চাহিদা কমিয়ে আনি, বহির্বিশ্ব থেকে বিকল্প অর্থায়নের উৎস সন্ধানেও আমরা তৎপর হই। ফলে ২০১২ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা এসব নীতিকার্যক্রমের সুফল পেতে শুরু করি। বহিঃখাতের ওপর প্রথমার্ধে সৃষ্ট চাপ কমে আসে। উপরন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সরকারের ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাত্রাও কমে যায় । সংশোধিত বাজেটে প্রাক্কলিত ২৯ হাজার কোটি টাকার বিপরীতে সরকার ২২ হাজার কোটি টাকা গ্রহণ করে। এভাবে গত জানুয়ারিতে গ্রহণ করা মুদ্রানীতির একটি সংযত অবস্থান গত অর্থবছরে দ্বিতীয়ার্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণে সরকারের সংযম, সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের পরিমিতি যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসবের ফলে আমরা গত অর্থবছরের শেষে এক অংকের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতিতে নেমে আসতে সক্ষম হই। ডলারের বিপরীতে টাকার মানও যথেষ্ট স্থিতিশীল হয়েছে। বিদেশী মুদ্রার মজুদও অনেকটা বেড়েছে।

বিশ্বায়নের সাথে সাথে আমাদের দেশজ উৎপাদনে বহিঃখাতের অবদান বেড়ে চলেছে। এই ধারা অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত নিরাপদ মজুদ। গত জানুয়ারিতে এটি ছিল ৯.৪ বিলিয়ন ডলার। গত জুন মাসে এটি ১০.৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয় যা ৩ মাসের আমদানি দায় মেটানোর জন্যে পর্যাপ্ত । বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বর্ধিত বিনিয়োগে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশী মুদ্রার স্থিতি আরও বাড়ানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি সচেষ্ট রয়েছে এবং থাকবে।

২০১২ সালে বৈশ্বিক উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ২.৫ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশের জন্যে এটি ৫.৩ শতাংশ। এই প্রেক্ষাপটে গত অর্থবছরে শতকরা ৭ ভাগ লক্ষ্যের বিপরীতে ৬.৩ ভাগ প্রবৃদ্ধির অর্জন যথেষ্ট সন্তোষজনক। অর্থবছর ১১ এর তুলনায় ১২ তে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি হার বেড়েছে। অর্থাৎ আমাদের সংযত মুদ্রানীতি এই প্রবৃদ্ধির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেনি। শিল্প উৎপাদনের উপকরণাদির আমদানিতে এ সময়কালে দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

বহির্বিশ্বের অবস্থা মিশ্র পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি মোটামুটি গতিশীল থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র মন্দা কাটিয়ে খুবই মন্থর উত্তরণ পর্বে প্রবেশ করেছে। ইউরোপের অনেক দেশেই সৃষ্টি হয়েছে তীব্র ঋণ সংকট। ভারত ও চীনের মত দুই বৃহৎ উত্থানমুখী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতেও কিছুটা ভাটা পড়েছে। বহির্জগতের এই দুর্বল ও মিশ্র পরিণতি আমাদের পণ্য ও জনশক্তি রপ্তানির প্রবৃদ্ধিকে কিছুটা অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিতে

www.pathagar.com

ফেলেছে। এতে জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও প্রভাবিত হতে পারে। গত জানুয়ারিতে ঘোষিত মুদ্রানীতির কৌশলগুলো কতটা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে তার চিত্র তুলে ধরছি। ১৭ শতাংশের ঊর্ধ্বসীমার বিপরীতে ব্যাপক মুদ্রাযোগানের বৃদ্ধিহার ছিল ১৭.২। ২১.৯ শতাংশ ঊর্ধ্বসীমার বিপরীতে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের বৃদ্ধিহার ছিল ২০.১। এই অর্জন যে পদক্ষেপগুলোর কারণে সম্ভব হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে (১) সক্রিয় তারল্য ব্যবস্থাপনা (২) অর্থবছর ১২ তে রেপো হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি (৩) ভোক্তাঋণের বৃদ্ধিহারে পরিমিতির অনুশাসন এবং (৪) রপ্তানি ও কৃষি ছাড়া অন্যান্য খাতে বিদ্যমান ঋণ সুদহার সিলিং এর বিলুপ্তি। এরকম পরিমিত অবস্থানের পরও গত অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণের বৃদ্ধিহার ছিল ১৮.৫ ভাগ যা সদ্যসমাপ্ত মুদ্রানীতিতে গৃহীত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আড়াই শতাংশ বেশি। এটি উত্থানমুখী এশিয়া অঞ্চলের গড় শতকরা ১৫ এর চেয়ে বেশি। বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে সামগ্রিক ঋণ যোগানে শিল্পঋণের আনুপাতিক হার প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের আনুপাতিক অংশ বেড়েছে। উপরন্তু গত অর্থবছরে বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণ এসেছে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার। আন্তঃব্যাংক কলমানি সুদহার গত জুন থেকে নিম্নগামী রয়েছে। অর্থাৎ তারল্য চাহিদা চাপের উপশম ঘটেছে।

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি গত সেপ্টেম্বরে ছিল সর্বোচ্চ, শতকরা ১১.৯৭ ভাগ। তা জুনে ৮.৫৬ ভাগে নেমে এসেছে, প্রধানত খাদ্য মূল্যস্ফীতির নিম্নগামীতার সূত্রে। খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিও কিছুটা কমেছে। এটি গত মার্চে সর্বোচ্চ ১৩.৯৬ ভাগ থেকে জুনে ১১.৭২ ভাগে নেমেছে। গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও তা এখনো দুই অংকের ঘরে, ১০.৬ শতাংশে রয়েছে। বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এটিকে ৭.৫ ভাগে নামিয়ে আনাই আজকের মুদ্রানীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চাহিদা প্রবৃদ্ধির পরিমিতির পাশাপাশি যোগান প্রসারের দিকেও আমাদের মুদ্রানীতি সমর্থন দিয়ে এসেছে। এজন্যে বেসরকারি খাতে ঋণ যোগানে অনুৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করার ধারা অব্যাহত থাকবে। কৃষি এবং উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগে পর্যাপ্ত ঋণ যোগানের বিষয়ে আমাদের মুদ্রা ও ঋণনীতি আগের মতই সক্রিয় থাকবে। এ বছরের ডিসেম্বরে রিজার্ভ মুদ্রার যোগানে শতকরা ১৪.৫ ভাগ এবং ব্যাপক মুদ্রার যোগানে শতকরা ১৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি হবে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের বৃদ্ধিহার হবে ১৮.৩ ভাগ। চলতি অর্থবছর শেষে অর্থাৎ জুনে রিজার্ভ মুদ্রার যোগানে প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ১৩.৮ শতাংশ, ব্যাপক মুদ্রা যোগান বাড়বে শতকরা ১৬.৫ হারে এবং বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির হার হবে ১৮ শতাংশ যা জাতীয় বাজেটে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পর্যাপ্ত হবে বলে আমরা আশা করছি।

অর্থবছর ১৩ এর মুদ্রানীতি কার্যক্রম অনুযায়ী আর্থিক খাত সংহতকরণের প্রয়োজনে নতুন ঋণ বিন্যাস এবং প্রভিশনিং অনুশাসন প্রবর্তিত হয়েছে; ডিসেম্বর ১২ এর মধ্যে নতুন ব্যবস্থায় প্রভিশনিং ব্যাংকগুলোকে সম্পন্ন করতে হবে। এই পদক্ষেপ ব্যাংক মুনাফায় সাময়িক প্রভাব ফেললেও তা সামগ্রিক তারল্য ও ঋণ যোগানে বিরূপ কোনো প্রভাব ফেলবে না। সরকারি সিকিউরিটিজের নিলামগুলোয় প্রাইমারি ডিলারদের ওপর ডিভেলপমেন্ট জনিত তারল্য চাপ উপশমে বাংলাদেশ ব্যাংক অচিরেই কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করবে।

www.pathagar.com

আমানত ও ঋণের সুদহারের মধ্যে বিস্তার বা স্প্রেড শতকরা ৫.৫৮ থেকে ৫.৪৫ এ নেমেছে। আমরা সুদ পার্থক্যের এই বিস্তার আরো কমানোর চাপ অব্যাহত রাখবো, বিশেষ করে যে সব ব্যাংকে এই বিস্তারের মাত্রা অশোভনীয়–তাদের ওপর।

এই মুদ্রানীতি অর্থনীতির বহিঃখাতের সামর্থ্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখায় সক্রিয় থাকবে। বিদেশী মুদ্রার একটা স্বস্তিজনক মজুদ এবং বৎসরান্তে সামগ্রিক লেনদেনের একটা স্বস্তিকর ভারসাম্যের প্রতি মুদ্রানীতির সার্বক্ষণিক দৃষ্টি নিয়োজিত থাকবে। তবে বিশ্ব বাণিজ্যে মন্থর প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আমাদের বিদেশী মুদ্রার মজুদের প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন তেমন উচ্চাভিলাষী মাত্রায় ধরা হয়নি। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপ টাকার বিনিময় হারে বাজার ভিত্তিক নমনীয়তা বজায় রাখা ও অস্বাভাবিক অস্থিতিশীলতা এড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় সীমিত থাকবে।

www.pathagar.com

অর্থবছর ২০১২ এর দ্বিতীয়ার্ধের জন্যে মুদ্রানীতি ঘোষণা

তারিখ ঃ ২৬ জানুয়ারি, ২০১২

সময় ঃ বেলা ৩.০০ ঘটিকা

স্থান ঃ কনফারেন্স হল, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সামষ্টিক অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক গতিধারার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্রটিতে অর্থবছর ১২ (জানুয়ারি-জুন ২০১২) এর দ্বিতীয়ার্ধের জন্যে মুদ্রানীতি ভঙ্গি বিবৃত হয়েছে। আগেকার ইস্যুগুলোর মতো মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্রের এই ইস্যুটির অভীষ্ট লক্ষ্যও জনসাধারণের মধ্যে মূল্যস্ফীতির সম্ভাব্য মাত্রার ধারণা (inflationary expectations) সুনিবদ্ধ করা এবং গৃহস্থালী ও ব্যবসায়িক পর্যায়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিকল্পনার জন্যে প্রাসঙ্গিক তথ্য যোগানো। প্রথাগতভাবেই এই ঘোষণাপত্রটি প্রণয়নের আগেও মুখ্য স্টেকহোল্ডার পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনায় মতামত ও পরামর্শ নেয়া হয়েছে; এবারকার এই প্রাক-পরামর্শ আলোচনাগুলোর মধ্যে অর্থনীতি বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের প্রভাবে বিরাজমান অর্থনৈতিক মন্থরতার প্রেক্ষিতে অর্থবছর ১০ ও ১১ তে বাংলাদেশে মুদ্রানীতির সংকুলানমুখী ভঙ্গি অবলম্বন দরকার হয়, যা বিশ্বমন্দার প্রভাব থেকে আমাদের অর্থনীতিকে প্রায় অক্ষত রেখে অর্থবছর ০৯ থেকে ১১ পর্যন্ত গড় বার্ষিক ৬ শতাংশের বেশি দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি বজায় রাখে। অর্থবছর ১২ তে আমাদের অর্থনীতি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃখাতে কিছুটা ভিন্নতর ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, যার মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ভঙ্গিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি পরিমিতি ও দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়তার মূল লক্ষ্যগুলো নজরে রেখেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে।

বৈশ্বিক উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ঃ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রধান অংশীদার দেশগুলোয়, বিশেষতঃ ইউরোপীয় দেশগুলোয় সরকারি খাতে উচ্চ ঋণভারের চলমান সঙ্কটের সূত্রে বৈশ্বিক উৎপাদনে ২০১২ সালে প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা অনিশ্চয়তাপূর্ণ, যা বৈশ্বিক মন্দা অবস্থা সৃষ্টির ঝুঁকি বাড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের কিছু সূচনা লক্ষণীয় হলেও সামগ্রিকভাবে উন্নত দেশগুলোয় ২০১২ সনে প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা দুর্বল; চীন ও ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশিত প্রক্ষেপণেও পূর্বাভাসকারীরা সম্প্রতি নিম্নমুখী সংশোধন এনেছেন (২০১১ এর ৬.০ শতাংশ থেকে ২০১২ তে ৫.৪ শতাংশে)। জ্বালানি তেলের বিদ্যমান আন্তর্জাতিক মূল্য ২০১১ এর উচ্চতম মাত্রার কাছাকাছি। বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের মূল্য সামগ্রিকভাবে নিম্নগামী হলেও মে-নভেম্বর ২০১১ ছয় মাসে থাই চালের দাম বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ঃ অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা ধরে নিয়ে সরকার অর্থবছর ১২ এর বাজেটে ৭ শতাংশ দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল। অর্থবছরের প্রথমার্ধে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সতেজ গতিধারা এই প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণই থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে

www.pathagar.com

মন্থরতার সম্ভাবনাটি আমাদের রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি দুর্বল করতে পারে। পাশাপাশি সরকারি বৈদেশিক সহায়তার দুর্বল অন্তঃপ্রবাহ এবং ঋণ যোগান প্রবৃদ্ধির পরিমিতি অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে সীমিত করবে। এ প্রেক্ষিতে অর্থবছর ১২-তে বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি পূর্ব প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা কমে ৬.৫ শতাংশ থেকে ৭.০ শতাংশের মধ্যে দাঁড়াতে পারে বলে ধারণা করা যায়।

মূল্যস্ফীতি ঃ ২০১১ এর ডিসেম্বর এ মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় গড়ে ১০.৭ শতাংশ, যা অর্থবছর ১২ এর বাজেট বক্তৃতায় প্রক্ষেপিত গড় মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশের তুলনায় ঢের বেশি। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে রয়েছে বিগত বছরের উচ্চতর বৈশ্বিক খাদ্য মূল্যস্ফীতির বিলম্বিত প্রভাব, অর্থবছর ১১ এর অভ্যন্তরীণ ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের ভোক্তামূল্যের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি। সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে) সেপ্টেম্বরের ১১.৯৭ শতাংশ থেকে নিম্নগামী হয়ে ডিসেম্বরে ১০.৬৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে, খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মূলতঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সূত্রে এখনো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ কারণেই মূল্যস্ফীতিকে একক অঙ্কের ঘরে নামিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

বহিঃখাত ঃ বাংলাদেশের আমদানি বরাবরের মতোই রপ্তানির চেয়ে বেশি মাত্রার; প্রবাসে কর্মরতদের রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বাণিজ্য ঘাটতি পূরণে অবদান রাখলেও সরকারি খাতে বৈদেশিক সহায়তার অন্তঃপ্রবাহ সম্প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে বিরূপ চাপ সৃষ্টি করেছে। এ কারণে গত এক বছরে (মধ্য জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত) বাংলাদেশ টাকা মার্কিন ডলারের বিপরীতে ১৫ শতাংশ অবমূল্যায়িত হয়েছে এবং এ সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০.১ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ৯.২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। অনুরূপ চাপের কারণে ২০১১ সালে ভারতীয় রূপিও ১৯ শতাংশ অবমূল্যায়িত হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দাভাবের প্রেক্ষিতে বহিঃখাতে প্রতিযোগিতার সামর্থ্য বজায় রাখার জন্যে টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হারের প্রয়োজনীয় এই পরিবর্তনের সূত্রে সামনের মাসগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমবে বলে আশা করা যায় ।

ইতোমধ্যেই একটি প্রধান সূচক-নতুন আমদানি ঋণপত্র খোলার হার-জানুয়ারি ২০১২-তে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ শতাংশ কমেছে। অধিকতর সংযত অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধিও আমদানি প্রবৃদ্ধিকে পরিমিত রাখবে, পাশাপাশি অবমূল্যায়িত বিনিময় হার রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধিকে বাড়াতে সহায়তা করবে। এ প্রেক্ষিতে অচিরেই আমাদের বৈদেশিক লেনদেন খাত একটি স্থিতিশীল নতুন ভারসাম্যে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়।

সরকারি রাজস্ব খাত ঃ সরকারের রাজস্ব নীতি ভঙ্গি প্রত্যাশিত দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের অপ্রত্যাশিত নিম্নগতি, ভর্তুকি ব্যয় ভারের ঊর্ধ্বগতি এবং ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের নিম্নমাত্রার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের ঋণের দ্রুত স্ফীতি ঘটেছে, অর্থবছর ১২-এর বাজেট ঘোষণায় প্রাক্কলিত মাত্রার চেয়ে বেশি হারে তা ঘটেছে। এ সত্ত্বেও রিজার্ভ মুদ্রা (RM) ও ব্যাপক মুদ্রা (M_2) সহ key monetary variable গুলোর প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১২-এর জন্যে

www.pathagar.com

মুদ্রানীতি প্রোগ্রামে প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি পথের নিচে রয়েছে। এই বাস্তবতা মুদ্রানীতি প্রোগ্রামের কার্যকারিতার ওপর আস্থা দৃঢ়তর করে। নভেম্বর ২০১১ মাসে রিজার্ভ মুদ্রা (RM) ও ব্যাপক মুদ্রার (M_2) বার্ষিক প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৫.৪ শতাংশ এবং ১৭.৭ শতাংশ ছিল, যা জুলাই ১১ মাসের মুদ্রানীতিতে ঘোষিত যথাক্রমে ১৬ শতাংশ এবং ১৮.৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। রেপো ও রিভার্স রেপোর মাধ্যমে সুষ্ঠু তারল্য ব্যবস্থাপনা এই ফলাফলে পৌঁছানোয় সহায়ক হয়েছে। সক্রিয় তারল্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অর্থবছর ১২-তে রেপো হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি এবং কৃষিঋণ ও প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ব্যাংক ঋণের সুদ হারের ঊর্ধ্বসীমা তুলে নেওয়ায় মুদ্রা বাজারে ধনাত্মক প্রকৃত সুদহার (real positive interest rate) বজায় রয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিও পর্যাপ্ত মাত্রায় রয়েছে (ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সময়কালে বার্ষিক ১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি)।

অর্থবছর ১২ এর দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি ভঙ্গি ঃ ওপরে বর্ণিত অবস্থার আলোকে অর্থবছর ১২ এর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি মুদ্রা ও ঋণ যোগান সংযত প্রবৃদ্ধির পথে রাখবে। ফলে মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে প্রতিকূল চাপ মোকাবেলার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্যে বেসরকারি খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ যোগান নিশ্চিত রাখা সম্ভব হবে। বিশেষ করে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাসহ শিল্প খাতে পর্যাপ্ত ঋণের যোগান অব্যাহত রাখা হবে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ স্থিতিশীল করার এবং গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কের মাত্রায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত এই মুদ্রানীতি অর্থ মন্ত্রণালয় অবলম্বিত রাজস্ব নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হবে। উল্লেখ্য, এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্যে সংযত মুদ্রানীতি ভঙ্গির পাশাপাশি সরকারি ব্যয়ের সুবিবেচিত নীতি-ভঙ্গি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের মাত্রা যাতে ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্য যোগানের ওপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ হবে। অর্থবছর ১২-এর দ্বিতীয়ার্ধের জন্যে মুদ্রানীতি ভঙ্গিতে সমগ্র অর্থবছরে রিজার্ভ মানি ও ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১২.২ শতাংশ ও ১৭.০ শতাংশে পরিমিত রাখার লক্ষ্য ধরা হয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণ যোগান প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১৬.০ শতাংশ, যা দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোয় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বেসরকারি খাতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে ঋণ যোগান পর্যাপ্ত রাখার লক্ষ্যে অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি ভোক্তা ঋণসহ অনুৎপাদনশীল খাতগুলোয় ঋণ প্রবৃদ্ধি নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের ঋণের প্রবৃদ্ধি সংযত মাত্রায় রাখা গেলে বেসরকারি খাতের জন্যে ঋণ যোগান সুলভতর হবে। ধনাত্মক প্রকৃত ঋণ সুদহার (real positive interest rate) সঞ্চয় প্রবণতাকে উৎসাহিত করে, অপরিহার্য নয় এমন আমদানি পরিমিত করে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল করে মুদ্রানীতির transmission channel গুলোকে প্রশস্ত করবে। আমানত ও ঋণের সুদ হারের ব্যবধান (intermediation spread) বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নজরদারিতে রাখা হবে, যা উচ্চ ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণের ক্ষেত্রে নিম্নতর এক অঙ্কে অর্থাৎ ৫ শতাংশের নিচে রাখার জন্যে ইতোমধ্যে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আমাদের আশা এসব পদক্ষেপের ফলে এ সময়ের অর্থনীতির মূল চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতির যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও কাঙ্ক্ষিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

অর্থবছর ২০১২ এর প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা

তারিখ ঃ ২৭ জুলাই, ২০১১

সময় ঃ বেলা ৩.০০ ঘটিকা

স্থান ঃ কনফারেন্স হল, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নিকট সম্ভাব্য উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্ধবার্ষিক মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্রের এই দ্বাদশ সংখ্যাটিতে অর্থবছর ১২-এর প্রথমার্ধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ভঙ্গি ঘোষিত হয়েছে। অর্থনীতির ধারক (agents) এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মূল্যস্ফীতির সম্ভাব্য গতিধারার প্রত্যাশা (inflation expectation) সুনির্দিষ্ট করার প্রয়াসে আগেকার ইস্যুটির মতো MPS এর বর্তমান ইস্যুটি প্রণয়নেও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি, বিজ্ঞ পেশাজীবী ও শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, অর্থ উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ stakeholder-দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পূর্ববর্তী সময়ে গৃহীত নীতির আলোকে এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও অগ্রাধিকার খাতসমূহের বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা সন্নিবেশিত করা হয়। এছাড়া, প্রথমবারের মতো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মুদ্রানীতির ওপর মতামত গ্রহণ করা হয়।

অর্থবছর ১১-এর প্রবৃদ্ধি, অর্থবছর ১২-এর সম্ভাবনা ঃ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা পরবর্তী বছরের তুলনায় অর্থবছর ১১-এ অর্থনীতিতে উৎপাদন এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য গতির সঞ্চার হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অর্থবছর ১০-এর ৬.০৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ১১-এ ৬.৬৬ শতাংশ (যা ৬.৭০ শতাংশ প্রাথমিক প্রাক্কলনের প্রায় কাছাকাছি) প্রকৃত দেশজ প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) প্রাক্কলন করে। আমদানি-রপ্তানিতে ৪০ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধির সহায়তায় শিল্প খাতে অর্থবছর ১০-এর ৬.৪৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ১১-এ ৮.১৬ শতাংশ জোরালো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। বিদ্যুৎ উপখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও গ্যাস উপখাতের উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়ে গেছে। সেবা খাতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১০-এর ৬.৪৭ শতাংশ থেকে অর্থবছর ১১-এ ৬.৬৩ -তে উন্নীত হয়। কৃষি খাতে উৎপাদন অর্থবছর ১০-এর ৫.২৪ শতাংশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি থেকে কিছুটা কমে অর্থবছর ১১-এ ৪.৯৬ শতাংশে দাঁড়ালেও তা ছিল জোরালো এবং স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির ধারা থেকে বেশি। প্রকৃত অর্থনীতিতে ব্যাপক বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতির ধারা দেখে মনে হচ্ছে অর্থবছর ১২-এর জাতীয় বাজেটে প্রাক্কলিত ৭.০০ শতাংশ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সাধ্যাতীত হবে বলে প্রতীয়মান হয় না; তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসহ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃর্বিশ্ব পরিস্থিতি অনুকূল ও স্থিতিশীল থাকতে হবে।

মুদ্রা এবং বহিঃখাতের প্রবৃদ্ধি, অর্থবছর ১২-এর সম্ভাবনা ঃ সার্বিকভাবে অর্থবছর ১১-এ ঘোষিত MPS-এ যেমনটা ধারণা করা হয়েছিল উৎপাদন এবং বিনিয়োগ কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে সরকারি ও বেসরকারি খাত থেকে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে চাহিদার চাপ তার চেয়ে তীব্রতর ছিল; অন্যদিকে প্রবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্সের নিম্নমুখী অন্তঃপ্রবাহ,

www.pathagar.com

আমদানি ব্যয় বাড়ার ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি এবং মূলধন হিসাবে হ্রাসমান অন্তঃপ্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে তারল্যের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে অর্থবছর ১১-এর মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্যে সিআরআর এক দফায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট এবং রেপো, রিভার্স রেপো সুদহার চার দফায় মোট ২২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানো হয়। অন্যদিকে বাজারে তারল্য প্রবাহ অব্যাহত রাখার স্বার্থে অর্থবছর ১১-এর শেষার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক দৈনিক ভিত্তিতে রেপো সরবরাহ করে। এছাড়াও প্রয়োজনে বিশেষ রেপোও দিতে হয়েছে। তারল্য চাপ মোকাবেলার স্বার্থে এই অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার কারণে অর্থবছর ১১-এর রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলিত মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। টাকার অবমূল্যায়নজনিত মূল্যস্ফীতির প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহীত মার্কিন ডলার বিক্রির (মোট ৯৬২ মিলিয়ন ডলার) পদক্ষেপ টাকার বিনিময় হারের ওপর চাপ আংশিকভাবে কমায়। এই আংশিক চাপ প্রশমনের ফলে অর্থবছর ১১-এ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার ৬.৬ শতাংশ অবমূল্যায়ন প্রবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের উচ্চ ধারা পুনরুদ্ধারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অর্থবছর ১১-এর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ অর্থবছরের শুরুর ১০.৭৫ বিলিয়ন ডলার থেকে সামান্য বেড়ে ১০.৯১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। মুদ্রা সম্প্রসারণের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত প্রভাব অর্থবছরের শেষ-ত্রৈমাসিকে সুস্পষ্ট হয়। লক্ষণীয় যে, অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ এপ্রিলে সর্বোচ্চ ২৯.১৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মে ২০১১-এ ২৮.২৯ শতাংশে দাঁড়ায় এবং জুন ২০১১-এ ২৭.৬ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হয়। মূলধন হিসাবে বৈদেশিক অন্তঃপ্রবাহ ব্যাপকভাবে না বাড়লে অর্থবছর ১২-এর জন্যে নির্ধারিত ৭.০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের জন্যে ক্রমবর্ধমান আর্থিক প্রয়োজনীয়তা অর্থবছর ১১-এর মতো এ অর্থবছরেও স্থানীয় টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের ওপর চাহিদার চাপ অব্যাহত রাখবে।

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা ঃ বিশ্বমন্দার কারণে সৃষ্ট নিম্ন সিপিআই মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ০৯ থেকে বাড়তে শুরু করে এবং তা অর্থবছর ১১ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবে এ বাড়ার মাত্রা অর্থবছর ১০-এর তুলনায় কিছুটা কম। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১০-এ যেখানে অর্থবছর ০৯-এর শতকরা ২.২৫ ভাগ থেকে ৬.৪৫ ভাগ বেড়ে ৮.৭০-তে দাঁড়ায় সেখানে অর্থবছর ১১-এ তা ১.৪৭ ভাগ বেড়ে দাঁড়ায় ১০.১৭ ভাগে। প্রধানত বিশ্ববাজারে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য মূল্যের উচ্চ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি (হেডলাইন) অর্থবছর ১১-এ দাঁড়ায় শতকরা ৮.৮০ ভাগে যা অর্থবছর ১১-এর সংশোধিত জাতীয় বাজেটে প্রক্ষেপিত শতকরা ৮.০০ ভাগের তুলনায় অনেকটা বেশি। অন্যদিকে বার্ষিক গড় খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি (যাকে কোর মূল্যস্ফীতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়) নিম্ন এবং কমতির দিকে থেকে অর্থবছর ১১-এর শুরুর শতকরা ৫.৪৫ ভাগ থেকে অর্থবছর শেষে এসে দাঁড়ায় শতকরা ৪.১৫ ভাগ। অর্থবছর ১২-এর জাতীয় বাজেটে প্রক্ষেপিত বার্ষিক গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি শতকরা ৭.৫ ভাগ যা অর্থবছর ১১ শেষের প্রকৃত মূল্যস্ফীতি ৮.৮০ ভাগের তুলনায় অনেকটা কম। যেহেতু খাদ্য-বহির্ভূত

www.pathagar.com

মূল্যস্ফীতি ইতোমধ্যেই কম, সেহেতু প্রক্ষেপিত নিম্ন সিপিআই এর অর্জন প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাদ্য মূল্যের পরিমিত মাত্রার ওপর নির্ভর করবে। অভ্যন্তরীণ ভাল উৎপাদন এবং যোগান ব্যবস্থায় কোন বড় প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব বাজারে উচ্চ মূল্য প্রবণতার প্রভাবে অভ্যন্তরীণ খাদ্য মূল্য উচ্চ ও উর্ধ্বমুখী থাকার আশঙ্কা রয়েছে। সাম্প্রতিককালের মূল্যস্ফীতি ও আর্থিক স্থিতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষকরা পূর্বাভাস দিচ্ছেন যে, উন্নত অর্থনীতি এবং দ্রুত বর্ধমান ও উদীয়মান অর্থনীতিতে রাজস্ব ও মুদ্রানীতি সংক্রান্ত কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশল বিস্তৃতভাবে নেয়ার ফলে বিশ্ব পণ্য মূল্য সহনীয় মাত্রায় নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রত্যাশিত বিশ্ব পণ্য মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভ্যন্তরীণ খাদ্য সিপিআই মূল্যস্ফীতি ভর্তুকিপ্রাপ্ত গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বাড়ার কারণে কিছুটা অফসেট হয়ে যেতে পারে। প্রক্ষেপিত নিম্ন অভ্যন্তরীণ সিপিআই মূল্যস্ফীতি অর্জন করতে হলে-অতিরিক্ত তারল্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে সৃষ্ট চাহিদা চাপ সীমিতকরণ এবং স্থিতিশীল অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সংরক্ষণ মাধ্যমে যোগান বাড়াতে হবে।

অর্থবছর ১২-এর প্রথমার্ধের জন্যে মুদ্রানীতি ভঙ্গি ঃ অর্থবছর ১১-এ শতকরা ২৫.০ ভাগের ওপর অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি স্পষ্টতঃ বিবিএস প্রাক্কলিত শতকরা ১৩.৪২ ভাগ নমিন্যাল জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। এমনকি ধারণা করা হয় যে, অর্থবছর ১১-এর বিনিয়োগের কিছু ফল একই বছরে না হয়ে পরবর্তী বছরে প্রতিফলিত হবে। সুতরাং গত বছরের প্রসারিত অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থবছর ১২-এর মুদ্রানীতির ভঙ্গি সংযত হওয়া প্রয়োজন হবে, যাতে করে অতীতের মতো এবারও কিছু অনুৎপাদনশীল ও অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায়ে ঋণের ব্যবহার কমে যায় এবং অন্যদিকে উৎপাদনশীল খাত যেমন-ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি, ব্যবসা ও অন্যান্য সেবা খাতে ঋণের পর্যাপ্ত প্রবাহকে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। অর্থবছর ১১-এ সরকারি ও বেসরকারি খাতের নতুন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য মূলধন বিনিয়োগের কারণে সৃষ্ট দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের স্বল্পমেয়াদি অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের ফান্ডের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, এই চাহিদার বেশির ভাগই সাধারণত মেয়াদি ঋণ বা বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়ন করা যায়। হালে এ ধরনের অনেকগুলো ঋণ প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অনেকেই বাংলাদেশে বেশি করে বিনিয়োগের আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আমরা ব্যাংকগুলোকে এ ধারাকে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছি। বিওআইকেও এ ব্যাপারে সজাগ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর চাহিদার চাপ অবশ্যই কমে যাবে যদি টাকার অতিরিক্ত অবমূল্যায়ন, লেনদেন ভারসাম্যের প্রতিকূলতা এবং সম্পদ-দায় মেয়াদের সামঞ্জস্যহীনতার কারণে সৃষ্ট তারল্য চাপ দূর করা যায়।

অতএব সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পসমূহে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও ইক্যুইটি আকারে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মূলধনের প্রবাহ নিশ্চিত ও আকর্ষণীয় করার জন্যে অন্যান্য নীতির সঙ্গে অর্থবছর ১২-এ মুদ্রানীতির পদক্ষেপসমূহকে সংযুক্ত করতে হবে। বিশ্বমন্দার কারণে মার্চ ২০১১-এ আরোপিত ঋণ সুদহারের উর্ধ্বসীমা যা ইতোমধ্যে ওঠিয়ে দেয়া হয়েছে তা মুদ্রাবাজারে সুদহারের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্যে সহায়ক হবে এবং ঋণের চাহিদা চাপের

www.pathagar.com

পরিবর্তনের সাথে বাজার যোগান-এর দ্রুত ও মসৃণভাবে সমন্বয় প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করবে। এই প্রক্রিয়াকে সহনীয় করার জন্যে ব্যাংকের সুদের হার, চার্জ ও কমিশনকে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নজরদারি ব্যবস্থা আরো জোরদার করবে। এছাড়া, ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের আন্তঃব্যাংক বাজার সক্রিয় করার পদ্ধতির বিষয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে। এটি করা গেলে তা ইসলামী ব্যাংকের তহবিল ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। মোট কথা, প্রস্তাবিত মুদ্রানীতিটি হবে বাস্তবানুগ, সংযত ও সংহত।

www.pathagar.com

ব্যাংকিং সুপারভিশন কার্যক্রমের ওপর আঞ্চলিক টাউন হল সভা, খুলনা

তারিখ ঃ ১১ নভেম্বর, ২০১২

সময় ঃ সকাল ৮.৩০ ঘটিকা

স্থান ঃ সিটি ইন হোটেল, খুলনা।

ব্যাংক সুপারভিশন কার্যক্রমের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে খুলনাতে আয়োজিত আজকের আঞ্চলিক টাউন হল সভায় আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এটা ব্যাংকিং সুপারভিশন কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত চতুর্থ ও শেষ আঞ্চলিক টাউন হল সভা। এ ধরনের সভা প্রায় এক বছরের বেশি সময় আগে ঢাকাতে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে আমাদের অন্যান্য বিভাগীয় অফিসগুলোতেও কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে সমসাময়িক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এ রকম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজকের টাউন হল সভার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Financial Integrity: Managing Operational Risks and Avoiding Serious Losses at the Branch Level" অর্থাৎ "আর্থিক সততা ঃ শাখা পর্যায়ে পরিচালন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং গুরুতর ক্ষতি পরিহার।" ব্যাংকের ঋণ ও অন্যান্য ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পদ্ধতিগত ঝুঁকি এবং ব্যাংকগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে এসব ঝুঁকি মোকাবিলা করা যায় তার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপের লক্ষ্যেই আজকের এই আঞ্চলিক টাউন সভার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে।

০২। বেশ কিছু কাল আগে থেকেই আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক খাত তদারকি কাঠামোর বিভিন্নমুখী সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের কাজ হাতে নিয়েছি। সুপারভিশন কর্মবলের প্রণোদনা ও উদ্দীপনার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে টাউন হল সম্মেলন অনুষ্ঠান, ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন দিকের ওপর quick inspection ও review report প্রণয়ন শুরু করা এবং ভিজিল্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ পৃথকীকরণ ও পুনর্গঠন করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী এবং আমাদের সুপারভিশন বিভাগগুলোর সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ধারা থেকে অনিয়ম, জালিয়াতির সম্ভাব্য প্রবণতা চিহ্নিতকরণে সহায়তার জন্যে ইলেকট্রনিক ড্যাশ বোর্ড তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। আইবিপিসহ আমদানি ও রপ্তানি খাতে অর্থায়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য অনলাইনে বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করার জন্যে ব্যাংকগুলোকে উপযুক্ত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগও উপযুক্ত সফ্টওয়্যার তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। ব্যাংকগুলোয় জালিয়াতি ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড প্রবণতা প্রতিরোধে তাদের অবলম্বিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির কার্যকারিতার স্বমূল্যায়ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও পর্ষদের অডিট কমিটির সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের একটি নির্দেশনা সম্প্রতি জারি করা হয়েছে।

www.pathagar.com

০৩। আর্থিক খাত তদারকির কার্যকারিতা তীক্ষ্ণতর করার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও ঊর্ধ্বতন নির্বাহীদের সমন্বয়ে সাম্প্রতিক সম্মেলনের সুপারিশমালার আলোকে পরিদর্শন ও সুপারভিশন বিভাগগুলোর কার্যক্রম পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে। ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের যেদিকে ঝুঁকি বেশি সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে শাখা পর্যায়ে সরেজমিন বিশেষ পরিদর্শনের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। অফসাইটে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে সম্ভাব্য দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে সরেজমিনে ব্যাংকের শাখাগুলো সমন্বিতভাবে পরিদর্শন করা হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর জালিয়াতি ও প্রতারণামুখী তৎপরতার প্রবণতা সনাক্ত ও প্রতিরোধ করার দক্ষতা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন/সুপারভিশন বিভাগগুলোকে জোরদার করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাণিজ্যিক ব্যাংক বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর কার্যক্রম সমীক্ষা করে সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করবেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন। আজকের টাউন হল সভাতেও তিনি এ বিষয়ে আপনাদেরকে প্রাথমিক ধারণা দেবেন। এছাড়া, ডেপুটি গভর্নররা আরো বিশদভাবে প্রসঙ্গগুলো অবতারণার পর ব্যাংক সুপারভিশনে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ Mr. Glenn Tasky এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট জনাব মোঃ আল্লাহ মালিক কাজেমী আলোচনা সেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিবেন।

০৪। খুলনা ও বরিশাল বিভাগে সব মিলিয়ে ১২০০ (এক হাজার দুইশ) এর বেশি ব্যাংক শাখা রয়েছে যা বাংলাদেশের মোট ব্যাংক শাখার প্রায় ১৫ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে এই শাখাগুলোতে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার ঋণ এবং ২৬ হাজার কোটি টাকার আমানত রয়েছে, যা দেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাত্র ৬ শতাংশ। পরিমাণে অল্প হলেও মনে রাখতে হবে, এই আমানতের টাকা স্থানীয় জনগণের, তাই আমানতকারীর স্বার্থ সংরক্ষণে এখানকার ব্যাংক শাখাগুলো সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে কিনা এবং ঋণের টাকার বড় অংশ স্থানীয় জনগণের মধ্যেই বিতরণ করা হচ্ছে কিনা তা দেখা আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ঋণ গ্রহীতাগণের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব আছে কিনা বা ব্যাংক তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পৃক্ততা আড়াল করছে কিনা তা নিজস্ব প্রজ্ঞা দিয়ে আপনাদের যাচাই করতে হবে। লেনদেনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃতভাবে কম হওয়ায় প্রধান কার্যালয়ের মনোযোগের অভাব এবং ভৌগোলিক দূরত্ব, ঢাকার নির্বাহী ব্যবস্থাপনার সাথে শাখা ব্যবস্থাপনার তুলনামূলক কম সম্মুখ সভা এবং অন্যান্য কারণে এইসব ব্যাংক শাখাগুলোতে বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ জাল-জালিয়াতি ঘটানোর আশঙ্কা থেকে যেতে পারে। তাই এদিকে আপনাদের তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

০৫। ঋণের উৎপত্তি সংক্রান্ত নথিপত্র না থাকলে নিয়ম লঙ্ঘনের জন্যে আপনারা অবশ্যই ব্যাংককে দায়ী করবেন। কেননা, অসৎ উদ্দেশ্যে নথিপত্রে তথ্য গোপন রাখা, জরুরি কাগজপত্র সংরক্ষণ না করাটা সম্ভাব্য জাল-জালিয়াতি, অভ্যন্তরীণ অনিয়ম অথবা ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে অব্যবস্থাপনা তথা অর্থ আত্মসাতের সতর্ক সংকেত দেয়। ঋণের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

মূল কাগজপত্রের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক কপি বা অনুলিপি দাখিল কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ইলেকট্রনিক কপিগুলো মূল নথির হুবহু কপি কিনা, মূল নথিতে প্রয়োজনীয় সকল স্বাক্ষর ও সত্যায়ন আছে কিনা এবং যে নথি খোলা হয়েছে তা ব্যাংকের কম্পিউটারের মাধ্যমে ট্র্যাক করা কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। যদি শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তাকে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে কাগজপত্রগুলো দেয়ার জন্যে অবশ্যই বলতে হবে।

০৬। আজকের টাউন হল সভায় আপনারা ব্যাংকিং খাতের চলমান অবস্থা এবং ব্যাংকিং সুপারভিশনকে উন্নত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহীত বেশ কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে পারবেন। সেইসাথে ব্যাংক শাখায় সরেজমিন পরিদর্শনে কি ধরনের তথ্য-উপাত্তের সন্ধান আপনাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়েও বিশদ আলোকপাত করা হবে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতকে একটি দক্ষ ও ফলপ্রসূ পদ্ধতির মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সরেজমিন পরিদর্শনের ক্ষেত্রে আপনারা বেশকিছু পরিবর্তন দেখতে পারবেন। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু নীতিমালা ও গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি একেবারেই নতুন আর কিছু হলো গুরুত্বপূর্ণ পরিমার্জন।

০৭। আর্থিক খাতে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড অতীব অনভিপ্রেত হলেও সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধযোগ্য নয়; উন্নত বিশ্বেও এ ধরনের ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তবে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে ব্যাংকগুলোর স্বীয় সতর্কতা ও তৎপরতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কঠোরতর হলেই কেবল এর পুনরাবৃত্তি নিরুৎসাহিত হবে। এ প্রেক্ষিতে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর তদারকি জোরদার করার জন্যে আমাদের উদ্যোগটি সামষ্টিক অর্থনীতির কোন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে নয়, বরং বিশেষ স্বস্তিকর পরিস্থিতিতেই নেয়া সম্ভব হচ্ছে।

০৮। বিশ্ব মন্দাউত্তর টানাপোড়েনের পরিস্থিতিতেও আমাদের ব্যাংকিং খাত বেশ ভালো অবস্থানেই রয়েছে। ব্যাংকগুলোর সামগ্রিক ১১.৩১ শতাংশ মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যাসেল-২ ভিত্তিক কমপক্ষে ১০ শতাংশের আবশ্যকতার চেয়ে বেশি। ব্যাংকিং খাতে শ্রেণীকৃত ঋণের মাত্রা gross হিসেবে বর্তমানে ৭.১৭ শতাংশে রয়েছে। নীট হিসেবে তা ২ শতাংশেরও কম। আমানত ও ঋণ প্রবৃদ্ধির মধ্যে গতবছর পরিদৃষ্ট অসামঞ্জস্য এখন দূর হয়েছে, সর্বশেষ হিসাব মোতাবেক ব্যাংকিং খাতে আমানত ও ঋণের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২০.৩৩ শতাংশ ও ১৮.৫২ শতাংশ; অগ্রিম-আমানত অনুপাত (ADR) এখন ৭৮.৯১ শতাংশ। সাম্প্রতিকতম stress testing এ ব্যাংকগুলোর অবস্থান পাওয়া গেছে আশ্বস্তকর moderate level of resilience পর্যায়ে। উৎপাদনমুখী খাতগুলোয় পর্যাপ্ত অর্থায়ন যোগানের দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা ও ঋণ নীতি কার্যক্রমের সজাগ দৃষ্টির সূত্রে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ খাতগুলোয় পর্যাপ্ত ঋণ যোগানসহ চলতি অর্থবছরের আগস্ট মাস পর্যন্ত বেসরকারি খাতে সামগ্রিক ঋণ যোগানে ১৯.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি সরকারি খাতে ঋণ যোগানের ১৯.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির চেয়ে উচ্চতর মাত্রায় থেকেছে। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি এখন নিম্নগামী, ইতোমধ্যে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কের মাত্রায় নেমে এসেছে, যা বাজার সুদহার স্থিতিশীল

www.pathagar.com

সহনীয় মাত্রায় আনা দ্রুততর করেছে। এ বছরের অক্টোবর মাসে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। গেল অক্টোবর মাসে ১.৪৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা এ যাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ ব্যাংকের নানা প্রণোদনা ও প্রচারণা এবং স্থিতিশীল টাকার মূল্য এই সাফল্য অর্জনে অবদান রেখে চলেছে। আন্তঃব্যাংক মুদ্রা বাজার ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বর্তমানে তারল্য ও বিনিময় হারও অত্যন্ত স্থিতিশীল।

০৯। পরিশেষে, সুন্দর ও সুচারুরূপে আজকের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্যে আয়োজক টিমকে সাধুবাদ জানাই। ভবিষ্যতে সুপারভিশনকে কিভাবে আরো ফলপ্রসূ করা যায়, আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়-আলোচকদের অভিজ্ঞতালব্ধ আলোচনা থেকে আপনারা তা জানতে পারবেন বলে আমি আশা রাখি। সুপারভিশনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে আপনাদের আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্ব কামনা করছি এবং আজকের এই আঞ্চলিক টাউন হল সভাটি সফল ও উপভোগ্য হোক এই প্রত্যাশা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

ধন্যবাদ সবাইকে।

www.pathagar.com

আর্থিক খাত তদারকির কার্যকারিতা তীক্ষ্ণতর করার বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০১২

তারিখ ঃ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১২

সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা

স্থান ঃ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স

হল, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক খাত তদারকির কার্যকারিতা তীক্ষ্ণতর করার বিষয়ে আজকের এই বিশেষ সম্মেলনে উপস্থিত মহাব্যবস্থাপক ও ঊর্ধ্বতন নির্বাহীবর্গ সমেত সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। সম্মেলনটি আয়োজনের প্রেক্ষিত আপনাদের সকলের জানা রয়েছে। সোনালী ব্যাংকের একটি ছোট শাখায় ২০১০ সনে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনে চিহ্নিত তুলনামূলক ছোট অঙ্কের ঋণ অনিয়ম নিরসন না হয়ে বরঞ্চ ২০১২ সনের মধ্যে বিপুল অঙ্কে স্ফীত হওয়ার ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের স্বীয় কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিক থেকে তদারকি ও ফলোআপ কার্যক্রমের তৎপরতা ও কার্যকারিতার বিষয়টিও বিভিন্ন আলোচনায় উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আপনারা জানেন যে, বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক খাত তদারকি কাঠামোর বিভিন্নমুখী সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের কাজ হাতে নিয়েছি। এর আওতায় ইতোমধ্যে সুপারভিশন কর্মবলের প্রণোদনা ও উদ্দীপনার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সুপারভিশন টাউন হল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সুপারভিশন বিভাগগুলো দ্বারা ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন দিকের ওপর quick inspection ও quick review report প্রণয়ন শুরু হয়েছে; ভিজিল্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ পৃথকীকরণ ও পুনর্গঠন করা হয়েছে। পরিদর্শন কর্মবলের দক্ষতায় উৎকর্ষ আনার জন্যে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের চলমান প্রক্রিয়া জোরদার করা হচ্ছে। দেশের ও বিদেশের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞদেরও এই কর্মযজ্ঞে যুক্ত করা হয়েছে।

০২। সোনালী ব্যাংকের সাম্প্রতিক ঘটনাটি ব্যাংকগুলোর নিজস্ব নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর আমাদের সুপারভিশন বিভাগগুলোর নজরদারি জোরদার করার জরুরী আবশ্যকতা নির্দেশ করছে; পাশাপাশি ব্যাংক শাখাগুলোয় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনে চিহ্নিত অনিয়মগুলো নিরসনের ফলোআপ তৎপরতা জোরদার ও কার্যকর করার আবশ্যকতাও নির্দেশ করছে। একইসঙ্গে ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপযুক্ত অডিট ফার্ম দিয়ে শাখা পর্যায়ের অডিটিং এর প্রশ্নটি ফের আলোচনায় আসছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী এবং আমাদের সুপারভিশন বিভাগগুলোর সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তের ধারা থেকে অনিয়ম/জালিয়াতিমূলক অপতৎপরতার সম্ভাব্য প্রবণতা চিহ্নিত করায় সহায়তার জন্যে অনলাইন ইলেকট্রনিক সুপারভিশন ড্যাশবোর্ড গঠনের এবং সম্ভাব্য অপতৎপরতাগুলোর ফলোআপের জন্যে দক্ষ বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সূচিত হয়েছে। তাছাড়া, আইবিপিসহ

www.pathagar.com

আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য অন-লাইনে বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করার জন্যে ব্যাংকগুলোকে উপযুক্ত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগও উপযুক্ত সফ্‌টওয়্যার তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে একাজ সম্পন্ন করতে হবে। খুব শিগগিরই এসবের সুফল আমরা পাবো বলে আশা করছি।

০৩। পাশাপাশি বিভিন্ন অফিসে আমাদের বৃহত্তর সুপারভিশন ও পরিদর্শন কর্মবলের নৈমিত্তিক কার্যক্রমে ধরা পড়া অপতৎপরতাগুলোর বিষয়ে ফলোআপ কার্যক্রম জোরদার ও সুসমন্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আরও বিবিধমুখী করণীয় সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনায় আপনাদের সবার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সমৃদ্ধ উৎস থেকে মূল্যবান পরামর্শ আহরণের জন্যে আমাদের আজকের আয়োজন। উর্ধ্বতন নির্বাহীদের পক্ষ থেকে প্রারম্ভিক উপস্থাপনার পর বিষয়/প্রেক্ষিতভিত্তিক চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আপনারা আলোচনা ও মতবিনিময় করবেন; পরবর্তীতে গ্রুপগুলো আবার একসঙ্গে প্লেনারিতে মিলিত হয়ে নিজ নিজ সুপারিশমালা উপস্থাপন করবেন। আইএমএফ এর সৌজন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পাওয়া দু'জন সুপারভিশন বিশেষজ্ঞ আলোচনা সেশনগুলো তাঁদের অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ করবেন। দিনশেষে সমাপনী পর্বে আমরা আপনাদের অভিজ্ঞতার আলোকে অবিলম্বে ও দীর্ঘতর মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংকের করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপের সুপারিশ পাবো বলে আমি আশা করছি। একইসাথে আর্থিক খাত তদারকি আরও কার্যকর ও জোরালো করার গুরুত্ব ও তার প্রয়োজনীয়তা যে খুবই জরুরী সে বিষয়ে আমরা আরও উজ্জীবিত ও প্রণোদিত হবো।

০৪। সূচনা বক্তব্যের এ পর্যায়ে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, বিশ্ব মন্দাউত্তর টানাপোড়েনের পরিস্থিতিতেও আমাদের ব্যাংকিং খাত বেশ ভালো অবস্থানেই রয়েছে। ব্যাংকগুলোর সামগ্রিক ১১.৩১ শতাংশ মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যাসেল-২ ভিত্তিক অন্যূন ১০ শতাংশের আবশ্যকতার চেয়ে বেশি। ব্যাংকিং খাতে শ্রেণীকৃত ঋণের মাত্রা বর্তমানে ৭.১৭ শতাংশে রয়েছে। আমানত ও ঋণ প্রবৃদ্ধির মধ্যে গতবছর পরিদৃষ্ট অসামঞ্জস্য এখন দূর হয়েছে, সর্বশেষ হিসাব মোতাবেক ব্যাংকিং খাতে আমানত ও ঋণের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২০.০৭ শতাংশ ও ১৯.৭২ শতাংশ; অগ্রিম-আমানত অনুপাত (ADR) এখন ৭৯.৮৩ শতাংশ। সাম্প্রতিকতম stress testing এ ব্যাংকগুলোর অবস্থান পাওয়া গেছে আশ্বস্তকর moderate level of resilience পর্যায়ে। উৎপাদনমুখী খাতগুলোয় পর্যাপ্ত অর্থায়ন যোগানের দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা ও ঋণ নীতি কার্যক্রমের সজাগ দৃষ্টির সূত্রে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ খাতগুলোয় পর্যাপ্ত ঋণ যোগানসহ বিগত অর্থবছরে বেসরকারি খাতে সামগ্রিক ঋণ যোগানে ১৯.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি সরকারি খাতে ঋণ যোগানের ১৮.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির চেয়ে উচ্চতর মাত্রায় থেকেছে। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি এখন নিম্নগামী, ইতোমধ্যে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কের মাত্রায় নেমে এসেছে, যা বাজার সুদহার স্থিতিশীল সহনীয় মাত্রায় আনা দ্রুততর করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ স্থিতি আকু দায় শোধের পরও এগারো বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি রয়েছে, টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল ও উর্ধ্বমুখী। অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা মুডি'স বাংলাদেশের ক্রেডিট রেটিং স্থিতিশীল

www.pathagar.com

আউটলুকসহ Ba3 তে অপরিবর্তিত রেখেছে; এই রেটিংধারী অন্যান্য দেশগুলোর গড় মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের পাঁচগুণের বেশি হওয়া সত্ত্বেও এই রেটিংমান ধরে রাখা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উজ্জ্বল সাফল্যের পরিচায়ক। তাছাড়া, মুডি'সও মনে করে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত স্থিতিশীল রয়েছে এবং এখানে বড় রকমের 'ইভেন্ট রিস্ক' সুদূর পরাহত।

০৫। এই স্বস্তিকর চিত্রের ওপর সোনালী ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতির ঘটনাটি সাময়িক বিরূপ ছায়া ফেললেও ঐ ব্যাংকটির বা সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়নি। জনমনেও সরকারি মালিকানাধীন এই ব্যাংক-কোম্পানীর প্রতি আস্থার চিড় ধরেনি। তাছাড়া, সার্বিকভাবে ব্যাংকিং খাতে টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রায় স্থানীয় বাজারে তারল্য, সুদহার ও বিনিময়হার সম্পূর্ণ স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক রয়েছে। আর্থিক খাতে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড অতীব অনভিপ্রেত হলেও সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধযোগ্য নয়; উন্নত বিশ্বেও এ ধরনের ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তবে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে ব্যাংকগুলোর স্বীয় সতর্কতা ও তৎপরতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কঠোরতর হলেই কেবল এর পুনরাবৃত্তি নিরুৎসাহিত হবে। এ বিষয়ে আমাদের সবাইকে সুসমন্বিতভাবে একযোগে দৃঢ়তা ও তৎপরতার সঙ্গে এগোতে হবে। তাছাড়া, এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে কেউ যাতে পার পেতে না পারে সেদিকে প্রতিটি ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সুতীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। দুদক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেও সহযোগিতার নেটওয়ার্কে যুক্ত রাখতে হবে। সরকারকেও সহায়তার হাত সর্বদা প্রসারিত রাখতে হবে।

০৬। পরিশেষে, আজকের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্যে আয়োজক টীমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সম্মেলনটির সফলতা কামনা করছি। অংশগ্রহণকারী মহাব্যবস্থাপকগণ আজকের দিনটিতে ভালভাবে কাটান, সম্মেলনের বিভিন্ন সেশন উপভোগ করুন-এ কামনা করে আমার সূচনা বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। বিকেলে আবারো আপনাদের সাথে কথা হবে।

সবাই ভালো থাকুন। ধন্যবাদ ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিস
উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতি সম্মেলন

তারিখ ঃ ১৬ জানুয়ারি, ২০১৩
সময় ঃ বিকাল ৪.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
অডিটোরিয়াম, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছয়টি জেলায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ শহরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন শাখা অফিস হোক-এটি ছিল এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ময়মনসিংহ শহরের দূর্গাবাড়ি রোডে আজকেই আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের দশম শাখা অফিস। ময়মনসিংহবাসীর এ প্রত্যাশা পূরণের অংশীদার হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ উপলক্ষে আয়োজিত এই প্রীতি সম্মেলনে উপস্থিত স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ব্যাংকার, এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ও গুণীজন, আমার অগ্রজ-অনুজ-সমকালীন বন্ধুবর এবং সুধীবৃন্দ সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাদের প্রত্যেকের কর্মস্থলের ব্যস্ততা, সাংসারিক টানাপোড়েন ও ব্যক্তিগত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অনেক দিন পর এ রকম হৃদয় উৎসারিত আন্তরিক পরিবেশে একটি মিলন মেলায় আমরা সমবেত হতে পেরে অনেকটাই নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়েছি বলে আমার মনে হচ্ছে।

২। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ময়মনসিংহ বাংলাদেশের একটি পুরাতন বৃহত্তম ও বর্তমানে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম জেলা। উত্তরে গারো পাহাড় ও ভারতের মেঘালয় রাজ্য, শহরের পাশ দিয়েই বয়ে চলা ব্রহ্মপুত্র নদ আর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিশাল সমতল ভূমি বেষ্টিত ময়মনসিংহ জেলার ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের কারণে এ অঞ্চলে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে-'হাওড়, জঙ্গল, মোষের শিং-এ নিয়ে ময়মনসিং'। মহুয়া-মলুয়া-চন্দ্রাবতী আর ময়মনসিংহ গীতিকার মতো প্রাচীন লোকজ সাহিত্য এ অঞ্চলের বিরাট সম্পদ। ব্রহ্মপুত্র নদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এঁকেছিলেন বহু ছবি। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিও জড়িয়ে আছে এ জেলার সাথে। এখানকার বহু স্থাপনায় প্রাচীন নির্মাণ শৈলীর ছোঁয়া এখনো রয়ে গেছে; রয়েছে কালের সাক্ষী ভগ্ন জমিদার বাড়িগুলো। ময়মনসিংহ শহর বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষানগরী হিসেবে পরিচিত। এ শহরেই রয়েছে এশিয়ার প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। সাহসী, মেধাদীপ্ত, সংগ্রামী এ এলাকার মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধেও রেখেছেন অনন্য অবদান, দিয়েছেন নেতৃত্বও।

৩। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে সম্প্রসারিত হয়েছে দেশের আর্থিক খাত এবং বেড়েছে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। সরকারের অনুসৃত উন্নয়নমুখী ও উদ্যোক্তাবান্ধব আর্থিক নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে মুদ্রানীতি অনুসরণের ফলে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির সম্প্রসারণের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং লেনদেন ও মুদ্রার চাহিদা। ক্রমবর্ধমান এ সকল চাহিদা ও কর্মকাণ্ড বিবেচনাপূর্বক এর

www.pathagar.com

যথাযথ সঞ্চালন নিশ্চিত করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিয়ত প্রবর্তন করে চলেছে নতুন নতুন কৌশল এবং নিয়োজিত করছে দক্ষ জনবল। এতদ্‌সত্ত্বেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিস হতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার অনেকাংশই যথাযথভাবে বিবেচনায় আনা এবং পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক গুরুত্বের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিসের বিভিন্ন কাজ যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে সম্পাদনের দিক বিবেচনায় রেখে দীর্ঘ বাইশ বছর পর বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ শাখা বাইশ বছর আগে রংপুরে স্থাপন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থান হিসেবে প্রায় আড়াই কোটি অধিবাসী ও দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ ভূমি অধ্যুষিত বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছয়টি জেলা অর্থাৎ ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল ও শেরপুরের কেন্দ্রস্থল ময়মনসিংহকে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন প্রক্ষেপণে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের যে অভূতপূর্ব স্বপ্নের অবতারণা করা হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি পরিমিত ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশল বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ এ অঞ্চলে রয়েছে কৃষি, কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিশেষ করে চাল কল, পাটজাত পণ্য, তাঁত ও হস্তশিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, পোলট্রি, ডেইরি ফার্ম, গরু মোটাতাজাকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, হালকা প্রকৌশল শিল্প ইত্যাদির অপার সম্ভাবনা। রেণু পোনা ও মৎস্য চাষে ময়মনসিংহ অঞ্চল ইতোমধ্যে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছে। দেশের প্রায় অর্ধেক মৎস্য এখানে চাষ হয়ে থাকে। ব্রহ্মপুত্র নদের বালি থেকে কাঁচ ও নেত্রকোনার বিজয়পুরের চীনামাটি থেকে সিরামিক শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ নারী হলেও এখানে নারী উদ্যোক্তা তেমন গড়ে উঠেনি। অথচ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ত করা খুবই প্রয়োজন। আর এসব সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই শাখা অফিসটি স্থাপন করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশ ব্যাংককেই প্রতিনিধিত্ব করবে। এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক স্থানীয় ব্যবসায়িক সংগঠন, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও সুধীজনদের সাথে সময়ে সময়ে মতবিনিময় করবেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি, মৎস্য ও ছোট ছোট কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ গবেষণা কাজের সাথে কিভাবে এসএমই অর্থায়নকে সম্পৃক্ত করা যায়, এলাকার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর লিংকেজকে কাজে লাগিয়ে ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত মানুষের কাজে কিভাবে আর্থিক সেবা পৌঁছানো যায় সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে যাবে। বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিভুক্ত ছয়টি জেলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারলেই এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপস্থিতি সার্থক হবে বলে আমি মনে করি। একই সাথে আমি স্থানীয় ব্যাংক শাখাগুলোকে অনুরোধ করছি, আপনারা এসব সম্ভাবনাময়

www.pathagar.com

খাতে সময়মতো ও হয়রানিমুক্তভাবে কৃষি ও এসএমই ঋণ প্রদান করে এ অঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

৫। বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছয়টি জেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের প্রায় ছয়শ' শাখা রয়েছে যা বাংলাদেশের মোট শাখার ৭ শতাংশের বেশি। এই ব্যাংক শাখাগুলো এতোদিন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় থেকে মনিটর করা হতো। এখন থেকে এগুলো ময়মনসিংহ অফিসের মাধ্যমে মনিটর করা হবে। এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটরিং প্রক্রিয়া সহজ ও জোরদার হবে। তাছাড়া, নতুন নোট প্রদান, পুরনো ও ছেঁড়াফাটা নোট পরিবর্তন, সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড ক্রয়-বিক্রয়, ট্রেজারি কার্যক্রম পরিচালনা, ক্লিয়ারিং হাউজ পরিচালনা করা ইত্যাদি ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আমি মনে করি। গাজীপুরে অবস্থিত সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত নতুন টাকা প্রথমে ঢাকায় নিয়ে, সেখান থেকে ময়মনসিংহে পাঠানো হতো। এখন নতুন টাকা সরাসরি ময়মনসিংহ শাখায় স্থানান্তর করে মজুদ রাখা যাবে এবং প্রয়োজনে এখান থেকে চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর ও বগুড়া অফিসে স্থানান্তর করা সহজতর হবে।

৬। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দারিদ্র্যমুক্ত করে বিশ্বের মধ্যম আয়ের দেশগুলোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে টেকসই, স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্যে আমাদের স্বপ্ন পূরণের সমর্থনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংক সামাজিক দায়বোধভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অভিযানের মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় আনাসহ স্বল্প বিত্তদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে অর্থায়ন; কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে দীর্ঘ মেয়াদি আর্থ-সামাজিক অগ্রাধিকার সম্পন্ন কর্মকাণ্ডে অর্থায়নে ব্যাংকগুলোকে সচেষ্ট রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত এই নতুন ধারণার আলোকে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার বিষয়টি খুবই সময়োযোগী ও যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৭। পরিশেষে বলবো, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও কর্মীদের সুসমন্বিত উদ্যোগ এবং সর্বোপরি সরকারের উন্নয়নমুখী তৎপরতার ফসল বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নতুন শাখা। এ জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একই সাথে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা স্থাপন ও আজকের এই প্রীতি সম্মেলন আয়োজনের পেছনে যাঁরা মেধা, শ্রম ও সময় দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। ভবিষ্যতে এতদ্‌ঞ্চলের জনসাধারণ, কৃষক, ক্ষুদে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক যুগোপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং আপনাদের জীবন সুখময় হোক-এ কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

ধন্যবাদ সবাইকে।

www.pathagar.com

‘এক হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ আয়োজিত অনুষ্ঠান

তারিখ ঃ ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা

স্থান ঃ রেডিসন ব্লু ওয়াটার

গার্ডেন হোটেল, ঢাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ এর অর্থায়নে এক হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাইলফলকটিকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে আয়োজিত আজকের এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় ট্রাস্ট ব্যাংক মাত্র ৫ শতাংশ হারে ঋণ নিয়ে তা আবার একটি কোম্পানীর মাধ্যমে অথবা আলাদাভাবে ক্ষুদে উদ্যোক্তাকে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছে। গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ট্রাস্ট ব্যাংক ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ২০১২ সালের মধ্যে এক হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। ২০১০ সালে তাদের অর্থায়নে ৪১টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপিত হলেও পরের দু'বছরে এ খাতে ঋণ প্রদানে ব্যাংকটি গভীরভাবে মনোনিবেশ করে। ফলে তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমর্থ হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বিস্তারে ট্রাস্ট ব্যাংকের এই আন্তরিকতায় আমি সত্যিই মুগ্ধ। দেশের পরিবেশ রক্ষায় এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এ জন্যে আমি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। একইসঙ্গে এই উদ্যোগের কৌশলগত সহযোগী হিসেবে যারা কাজ করেছেন সেই প্রতিষ্ঠান এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল)-কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কেননা, এই উদ্যোগকে সফল করতে তারা বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের গ্রাহকগণকে ব্যবসায়িক ও কারিগরি ক্ষেত্রে ব্যাপক সহযোগিতা করেছেন।

২। আমি জেনেছি, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে গাজীপুর, সাভার, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে ট্রাস্ট ব্যাংক প্রায় ৩০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। তাদের এই অর্থায়নে স্থাপিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর সংখ্যা ইতোমধ্যে এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যাও প্রায় এক হাজার। এর মাধ্যমে ট্রাস্ট ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের চারটি গরু এবং একটি বায়ো-ডাইজেস্টারের সমন্বয়ে বায়োগ্যাস উৎপাদনের ছোট আকারের সমন্বিত গরু পালন প্রকল্পটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। এ প্রকল্পের গ্রাহকগণ একদিকে জ্বালানি কাঠ ও তেলের বিকল্প হিসেবে গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন, অন্যদিকে গরু পালনের মাধ্যমে দুধ ও জৈবসার পাচ্ছেন। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, বৃক্ষনিধন হ্রাস, পুষ্টির যোগান, পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, কম খরচে গরু ও হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি। প্ল্যান্টগুলোতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার গরু, চৌদ্দ হাজার মুরগি ও চার হাজার ঘন মিটারের বেশি আয়তনের বায়ো-ডাইজেস্টার রয়েছে। এসব প্ল্যান্ট হতে দৈনিক ১৯০০ ঘনমিটার গ্যাস, ২৫ টন জৈবসার

www.pathagar.com

এবং ৩৩ হাজার লিটার দুধ পাওয়া যাচ্ছে। আমি আরো জেনেছি, ব্যাংকটি ২০১৫ সালের মধ্যে পাঁচ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। অনেকগুলো বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের বর্জ্য ব্যবহার করে বড় আকারের বায়ো সার ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা, বায়োগ্যাস দিয়ে বায়ো-সেচ ব্যবস্থা করা এবং শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার (ETP) চালু করার নানা উদ্যোগ ট্রাস্ট ব্যাংক গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় কাগজ ব্যবহার কমিয়ে স্বয়ংক্রিয় ব্যাংকিং চালু করার উদ্যোগও ব্যাংকটি গ্রহণ করেছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং উদ্যোগকে যেভাবে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাদের এই উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে সবুজ ও বাসযোগ্য বিশ্ব গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৩। আপনারা জানেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয় মানব সমাজের জন্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ব্যাপকহারে বনাঞ্চল ধ্বংস ও শিল্পায়নের ফলে গ্রীন হাউজ গ্যাসের মাত্রা বেড়ে গেছে। এ কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে বৈশ্বিক উষ্ণতাও। এর ফলে বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, ঘন ঘন ঘটছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জলবায়ুর এই পরিবর্তন জীববৈচিত্র্য, কৃষি, বনভূমি, উঁচু ও উর্বর জমি, পানি এবং মানব স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই বিপন্ন পৃথিবীকে রক্ষার জন্যে সারাবিশ্ব আজ এক কাতারে সমবেত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ সহায়ক ব্যাংকিং কৌশল হিসেবে গ্রীন ব্যাংকিং ধারণা সূচিত হয়েছে। গ্রীন ব্যাংকিং এমন একটি সৃজনশীল প্রয়াস যার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে আগামী প্রজন্মের জন্যে একটি সবুজ পৃথিবী উপহার দেয়া সম্ভব। পরিবেশের জন্যে হুমকি বা ক্ষতিকর নয় অর্থাৎ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হয় এমন কর্মকাণ্ডে আর্থিক সেবা প্রদান করাই গ্রীন ব্যাংকিং-এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি ধারণা।

৪। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, নদী, খাল ও জলাশয় ভরাট, শিল্প-কারখানার বর্জ্য, বৃক্ষনিধন, জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। পরিবেশের অবক্ষয় রোধে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপগুলোকে সমর্থন যোগানো এবং পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পরিবেশগত সহনীয়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক চর্চার সাথে মিল রেখে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ধারণা চালু করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিপালনের জন্যে দিক-নির্দেশনামূলক 'পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন' ও 'পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা এবং কৌশলগত কাঠামো' প্রণয়ন ও জারি করেছে এবং এসব নির্দেশনা পরিপালনের বিষয়টি তদারকি করছে। তাছাড়া, ব্যাংকের নতুন এসএমই/কৃষি শাখাগুলোতে সোলার প্যানেল স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোর জন্যে অনুসৃত সিএসআর গাইডলাইনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে শিল্প কারখানায়

www.pathagar.com

ইটিপি স্থাপনের জন্যে অর্থায়ন ও ঋণপত্র খোলাকে সিএসআর কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোর গ্রীন ব্যাংকিংয়ের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করে শীর্ষ দশটি ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। সিএসআর কার্যক্রমের একটি অংশকে গ্রীন ব্যাংকিং যুক্ত করার উদ্যোগ অনেক ব্যাংক নিয়েছে। পার্টনার সংগঠনকে সঙ্গে নিয়েও তারা একাজ করছে।

৫। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য অফিসে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সৌর প্যানেল স্থাপনকে উৎসাহিত করতে কেবল নির্দেশনা প্রদানই নয় বরং বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ছাদেও সৌর প্যানেল বসিয়ে এলইডি বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরো একটি প্যানেল স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরাপত্তা বাতিগুলো সোলার বাতি। এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বাতি এলইডি বাতিতে রূপান্তরিত করার কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু ফ্লোরেও এলইডি বাতি জ্বলছে। পুরো ৩০-তলা ভবনটিকে সবুজ ভবনে রূপান্তরের কাজ এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুরোনো অন্যান্য ভবনকেও সবুজায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, বৃষ্টির পানি ব্যবহার, ব্যবহৃত পানির পুনর্ব্যবহারসহ নানা সৃজনশীল উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সৌরশক্তির ব্যবহার এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ঘাটতি মোকাবেলায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে স্বল্পসুদে ও সহজশর্তে সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ইটিপি) ও দূষণ রোধকারী ইটভাটা (হাইব্রিড হফম্যান কিন) খাতে ঋণ প্রদান করতে পারে সে লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। আশার কথা হচ্ছে, সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে ঋণ প্রদানের নতুন অঙ্গীকার নিয়ে ব্যাংকগুলো ইতোমধ্যে পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থায়ন করতে এগিয়ে এসেছে। এ তহবিল হতে ৩১ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত ২৭টি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এরই মধ্যে প্রায় ১০৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। দেশজুড়ে এক হাজারেরও বেশি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মধ্যে দিয়ে ট্রাস্ট ব্যাংকের 'সুফলা' প্রোডাক্ট ইতোমধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর মাধ্যমে বায়োগ্যাস ছাড়াও যথেষ্ট সবুজ সার উৎপাদিত হচ্ছে। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের কম্পোস্ট প্ল্যান্ট, ইস্টার্ন ব্যাংকের 'নবোদয়', মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের 'গ্রীন এনার্জি' ইত্যাদিও বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। তাছাড়া, সাউথইস্ট ব্যাংক-ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস যৌথভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের জন্যে এসএমই, নারী উদ্যোক্তা, কর্পোরেট এবং সংগঠন বা ব্যক্তিকে গ্রীন অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। এইচএসবিসি ও ডেইলি স্টারও অনুরূপ সবুজ পুরস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। সবুজায়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের সৃজনশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে আমি অন্য ব্যাংকগুলোকেও আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের অনেক টাকা এখনও অব্যবহৃত রয়েছে। তাই, যেসব ব্যাংক এখনও এ তহবিলের

www.pathagar.com

সুবিধা গ্রহণ করেনি, তারা এ খাতে নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে এগিয়ে আসবে বলে আমি আশা করছি।

৬। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিবেচনা ও পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর মৌলিক ধারণার সঙ্গে মিল রেখে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ ব্যাংক পেপারলেস ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই অনলাইন রিপোর্টিং, ই-ব্যাংকিং, ই-কমার্স, অনলাইন সিআইবি, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, মোবাইল ব্যাংকিং, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, ই-টেন্ডারিং, ই-রিক্রুটমেন্ট ইত্যাদি চালু করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোও তাদের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তৃত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থও বরাদ্দ রাখছে। এখন সময় এসেছে পরিবেশ রক্ষায় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার। ব্যাংকিং খাত সবুজ পৃথিবী গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এ লক্ষ্যেই বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্যে ব্যাংকগুলোকে আহ্বান জানিয়েছে। আমাদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ট্রাস্ট ব্যাংক একটি উপখাত বেছে নিয়ে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। Rio+20 এবং Cop18-তে অংশগ্রহণ করার সময় আমাদের গ্রীন ব্যাংকিং, বিশেষ করে ট্রাস্ট ব্যাংক এর অনন্য সাফল্যের গল্প বলেছি এবং সারা বিশ্বের অংশগ্রহণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি। আমি আশা করি, ট্রাস্ট ব্যাংকের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যান্য ব্যাংকও এরূপ গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসবে। কৃষি ও এসএমই'র মতো গ্রীন ব্যাংকিং-এও ব্যাংকগুলোকে আগাম টার্গেট দেবার কথা ভাবা যায়।

৭। পরিশেষে, এ ধরনের সময়োপযোগী ও ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্যে আমি ট্রাস্ট ব্যাংককে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের এই সাফল্য অন্যান্য ব্যাংক ও উদ্যোক্তাকে নতুন উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে গ্রীন কর্মসূচিতে ভূমিকা রাখতে অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

ধন্যবাদ সবাইকে।

www.pathagar.com

বৈদেশিক মুদ্রা লেনেদেন মনিটরিং সংক্রান্ত ড্যাশবোর্ড এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

তারিখ ঃ ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স
হল, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, প্রযুক্তির ব্যবহারনির্ভর সামাজিক যোগাযোগ আর প্রবল দেশপ্রেম-এই তিনের সমন্বয়ে শাহবাগে তারণ্যের যে অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তাকে অভিবাদন জানাই। এই তরুণেরা আমাদের পূর্বসূরীদের অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, ঘাম, অশ্রু আর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে সুসংহত করতে চায়। তাদের এ মহান, দীপ্ত এবং গর্বিত পদক্ষেপ আমাদের সকলের জন্যে এক অনন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। সারাবিশ্ব অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে তারণ্যের এই স্বতঃস্ফূর্ত জেগে ওঠার ভঙ্গিকে। আমি নিশ্চিত আমাদের সমাজে ও প্রশাসনে এই নবজাগরণের প্রভাব পড়তে বাধ্য। এর ফলে সুনীতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নির্ভর সুশাসনের সংস্কৃতি আরো জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের ব্যাংকিং খাতও এই পরিবর্তনের বাইরে নেই। নতুন প্রজন্মের এ transformation বা রূপান্তরের মতো ব্যাংকিং খাতেও একই রকমের রূপান্তর চলছে। ব্যাংকিং খাতের তত্ত্বাবধানে প্রযুক্তিনির্ভর পরিবর্তনের হাওয়া গতিময় হয়ে উঠছে।

২। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত কাঠামো নিয়ে আমাদের যে পথচলা শুরু হয়েছিল তা গত একচল্লিশ বছরের ব্যবধানে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে একটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক খাতে ব্যাপ্তিও বেড়েছে বহুগুণ। এই বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধির সূচক হিসেবে ব্যাংকিং খাতের একটি মাত্র সূচকের উল্লেখই যথেষ্ট। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭০৭ কোটি টাকা, যা বর্তমানে ৭৫৪ গুণের বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩২৮ বিলিয়ন টাকা। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারার পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের এই প্রবৃদ্ধির ধারাও আগামী দিনগুলোতে অব্যাহত থাকবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।

৩। আমরা গড়ে তুলতে চাই একটি প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা। তারুণ্যের দিনবদলের আকাঙ্ক্ষার আদলে সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন পূরণের ধারাবাহিকতায় দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড করতে নেটওয়ার্কিং, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন, এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ, ইন্ট্রানেট বাস্তবায়নসহ অনলাইন ব্যাংকিং, অনলাইন রিপোর্টিং, অনলাইন সিআইবি, অটোমেটেড পেমেন্ট সিস্টেম, মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ই-কমার্স, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ এবং সর্বশেষ ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং এর জন্যে এই ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে পেপারলেস ব্যাংকিং-এর জগতে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। শাহবাগে অবস্থানরত উদ্যমী তরুণদের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের সৃজনশীল তরুণদের নিজস্ব উদ্যোগ আর নিরন্তর প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে

www.pathagar.com

আজকের এই ড্যাশবোর্ড-যেটি উদ্বোধন করার জন্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

৪। ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী এবং আমাদের সুপারভিশন বিভাগগুলোর সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ধারা থেকে অনিয়ম ও জালিয়াতিমূলক অপতৎপরতার সম্ভাব্য প্রবণতা চিহ্নিত করার জন্যে অনলাইন ইলেকট্রনিক সুপারভিশন ড্যাশবোর্ড গঠনের আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে এটি একটি ধাপ। এ বোর্ড এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট ও অনসাইট সুপারভিশনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং ও সুপারভিশন আরো কার্যকর হবে। এখন থেকে অনসাইটের সুপারভাইজররা ব্যাংকে পরিদর্শনে যাবার আগে এ সিস্টেমগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাংক শাখায় সুনির্দিষ্টভাবে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। তাছাড়া, ড্যাশবোর্ড ও সংশ্লিষ্ট রিপোর্টিং সফট্ওয়্যারগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে দেশের আমদানির ক্ষেত্রে এলসি, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, স্থানীয় এলসি, স্থানীয় বিল ক্রয়; রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানির পরিমাণ, রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন, বকেয়া রপ্তানি বিল ও মেয়াদোত্তীর্ণ রপ্তানি বিল এবং ইনওয়ার্ড-আউটওয়ার্ড রেমিট্যান্সসহ সব রকমের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের তথ্য জানতে পারবে। এতে করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিং ও সুপারভিশনকে আরো নিবিড় ও জোরদার করে তুলবে এবং শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নয় এসব সিস্টেমের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যাংক তাদের নিজ নিজ শাখাগুলো মনিটর ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। ফলে এসব রিপোর্টিং আরো সহজ হবে এবং সময় ও খরচের সাশ্রয় হবে। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়বে এবং আইন ও রেগুলেশন অনুসারে লেনদেন পরিচালনার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে।

৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্য সব রকমের রিপোর্টিং অনলাইন করা। এতে গ্রীন ব্যাংকিং-এর দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আরো একধাপ এগিয়ে যাবে। ভবিষ্যতে আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউজ ও সরকারের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন কানেকটিভিটির মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া আরো বেশি সহজ করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৬। এ প্রসঙ্গে আমি আরো উল্লেখ করতে চাই যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার হিসেবে এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) খুব শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে। এই ডাটা ওয়্যারহাউজ-এ যাবতীয় অর্থনৈতিক এবং ব্যাংক সুপারভিশন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। EDW এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এবং আরো কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের অফসাইট এবং অনসাইট সুপারভিশন বিভাগগুলো ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং শাখাভিত্তিক বিভিন্ন আর্থিক নির্দেশকগুলো মনিটরিং করবে এবং প্রয়োজন মাফিক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরিশেষে, ড্যাশবোর্ড ও রিপোর্টিং সফট্ওয়্যার তৈরি এবং এর বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানিয়ে Dashboard on Monitoring of FX Transactions এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

'অপার সম্ভাবনার দেশ-বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা

তারিখ ঃ ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

সময় ঃ বিকাল ০৪.০০ ঘটিকা

স্থান ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

দীর্ঘ নয় মাসের রক্ত ঝরা সংগ্রাম আর অনেক ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ, বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর ধ্বংসস্তূপ থেকেই বাংলাদেশের পথচলা শুরু হয়েছিল। তখন বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ, অর্ধাহার-অনাহার কবলিত, বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে। দেশের বন্দর, পরিবহন ব্যবস্থা ও শিল্প-কারখানা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত; পাট ও চা এর মতো কয়েকটি পণ্যে সীমিত ছিল রপ্তানি বাণিজ্য। স্বাধীনতাত্তোর চার দশকের পথচলায় বাংলাদেশের অর্জনের তালিকা খুব ছোট নয়, বরং গর্ব করার মতো অনেক অর্জন রয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে একসময় যারা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন, তা থেকে তারা সরে এসে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্য দেখে বিস্মিত হয়েছেন। নাম করা সব বিশ্ব গণমাধ্যমের চোখেও বাংলাদেশের বিস্ময়কর উত্থানের ভঙ্গিটি প্রতিনিয়তই ধরা পড়ছে।

২। আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপেই যে এগুচ্ছে বাংলাদেশ তা সাদা চোখেও ধরা পড়ছে। সত্তরের দশকে জিডিপি'র গড় প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র এক শতাংশ, বর্তমানে ৬ শতাংশেরও বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে বাংলাদেশ। একচল্লিশ বছর আগে দারিদ্র্যের হার যেখানে ছিল ৭০ শতাংশেরও বেশি, ২০১০ সালে তা ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে, বর্তমানে তা ২৯ শতাংশের নিচে। সরকারি ও অ-সরকারি নানা উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির হারের রাশ টেনে ধরেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে কমে দেড় শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশী নারীরা গড়ে ৬.৩টি সন্তান জন্ম দিতেন। এ সংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ৪.৫ এবং এখন মাত্র ২.৭। এটা সেই হারের কাছাকাছি, যে পর্যায়ে পৌঁছালে দেশের জনসংখ্যা দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীল থাকে। কৃষি প্রধান দেশ হলেও বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। সত্তর দশকের প্রথম দিকে দেশে খাদ্য উৎপাদন হতো এক কোটি টন, জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। উৎপাদিত খাদ্যে ষাট ভাগ চাহিদা মিটতো, বাকি খাদ্য আমদানি করতে হতো। অথচ বিদেশী মুদ্রার মজুদ ছিল সামান্য। তাই বিদেশীদের কাছে খাদ্য সাহায্যের জন্যে নিয়মিত হাত পাততে হতো। আমাদের কৃষকের সৃজনশীলতা ও কঠোর পরিশ্রমের কারণে বাংলাদেশ বর্তমানে এক খাদ্য-বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের মতই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সংগ্রামে কৃষকেরা বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। তারাই প্রকৃত বীর। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। একাত্তরের তুলনায় খাদ্য উৎপাদন তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে। গত দু'বছর ধরে বাংলাদেশ বাইরে থেকে চাল আমদানির ইতি টেনেছে। বাংলাদেশ এখন আর 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নয়, বরং ঐ ঝুড়ি এখন খাদ্য ও বিদেশী মুদ্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে। এখন আর দুর্ভিক্ষ হয় না, মঙ্গা শব্দটিও দেশ থেকে নির্বাসিত। তবে জলবায়ু

www.pathagar.com

প্রভাবিত উপকূলীয় অঞ্চলে দারিদ্র্য নতুন করে বাসা বেঁধেছে। অথচ একাত্তরের তুলনায় জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। তবে মাথাপিছু আয় বেড়েছে চার গুণ। হতাশা ছড়াতে অভ্যস্থ যারা তাদের হিসাব মেলে না। তবে অন্যদের কাছেও রয়েছে মেলে বাঙালির সৃজনশীলতা ও আত্মপ্রত্যয়ের। ইঙ্গিত মেলে অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের। সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও কী করে স্বল্প আয়ের একটি লড়াকু দেশের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব তা চমকপ্রদ। উদ্যমী বাংলাদেশের সেই সাফল্যের গল্প সত্যি অভাবনীয়।

৩। বৈদেশিক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মার্কিন সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাক্সের প্রক্ষেপণের গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট। এক দশক আগের সংস্থাটি বিশ্বের চারটি দেশের মুখ তুলে দাঁড়ানোর কথা বলেছিল। রাষ্ট্রগুলো ছিল ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া এবং চীন। সংক্ষেপে দেশগুলোর আদ্যক্ষর নিয়ে এদের নামকরণ করা হয়েছিল ব্রিক (BRIC)। তাদের প্রক্ষেপণ সত্যি হয়েছিল। পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্ত হওয়ায় এই অর্থনৈতিক জোটের নামকরণ হয়েছে ব্রিকস। সম্প্রতি গোল্ডম্যান স্যাক্স সমীক্ষা-পর্যালোচনা করে 'ব্রিকস' এর উত্তরসূরি হিসেবে ১১টি দেশের একটি নতুন তালিকা তৈরি করেছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'নেক্সট ইলেভেন'। এই উদীয়মান এগারটি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ। সংস্থাটি বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, দেশটির রয়েছে প্রচুর সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠী। এদের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বদলে দেয়া সম্ভব। আমাদের সামনে রয়েছে এখন বেশ কয়েকটি সম্ভাবনার পথ। বিশ্বব্যাংকের মতে, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সব ধরনের সুযোগ বাংলাদেশে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স কাউন্সিল তাদের পূর্বাভাসে বলেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশসহ 'নেক্সট ইলেভেন' এর দেশগুলো সামগ্রিকভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২৭টি দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। লন্ডনের জাতীয় দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান লিখেছে, ২০৫০ সালে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির বিচারে পশ্চিমা দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলোর এসব পূর্বাভাসই প্রমাণ করে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা।

৪। বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি খাতের উৎপাদন, তৈরি পোশাক রপ্তানি ও প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স, যার পেছনে রয়েছে এ দেশের কৃষক, মেহনতি ও শ্রমজীবী মানুষের অবিস্মরণীয় অবদান। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সম্ভাবনার খাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেশ জুড়ে, এখন প্রয়োজন শুধু পরিচর্যার। এ ধরনের কিছু সম্ভাবনার কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

জনশক্তির সম্ভাবনা

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। এক সময় দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে 'এক নম্বর জাতীয় সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু এ জনসংখ্যা এখন আর সমস্যা নয়, বরং বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র। বাংলাদেশের জনশক্তির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দিক হচ্ছে এর বেশির ভাগই তরুণ। আর এই তরুণ জনশক্তি দেশের ভাগ্য পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশের তরুণ জনশক্তিই বিদেশে

www.pathagar.com

কাজ করে আয় করছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। দেশের মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে সচেতনতা বাড়ছে। সবাই একটু ভালো থাকতে চায়, সচ্ছল থাকতে চায়। এজন্যে প্রয়োজন সুযোগ সৃষ্টি করা। সমাজের নিম্নস্তরে যারা আছেন, তাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এদেশের মানুষ মাঠে-ঘাটে কাজ করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে। আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প করে তারা নানা ক্ষেত্রে সফলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। পড়াশোনা শিখে এখন আমাদের যুবকরা শুধুমাত্র চাকরির পেছনে ছুটেন না। কতো ধরনের কাজ কর্ম হচ্ছে, কতো রকমের প্রয়াস আর উদ্যোগ। কাজটি ছোট কিংবা বড় যাই হোক যে যার মতো করে তার অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করছে। মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক তৎপরতা সৃষ্টি হচ্ছে। কাজের সুযোগ, উপার্জনের পথ পেলেই হলো। নির্দ্বিধায় কাজে নেমে পড়ছে আমাদের দেশের মানুষ। একজনের সাফল্য দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছে আরেকজন। এভাবেই কর্মসংস্থানের স্রোতধারা ছড়িয়ে পড়ছে দেশব্যাপী। হাঁস-মুরগি, মৎস্য চাষ, দুগ্ধ খামার এবং কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প করে সফল হচ্ছেন উদ্যোক্তারা। সেজন্যেই বলা যায় যে, বাংলাদেশের সাফল্যের গল্প আসলে ব্যাপকহারে উদ্যোক্তার উত্থানের গল্প; বিশেষ করে তরুণ উদ্যোক্তাদের অসাধারণ সাফল্যের গল্প। এসব উদ্যোগী ও পরিশ্রমী মানুষদের উপযুক্ত সহযোগিতা করা হলে সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন আরো তরান্বিত হবে। খুলে যাবে সম্ভাবনার আরো অনেক দুয়ার।

তৈরি পোশাকশিল্প

দেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টস শিল্পের ভূমিকা অসামান্য। সত্তরের দশকে কিছু টেইলারিং শপ গড়ে উঠেছিল, সেখান থেকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানিকারক দেশ। বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের ওপরে, একমাত্র চীনের পরে তার স্থান। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৭৮ শতাংশই আসছে এ খাত থেকে। প্রায় চল্লিশ লক্ষ শ্রমজীবী এ পেশায় নিয়োজিত, যার আশি শতাংশই নারী। এরা অনেক বেশি কাজ করে এবং কম বেতনেই সন্তুষ্ট থাকে। যেখানে ভারতে একজন শ্রমিকের মজুরি কমপক্ষে ১০ হাজার রুপি, যুক্তরাষ্ট্রে ১ লক্ষ টাকা সেখানে বাংলাদেশে মাত্র ৩-৪ হাজার টাকায় শ্রমিক পাওয়া যায়। মজুরি কম হলেও এই শ্রমিকরা খুবই দক্ষ। চীনেও তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, চীন পোশাকশিল্প থেকে তাদের বিনিয়োগ হাইটেক ও ভারী শিল্পের দিকে সরিয়ে নিচ্ছে। তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক ক্রেতারাও এখন চীনের পরিবর্তে বাংলাদেশমুখী হচ্ছেন। চামড়া শিল্পেও একই অবস্থা। বাংলাদেশকে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। আর তা করা গেলে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি হবে। এর জন্যে প্রয়োজন হবে ভূমি ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো। কাল বিলম্ব না করে গড়ে তুলতে হবে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল যাতে থাকবে জ্বালানির নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ। থাকবে পর্যাপ্ত কানেকটিভিটি ও নিরাপত্তা।

অন্যান্য শিল্প

আমরা শিল্পের কথা উঠলেই শুধু তৈরি পোশাকশিল্পের কথা বলি। কিন্তু আরো অনেক শিল্প আছে যা ইতোমধ্যেই সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে; এগুলোকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। জাহাজ

www.pathagar.com

নির্মাণ শিল্প ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের সম্ভাবনার বিশাল দুয়ার খুলে দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ শিল্পে বাংলাদেশ সক্ষমতার সাথে এগুচ্ছে এবং অচিরেই বিশ্ববাজারে দৃঢ় অবস্থান সৃষ্টি করবে বলে মনে হচ্ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের নির্মিত বড় ও মাঝারি আকারের জাহাজ ইউরোপ-আমেরিকায় রপ্তানি হয়েছে। 'মেড ইন বাংলাদেশ' লেখা ওই জাহাজগুলো এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্র পথে বিশ্বের বন্দরে বন্দরে। বিশ্ববাজারে এ মুহূর্তে প্রায় ৪০ হাজার কোটি ডলারের জাহাজ নির্মাণের আগাম ফরমায়েশ রয়েছে, যার অন্তত তিনভাগ কাজ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো পেতে যাচ্ছে। এতে ১২০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ৯৫ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ শিল্পকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে পারে। আমাদের ওষুধ শিল্প বিশ্ব বাজারে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গত এক দশকে এ শিল্প থেকে রপ্তানি আয় বেড়েছে পনের গুণ। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের ওষুধ। ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের ওষুধ তৈরি হচ্ছে এখন বাংলাদেশে। চিকিৎসা প্রযুক্তিতেও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিদেশমুখী প্রবণতা কমাতে পারলে দেশের কোটি কোটি ডলার সাশ্রয় হবে। পরিবেশ রক্ষা করতে পারলে চামড়া শিল্পেরও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, সিরামিক, প্রকাশনা, প্যাকেজিং, হালকা প্রকৌশল, কৃষি ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক্স, হিমায়িত খাদ্য দ্রব্য, কৃষিজাত পণ্য ও মসলা, পাট ও পাটজাত দ্রব্যের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশের ধারাও খুবই আশাপ্রদ। তথ্যপ্রযুক্তিতে পারঙ্গম তরুণ প্রজন্মের পদচারণা নানামুখী 'আউটসোর্সিং' তথা বিজনেস প্রসেসিং শিল্পের প্রসার ঘটছে। ফ্রি-ল্যান্সিং এর ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় রেগুলেটরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। তরুণ উদ্যোক্তারা এ ক্ষেত্রেও ব্যাপক সাফল্য দেখিয়ে চলেছে।

প্রবাসী কর্মী

স্বাধীনতার আগের বিশ্বের কর্ম পরিমণ্ডলে বাঙালিদের প্রবেশ ছিল সীমিত। বিদেশে কর্মজীবী বাঙালির মোট সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। স্বাধীনতা যেন বিশ্বের কর্মদুয়ার খুলে দিয়েছে বাংলাদেশীদের জন্যে। বাংলাদেশের মানুষ আজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-দেশান্তরে। বাংলাদেশের একটি গ্রামও বুঝি এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানকার কিছু মানুষ বিদেশে কাজ করেন না। হালে নারী কর্মীরাও ব্যাপকহারে বিদেশে যাচ্ছেন। বর্তমানে পৃথিবীর দেড় শতাধিক দেশে বাংলাদেশের প্রায় ৮০ লক্ষ কর্মী কর্মরত আছেন। প্রতি বছর প্রায় ৬ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হচ্ছে। বর্তমানে রেমিট্যান্স প্রবাহের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে সপ্তম স্থানে রয়েছে। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স এখন আমাদের অর্থনীতির অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে। সদ্য সমাপ্ত বছরে (২০১২) বাংলাদেশ প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বর্ণিত সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে ১৪.২ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্স আকারে যে বৈদেশিক মুদ্রা আসছে তা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে, দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে বিশেষ অবদান রাখছে প্রবাসী কর্মীরা। তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের কল্যাণে চলতি বছরের শুরুতেই বৈদেশিক মুদ্রার

www.pathagar.com

রিজার্ভ ১৩ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে এবং এখনও ১৩ বিলিয়ন ডলারের ওপরেই রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ 'ডাবল ডিজিটে' স্থিতিশীল রাখতে পারা নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্য। আমাদের বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে ৪ মাসেরও বেশি সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। এ কারণে মুডি'স এবং স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওর'স এর মতো আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সিগুলোর কাছেও বাংলাদেশের এগিয়ে যাবার ভঙ্গিটি এক অপার বিস্ময়ের বিষয়।

কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প

কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের সম্ভাবনার খুব কমই আমরা কাজে লাগাতে পেরেছি। এর মূল কারণ কৃষিকে আমরা এখনো পুরোপুরি আধুনিক করতে পারিনি। বাংলাদেশের কৃষিতে যে অযুত সম্ভাবনা রয়েছে সেটিকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারলে নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেও বিশ্ববাজারে রপ্তানি করা সম্ভব। বাংলাদেশকে কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব। একজন জাপানি বিশেষজ্ঞের মন্তব্য ছিল, বাংলাদেশটাকে আমাদের হাতে দেয়া হলে আমরা বিশ্বকে কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নত দ্বিতীয় জাপান উপহার দিতাম। ফলের জুস, ডেইরি, পোলট্রি, মৎস্য, ভোজ্যতেল, পাম চাষ, মুক্তা চাষ, শুটকি এসব সম্ভাবনাময় কৃষিভিত্তিক শিল্প উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। তাই কৃষিতে উৎপাদন আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে দেশের কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ জন্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিজ্ঞানীদের জন্যে আমাদের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রসার ঘটাতে হবে কৃষিভিত্তিক শিল্পের। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্যেও বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ 'রিফাইন্যান্সিং' জানালা খুলে দিয়েছে। নতুন উদ্যোক্তাদের জন্যে নানা সুযোগ আমাদের সৃষ্টি করে যেতে হবে।

অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি

আরো একটি বিশাল সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে। বাংলাদেশ আমদানিনির্ভর দেশ থেকে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আসছে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা। রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রচলিত পণ্যের সাথে ব্যাপকভাবে অপ্রচলিত পণ্যের সংখ্যা বাড়ছে। তৈরি পোশাক, চা, চামড়া, সিরামিক, ঔষধ, জাহাজের পাশাপাশি মাছ, শুটকি, সবজি, পেয়ারা, টুপি, নকশিকাঁথা, বাঁশ-বেত শিল্পের তৈরি পণ্য, মৃৎশিল্প রপ্তানি হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।

বিনিয়োগ সম্ভাবনা

উন্নত বিশ্বে উৎপাদনের জন্যে যেখানে জনশক্তির ঘাটতি রয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের রয়েছে উদ্বৃত্ত বিপুল জনশক্তি। এছাড়াও রয়েছে কাঁচামাল, জ্বালানি সম্পদ এবং উৎপাদনোপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রয়োজন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প স্থাপন। আর শিল্প স্থাপনের জন্যে প্রয়োজন বিনিয়োগ। বিশ্বের নামি-দামি কোম্পানিগুলো আমাদের দেশে ব্যবসা করতে চাচ্ছে। অনেক কোম্পানি ব্যবসা করছেও। আমাদের বুঝতে হবে লাভ না থাকলে, সম্ভাবনা না থাকলে তাদের আসার কথা নয়। এক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহজে

www.pathagar.com

বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথ সুগম করে দিচ্ছে। কিন্তু শুধু বিদেশী বিনিয়োগ নির্ভর হলে একটি দেশের স্থায়ী সমৃদ্ধির অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সেজন্যে দেশীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে, তাদের বিনিয়োগের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। স্বদেশী বিনিয়োগের ফলে দেশের মানুষ দেশের প্রতিষ্ঠানে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করবে। দেশের টাকা দেশে থাকবে। তাই বিনিয়োগের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সম্ভব হলে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বড় শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। পিপিপি সেলকে আরো সক্রিয় ও উদ্যোগী হতে হবে। এখানেও বাংলাদেশ ব্যাংক তার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে রেখেছে।

সম্ভাবনাময় তথ্যপ্রযুক্তি

তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রসরমান দেশগুলোতে এ খাতে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে এসব দেশের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে ভাবা হচ্ছে। প্রতি বছর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্যপ্রযুক্তিগত জ্ঞান লাভ করে এ খাতের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হচ্ছে আমাদের ইংরেজি জানা হাজারো তরুণ। ইতোমধ্যে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে আয়ের সেরা দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ স্থান করে নিয়েছে। সব মিলিয়ে এ খাতে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাবার সক্ষমতা যথেষ্ট বেড়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসার প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ব্যবসাবান্ধব 'রেগুলেটরি রেজিম' তৈরি করেছে। সম-মূলধন উন্নয়ন তহবিল (ইইএফ)-কে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের জন্যে উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এ শিল্প ভবিষ্যতে আরো বিকশিত হবে বলেই মনে হয়।

পাটে সম্ভাবনার দ্বার খুলল

সাম্প্রতিক সময়ে পাটের জন্মরহস্য উদ্ভাবন একটি বিশাল সাফল্য। ফলে বাংলাদেশের পাটশিল্পে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। যুগান্তকারী এই আবিষ্কার রোগবালাই দমন করে বৈরী আবহাওয়ায় পাটকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। এ অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাটের হারিয়ে যাওয়া গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। পাট সত্যিকার অর্থে আবারও সোনালি আঁশে পরিণত হবে। একইসঙ্গে অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্ভাবনা

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর না হলেও যে সম্পদ আছে তা নেহায়েত কম নয়। এ দেশের মাটি, পানি ও মানুষ হলো বড় সম্পদ। তাছাড়া, মাটির নিচে লুকিয়ে আছে তেল, গ্যাস, কয়লার মতো প্রচুর জ্বালানি ও খনিজ। এসবের সঠিক উত্তোলন ও ব্যবহার দেশের উন্নয়নকে আরো তরান্বিত করতে পারে। গ্যাস উন্নয়নে সর্বশেষ প্রযুক্তি গ্রহণ করার নীতি উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে। আমাদের কয়লা উত্তোলন করে আগামী পঞ্চাশ বছরের জ্বালানি চাহিদা মেটানো সম্ভব। আমাদের আরেকটি সম্ভাবনা হলো সমুদ্র এলাকা। এখানে

www.pathagar.com

আধুনিক সমুদ্র বন্দর গড়া সম্ভব। তাছাড়া, এখানে তেল-গ্যাস ছাড়াও আছে অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও অফুরন্ত মৎস্য সম্পদ।

সম্ভাবনাময় পর্যটন খাত

পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশের সম্ভাবনা ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের স্থানসমূহ, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল ও আধুনিক স্থাপনাসমূহ পর্যটন শিল্পে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এ ক্ষেত্রেও আধুনিক বিলাসবহুল প্রমোদতরীসহ নানা সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়ছে। অনিবাসী বাংলাদেশীরা (এনআরবি) আসছে। আসছে বিদেশী বিনিয়োগকারী। সবার কথা মনে রেখেই এই শিল্পের দ্রুত বিকাশে আমাদের মনোযোগী হতে হবে।

ক্ষুদ্রঋণ

বিশ্বে বাংলাদেশকে ক্ষুদ্রঋণের প্রবর্তক হিসেবে স্বীকার করা হয়। বিশ্বব্যাপী আত্মকর্মসংস্থানভিত্তিক দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত এ ক্ষুদ্রঋণ বিরাট ভূমিকা রাখছে। গ্রামের গরিবদের ভোগে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বা এমএফআই'র ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য নিরসন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মতো অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি তারা বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৫। আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন উদ্যোক্তাদের অর্থ, বুদ্ধি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। যারা আগে ব্যাংক থেকে অর্থ পেতেন না, যেমন-প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষি, নতুন উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা তাদের কাছে যেন অর্থ যায় তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক। যারা প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা, যেমন-গার্মেন্টস, ফার্মাসিউটিক্যালস, লেদার, সিরামিকস, সিমেন্ট, জাহাজ নির্মাণ খাতে, তারাও যেন প্রয়োজনীয় অর্থ পায় তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। দেশকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে গতিশীল করতে সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি, এসএমই এবং পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে পর্যাপ্ত ও দৃশ্যমান ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্যে ইতোমধ্যে নিজস্ব অর্থায়নে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু, কৃষক ও অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে ব্যাংক হিসাব খোলা, মোবাইল ব্যাংকিংসহ আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর ব্যয়সাশ্রয়ী সৃজনশীল ব্যাংকিং সেবা প্রবর্তন ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই ধারা অব্যাহত রাখা গেলে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নের মডেল হিসেবে অচিরেই দাঁড়িয়ে যাবে।

৬। প্রশ্ন হতে পারে, এই অফুরন্ত ও অমিত সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের তেমন উন্নতি হচ্ছে না কেন? ষাটের দশকে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া আমাদের তখনকার আর্থিক অবস্থার চেয়ে খারাপ ছিল। কিন্তু আজ তারা কোথায়, আর আমরা কোথায়? সেসব দেশের নেতাদের হাতে

www.pathagar.com

আলাদিনের চেরাগ ছিল না। তবে, তাদের ছিল রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান এক নাগাড়ে ত্রিশ বছর দেশ শাসন করলেও তাঁর বা তাঁর দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ ছিল না। দেশটির নেতৃত্ব দিয়ে সিঙ্গাপুরকে এশিয়ায় মাথাপিছু আয়ের সর্বোচ্চ স্থানে নিয়ে গেছেন। সারা বিশ্বে সিঙ্গাপুর আজ উন্নয়নের মডেল। আমরা কাজে লাগাতে পেরেছি আমাদের সম্ভাবনার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। তবে এ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর সুযোগ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ তরুণ। এই বিশাল কর্মক্ষম তারুণ্যকে প্রকৃত অর্থেই সম্পদে পরিণত করার জন্যে প্রয়োজন তাদের মধ্যে দক্ষতার বীজ বপন করা। সেজন্যে সুশাসন ও সুশিক্ষার পূর্ণ সুযোগ আমাদের তৈরি করতে হবে।

৭। ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তে ভেজা এই দেশ। আমাদের বীর সেনানীরা দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্যে জীবন দিয়েছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু দেশের মানুষ প্রকৃত অর্থে এখনও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারেনি। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে প্রয়োজন আরেকটি লড়াই। এটি হবে মূলতঃ অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াই। অপার সম্ভাবনার দেশ-বাংলাদেশ, যার সাফল্য নির্ভর করছে পুরো জাতির ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর। বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি খুবই উন্নয়ন সহায়ক। আমাদের অটুট পারিবারিক বন্ধন, সন্তানদের শিক্ষিত করার অপার আগ্রহ, নাগরিকদের সম্মান নিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সচেষ্ট উদ্যোগ, মুক্তিযুদ্ধ করে অর্জিত স্বদেশের ভাষা, ঐতিহ্য ও সম্ভাবনার প্রতি অবিচল আস্থা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা; সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারীর ক্রমবর্ধমান পদচারণা ও ক্ষমতায়ন, তরুণ প্রজন্মের দেশপ্রেম ও প্রযুক্তিনির্ভর হবার আগ্রহসহ নানা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য আলোকিত অনন্য বাংলাদেশের এগিয়ে চলার পথকে দিনদিনই উজ্জ্বলতর করে তুলছে। তাই বাংলাদেশের এতোসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়তে আমাদের সকলের উচিত নিজেদেরকে একজন সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। প্রয়োজন আমাদের সন্তানদেরও একইভাবে স্বদেশের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী করে গড়ে তোলা। আর তাহলেই আগামীতে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক অপার সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে সামনের দিকে ঋজু ভঙ্গিতে এগিয়ে যেতে পারবে। লাখো শহিদের স্বপ্নমাখা 'সোনার বাংলা' অর্জনের পথ প্রশস্ত ও মসৃণ হবে। শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনায় বিশ্বাসী সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি।

ধন্যবাদ সবাইকে।

www.pathagar.com

Financial Inclusion, Productive Capacity and Youth Employment

Organized by: United Nations Department of Economic and Social Affairs

29 June, 2012
UN Headquarter, New York

Youth employment has always been a challenge and a key priority in populous low income developing economies like my country Bangladesh. Many advanced Western economies are now facing much the same challenge, in lingering growth slowdown since the global financial crisis.

Both in the developing and developed economies, continuing broad based job creation will require sustained expansion of productive capacity in all economic sectors by entrepreneurs utilizing investment resources efficiently and innovatively. Small enterprises producing goods and services figure importantly in output growth and job creation, solo or in value chains with larger businesses. Adequate financing access for the enterprises is a sine qua non for this. Urban large business focused financial markets and institutions in developing economies have lacked motivation and readiness of reaching out to small businesses. Mainly small landholding based agriculture remains poorly served by the financial sector, so do non-farm rural and urban small enterprises.

In the post crisis economic slowdown, financial markets and institutions in advanced economies are also failing in meeting financing needs of small businesses including startups. These are languishing in credit crunch, with financial institutions swinging to extreme of risk aversion from the opposite pre-crisis extreme of quick gain focused speculative excesses. This financial exclusion of small businesses is impeding recovery of output growth and employment creation. For both developing and developed economies, sustained recovery to path of stable output growth and job creation require a fundamental reorientation of financial sector goals and motivations away from quick gains focused speculative excesses foaming creating credit bubbles towards socially and environmentally responsible inclusive financing of all productive initiatives.

www.pathagar.com

Central banks can play catalytic role in this reorientation of goals and objectives of financial institutions and markets towards socially responsible inclusive lending practices ensuring adequate credit flows to small businesses and other underserved or financially excluded economic sectors and population segments. At Bangladesh Bank (BB), the central bank of a low income developing economy, we have taken this approach. Results thus far are very heartening; our financial sector maintained solvency and liquidity during the global financial crisis and in its aftermath, supporting the real economy in coping with adversities from the global slowdown instead of needing any bailout for itself. Deepening, widening financial inclusion has helped Bangladesh economy uphold domestic output and demand amid global economic slowdown, maintaining stable real GDP growth averaging over six percent per annum. Rising real wages, particularly strongly for the rural workforce, evidence rise in employment.

I am grateful to UNDESA for the opportunity of sharing with this global audience of senior policy makers our approach of guiding our financial sector into socially responsible inclusive financing practices, looking forward to gaining from your feedback comments insights and ideas about similar or other approaches elsewhere.

BB has initiated guiding Bangladesh's financial sector towards socially and environmentally responsible financing by sensitizing banks and financial institutions about their Corporate Social Responsibilities (CSR), with a guidance circular for mainstreaming of CSR obligations in their corporate goals and objectives. The financial sector has responded with warm enthusiasm in steadily increasing engagement in CSR initiatives. Alongside monitoring of financial sector's progress in ingraining of CSR in corporate goals and objectives, BB has launched a comprehensive financial inclusion campaign to reach out with financial services to all hitherto underserved and excluded economic sectors and population segments.

Under the financial inclusion campaign umbrella, banks and financial institutions are being encouraged and supported in taking up financing schemes targeted to specific underserved areas, mainly agriculture, SMEs and environmentally beneficial projects. Creative partnership of banks with regulated Micro Finance Institutions (MFIs) and mobile phone/smart card based IT platforms towards devising new cost effective service delivery modes are being encouraged. Besides making modest refinance support lines available against lending to the underserved sectors, Government of Bangladesh (GOB)

www.pathagar.com

and BB are supporting the inclusion initiatives of banks with facilitating regulatory and IT infrastructures, including establishment of a Microcredit Regulatory Authority for licensing and regulation of MFIs, issuance of Mobile Banking Guidelines, a secure and efficient payment system with fully automated platform for online clearing and settlement of paperbacked and electronic fund transfers, and a Credit Information Bureau(CIB) accessible online by system participants.

Engagement of our financial sector in the social responsibility based financial inclusion campaign has been spontaneous and enthusiastic, signifying their realization that their participation in deepening and widening financial inclusion rewards them with future earning potentials from the newly acquired customer bases. Since launching of the campaign in 2010, new bank accounts opened for landless/small farmers, poor wage laborers and other people of small means have reached ten million. These new accounts are increasingly being used for deposit, payment and other transaction, besides receiving government subsidies for agricultural input and social safety net payments. BB is seeing to it that financing flows to sectors targeted by inclusion initiatives take place not from unbridled overall credit expansion, but largely from rechanneling of credit resources from speculative uses and from avoidable conspicuous consumption. To this end, BB is interalia contemplating engaging with Civil Society Organizations (CSOs) and others representing the broader civil society in fostering our traditional social attitudes and values of disposable income based consumption and predominantly equity based investment; so as not to be afflicted by boom bust cycles of credit bubbles familiar in advanced Western economies.

I begun with mention of favorable growth and employment outcome of our financial inclusion approach; let me mention here that the stable fairly robust economic growth levels have been sustained with substantially lower FDI inflows than in our South Asian neighbors, and we are ahead of our higher income neighbors on many counts of social development indicators.

Let me conclude here with thanks for your patient attention, awaiting your queries and comments.

www.pathagar.com

Rio + 20 Corporate Sustainability Forum
A Changing World: Business As Unusual

Towards new post MDG global compact linking Sustainability and Socio-economic

Development goals: possible Bangladesh position in RIO+20 global dialogue

17 June, 2012
9.00 am-12.30 pm
Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro, Brazil

Plenary Discussion 2

Although socio-economic development indicators of Bangladesh are improving steadily, poverty incidence is still high and the country is some way behind her regional neighbors and the broader world in human development index. We cannot therefore afford to compromise the imperative of faster economic growth and inclusive social development with attempt at overambitious elitist environmental goals. In the RIO+20 global dialogue for a post-2015 framework Bangladesh may consider advocating some variant of the so called 'hybrid approach'. We may suggest adoption of two separate sets of (a) Socio-economic development goals, and (b) 'Green Growth' Environmental Sustainability goals; *with the Socio-economic goals taking priority over Sustainability goals in low income developing economies like Bangladesh.*

For low income developing countries the Socio-economic development goals will be the minimums to attain or exceed; but because of their severe constraints in resources and knowhow, the Sustainability goals will be benchmarks to make progress towards, but not necessarily to fully attain or surpass. Developing low income economies should be demanding strongly for separate mechanism of transfer of resources and knowhow from developed economies in pursuit of the Sustainability goals. New 'carbon tax' and other levies on 'polluter pays' principle will have disproportionately high negative economic growth impact on low income economies; they will need to be protected by deferral of paying such taxes/levies, perhaps by a

www.pathagar.com

couple of decades or so. Unlike in case of MDGs, some part of the onus of realizing the post-2015 sets of Socioeconomic and Sustainability goals may be placed with the corporate private sector including the Trans National Corporations (TNCs), as their Social and Environmental obligations in the SR/CSR framework. To this end, the ICC and other global forums of private sector businesses may be drawn into global dialogues, eliciting concrete commitments of actions and resources. *Attempts by developed country groups of abusing SR/CSR as trade restriction tools against developing countries must however be vigorously resisted. [There are vast potential gains to be reaped in global stability and environmentally benign equitable inclusive growth from mainstreaming of Social Responsibility in corporate ethos and objectives of businesses.* Modalities of engagement of corporate business sector in attainment of Socio-economic development and Environmental Sustainability goals remain to be worked out; proactive promotion and support in innovating environmentally sustainable, climate change adaptive production technologies in agriculture and manufacturing can figure importantly among those.

In Bangladesh, we at the central bank have spearheaded mainstreaming of CSR in financial sector corporates, for them in turn to influence non financial real sector corporates into embracing CSR obligations. We have also issued 'green banking' guidelines equipping banks to make financing decisions based on prior environmental appraisal of investment projects. Concessional refinance support has been introduced for banks against their financing of environmentally beneficial projects, including renewable energy (bio-fuel, solar etc.) generation, effluent treatment, and adoption of more energy efficient emission minimizing production techniques.

Addressing environment and climate change issues with CSR funds: Experience from Bangladesh

Management and Resources Development Initiative (MRDI), with the funding of Bank Alfalah made provision of safe water for 355 families of a remote village in the mangrove forest Sundarbans by digging ponds. This will improve health condition of people, particularly that of women and children. MRDI distributed eco friendly oven among the families of the same village with the funding support of Midas Financing Limited.

This aims to minimize carbon emission and save trees from being used as firewood for cooking. Green World Communication is operating a

www.pathagar.com

beach cleaning program in Cox's Bazar along the world's longest beach with the financial assistance of Banglalink, a mobile phone operating company.

Al-Arafah Islami Bank distributed solar energy panel among 1,100 families amounting 50 kilowatt of electricity in a remote village of northeastern district of Hobiganj. Islami Bank and Jamuna Bank Foundation operated tree plantation and sapling distribution programme in eleven districts of the country. HSBC provided climate awards to different companies in green business entrepreneurship, climate change mitigation and green operations categories. The initiatives included energy saving technology in garment manufacturing, green brick project, reducing energy consumption, heat/carbon emission, water and paper recycling and waste management.

In the non-banking sector, Rahimafrooz, YKK, Chevron, Unilever, Grameenphone, Lafarge Surma and Coca Cola provided CSR funds for tree plantation, sapling distribution and beach cleaning.

www.pathagar.com

Towards Bangladesh at 50: Financial Sector Resilience-Issues and Prospects

Organized by: Dhaka School of Economics

Diploma Engineers' Auditorium, Kakrail, Dhaka
06 October, 2012
10:00 am

Bangladesh will reach 50 years of age in less than a decade from now. It is a timely initiative of the Dhaka School of Economics and the Young Economists Association to hold this seminar series to take stock of where we are on the path to where we want our economy to be by then.

The vision for Bangladesh at 50 in GOB's Perspective Plan is of sustained stable inclusive growth lifting the economy out of lingering poverty onto middle income country group. The longer term goal is of course of emerging as a prospering advanced nation fully integrated with the global economy, by another 2-3 decades. Our macroeconomic trends are broadly on course towards attainment of these growth visions, even amid the slowdown in global economy since the global financial crisis.

Much of our growth related new investments will have to be attracted from abroad, heightening our financial sector's exposure and vulnerabilities to market volatilities in the global scene. In step with rising external exposures, our financial sector will need to build up and bolster resilience against shocks from perennial volatilities and instabilities of the international markets. Besides shocks of external origin, there are the also the demand and supply shocks of domestic origin to build up resilience against, particularly as the market based Taka Interest and exchange rates may move in adverse directions.

It would be pertinent to begin with brief recap of the background. Our financial sector became almost entirely state owned after liberation, dispensing directed loans at dictated interest rates. Exchange rates were also administratively prescribed. This regime left banks with little choice in credit risks to take up, and little in market risks to worry about. Over decades this has gradually transformed to a market based financial sector, under Bangladesh Bank's (BB's) guidance and vigil. By

www.pathagar.com

nineteen eighties local and foreign private sector banks started coming on the scene; lending and deposit interest rates were freed up early in the decade of nineteen nineties; credit priced according to fund costs and borrower risk profiles phasing out directed lending. By mid nineteen nineties Taka was declared fully convertible for current international transactions; greater flexibility was brought about in exchange rate setting with a view to protecting external competitiveness. Restrictions on inflows and outflows of non-resident owned capital were done away with, except in short term Taka money markets. Transition to full market based flexibility of exchange rate of Taka in May 2003 marked the culmination of the liberalization processes.

The long sequence of major institutional and market reforms meant increasing range and complexity of risk exposures of our financial market participants, heightening vulnerabilities to domestic and external shocks. The traditional credit risk exposures to clients turned more complex with increasing external transactions, bringing in exposures also to their counterparties abroad; growing external transactions also entailed increasing credit and payment settlement risk exposures to correspondent banks abroad. Interest and exchange rate flexibility brought in market risks from rates volatility, interalia heightening liquidity risks from asset liability maturity mismatches. Operational risks of procedural glitches, frauds, forgeries, money laundering and regulatory breaches kept rising with growing complexities of financial transactions; technology risks from IT usage in coping with the complexities add to the operational risks.

Unless deftly managed and supervised, the slew of risks enumerated above can bring down banks and financial institutions, particularly in adverse macroeconomic or market conditions, severely undermining their solvency and liquidity. Examples of such institutional collapse are far from rare in financial history. Such institutional collapse can trigger systemic breakdown contagion to other institutions with exposure to an afflicted one. In the run up to the recent global financial crisis, aberrant motivations led many banks and financial institutions in advanced Western markets to misuse derivatives and other risk mitigation products for quick speculative gains. Troubles from resulting massive risk buildups in toxic assets beginning in a few large institutions spread quickly into others with exposures to these, bringing the entire global financial system to the brink of collapse.

www.pathagar.com

In steering the sequence of the major market reforms mentioned above, Bangladesh Bank (BB) remained mindful about timely phasing in of appropriate prudential (capital adequacy, provisioning against asset impaired assets, liquidity, etc.) requirements and risk management practices; to build up and preserve necessary resilience against possible shocks from upcoming newer risk exposures. Credit risk weighted (Basel-I) capital requirements were introduced in the nineteen eighties, alongside new asset classification and provisioning requirements broadly in line with going international practices. Following introduction of market based flexibility in interest rates and exchange rates of Taka, BB supervisory staff teams worked together with commercial bank staffers in drawing up a set of guidelines for management of core risks in banking (credit risks, asset and liability/ balance sheet risks, foreign exchange risks, internal control/compliance risks, money laundering risks) in line with going international practices. These were introduced in 2003 as minimum required standards for banks, with BB's onsite and offsite supervision monitoring compliance. These guidelines have undergone further subsequent revision and updating, and a new set of guidelines for managing IT risks were issued in 2010. In line with global developments in financial sector regulation, the credit risk weighted Basel I capital adequacy requirements in Bangladesh were replaced in 2010 by new Basel-II capital adequacy requirements weighted also for market risks and operational risks, besides credit risks. Heightened post global crisis concerns for financial stability has led to recent further revision of global best practice standards for capital adequacy and liquidity; the new Basel-III capital and liquidity framework seeks to enhance the level and quality of capital with higher emphasis on common equity in tier-I capital. The Basel III framework also introduces new leverage, liquidity coverage and stable funding coverage ratios to be maintained. Preparatory work for Basel III implementation in Bangladesh financial sector is ongoing, for full implementation by the 2018 deadline or earlier.

Heightened concern for financial stability following the global financial crisis has also brought into widespread usage the Stress Testing of resilience of financing institutions against probable shocks from adverse macroeconomic or market conditions. BB introduced quarterly stress testing routines in banks from 2010, to assess vulnerabilities of their capital adequacy and solvency in stress or shock scenarios. Stress testing guidelines issued by BB in April 2010 were updated in February 2011. Staffers in our banks and in BB supervision departments trying out stress testing exercises in our banks and in BB's supervision

www.pathagar.com

departments are at relatively early stages of learning curve, as work in progress. For some months now, onsite and offsite supervision set ups in BB are undergoing comprehensive overhaul and revamp; interalia including creation of a new Financial Stability and Integrity Department. BB's sustained, intensive thrust on motivation and training of supervisory staff is emphasizing supervision work in well coordinated inter-departmental team approach rather than each department working separately as silos. BB's supervisory reports are now more open for public information. Earlier, annual Supervision Reports used to be prepared solely for transmittal to Government. Following international practice, these are now being made public as Financial Stability Reports.

Time now to look at how our financial sector has fared in terms of resilience and stability under BB's evolving supervision approach outlined above. Since liberation the financial sector has grown several-fold in line with sustained steady economic growth. To mention just one banking sector indicator as illustration of the spectacular growth, credit and investment assets of the banking system totaling a puny Taka 7.07 billion in December 1972 stood 654-fold higher in December 2011, at Taka 4626 billion. Number of banks, and number of bank branches have likewise increased manifold; reaching out further with off-branch financial services to excluded population segments with the help of mobile phone/smart card technologies. Because of appropriate regulatory and supervisory attention on the expanding, developing financial sector; its stability has over years been proven to be quite robust amid episodes of regional and global crises like the East Asian currency crisis of mid nineteen nineties and the global financial crisis of 2008-2009. In both these crises our financial sector remained solvent and liquid, in position to help out the real sector rather than needing any bailout for itself. Institutional failures in our financial sector have remained relatively rare. In more than four decades since liberation, a joint venture private bank and two non bank financial institutions, all of these small sized, ran into asset quality and solvency problems due to weak management and governance; needing BB supervised restructuring. In another episode the Bangladesh branch of an international bank had to be closed down and restructured due to irregularities abroad, despite unimpaired solvency of the local operations. None of these four episodes of BB guided restructuring involved any loss for depositors, nor did these involve any publicly funded bailout. The episodes did not raise systemic stability concerns as exposures of other market participants

www.pathagar.com

to the small sized afflicted institutions were not large. Fallouts on financial sector from two stock market price bubble collapse episodes of 1995 and 2010 were likewise limited and easily contained. *As of now, the 11 percent overall risk weighted capital base of our banking sector exceeds Basel II regulatory requirement.* Non-performing loans as percentage of total assets are at single digit levels, liquidity stresses arising from unduly high advance deposit ratios in some banks last year have eased off. Stress testing exercises conducted by us and by WB-IMF financial sector assessment missions have assessed Bangladesh's financial sector as resilient against moderate shocks. This fairly reassuring overall view does not however mean that we now have no issue in financial sector stability and resilience to be concerned about. The overall picture masks considerable variation in capital adequacy and solvency positions between bank groups, with foreign banks maintaining capital cushions well above prescribed minimum and local private sector banks generally meeting requirements but state owned banks falling well behind in asset quality and capital adequacy. Even in local private sector banks the reported low nonperforming loan levels are due in part to somewhat looser local loan classification and provisioning requirements relative to international best practices. On the whole our financial sector continues suffering from (and to some extent sharing) the general deficiencies of local business culture in respect of corporate governance and financial disclosures. Although not serious immediate threats to institutional resilience and financial stability, these deficiencies limit capacities of our banks in forging strong, deep relationships in international financial markets to attract investment inflows in volumes needed for realizing the nation's growth aspirations. The recent BB revision of instructions on loan classification, rescheduling and provisioning are intended to address this shortcoming, by aligning our local standards with international norms. BB intends to work further with other regulatory authorities towards faster upgrading of corporate governance and disclosure practices in the overall business environment both in the financial and real sectors. Strengthening BB's supervisory oversight will continue to remain a high priority, including specifically on risk management, corporate governance, internal control and internal audit in banks. Exemption of state owned banks from some of BB's supervisory empowerments of Bank Companies Act stands in the way of effective supervision of these banks. Unless this differential treatment is done away with, management weaknesses from insufficient accountability are likely to linger in the state owned banks.

www.pathagar.com

The discussion thus far has focused on regulation and supervision based bolstering of financial sector stability, but this stability also depends on macroeconomic balance and stability, domestic and global. The sustained stable growth of Bangladesh's economy owes largely to her balanced macroeconomic policies with cautious, responsible monetary and fiscal stances. Negative spillovers from persistent macroeconomic imbalances in large globally dominant advanced economies were the main causes of collapse of financial stability in the global crisis. Forums of global authorities (like the G-20) are yet to make significant headway in reaching any agreement on safeguards to dissuade larger economies from creating global imbalances by pursuing lax domestic policies; particularly because these forums are more preoccupied with finding ways out of the lingering economic slowdown triggered by the crisis. But revamp of financial sector regulation and supervision will not by themselves be sufficient to ensure global financial stability if absence of meaningful reforms in the global economic order continue permitting larger economies pursuing lax policies with negative spillovers on global macroeconomic balance and stability.

www.pathagar.com

Redefining central banking: Financial Stability, Early Intervention and Crisis Preparedness

Organized by: Toronto Centre, Canada

27 June, 2012

Financial sector supervision for upholding financial stability has been a longstanding traditional central banking responsibility, although in the later decades of twentieth century this got shifted to separate authorities in some countries. The global financial crisis of 2008 brought back into focus the interrelated nature of monetary and financial stability and the need for closely coordinated supervision of both. Wherever this separation took place, the central banks have got themselves reengaged in financial stability issues after the global crisis. I see this more as a return back to, rather than as redefinition of traditional central banking.

Bangladesh did not go for separation of monetary and financial sector supervision authority, both rests with Bangladesh Bank (BB), the country's central bank. Our financial sector with its limited, regulated external exposure was virtually unaffected by the global financial crisis, remaining solvent, liquid, and free of contagion from toxic assets.

Safeguarding of financial stability remains nevertheless at forefront of BB's priorities. Alongside supporting ongoing market development, we are continually upgrading our financial sector regulatory and supervisory structure, practices and capacities in line with evolving local context and international best practices. Basel II capital regime implementation has strengthened risk focus in financial sector management and supervision; work towards phasing in of the Basel III modifications is in progress.

Basel III liquidity coverage requirements are soon to be introduced, following completion of preparatory exercises. Stress testing routines have been introduced as mandatory practice in banks, to identify and address vulnerabilities. BB's prudential regulations and onsite examination/offsite supervision procedures and practices are also now risk focused, in line with international best practices recommended by Basel Committee (BCBS).

www.pathagar.com

Supervisory CAMELS rating exercises and Early warning systems at BB maintain vigilance on risk management, corporate governance and internal control processes and practices in the financial sector. A problem bank unit at BB's Offsite Supervision Department oversees restoration of weak banks to health.

BB's supervisory departments are increasingly focusing on consolidated supervision of banks/financial institutions and their subsidiaries, as also on closer contact and information exchange between host country and home country supervisors for effective supervision of banks with branches/subsidiaries across borders.

A new Financial Stability Department has been created in BB for focused oversight of systemic stability related issues, taking over from the offsite supervision department tasks like conducting of stress tests and forward looking assessments of banks. Creation of contingency planning and crisis management structures are also underway. Efficacy of BB's financial sector supervision is evidenced by relative rarity of bank/finance company failure episodes, four in as many decades since independence. In all these cases BB restructured the failing institutions into viable ones without involving any fund of its own and without causing loss for depositors and other creditors.

Nonetheless, BB is not complacent and is fully aware of gaps and weaknesses in capacity of coping with existing and upcoming challenges, including impacts of fiscal and other macroeconomic imbalances of domestic and external origin. Accordingly, we are keenly pursuing bolstering of defenses against financial instability by continual upgrading of BB's empowerments and capabilities in forward looking supervision. Bringing up teams of our supervisory staff in training events at centers of excellence like this one in Toronto Center is part of these ongoing efforts.

Worthy as the global initiatives of strengthening financial stability focused supervision are, I doubt if these will be enough to avert future recurrence of instability, unless we reorient the ethos and objectives of financial markets and institutions towards socially responsible directions; seeking longer term gains from inclusive financing of all productive initiatives of all population segments instead of looking for quick gains from speculative activities.

In absence of this reorientation, even financial sectors in developed advanced economies are failing to respond to financing needs of small businesses including startups of creative, innovative entrepreneurs,

www.pathagar.com

creating financial exclusion and prolonging the post global crisis economic slowdown.

At BB we have chosen to take catalyzing role in reorienting our financial sector's goals and ethos in socially and environmentally responsible direction, guiding the sector in mainstreaming CSR in corporate goals and objectives and launching a comprehensive well orchestrated financial inclusion campaign in which banks and financial institutions are participating with spontaneity and enthusiasm.

This is meaningfully helping attainment of the inclusive growth and poverty eradication goals of our government's near and longer term national development plans; by upholding healthy output and employment growth in Bangladesh economy even in the backdrop of ongoing global slowdown.

I would see the spread of similar catalytic role of other central banks in promoting socially responsible financing as a true redefining of central banking.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও পরিবর্তনের তুলনামূলক চিত্র

ক্রঃ নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	২০০২-০৫	২০০৯-১২	মন্তব্য
১	জিডিপি প্রবৃদ্ধি (গড়)	৫.৪৭	৬.২১	বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। গত চার অর্থবছরে (২০০৯-১২) জিডিপি গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.২১ শতাংশ, যা আগের চার অর্থবছরের (২০০২-০৫) গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির তুলনায় ০.৭৪ শতাংশ বেশি।
২	মোট বৈদেশিক রেমিট্যান্স (বিলিয়ন ডলার)	১২.৭৮	৪৫.১৭	মোট অঙ্কে আগের চার অর্থবছরের তুলনায় বর্তমান সরকারের চার অর্থবছরে সাড়ে তিনগুণের বেশি (৩.৫৩ গুণ) রেমিট্যান্স এসেছে।
	গড় বৈদেশিক রেমিট্যান্স (বিলিয়ন ডলার)	৩.২০	১১.২৯	
৩	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন ডলার)	২.৯৩	১২.৭৫ (৩০ ডিসেম্বর ২০১২)	২০০৪-০৫ অর্থবছর শেষে যেখানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২.৯৩ বিলিয়ন ডলার, গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ১২.৭৫ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ রিজার্ভ চারগুণের বেশি (৪.৩৩ গুণ) বেড়েছে। বর্তমান রিজার্ভ চার মাসের আমদানি দায় মেটানোর জন্যে যথেষ্ট।
৪	মোট রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ডলার)	২৮.৩২	৭৮.৯৮	মোট অঙ্কে রপ্তানি আয় বেড়েছে ২.৭৯ গুণ।
	গড় রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ডলার)	৭.০৮	১৯.৭৫	
৫	মোট আমদানি ব্যয় (বিলিয়ন ডলার)	৪২.২৫	১১৫.৩৫	মোট অঙ্কে আমদানি ব্যয় বেড়েছে ২.৭৩ গুণ।
	গড় আমদানি ব্যয় (বিলিয়ন ডলার)	১০.৫৬	২৮.৮৪	
৬	ব্যাসেল নীতিমালা বাস্তবায়ন	ব্যাসেল-১ বাস্তবায়ন।	২০১০ থেকে ব্যাসেল-২ নীতিমালা বাস্তবায়ন শুরু। পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয় ২০১১ সালে।	মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।
৭	ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততা (কোটি টাকা)	২০,৫৭৮ (ডিসেম্বর ২০০৮)	৫৬,২০১ (জুন ২০১২)	গত চার বছরে দেশের ব্যাংকিং খাতের মূলধন ভিত্তি বেড়েছে ৩৫,৬২৩ কোটি টাকা বা ১৭৩ শতাংশ।
৮	ব্যাংকিং খাতের শ্রেণীকৃত ঋণের হার	১৩.৬০ (ডিসেম্বর ২০০৫)	৭.১৭ (জুন ২০১২)	৩১ ডিসেম্বর, ২০০৫ এ ব্যাংকিং খাতে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩.৬০ শতাংশ, তা কমে জুন ২০১২ তারিখে দাঁড়িয়েছে ৭.১৭ শতাংশ। তবে, সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সামান্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৭৫ শতাংশ।
৯	মোট কৃষি ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	১৫,২৩৯	৪৫,৭২৩	মোট অঙ্কে আগের চার বছরের চেয়ে পরের চার বছরে তিনগুণ বেশি কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১২ সালে ১৪,১৩০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৭,৭২৮ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৫৫ শতাংশ।
	গড় কৃষি ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	৩,৮১০	১১,৪৩১	

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	২০০২-০৫	২০০৯-১২	মন্তব্য
১০	বর্গাচাষিদের জন্যে ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ ঋণ কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী বর্গাচাষির সংখ্যা	এ ধরনের কোনো ক্রেডিট লাইন ছিল না।	৫,৭৫,০০০	২০০৯ সালে চালু হওয়া এ স্কীমের আওতায় প্রথমবারের মতো কৃষি ঋণ পাওয়ায় বর্গাচাষিরা প্রকৃতই উপকৃত হচ্ছেন এবং তাদের জীবন মানের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ঋণ পাওয়া বর্গাচাষিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ নারী কৃষক।
	বিশেষ ঋণ কর্মসূচির আওতায় বর্গাচাষিদের জন্যে বিতরণকৃত ঋণ (কোটি টাকা)		৭৪৬	
১১	আমদানি নির্ভর ফসল চাষে রেয়াতি সুদহারে বিতরণকৃত ঋণ (কোটি টাকা)	এ ধরনের কোনো ঋণ কর্মসূচি ছিল না।	১৫৩	গত দুই অর্থবছরে (২০১০-১১ ও ২০১১-১২) এ ঋণ বিতরণ করা হয়। ইতোমধ্যে এসব পণ্যের মূল্যে আগের চেয়ে অনেকটাই স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
১২	কৃষকের জন্যে খোলা ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা	এ ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলার কোনো কর্মসূচি ছিল না।	৯৬,০২,৮৫১	কৃষক ও হতদরিদ্রদেরকে ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। এসব হিসাব খোলার মাধ্যমে দেশে বড় ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
১৩	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় খোলা ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা		৩৫,০৪,৫৮৪	
১৪	স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় খোলা ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা		১,৩২,৫৩৭	
১৫	২০০ কোটি টাকার পরিবেশবান্ধব পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় অর্থায়ন (কোটি টাকা)	এ ধরনের কোনো স্কীম ছিল না।	১০৮.৫৯	২০০৯-১০ অর্থবছরে চালু হওয়া এ স্কীমের আওতায় ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ২৭টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১০৮.৫৯ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪৭ শতাংশ সৌরশক্তি ও ২৪ শতাংশ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট খাতে অর্থায়ন করা হয়েছে।
১৬	এসএমই ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	-	১,৭৭,০১৬ (২০১০-১২)	কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই খাতে অর্থায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করছে। ২০১০ সালে ৫৩,৫৪৪ কোটি, ২০১১ সালে ৫৩,৭১৯ কোটি টাকা এবং ২০১২ সালে ৬৯,৭৫৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।
১৭	এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় সুবিধাভোগী নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা	-	৭,১৮৯	এসএমই খাতের উন্নয়ন মানেই নারী উদ্যোক্তা গঠন। এ কারণে এসএমই খাতের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের ১৫ শতাংশ অর্থ কেবলমাত্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
	উক্ত স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে অর্থায়ন (কোটি টাকা)		৫৩২	
১৮	ব্যাংক শাখা সম্প্রসারণ (নতুন শাখার সংখ্যা)	১২১	১২১৮	ব্যাংকগুলোর শাখার সংখ্যা বর্তমানে ৮১১৮টি। গত চার অর্থবছরে (২০০৯-১২) ১২১৮টি নতুন ব্যাংক শাখা খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
	কৃষি/এসএমই শাখা	এ ধরনের শাখা খোলার অনুমোদন দেয়া হয়নি।	২৫৩	

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	২০০২-০৫	২০০৯-১২	মন্তব্য
১৯	ড্রয়িং এ্যারেঞ্জমেন্ট এর সংখ্যা	১১৯	২৫৮	বর্তমানে বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে এ দেশের ব্যাংকগুলোর ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট কার্যকর রয়েছে ৯২০টি, যার মধ্যে বর্তমান সরকারের গত চার বছরে অনুমোদিত ড্রয়িং অ্যারেজমেন্টের সংখ্যা ২৫৮টি।
২০	বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদন এর সংখ্যা	এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদন দেয়া হয়নি।	৬২	গত চার বছরে বাংলাদেশের ২৩টি ব্যাংককে বিদেশে ৬২টি এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২৬টি এক্সচেঞ্জ হাউজ ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে।
২১	কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মকাণ্ডে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	-	৮৫৬	সিএসআর কার্যক্রমকে মূল ব্যাংকিং কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিএসআর কার্যক্রমে ২০০৮ সালে যেখানে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৪১ কোটি টাকা সেখানে ২০১২ সালে ব্যয় হয়েছে ৩০৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ পাঁচ বছরের ব্যবধানে এখাতে ব্যয় বেড়েছে সাতগুণ।
২২	গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন	কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো ছিল না।	গ্রাহক স্বার্থ কেন্দ্র (সিআইপিসি) স্থাপন করা হয়েছে। আর্থিক সেবা পেতে কোনো অভিযোগ থাকলে ১৬২৩৬ নম্বরে ফোন অথবা bb.cipc@bb.org.bd নম্বরে ই-মেইল করে অভিযোগকারীগণ উপকৃত হচ্ছেন।	সিআইপিসি সৃষ্টির পর থেকেই মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ই-মেইল ও ডাকযোগে প্রতিদিন অভিযোগ আসছে। সিআইপিসিতে একটি প্রথক হটলাইন '১৬২৩৬' চালু করা হয়েছে। ব্যাংকিং সেবার মানোন্নয়নে এই হটলাইনটি ইতোমধ্যে খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে।
২৩	গ্রীন ব্যাংকিং	কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো ছিল না।	গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা এবং কৌশলগত কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ছাদে স্থাপন করা হয়েছে দেশের বৃহত্তম সোলার প্যানেল, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের সকল নিরাপত্তা বাতি জ্বলছে।	আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের সাথে মিল রেখে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গ্রীন তথা পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ধারণা চালু করতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে সার্কুলার জারি করে। গ্রীন ব্যাংকিং শুধু দেশের উৎপাদন, ব্যবসা এবং অন্যান্য আর্থিক কর্মকান্ডকেই প্রভাবিত করে না, পরিবেশকেও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।
২৪	কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাইজেশন	২০০৩ সালে সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি) এর কাজ শুরু হলেও এর বাস্তবায়ন কাজে তেমন অগ্রগতি হয়নি।	নেটওয়ার্কিং, ইন্ট্রানেট, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন, এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ, ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড, ই-টেন্ডারিং ও ই-রিক্রুটমেন্টসহ প্রায় পঁচাশিটি সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়।	গত চার বছরে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক নিজেকে একটি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	২০০২-০৫	২০০৯-১২	মন্তব্য
২৫	ব্যাংক খাত ডিজিটাইজেশন	তেমন অগ্রগতি নেই।	অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা, অনলাইন সিআইবি সেবা, অটোমেটেড পেমেন্ট সিস্টেম, ই-কমার্স, মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা, অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে।	দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত চার বছর ধরে কাজ করছে। সিআইবি অনলাইন, বাংলাদেশ অটোমেটেড কিয়ারিং হাউজ, বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্সেস প্ল্যানিং, ই-রিক্রুটমেন্ট, ই-টেন্ডারিং ইত্যাদি দেশকে পেপারলেস ব্যাংকিং-এর জগতে নিয়ে যাচ্ছে।
২৬	মোবাইল ব্যাংকিং	কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।	২৫টি ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৬টি ব্যাংক তাদের কার্যক্রম এরই মধ্যে চালু করেছে। মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলেছেন।	ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্যে ব্যাংকিং সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে।
২৭	সিআইবি সেবা	ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে প্রদান করা হতো।	অনলাইন সিআইবি সেবা চালু করা হয়েছে।	১৯ জুলাই, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে বহুল প্রতীক্ষিত সিআইবি অনলাইন সেবার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। অনলাইন সিআইবি সেবার কল্যাণে বর্তমানে মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই সিআইবি রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের গ্রাহকদের হালনাগাদ ঋণতথ্য অনলাইনে প্রেরণ করতে পারছে এবং নিজ নিজ কর্মস্থল হতে সার্চিং করে অতি দ্রুত ঋণতথ্য সংগ্রহও করতে পারছে।
২৮	'goAML' সফট্ওয়্যার বাস্তবায়ন	-	আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরো সুসংহত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'goAML' সফটওয়্যারটি ইতোমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে।	এ সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে দেশের মুদ্রা পাচার প্রতিরোধে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STR) এবং নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (CTR) সংক্রান্ত তথ্য সহজে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে।
২৯	ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি)	-	২৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ (এনপিএস) উদ্বোধন করা হয়েছে।	বেসরকারি উদ্যোগে ইতোমধ্যে স্থাপিত প্রায় তিন হাজার এটিএম ও আড়াই হাজার পিওএস সুইচ এর জন্যে একক প্লাটফরম তৈরি হবে। এটি সকল আর্থিক লেনদেনের ইলেকট্রনিক সেটলমেন্টের মাধ্যমে দেশের ই-কমার্সকে আরো নিরাপদ, দ্রুত, দক্ষ ও আস্থাপূর্ণ করতে সাহায্য করবে।

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	২০০২-০৫	২০০৯-১২	মন্তব্য
৩০	স্ট্রেস টেস্টিং সিস্টেম প্রবর্তন	-	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঝুঁকি বহন ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্যে stress testing সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে।	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ট্রেস টেস্টিং করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী বর্তমানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই তাদের ট্রেস টেস্টিং করতে পারছে।
৩১	ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট প্রণয়ন	-	২০১০ ও ২০১১ ভিত্তিক রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।	বাংলাদেশের আর্থিক খাত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক তথা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় কতটুকু সক্ষম সে সম্পর্কে রিপোর্টটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে সক্ষম হয়েছে।
৩২	ফিন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল প্রবর্তন	-	মডেলটি বাস্তবায়নের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	মডেলটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে বাস্তবসম্মত দৃশ্যকল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যাংকের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিতকরণ এবং তদানুযায়ী নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজতর হবে।
৩৩	সম-মূলধন উন্নয়ন তহবিল (ইইএফ) সহায়তার পরিমাণ (কোটি টাকা)	২৪৬	২৫৩	২০০৯-১২ পর্যন্ত কৃষিভিত্তিক ৮০৬টি এবং ৩০টি আইটি প্রকল্পে ১৪৪১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, যার বিপরীতে ২০৬টি কৃষিভিত্তিক ও ১২টি আইটি প্রকল্পে ২৫৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
৩৪	আইপিএফএফ প্রকল্প এর আওতায় বিতরণ (কোটি টাকা)	এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি।	৪৫১	ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্টের আওতায় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে ৭টি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও একটি পানি শোধনাগার ও সরবরাহ প্রকল্প স্থাপনে ৪৫১ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে।
৩৫	সভরেন রেটিং মান অর্জন	-	বাংলাদেশ S&P এবং Moody's এর স্বতন্ত্র মূল্যায়নে যথাক্রমে BB- এবং Ba3 সার্বভৌম ঋণমান অর্জন করেছে।	আন্তর্জাতিক ঋণমান যাচাইকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান মুডি'স (Moody's) এবং স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওর'স (S&P) এর স্বতন্ত্র মূল্যায়নে বাংলাদেশ টানা তিন বছর (২০১০-১২) সন্তোষজনক সার্বভৌম ঋণমান যথাক্রমে Ba3 ও BB- অর্জন করেছে। এ ঋণমান দেশের অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা, আর্থিক শৃঙ্খলা ও ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতার নির্দেশক।

www.pathagar.com

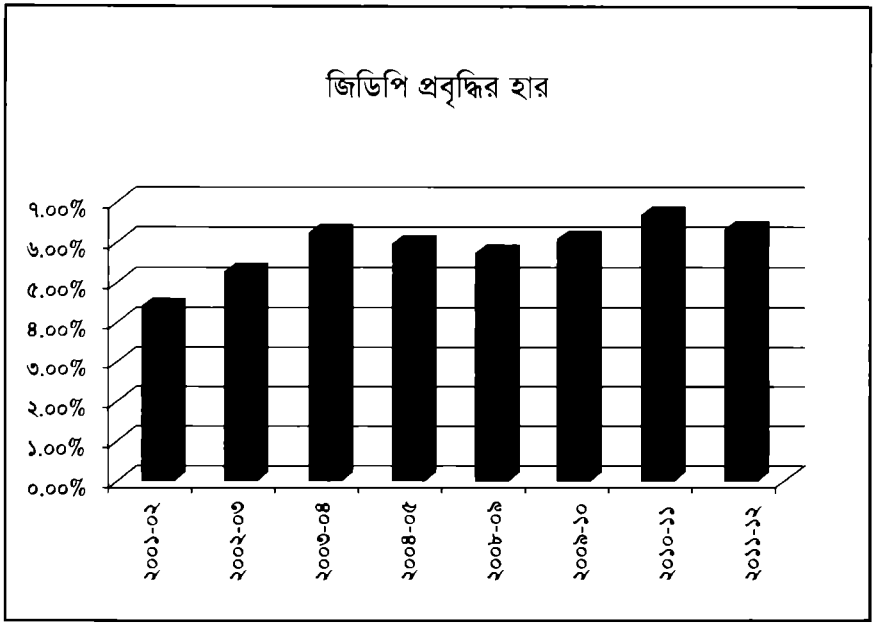

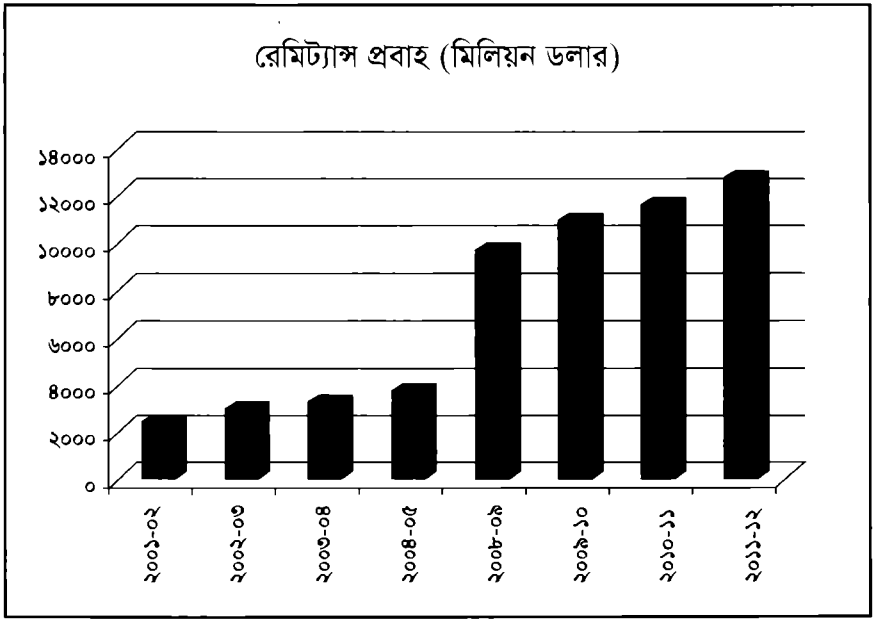

www.pathagar.com

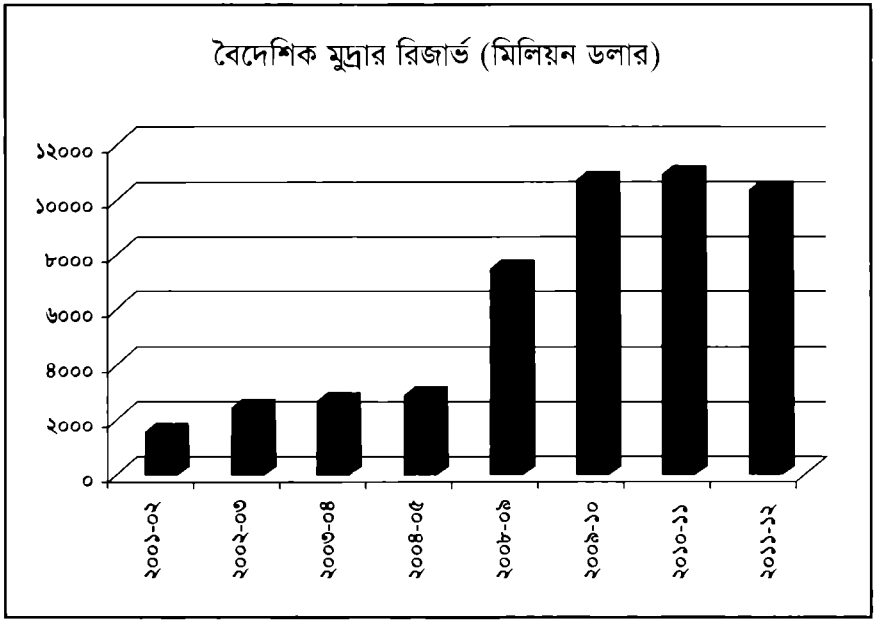

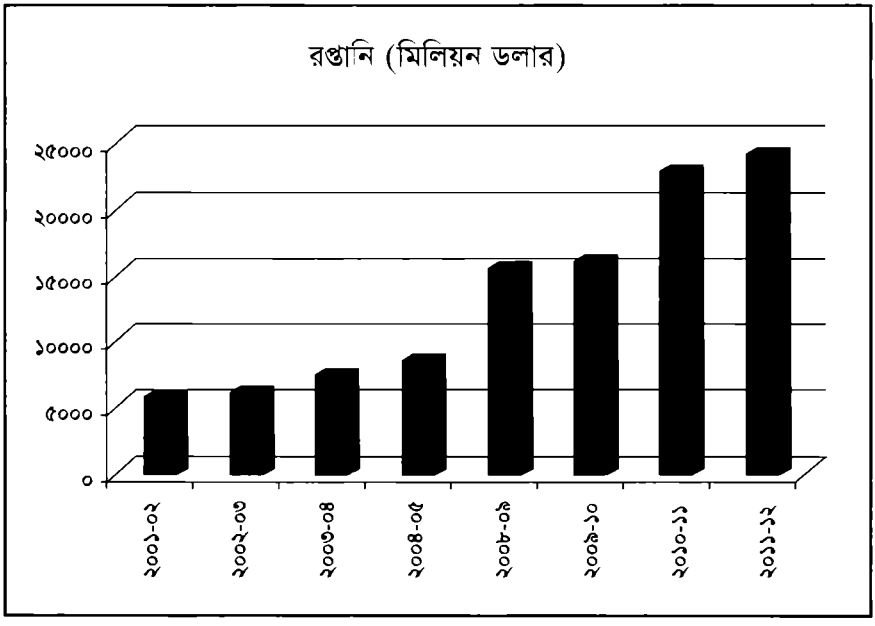

www.pathagar.com

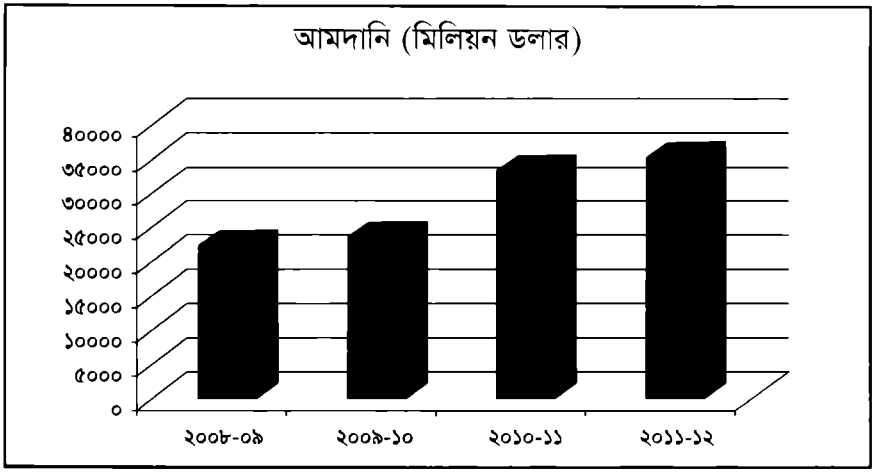

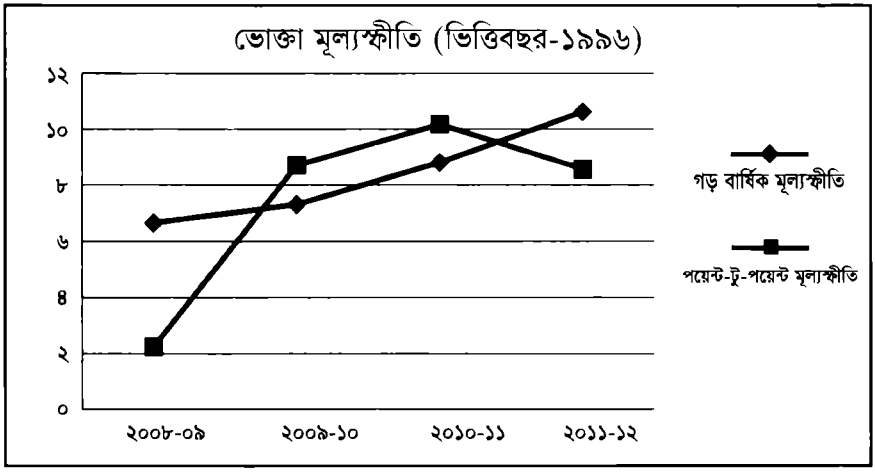

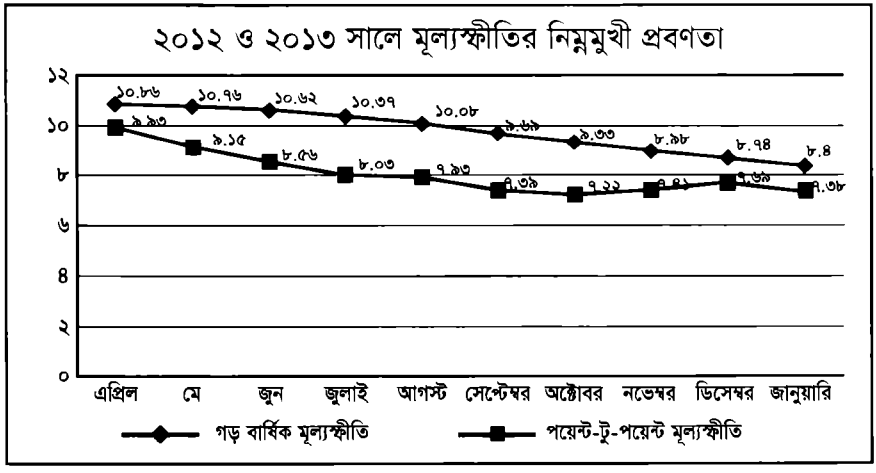

www.pathagar.com

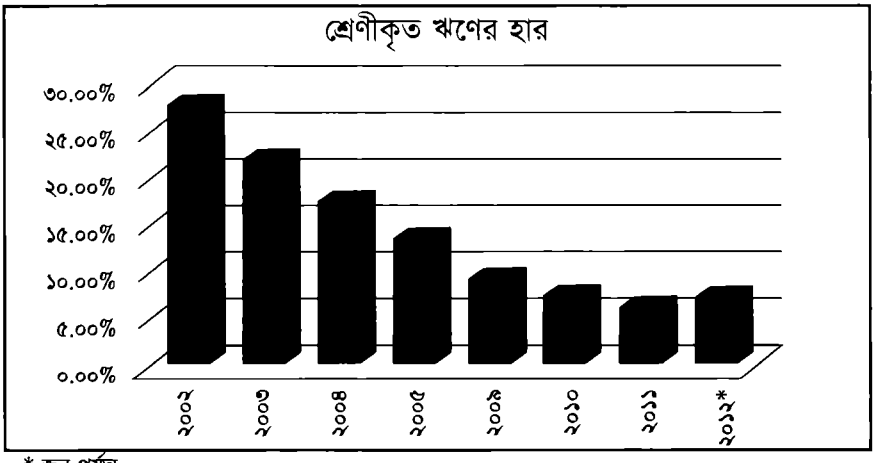

* জুন পর্যন্ত

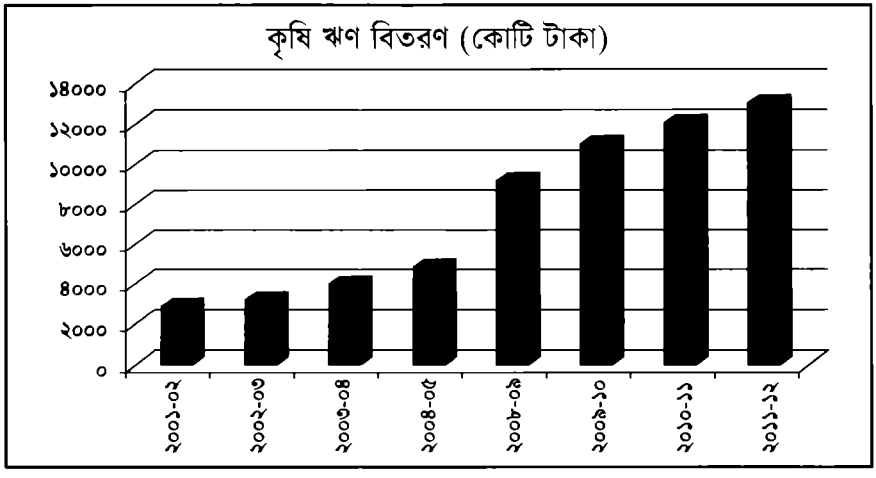

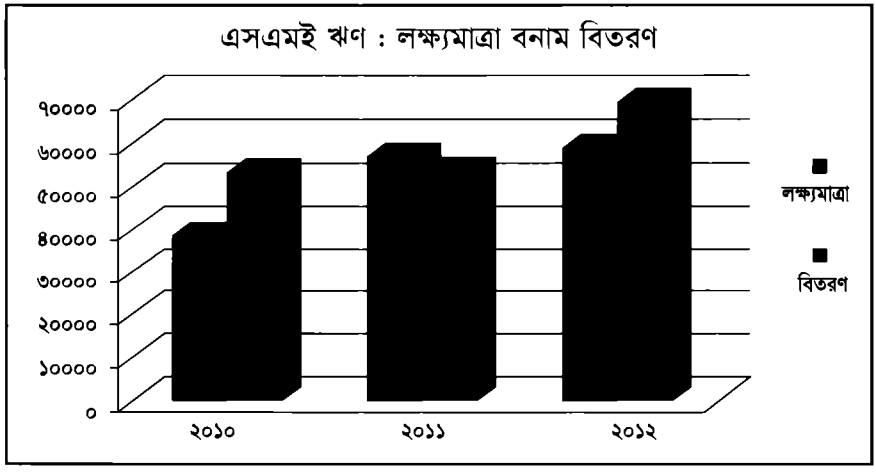

www.pathagar.com